প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিদগ্ধ হাদীস-বিশারদ আল্লামা মুহাম্মাদ

আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.

লিখিত ভূমিকা ও প্রবন্ধসমূহ থেকে নির্বাচিত

অনুবাদ ও সংযোজন

মাওলানা মুহসিনুদ্দীন খান

হানাফী
মাযহাব
প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিদগ্ধ হাদীস-বিশারদ আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী
রহ. লিখিত ভূমিকা ও প্রবন্ধসমূহ থেকে নির্বাচিত

অনুবাদ ও সংযোজন
মাওলানা মুহসিনুদ্দীন খান
ই-মেইল-mohshinuddin86@gmail.com

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

হানাফী মাযহাব

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঈ.
শাবান ১৪৪৫ হি.

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন:

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
01871746798 (হোয়াটসঅ্যাপ)

নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য : ৪০০ টাকা

Hanafi Majhab : Relevant Discussion By Allama Mohammad Abdur Rashid Numany Rh. Translation, Compilation And Additions By Mohammad Mohsinuddin Khan, Published By Muassasa Ilmiyah Bangladesh

প্রকাশক
মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
: 01871746798
: 01830540520
/ MuassasaIlmiyahbd
মহানগর প্রজেক্ট, হাতিরঝিল, রামপুরা, ঢাকা

mibd.org

পরিবেশক
মাকতাবাতুল আসলাফ
: 01747-330779
দোকান নং-৪০, প্রথম তলা, ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
/ realaslaf

আলইহদা

ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.

এর প্রতি

নববী ইলমের সুরভিত উদ্যানে একটি শুভ্র-সুন্দর ফুল যেন
আজো ফুটে আছে সকল ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভ নিয়ে

بسم الله الرحمن الرحيم

আমাদের কথা

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخاتم أنبيائه ورسله، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

আলহুজ্জাতুল কুদওয়াহ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-র ইলমি ব্যক্তিত্য ও পাণ্ডিত্য, উলূমুল হাদীসে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদান সর্বজন স্বীকৃত। সংস্কার ও পূর্ণতা দান, প্রামাণ্যতা ও পরিমার্জন এবং সুদৃঢ় ও সুনিপুণ উপস্থাপনা তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এসবের সামান্য ঝলক পাঠক তাঁর জীবনীতে দেখতে পাবেন।

তিনি হাদীস, উলূমুল হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ-সহ ইসলামী শাস্ত্রাবলীর জটিল, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর ইলমী বিষয়ে আরবী ও উর্দু ভাষায় রচিত ৩৬ টির মত কিতাবের ভূমিকা ও মুখবন্ধ লিখেছেন। এসব ভূমিকা মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ থেকে খুব শীঘ্রই প্রকাশের পথে। ইনশাআল্লাহ। হযরতের সাহেবজাদা করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক প্রফেসর, ডক্টর মাওলানা আবদুশ শহীদ নুমানী হাফিযাহুল্লাহ তাআলা লিখিত হযরতের জীবনী— "তারীখ, তাদওয়ীন, উসূলে হাদীস আওর হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী: এক মুখতাসার জায়েযা" এবং উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক সাহেবের 'তাকরীয' ভূমিকাসমগ্রের রওনক ও শোভা বৃদ্ধি করবে, ইনশাআল্লাহ।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট এবং বিন্যাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংকলকের ভূমিকায় বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে। তাই আমি আর পুনরুক্তি করছি না।

সর্বসাধারণের জন্য দ্বীন ও শরীয়ত অনুসরণের ক্ষেত্রে মাযহাবের কোনও বিকল্প নেই। যারা বিভিন্ন শিরোনামে মাযহাব অস্বীকার করেন তারাও কোনও এক বা একাধিক মাযহাবের অনুসারী। এতদসত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য মাযহাব বিষয়ক নানা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আসলে কুরআন সুন্নাহ অনুসরণের সুন্নাহ-সম্মত পথ ও পন্থারই অপর নাম মাযহাব। মাযহাব পরিচিতি, মাযহাব মানার অনিবার্যতা সম্পর্কে অনেকেই স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেছেন, মুআসসাসা থেকেও ইনশাআল্লাহ দলিলসমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রকাশিত হবে।

মাযহাবের তাত্ত্বিক ভিত্তি, দালিলিক আলোচনা, প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য মাযহাবসমূহের পরিচিতি, বিশেষভাবে হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বোঝা ও অনুধাবন করা অনেকটা গভীর ও সমৃদ্ধ পড়াশোনার উপর নির্ভরশীল।

এবিষয়গুলো হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশমীরী, মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী, মাওলানা যফর আহমদ উসমানী, মাওলানা ইউসুফ বানুরী, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহ এবং মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক হাফিজাহুল্লাহসহ অনেকের রচনায়ই সহজ, সাবলীল ও দালিলিকভাবে বিবৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে যার অবদান অনেক বেশি, এবং যিনি পুরো জীবন একাজের জন্যই উৎসর্গ করে দিয়েছেন তিনি হলেন মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি।

ইলম ও তাহকীক প্রিয় মাওলানা মুহসিন উদ্দীন খানকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন, তিনি নুমানী রাহমতুল্লাহি আলাইহির সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর ইলমী বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং ভূমিকা থেকে বক্ষমাণ গ্রন্থটি সংকলন ও অনুবাদের মত দুরূহ কাজের হিম্মত করেছেন এবং কাজটি সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি গ্রন্থটির কাজ পূর্ণরূপে সমাপ্ত করার পরেও ভাষা ও উপস্থাপনা সুন্দর ও পরিশীলিত করার জন্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা ও সবরের সঙ্গে দীর্ঘ দিন চেষ্টা করেছেন, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর এই গুণটি আমাদের বিস্মিত করেছে। তবুও ভাষা কিংবা তথ্যগত ভুল-ত্রুটি বা অসংলগ্নতা থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এমন কিছু কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগত করার অনুরোধ রইল।

প্রকাশিতব্য "মুকাদ্দিমাতে নুমানী" ও বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ "হানাফী মাযহাব: প্রাসঙ্গিক আলোচনা" গ্রন্থদুটি সম্পর্কে মাওলানা আবদুশ শহীদ নুমানী হাফিযাহুল্লাহকে অবহিত করা হলে তিনি খুবই খুশি হন এবং এগুলো ছাপানোর ইজাযাত প্রদান করেন। জাযাহুল্লাহু তাআলা খাইরান।

আল্লাহ তাআলা হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী এর সকল ইলমি ও দ্বীনী খিদমাত কবুল করে নিন, তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন, তার উলূম ও মাআরিফ থেকে ভরপুর ইসতিফাদা করার তাওফীক দান করুন। হযরতের ইলম ও ফিকরের অন্যতম ওয়ারিস, আমাদের উস্তায হযরত মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবকে আল্লাহ তাআলা সুস্থতার সাথে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। তাঁর মাধ্যমেই মূলত ব্যাপকভাবে এদেশের আহলে ইলম ও তলাবায়ে কেরামের মাঝে নুমানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি-র অমূল্য রচনাবলীর প্রসার ঘটেছে, এমনকি অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেসবাভুক্ত হয়েছে। ফলে আমরাও এগুলো থেকে ইস্তিফাদা করার চেষ্টা করেছি, অন্যদেরকেও উৎসাহিত করেছি এবং এগুলো ছাপা ও প্রচার-প্রচারণার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। এতে হযরত অনেক খুশি হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ!

গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা শ্রম ও সময় দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, সবাইকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন। পাঠকবৃন্দের কাছে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ-র জন্য, বিশেষত এর দারুত তাসনীফের জন্য খাস দুআর আবেদন করছি। আল্লাহ তাআলা যেন জাহেরী ও বাতেনী সকল আসবাবের ব্যবস্থা করে দিন এবং দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের এমন কিছু মানোত্তীর্ণ কাজের তাওফীক দান করেন, যা তাঁর দরবারে মকবুল হয়, তাঁর খাস বান্দাদের কাছে পছন্দনীয় হয় এবং গোটা উম্মতের জন্য মুফীদ ও উপকারী হয়।

هذا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

তাহমীদুল মাওলা
পরিচালক
মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
মুহাম্মদপুর ঢাকা
১১ রজব ১৪৪৫ হিজরী

দুআ ও অভিমত

খ্যাতিমান আলেম ও হাদীস-বিশারদ, তুলনামূলক ধর্মচিন্তক, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকার শাইখুল জামিয়া, বাংলাদেশের গর্ব

হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন ছাহেব (দা. বা.)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الذين كانوا جند الله. أما بعد

আমার স্নেহের মাওলানা মুহসিনুদ্দীন খানকৃত 'হানাফী মাযহাব : প্রাসঙ্গিক আলোচনা' গ্রন্থটি আমি বিভিন্ন স্থান থেকে পড়েছি। এটি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। লেখক এখানে খ্যাতিমান হাদীস-বিশেষজ্ঞ মাওলানা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর একাধিক গ্রন্থের ভূমিকা ও তাঁর বিভিন্ন ইলমী প্রবন্ধসমূহ থেকে নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলিকে সুনিপুণভাবে সংকলন করেছেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রেফারেন্স-গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু বিষয় সংযোজনও করেছেন। বইটি আলেম ও তালিবে ইলম সবার জন্য উপকারী বলে মনে করি। আল্লাহ লেখকের এই মেহনতকে কবুল করেন এবং এ ধরনের গ্রন্থ রচনার তৌফিক উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেন। আমীন।

অধম আব্দুল মতিন

২৩/১২/২১ ঈ.

দুআ ও অভিমত

'আলকালামুল মুফীদ ফি তাহরীরিল আসানীদ' প্রণেতা, দারুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, নিউ ইয়র্ক, আমেরিকার মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস

আল্লামা রুহুল আমীন ফরিদপুরী ছাহেব (দা. বা.)

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি বিশ্ব-ভুবনের প্রভু। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সকল নবীগণের উপর। বিশেষ করে আমাদের নবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। অতঃপর সাহাবা, আহলে বাইত, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন, মুহাক্কিকীন ও উম্মতের আলেমদের প্রতি।

হানাফী মাযহাব : প্রাসঙ্গিক আলোচনা কিতাবটির কপি আমাকে পাঠিয়েছেন স্নেহের জনাব মাওলানা মুহসিনুদ্দীন খান সাহেব। কিতাবটি পড়ে আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি, প্রভাবিত হয়েছি, হয়েছি আবেগাপ্লুতও। সুদীর্ঘ ৩১ বছর পর আমার জীবনের লালিত আরও একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে দেখতে পেয়ে আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। বিশেষ করে মাওলানা মুহসিনুদ্দীন খানের জন্য হৃদয় নিংড়ানো দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তার ইলম, আমল ও দ্বীনী খেদমতের মধ্যে বরকত দান করেন এবং আরো বেশি এ ধরনের কাজ করার তাওফীক দান করেন।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তায হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর সনদের উপর কাজ করার সময় 'গায়াতুল আমানী ফী তরজমাতি শাইখিনা আন-নুমানী' নামে হযরতের জীবনীও লেখার সুযোগ হয়েছে। এজন্য

হযরতের জীবন ও কর্ম আমার জীবনের একটি বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ও অনুষঙ্গ হয়ে আছে। হযরতের জীবনী লেখার সময় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাঁর লিখিত যত কিতাব, ভূমিকা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ পেয়েছি বহু শ্রম বিনিয়োগ করে তা একত্র করে হযরতের ছোট ভাই, রহীম একাডেমী নামক কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী ডা. আব্দুর রহমান গযনফার সাহেবকে ছাপার উদ্দেশ্যে দিয়েছিলাম। বয়স ও অভিজ্ঞতার স্বল্পতার কারণে এসবের কোনো ফটোকপি আমার কাছে রাখিনি, যা আজও আমাকে পীড়া দেয়। আমি তখন এর প্রস্তাবিত নাম দিয়েছিলাম 'মাকালাতে নুমানী'। যে কারণেই হোক ডা. আব্দুর রহমান গযনফার সাহেবের মাকতাবা থেকে এটি আর মুদ্রিত হয়ে আলোর মুখ দেখেনি।

নুমানী রহ.-এর সারা জীবনের সব লেখালেখি একত্র করার এই মহতী কাজটি ছিল অনেক দুরূহ ও শ্রমসাধ্য। কারণ তিনি ভারতে থাকতে যেমন মৌলিক ও গবেষণাধর্মী লেখা লিখেছেন তেমনি পাকিস্তানে এসেও লেখালেখির এ ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এসব লেখা বিভিন্ন মাসিক পত্রে ও মাকতাবা থেকে ছাপা হয়েছিল। আর তা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ও সংরক্ষিত ছিল ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন মাকতাবায় ও গ্রন্থাগারে।

যাই হোক, প্রস্তাবিত 'মাকালাতে নুমানী' নিজস্ব উদ্যোগে ছাপানোর স্বপ্নও আমার ছিল। এর মধ্যে পেরিয়ে গেছে আমার কর্ম-জীবনের বিরাট অংশ। সম্প্রতি দেখতে পেলাম যে, কেউ কেউ নতুন করে কম্পোজ করা ছাড়া হুবহু আগের ছাপানো অক্ষরে 'মুকাদ্দিমাতে নুমানী' ও 'মাকালাতে নুমানী' নামে অনলাইনে দুটি পিডিএফ ছেড়েছেন। তাদেরকে সাধুবাদ জানাই; তবে এটি দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণে সজ্জিত হয়ে বের হোক সেটাই কামনা করি।

হযরতের এসব লেখনীর মধ্যে ইলমের এমন অতুল ভান্ডার রয়েছে যে কেউ পড়লেই তা অনুধাবন করতে পারবেন। হযরত যদিও এ যুগের একজন মুহাদ্দিস ছিলেন; কিন্তু হযরতের লেখা পড়লে বা হযরতের সাথে মোলাকাত ও সাক্ষাৎ করলে হাফেজ যাহাবী, হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, হাফেজ সাখাবী ও হাফেজ সুয়ূতীর মতো বরেণ্য ইমামদের কথা মনে হবে। মনে হবে, হযরত সেই পূর্ব যুগের একজন হাফিজুল হাদীস ও মুহাদ্দিস। এটি আমার উস্তায হওয়ার কারণে ভক্তির আতিশয্যে বলছি, এমন

নয়। বরং ভারতবর্ষের বড় বড় ওলামায়ে কেরামও হযরতের ব্যাপারে এমন মন্তব্য করেছেন।

আমাদের শায়েখ এবং বিশ্বের স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. হযরত নুমানী রহ.-কে অত্যধিক সম্মান করতেন এবং নুমানী রহ.-এর লেখাকে যারপরনাই মূল্যায়ন করতেন। এতেই হযরত নুমানী রহ.-এর ইলমী মাকাম অনুধাবন করা যায়।

একটি ঘটনা আমার স্মৃতিতে আজও গভীরভাবে বসে আছে, যা মনে পড়লে এখনো দারুণ উজ্জীবিত বোধ করি। আমার বিশেষ উস্তায ও রুহানী রাহবার হযরত মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী রহ.[১] একবার জামেয়া বানুরী টাউন, করাচী তাশরীফ আনলেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এখানে কী করো? আমি তো মনে করেছি তুমি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়ে বাংলাদেশে চলে গিয়েছ।' আমি হযরতকে বললাম, 'হযরত মুফতী ওলি হাসান খান টোংকী রহ.-এর খেদমতে ছিলাম। আর এখন হযরত নুমানী রহ.-এর খেদমতে আছি।' পালনপুরী রহ. খুবই আগ্রহের সাথে বললেন, 'আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাও।' আমি বললাম, 'হযরত! আগামীকাল সকালে আপনাকে নিয়ে যাব।' পরের দিন সকাল আটটার সময় হযরত পালনপুরী রহ.-কে হযরত নুমানী রহ.-এর খেদমতে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলাম। দুজনে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত পরস্পর ইলমী মুযাকারা ও আলোচনায় নিমগ্ন থাকলেন। সে দৃশ্য ছিল আমাদের মতো তালিবুল ইলমের জন্য এক পরম উপভোগ্য বিষয়। সেদিন যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার বন্ধুবর, বিশিষ্ট মুহাক্কিক ও মুহাদ্দিস হযরত মুফতী আব্দুল মালেক ছাহেবও সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন বলে মনে পড়ছে। তখনও পালনপুরী রহ.-এর বিখ্যাত গ্রন্থ—তুহফাতুল কারী, তুহফাতুল আলমায়ী, রহমাতুল্লাহিল ওয়াসেআ, কামেল বুরহান ইলাহী ও তাফসীরে হেদায়েতুল কুরআন ইত্যাদি অস্তিত্ব লাভ করেনি। হযরত নুমানী রহ. অভ্যাস অনুযায়ী হযরত পালনপুরী রহ.-কে তাঁর ইলমী ও গবেষণামূলক কাজের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত

---

[১] সাবেক শাইখুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত। এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ যে, হযরতের সাথে অধমের গভীর নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল। সুদীর্ঘ ১৬ বছর—শাবান থেকে শাওয়াল প্রায় দেড়-দুই মাস—হযরতের আমেরিকা সফরে নিবিড় সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছি। অধমের মাদরাসাতেই হযরত অবস্থান করতেন। প্রোগ্রাম সেটিংসহ মোটামোটি সব আয়োজনই অধমের যিম্মায় ছিল।

পালনপুরী রহ. তাঁর লিখিত সমস্ত কিতাবের নাম বললেন। (সেগুলোর সংখ্যাও ছিল অনেক।) আর বললেন, 'এখনো লেখা ও গবেষণা-কর্ম জারি আছে। এ ছাড়া দরসী জিম্মাদারিও অনেক।' এসব কথা শোনার পর হযরত নুমানী রহ. বললেন, আপনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। হাদীসের উপর আপনার বেশি বেশি কাজ হওয়া উচিত। হযরত পালনপুরী রহ. বললেন, হযরত! আমার জন্য দুআ করবেন। আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী যেন কাজ করতে পারি। এরপর হযরত পালনপুরী রহ. মেহমানখানায় এসে আমাকে বললেন, 'তুমি হযরতের খেদমতে থেকে যা কিছু লেখো আমাকে অবশ্যই পাঠাবে।' আমি হযরতকে আল-কালামুল মুফীদ-এর পাণ্ডুলিপির ফটোকপি পাঠিয়েছিলাম। হযরত নিজস্ব উদ্যোগে তাঁর মর্যাদাশীল প্রকাশনী মাকতাবায়ে হিজায থেকে কিতাবটি ছাপিয়েছিলেন।

হযরত নুমানী রহ.-এর আলোচনা এলে আমি আবেগাকুল হয়ে পড়ি। আমার আবেগ আর ধরে রাখতে পারি না। এতসব ঘটনা ও স্মৃতি এখন আমার মনের জানালায় উঁকি দিচ্ছে, যা লিখতে গেলে হাজার পৃষ্ঠাও কম হবে। সময়ের স্বল্পতার কারণে এবং কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও কিছু সময় বের করে এটুকু লিখলাম। আল্লাহ তাআলা এসব ওলামায়ে কেরামের রেখে যাওয়া ইলমী মিরাসকে বর্তমান ও পরবর্তী ইলম-পিপাসুদের জন্য সংরক্ষণ ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আর পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামকে জান্নাতের উচ্চ আসন দান করুন। (আমীন)

রুহুল আমীন
দারুল কুরআনি ওয়াস সুন্নাহ,
নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা
১২/১০/২১ ঈ.
মঙ্গলবার, সকাল ১১ : ৫০

প্রসঙ্গ-কথা

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد.

কিতাবুল আছার যেহেতু আমার অনুক্ষণ গবেষণা ও চর্চার বিষয়। সেই সূত্র ধরে ইমাম আযম রহ.-কে কেন্দ্র করে যে সকল মনীষী কাজ করেছেন তাঁদের রচনার সংস্পর্শে আসার তাওফীক নসীব হয়। তবে ইমাম আযম রহ. সম্পর্কে কাজ করতে গিয়ে আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর রচনাবলিই আমাকে বেশি আকৃষ্ট ও মোহিত করে। কেননা তাঁর রচনা ও গবেষণায় রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। রয়েছে ভিন্ন স্বাদ ও বৈশিষ্ট্য। তাই স্বাদে-গন্ধে অপূর্ব খাদ্যসামগ্রী যেমন মানুষকে তীব্রভাবে রসনালোলুপ করে তোলে তেমনি তাঁর রচনাবলিও আমাকে প্রলুব্ধ করে তোলে। তিনি শাফেয়ী মাযহাব বা অন্য কোনো মাযহাবের ইমামের জীবনী লিখলেও সেই ইমামের বড় হওয়ার পেছনে হানাফী মুহাদ্দিস বা ফকীহের অবদানকে এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন, যা সচরাচর অন্যদের রচনায় প্রত্যক্ষ করা যায় না।

দরস-তাদরীসের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ হলেই ইলমী রিহলাতে বের হয়ে পড়া, উস্তাযদের গভীর সংস্পর্শে ও পরশে এসে সময় কাটানো আমার মজ্জাগত স্বভাব। বহু আগ থেকেই নুমানী রহ.-এর মুকাদ্দিমাতে নুমানীসহ বেশ কিছু রিসালার অনুসন্ধানে ছিলাম। ইতোমধ্যে এক ইলমী সফরে দারুন নাজাত মাদরাসার আইডিয়াল শাখার উস্তায, তরুণ ও উদ্যমী আলেম ভাই মো. আবু বকর তাওহীদ—আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন—এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আর্কাইভ থেকে নামানো মুকাদ্দিমাতে নুমানী-সহ নুমানী রহ.-এর আরো অনেক কিতাবের পিডিএফ আমাকে সরবরাহ করেন। আমার মনে হয়, নুমানী রহ.-এর প্রতি আমার মুহব্বত ও একটি মুগ্ধতা থাকার ফলে আল্লাহ তাআলা বিষয়টি সহজ করে দিয়েছেন। এটি পড়ে আমি আকর্ষিত ও মুগ্ধ হই। ইলম-লোভী মানুষকে প্রলুব্ধ করার মতো নানা উপাদানে পূর্ণ

এই ভূমিকাসমগ্র। (মুকাদ্দিমাতে নুমানী'র কাজ শেষ হলে আল্লাহ তাআলা কল্পনাতীতভাবে মাকালাতে নুমানী'র মতো দুর্লভ জিনিসও অধমকে মিলিয়ে দেন।)

ফেদায়ে মিল্লাত আসআদ মাদানী রহ.-এর অন্যতম সুযোগ্য খলীফা, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, তুলনামূলক ধর্মচিন্তক, বাংলাদেশের গর্ব, আমার পরমপ্রিয় উস্তায হযরত মাওলানা আবদুল মতিন ছাহেব (দা. বা.)-কে এসব দুষ্প্রাপ্য কিতাবের ব্যাপারে অবহিত করি এবং উস্তাযে মুহতারামের কাছে তা পৌঁছানোরও ব্যবস্থা করি। তিনি কিতাবটির ব্যাপারে শোনার সাথে সাথে তা অনুবাদ করার নির্দেশ দেন।

উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব (দা. বা.)-কেও খুলনা সফরকালে বিষয়টি জ্ঞাপন করি। অনুবাদের কথা শুনে তিনি কাজের পদ্ধতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। সেই আলোকেই অনুবাদ-কর্মটি প্রস্তুত করি।

ইলম ও আমলের মাপকাঠিতে হাদীসশাস্ত্রের বিদগ্ধ পুরুষ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর রচনাবলি নিয়ে কাজ করার মতো যোগ্য কর্মী আমি নই। ভাষান্তর করা দুরূহ কর্ম। তাও যদি হয় আবার অপটু হাতে তাহলে যে বেহাল দশা হওয়ার তা তো হবেই। তারপরও নিজের সার্বিক অযোগ্যতা সত্ত্বেও উস্তাযে মুহতারামের হুকুম তামিল করতে তা অনুবাদ শুরু করি। কাজ শেষে উস্তাযে মুহতারামের কাছে পাণ্ডুলিপি পৌঁছাই। প্রায় বছরখানেক সময় পাণ্ডুলিপিটা হযরতের কাছে ছিল। উসতাযে মুহ্তারাম যেসব জায়গায় সংশোধনী দিয়েছেন তা শুধরে নিয়েছি। তিরমিযী শরীফের অনুপম ব্যাখ্যাগ্রন্থ কিফায়াতুল মুগতাযী'র প্রথম চার খণ্ড (শুরু থেকে কিতাবুস সালাত পর্যন্ত) প্রকাশনার চূড়ান্ত পর্বের ব্যস্ততম ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি একটি প্রেরণাদীপ্ত অভিমতও দিয়েছেন। যার শুকরিয়া জানানোর ভাষা আমার নেই। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রাণখোলা প্রার্থনা— হযরতুল উসতাযকে সুস্থতাপূর্ণ কর্মময় দীর্ঘায়ু দান করুন। আরও তাজদীদী ও যুগান্তকারী খেদমতের তাওফীক দান করুন।

ভূমিকা লেখার আজ এই প্রাণবন্ত ও আনন্দঘন মুহূর্তে বিশেষভাবে স্মরণ করছি 'আলকালামুল মুফীদ ফি তাহরীরিল আসানীদ' প্রণেতা, দারুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, নিউ ইয়র্ক, আমেরিকার মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস আল্লামা রূহুল আমীন ফরিদপুরী ছাহেব (দা. বা.)-কে। আল্লাহ পাকের অশেষ শুকরিয়া,

নুমানী রহ.-সহ অসংখ্য আকাবিরের সাহচর্য-ধন্য ও বিশিষ্ট এ শাগরিদ বইটির পাণ্ডুলিপি পাওয়ার পর যারপরনাই খুশি হন। নুমানী রহ.-এর রচনাবলির উপর কাজ করার সুবাদে হযরতের সাথে নিবিড় সখ্যতা ও ইস্তেফাদার বিরাট সুযোগ তৈরী হয়। হযরতের কাছে একটি উৎসাহ ও দুআ বাণী লিখে দেওয়ার আবেদন করি। তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে একটি দুআ বাণী লিখে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দ্বারা দ্বীনের আরো বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দান করুন। তাঁর যত নেক মাকাসেদ আছে তা পূর্ণতা দান করুন।

উস্তাযতুল্য অগ্রজ বন্ধুবর হযরত মাওলানা তাহমীদুল মাওলা ছাহেব বইটির পিছনে অনেক শ্রম দিয়েছেন। তিনি ইলমী ও ভাষাগত যে সব সংশোধনী দিয়েছেন তা কাজে লাগিয়েছি। তাঁর আন্তরিকতা ও সম্পাদনার যোগ্যতা দেখে রীতিমত আমি মুগ্ধ হয়েছি। আল্লাহ তাআলা এ অঙ্গনেও তাঁর দ্বারা অনেক বড় ধরনের খেদমত নিবেন বলে আমরা আশাবাদী। এ বইয়ের উপর কাজ দেখে তাঁর প্রতি আমার মুহব্বাতের নতুন এক মাত্রা যোগ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর ইলম ও আমলে ভরপুর বরকত দান করুন। মনের নেক আশা পূর্ণ করুন।

গ্রন্থটি সম্পর্কে যা বলা প্রয়োজন

১। আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর জ্ঞানচর্চার পরিধি কতদূর বিস্তৃত, আর তিনি ব্যক্তি-মানুষটি কেমন সে বিষয়েও মুষ্টিমেয় অনুরাগীদের বাইরে অধিকাংশ মানুষের সম্যক ধারণা নেই। তাই কিতাবের শুরুতে প্রথম অধ্যায়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী যুক্ত করা হয়েছে।

২। কিতাবের নাম ও বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ করে বইয়ের মূল আলোচনা শুরু করার আগে 'মাযহাব ও তাকলীদ : পরিচিতি ও স্বরূপ' শিরোনামে একটি আলোচনা আনা হয়েছে।

৩। বর্তমান গ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত রচনাগুলো হলো—

(ক) রহীম একাডেমি থেকে প্রকাশিত কিতাবুল আছারের মুকাদ্দিমা। এতে ইমাম আযম রহ. সংকলিত হাদীসগ্রন্থ কিতাবুল আছারের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে।

(খ) মুসনাদে ইমাম আযমের মুকাদ্দিমা। এতে ইমাম আযমের মুসনাদ বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে।

(গ) মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের মুকাদ্দিমা। এতে মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য এবং ইলমী মাকাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(ঘ) মুসনাদে আলী রা.-এর মুকাদ্দিমা। এতে হানাফী মাযহাবের অন্যতম উৎসমূল চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রা.-এর বৈশিষ্ট্য ও ইলমী মাকাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(ঙ) মুকাদ্দিমায়ে সাবীলুর রাশাদ। ফকীহুন নফস রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. লিখিত সাবীলুর রাশাদ মাযহাব ও তাকলীদের হাকীকত সম্পর্কে একটি ওজস্বী পুস্তিকা। এর শুরুতে আল্লামা নুমানী রহ. তাৎপর্যপূর্ণ ও ওজনদার ভূমিকা লিখেছেন। সংক্ষিপ্ত এ ভূমিকা ও মুখবন্ধে উঠে এসেছে ঐতিহাসিক গুরুত্বে মহীয়ান পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের আলোকিত অনেক দিক। এ ছাড়া এ উপমহাদেশে হানাফী মাযহাবের ইতিকথা এবং লা-মাযহাবীদের অপতৎপরতার জন্মলগ্ন ইতিহাস নিয়েও উঠে এসেছে অনেক দুর্লভ তথ্য। এদের খণ্ডনে উলামায়ে দেওবন্দের ভূমিকাও উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

(চ) ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী বিন মুহাম্মাদ আলবাযদাবী আলহানাফী রহ. (জীবনকাল : ৪০০ হি.-৪৮২ হি.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য।

(ছ) ইমাম আবুল হাসান সিন্ধী রহ (ওফাত : ১১৩৯ হি.).-এর জীবনী।

(জ) মুকাদ্দিমায়ে বুলুগুল মারাম। এতে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.- (ওফাত : ৮৫২ হি.).-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(ঝ) মুকাদ্দিমায়ে তাফসীরে ইবনে কাসীর। এ অংশে ইমাম ইবনে কাসীর রহ.- (ওফাত : ৭৭৪ হি.).-এর জীবন ও অবদানের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

(ঞ) لامذہبیت کا فتنہ لا دینیت پر جاکر ختم ہوتا ہے (মাযহাব-বিরোধিতার শেষ পরিণাম ধর্মচ্যুতি)

৪। কোথাও টীকাতে আবার কোথাও প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনায় আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে প্রথমত তাঁর কথা ও বক্তব্য দিয়েই। এরপর অন্যান্য উৎস থেকে।

৫। গ্রন্থটির বিভিন্ন স্থানে বিশ্লেষণাত্মক টীকা বা পর্যালোচনা যুক্ত করে পাঠকের নির্বাক প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রয়াস পেয়েছি।

৬। এ কিতাবের প্রত্যেকটা নস ও উদ্ধৃতিকে উৎসগ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

৭। টীকা-ভাষ্য ও পর্যালোচনামূলক আলোচনাতে নুমানী রহ.-এর কথাকে দলীল-সমৃদ্ধ ও সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৮। পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে বিভিন্ন জায়গায় অনুবাদকের পক্ষ থেকে শিরোনাম ও উপশিরোনাম যুক্ত করা হয়েছে।

৯। কিছু কিছু জায়গায় গুরুত্ব অনুধাবন করে আরবী টীকা সংযোজন করা হয়েছে। সেখানে পরিশেষে (م) চিহ্ন রয়েছে।

গ্রন্থটি প্রকাশ ও রচনার ক্ষেত্রে যাঁদের নানমুখী সহৃদয় সহযোগিতা পেয়েছি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকার উসতায মাওলানা মুহাম্মাদ মোসাদ্দেক বিল্লাহ ছাহেব[২], 'গ্রন্থাগারের বাসিন্দা' খ্যাত শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা মো. বদরুল আমীন, প্রতিভাবান লেখক মুহাম্মাদ মাহদী হাসান, মুফতী আব্দুশ শাকুর যশোরী, আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ভাই আব্দুল্লাহ মো. আবু তাহের,[৩] প্রিয় ছাত্র আলাউদ্দীন চাঁদপুরী প্রমুখ। উমেদ প্রকাশের মুহাম্মাদ হুসাইন আহমদ ভাইও প্রুফ ও ভাষা সংশোধনীতে নিষ্ঠার সাথে বেশ শ্রম দিয়েছেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ সুহাইব ভাই বইটির অঙ্গসজ্জায় অনেক শ্রম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

সচেতন ও বিচক্ষণ গ্রন্থানুরাগী, শ্রদ্ধেয় ইঞ্জিনিয়ার মো. মীযানুর রহমান ছাহেব—দুর্লভ ও নতুন কিতাব সংগ্রহে যিনি সবসময় ব্যাকুল ও তৎপর থাকেন— এর মধ্যে জ্ঞানের যে স্পৃহা লক্ষ করেছি তাতে আমি তাঁর প্রতি মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। তিনিও পাণ্ডুলিপি পাঠ করে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, এজন্য তাঁকে অশেষ শুকরিয়া। আল্লাহ তাআলা তাঁর মনের নেক মাকসাদসমূহ পূর্ণ করুন।

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ বইটি প্রকাশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করায়

[২] বহু শ্রম স্বীকার করে কিতাবটি তিনি আদ্যন্ত পাঠ করেছেন। অনেক মূল্যবান পরামর্শ ও সংশোধনী দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বারবার বায়তুল্লায় হাজির হওয়ার তাওফীক দান করুন।

[৩] বিনয়ে, মাধুর্যে এবং শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর তুল্য ব্যক্তি খুব কমই দেখেছি।

আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা মুআসসাসার মাধ্যমে বড় ধরনের তাজদীদী খেদমতের আঞ্জাম দান করুন—সেই কামনা ও প্রত্যাশা রইল।

স্বল্প জ্ঞান ও সীমিত সাধ্য নিয়ে কোনো কাজে হাত দিলে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই বিজ্ঞ পাঠকের নজরে কোন ভুল-ভ্রান্তি বা অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল।

হে আল্লাহ! আপনার কাছে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করে নিন। এই বইকে নাজাতের ওসীলা হিসেবে কবুল করে নিন। প্রবাদ আছে 'প্রত্যেক পুরুষের সফলতার পিছনে একজন নারীর হাত আছে।' অধমও এর ব্যতিক্রম নয়। আমার আম্মা-আব্বা, যাঁরা প্রৌঢ়ত্বের চৌকাঠে বেশ আগেই পা রেখেছেন তাঁদের হায়াতে তাইয়েবা দান করুন। অধমের প্রতি তাঁদের দিন-রাতের হৃদয় নিংড়ানো ও অশ্রুসিক্ত দুআ, তাঁদের সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর সামান্য ফসল এ গ্রন্থ। এ গ্রন্থকে তাঁদের নাজাতের যরীআ হিসেবে কবুল করুন।

ربي، إن جاء وقت خروج الروح، اجعلني في أحب الأحوال إليك وفي أحب الأوقات إليك وخذني وأنت راض عني، اللهم حسن الخاتمة.

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলিহী ও সাহবিহী ওয়া সাল্লিম তাসলীমা। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনয়াবনত
মুহসিনুদ্দীন খান
৮ জুমাদাল উখরা, ১৪৪৪ হি.
১২ জানুয়ারি, ২০২২

সূচিপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের মুকাদ্দিমা ২০৮

পঞ্চম অধ্যায়

মুসনাদে হযরত আলী রা. কিতাবের মুকাদ্দিমা ২৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

বুলুগুল মারামের মুকাদ্দিমা ৩৮৯

দশম অধ্যায়

একাদশতম অধ্যায়

টীকার ইলমী ফাওয়ায়েদ

প্রথম অধ্যায়

আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

[১৩৩৩ হি.=১৯১৫ঈ.-১৪২০ হি.=১৯৯৯ ঈ.]

ব্রিটিশ শাসনামলের শেষভাগে এ জাতির মধ্যে এমন কয়েকজন অসাধারণ যুগপ্লাবী প্রতিভাধর ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, যাদের তুল্য মানুষ বর্তমান উপমহাদেশে দ্বিতীয় কাউকে খুঁজে পাওয়া ভার। এটা নিঃসন্দেহে আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়ার জন্য গর্বের বিষয়! তেমনই এক ব্যক্তি হলেন আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.। এই নামটি উপমহাদেশের ইলমে হাদীসের ইতিহাসে খুবই সুপরিচিত। তাঁর বিভিন্ন লেখা-লেখনীতে ও রচনাসম্ভারে তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. ও হানাফী মুহাদ্দিসদের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত যেভাবে তুলে ধরেছেন তা আমাদের চেতনার বাতিঘর। জ্ঞানের ব্যাপকতা ও প্রসারতা, দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও দূরদর্শিতা এবং চিন্তার গভীরতায় তাঁর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মুহাদ্দিস আল্লামা হায়দার হাসান খান টোংকী রহ.-এর মতো ব্যক্তিত্বের তিনি ছিলেন মানযুরে নযর (বিশেষ মনোযোগের পাত্র)। জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতির জন্যে এটি অনেক বড় পরিচয়। আন্তর্জাতিকমানের শীর্ষপর্যায়ের একজন লেখকের মাঝে যেসব গুণাবলি থাকা দরকার তা তাঁর লেখনীর মাঝে ছিল পূর্ণমাত্রায়। লেখার জন্য লেখা নয় বরং সৃজনশীল, সময় উপযোগী, চরম ও শিথিলপন্থামুক্ত লেখা তিনি উম্মতকে উপহার দিয়েছেন। যা পাঠককে চিন্তাশীল, দায়িত্বশীল ও গবেষণামুখী করে তোলে। যেমন ছিলেন তিনি বিদ্যায় অনন্য তেমন আমল-আখলাকেও। অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী এই মহান ব্যক্তিত্ব ও তাঁর অনিঃশেষ অবদানকে নিয়েই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

উল্লেখ্য যে, সৃজনশীল মুসান্নিফ সব যুগেই সংখ্যায় হাতেগোনা হয়ে থাকেন। আর বাস্তবেই তাঁর কিতাবগুলো যেন সৃজনশীলতার এক একটা বিস্ময়কর নমুনা। পাঠক-নন্দিত বহু মূল্যবান বইয়ের লেখক ছিলেন তিনি। ইলমের ময়দানে তিনি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ খেদমত করে গেছেন। তাঁর এ জীবনালেখ্য যেহেতু সংক্ষিপ্ত তাই তাঁর জীবনের পূর্ণাবয়ব আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়; বরং তাঁর জীবনের খণ্ডচিত্র ও খণ্ডাংশকে তুলে ধরা হয়েছে মাত্র।

নিষ্ঠাবান সাধক পুরুষ আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর মতো সৃজনশীল ও কীর্তিমান গবেষক, শক্তিমান লেখক ও মুসান্নিফের জীবনীর উপর মানোত্তীর্ণ স্বতন্ত্র পিএইচডি হওয়ার দাবি রাখে। তাঁর জ্ঞানগরিমার মাহাত্ম্য এবং নানা ক্রিয়াকর্ম নিয়ে যদি কোন পিএইচডি গবেষক তার দৃষ্টিকে এ দিকে নিবদ্ধ করতেন, তাহলে কতইনা ভাল হতো! তা-ছাড়া বাংলা ভাষায় আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর কর্মময় জীবন ও অবদানের উপর একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশও সময়ের দাবি। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন।

নাম ও পরিচয়

নাম : মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ। পিতা : মুনশী মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, যিনি ছিলেন মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ ইবরাহীম রুহী টোংকী রহ.-এর খলীফা। পিতামহ মুহাম্মাদ বাখশ। নসব বা বংশগতভাবে তিনি ছিলেন রাজপুত। তাঁর জন্ম হয়েছিল হিন্দুস্তানের জয়পুরে। এ হিসেবে তিনি হিন্দী জয়পুরী। দেশ বিভাগের সময় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের শিকার হয়ে পাকিস্তানের করাচীতে হিজরত করে এখানেই বসবাস শুরু করেন। তাই রাষ্ট্রিক ও নাগরিক পরিচয়ে তিনি পাকিস্তানী। আর ইমাম আবু হানীফার প্রতি নিসবতের দিক দিয়ে নুমানী ও মাযহাবগতভাবে তিনি হানাফী। তিনি হিন্দুস্তান ও পকিস্তানের অন্যতম শীর্ষ পর্যায়ের হাদীস-বিশারদ। ইমাম আবু হানীফা নুমান ইবনে ছাবেত রহ.-এর নামানুসারে তাঁর ইলমী উপাধি হলো নুমানী।

জন্ম : তিনি ১৮ যিলকদ ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ ঈ. সনে ভারতের রাজস্থানের জয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা-জীবন

প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা তিনি নিজ এলাকাতেই সম্পন্ন করেন। নিজ মহল্লার 'আনওয়ারে মুহাম্মাদী' মাদরাসায় তিনি প্রাথমিক কিতাবাদি পড়েন।

ফার্সি ভাষার উচ্চতর কিতাবসমূহ তিনি 'তালীমুল ইসলাম' মাদরাসায় মুনশী ইরশাদ আলী খান, মুনশী আব্দুল কাইউম নাতিক এবং অন্যান্যদের নিকট অধ্যয়ন করেন। ১৯২৮ সনের জুন মাস থেকে কেবল উলূমে আরাবিয়্যায় পূর্ণত্ব ও পরিপক্বতার লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেন। উক্ত মাদরাসার একমাত্র আরবী উস্তায ছিলেন শায়েখ কাদীর বখশ আল বাদায়ুনী রহ.। তাঁর কাছে তিনি 'মীযানুস সরফ' থেকে সহীহ বুখারীর প্রাথমিক কিছু সবক পর্যন্ত দরসে নিযামীর অধিকাংশ কিতাবই পড়েন। এ ছাড়া পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে তিনি মৌলভী, মৌলভী আলেম, মৌলভী ফাজেল-এই তিন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এই তিন পরীক্ষার যেসব কিতাব সিলেবাসভুক্ত ছিল তা তিনি বাদায়ুনী রহ.-এর নিকট পড়েন। তিনি ১৯২৮ সন থেকে ১৯৩২ সন পর্যন্ত মোট পাঁচ বছরে বাদায়ুনী রহ.-এর খেদমতে থেকে 'উলূমে আরাবিয়্যাহ' শেষ করেন।

আল্লামা হায়দার হাসান টোংকী রহ.[৪] (১৩৬১ হি.)-এর সান্নিধ্যে

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ১৯৩৪ সনে উচ্চতর ও বিশেষায়িত পর্যায়ের আরবী সাহিত্য শিক্ষার জন্য 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা' লাখনৌ গমন করেন। ফলে তাঁর কিসমতের সিতারা রওশন হয়ে গেল। তিনি সেখানে তাঁর স্বদেশী আলেম শাইখুল হাদীস, আল্লামা হায়দার হাসান খান টোংকী রহ.-এর সান্নিধ্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন।

আল্লামা হায়দার হাসান টোংকী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.-এর ভাষায় : নিকট অতীতে টোংক-এর ক্ষুদ্র জনপদে—যার নাম রাজস্থানের বাইরে হয়তো খুব কম মানুষই জানে—যখন ছোট্ট একটি ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তা এক বিরাট ইলমী মারকাযরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এমন সকল যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও জ্ঞানসাধক সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাদের ইলমী ফায়য ও ফায়যান লাভ করার জন্য বিশাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ ছুটে আসতো। আল্লামা হায়দার হাসান টোংকী[৫] এবং তাঁর পরে মাওলানা হাকীম বারাকাত-এর জ্ঞানের সুখ্যাতি ও ইলমী ফায়য তো সারা হিন্দুস্তানে এবং হিন্দুস্তানের সীমানা ছাড়িয়ে

[৪] তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন—হিন্দুস্তানের আটশ বছরের উলামা-মাশায়েখ, লেখক-সাহিত্যিক এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের জীবনী সম্বলিত অনন্যগ্রন্থ 'নুযহাতুল খাওয়াতির' (৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা নং ১২১৮, ১২১৯ দারু ইবনে হযম ১৪২০ হি.)।

[৫] 'নাদওয়াতুল উলামা তারীখুহা ওয়া নাশআতুহা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে—

মুসলিম জাহানের দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। আরো অনেকে ছিলেন, যাদের জীবনবৃত্তান্ত জানতে চাইলে শুধু উর্দূভাষায় নয়, বরং আরবীভাষার বড় বড় আকর গ্রন্থেও তাঁদের খ্যাতি ও সুখ্যাতির বিবরণ আপনারা পাবেন।[৬]

আল্লামা হায়দার হাসান খান রহ.—ইমামুল মুহাদ্দিসীন হুসাইন বিন মুহসিন আনসারী ইয়ামানী রহ.-এর বিশিষ্ট শাগরিদ—ছিলেন সে সময় দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার শাইখুল হাদীস। এই কীর্তিমান মহাপুরুষই ছিলেন নুমানী রহ.-এর মূল আকর্ষণ। তাই নুমানী রহ. আল্লামা হায়দার হাসান খান সাহেব রহ. থেকে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি তাঁর সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকতেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর খেদমতে উপস্থিত থাকতেন। এভাবে তিনি তাঁর স্নেহের দৃষ্টি লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

আল্লামা হায়দার হাসান খান রহ.-কে তিনি তাঁর জীবনে এরূপভাবে গ্রহণ ও প্রতিফলিত করেন যে, যেন তিনি তাঁর-ই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তাঁর সোহবত ও সাহচর্যের বরকতে নুমানী রহ.-এর জীবন-উদ্যানে আসে সৌভাগ্যের বসন্তবাহার। নুমানী রহ.-এর চিন্তা-জগতে সৃষ্টি হয় এক বিরাট বিপ্লব।

মোটকথা, নুমানী রহ.-এর চেতনা ও মননশীলতা বিকাশের ক্ষেত্রে তিনিই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনিই ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক। তাঁরই চিন্তার আলোক-রেখা অনুসরণ করে নুমানী রহ. পথ চলা শুরু করেন। তিনি সর্বমোট দুই বছর (১৯৩৪ ও ১৯৩৫ ঈ. সন) টোংকী রহ.-এর কাছে অবস্থান করেন।

আল্লামা হায়দার হাসান খান টোংকী রহ.-এর কাছে যেসব কিতাব অধ্যয়ন করেন

নুমানী রহ. সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিযী উভয় কিতাব 'কিরাত' ও 'ছামা'[৭]

وتولى التدريس في دار العلوم علماء كبار من مشاهير علماء الهند وخارجها، كالشيخ محمد فاروق الجرباكوتي والشيخ عبد الله التونكي والشيخ محمد طيب المكي والشيخ شير علي الحيدرآبادي والشيخ محمد بن الحسين اليماني والشيخ أمير علي اللكهنوي والشيخ حفيظ الله البندولي، والشيخ شلبي الأعظمي، والشيخ حيدر حسن خان التونكي والشيخ تقي الدين الهلالي المراكشي. (من الشبكة)

[৬] *পা-জা সুরা-গে যিন্দেগী*, মাজলিসে তাহ্কীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম লাখনৌ, পৃ. ১৮৬॥ হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ অনূদিত, পৃ. ১৭৩; ১৭৪॥

[৭] 'কিরাত' ও 'ছামা' শব্দ দুটি শাগরিদ শায়খের কাছ থেকে হাদীস ধারণ ও গ্রহণ সংশ্লিষ্ট

পদ্ধতিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর খেদমতে থেকে পূর্ণ করেন। তিনি সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে ইমাম আহমদ-এর বিভিন্ন অংশ তাঁর কাছে পড়েছেন। অবশ্য মুসলিম শরীফের মুকাদ্দিমার সবটুকুই পূর্ণ যবত ও ইতকান এবং তাহকীক ও পর্যালোচনার সাথে অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়া আরো অনেক কিতাব পড়েন। তাঁর সোহবতের বরকতে নুমানী রহ.-এর ইলমে হাদীসের সাথে পরিপক্ব মুনাসাবাত গড়ে ওঠে। উসূলে হাদীস, রিজাল, তারীখ ও তবাকাত, তাখরীয-সংক্রান্ত হাদীসের কিতাব, সুনান, মাসানীদ, হাদীস ও শুরুহে হাদীসের শত শত কিতাবের সাথে পরিচিতি ও ইস্তিফাদার সুযোগ লাভ করেন। মোটকথা, হায়দার হাসান খান রহ.-এর আন্তরিক অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতার ফলেই তিনি উলূমুল হাদীস বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ফলে হাদীসশাস্ত্রে তিনি এরূপ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন যা তাঁকে মুতাকাদ্দিমীন মুহাদ্দিসদের কাতারে এনে দেয়।

আল্লামা মাহমুদ হাসান খান টোংকী রহ. (ওফাত : ১৩৬৬ হি.)-এর সান্নিধ্যে

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.-এর ভাষায় মাহমুদ হাসান খান টোংকী সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. বলেন,

শেষ যুগের বিরল ইলমী ব্যক্তিত্ব (হায়দার হাসান খান টোংকী রহ.-এর বড় ভাই) মাহমুদ হাসান খান টোংকী-এর কথা আমি এখানে বলতে চাই, যাঁর শুধু নামটুকু উচ্চারণ করাও আমাদের জন্য গর্ব ও গৌরবের বিষয়। এ মজলিসে আমার পরিচয় প্রসঙ্গে আরব জাহানের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। সেখানকার বিভিন্ন একাডেমি, ইউনিভার্সিটি ও ইলমী মজলিসে অতি উচ্চস্তরের জ্ঞানী, গুণী ও বুদ্ধিজীবীদের সামনে বক্তব্য রাখার সুযোগ আমার হয়েছে। সেখানে যখনই আমি মাওলানা মাহমুদ হাসান খান টোংকী-এর ইলমী মাকাম এবং কীর্তি ও কর্মের কথা আলোচনা করেছি তখন তাদের মাঝে আমি অপরিসীম বিস্ময় ও কৌতূহল লক্ষ করেছি। তারা সকলে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠেছেন, সত্যি কি এমন অনন্য-সাধারণ প্রতিভা সেখানে জন্মলাভ করেছে! আমি তাদের বলেছি, হ্যাঁ, সেখানে এমন লেখক-প্রতিভা জন্মলাভ করেছেন,

---

হাদীসশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। 'কিরাত' বলতে বুঝানো হয় শাগরিদ হাদীস পাঠ করবেন, আর উস্তায তা শ্রবণ করবেন। এটিকে বলা হয় 'কিরাত' বা 'পঠন-পদ্ধতি'। আর 'ছামা' বা 'শ্রবণ-পদ্ধতি' বলতে বুঝায় শায়েখ হাদীস পাঠ করবেন আর শাগরিদ তা শ্রবণ করবেন।

যিনি তাঁর রচিত সুবিশাল জীবনী-গ্রন্থের মাধ্যমে নিজেকে যেমন অমর করেছেন তেমনি হিন্দুস্তানের অসংখ্য আলিম-উলামা এবং লেখক ও জ্ঞানসাধককেও অমরত্ব দান করেছেন এবং তাদের কলম ও কলম-কীর্তিকে মুসলিম জাহানের সামনে তুলে ধরেছেন। معجم المصنفين (গ্রন্থকারদের পরিচয়কোষ) নামে তাঁর রচিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা আমার জানামতে বিশ হাজার।[৮]

নদবী রহ. আরো বলেন,

> 'মুজামুল মুসান্নিফীন' কিতাবের মাধ্যমে তিনি শুধু হিন্দুস্তানের নয়, বরং গোটা ইসলামী জাহানের লেখক-গ্রন্থকারদের জীবন ও কর্ম সংরক্ষণ করে গেছেন; সময়ের আয়তনে যা প্রথম হিজরী শতক থেকে চৌদ্দ শতক পর্যন্ত এবং ভৌগোলিক আয়তনে যা হিজায থেকে ইন্দোনেশিয়া, বাদাখশাঁ, খাতান ও তাশখন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। দুঃখের বিষয়, এ সুবিশাল গ্রন্থের কয়েকটি মাত্র খণ্ড এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। তারপরও এ গ্রন্থের নযীর নেই।[৯]

এমনই এক কীর্তিমান মহাপুরুষের খেদমতে নুমানী রহ. ১৯৩৮ সনে হায়দাবাদ গমন করেন। রিজালশাস্ত্রের বিদগ্ধ পণ্ডিত, হিন্দুস্তানের অন্যতম হানাফী ফকীহ মাহমুদ হাসান খান টোংকী রহ. সে সময় 'মু'জামুল মুসান্নিফীন' সংকলন ও গ্রন্থনার কাজ করছিলেন। তাঁরই নেগরানী ও তত্ত্বাবধানে নুমানী রহ. পূর্ণ চার বছর এ বরকতময় কাজে এবং অমর কীর্তিতে অংশগ্রহণ করেন। এ কিতাবের চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। কিতাবটি মোট ষাট খণ্ডে পরিসমাপ্ত।

সোহবত ও ইজাযত

নুমানী রহ.-এর জ্ঞানমনস্কতা ও অধ্যয়ননিমগ্নতা দেখে (সেই সাথে স্বদেশী হওয়ার কারণে) মুহাদ্দিস আল্লামা হায়দার হাসান খান রহ. তাঁর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তিনি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তা'লীমের সাথে সাথে তরবিয়্যাতের প্রতিও পূর্ণ দৃষ্টি দেন। তাঁর এরূপ (চিন্তা ও কর্মের) 'ইহতিসাব' ও

---

[৮] আবুল হাসান আলী নদবী রহ. তাঁর 'পুরানে চেরাগ' (১/২০১) গ্রন্থে বলেন, 'গ্রন্থটি ষাট ভলিয়মে বিশ হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এবং এটি চল্লিশ হাজার ব্যক্তির জীবনী-সম্বলিত। আফসোস! এত সুবিশাল গ্রন্থের মাত্র চারটি খণ্ড হুকুমতে আসিফিয়্যার তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় প্রকাশ হতে পেরেছে।'

[৯] পা-জা-সুরা-গে যিন্দেগী, পৃ. ১৮৫ মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দা. বা. অনূদিত, পৃ. ১৭৪, ১৭৫॥

নেগরানি এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ মাওলানা নুমানী রহ.-এর সত্তাগত সুপ্ত রত্নকে আলোকিত ও জ্যোতির্ময় করে তোলে। এভাবে তিনি তাঁর স্নেহ-দৃষ্টি লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হাদীসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞতা অর্জন এবং ইলমে সুগভীরতা অর্জনের সাথে সাথে তাঁর আমলী যিন্দেগীতেও এক ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা সৃষ্টি হয়। মুহাদ্দিস আল্লামা হায়দার হাসান খান সাহেব রহ. নিজেও রূহানিয়াতের জগতে অত্যুচ্চ মর্যাদার অধিকারী হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর ইজাযতপ্রাপ্ত ও তাঁরই সিলসিলাভুক্ত ছিলেন। তাঁর মণি-মুক্তা নিরীক্ষক দৃষ্টি নুমানী রহ.-এর উপর পড়ে। ফলে তিনি নুমানী রহ.-কে বাইআতেরও ইজাযত প্রদান করেন।

তিনি যুবক বয়সেই তাঁর খেলাফত লাভ করেন। এ ছাড়া শায়েখ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.-এর নিকট থেকেও তিনি আত্মশুদ্ধির পাঠ ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর কাছেও তিনি তরীকত-তাসাউফ মশক করেন। তিনি ছিলেন সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.-এর খুবই প্রিয় ও আস্থাভাজন এবং তাঁর ইজাযতপ্রাপ্ত। শায়েখ মুহাম্মাদ ইকবাল মুহাজিরে মাদানীও তাঁকে ইজাযত প্রদান করেন।

মোটকথা, এ সকল মহান ব্যক্তিদের নিকট-সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং স্নেহ শফকতের পরশ পেয়ে তিনি ধন্য হয়েছেন এবং মানস গঠনের উপকরণ লাভ করেছেন।

আরো যাঁদের সোহবতে ধন্য তিনি

মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দা.বা.-এর ভাষায়, 'বড়রা সত্যই বলেছেন, কিতাবের হাজার পাতার চেয়ে আল্লাহর কোন নেক বান্দার ক্ষণিকের সোহবত অনেক বেশি উপকারী। কিতাব হয়তো জ্ঞান দান করে, কিন্তু সোহবত দান করে অন্তর্জ্ঞান। অধ্যয়ন যদি হয় প্রদীপ, সান্নিধ্য হল হৃদয়ে সেই প্রদীপের প্রজ্বলন।'[১০] তাই তো তিনি আধ্যাত্ম সাধনার সুউচ্চ আলোকমিনার, হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর মজলিসে উপস্থিত হয়েছেন। একবার শাইখুল আরব ওয়াল আযম হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর সঙ্গগৌরব ও সান্নিধ্য-সৌরভও লাভ করেছেন। বিশ্ববিশ্রুত ইসলামী শিক্ষা ও দীক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দের সুদীর্ঘকালের উস্তাযুল হাদীস, আরিফ বিল্লাহ, সাইয়েদ

---

[১০] বাইতুল্লাহর মুসাফির, পৃ. ৩৭॥

আসগার হুসাইন দেওবন্দী[১১] রহ. (ওফাত : ১৩৬৪ হি.)-এরও সোহবতে লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি শায়েখ ইলিয়াস কান্ধলভী রহ. (ওফাত : ১৩৬৩ হি.) ও তাঁর সাহেবজাদা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভী রহ.-এর দীর্ঘ সোহবত পেয়েছেন।

এ সকল মহান বুযুর্গদের সান্নিধ্যের বরকতেই তিনি কলবানি ও রূহানী শোধন ও সংশোধনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার মারেফাত লাভ করে আল্লাহপ্রেমের উচ্চ-মার্গে আরোহণ করে ইনসানে কামেল হয়েছিলেন। মোটকথা, পাক-ভারত উপমহাদেশে রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার একসময়ের একাধিক প্রাণকেন্দ্র থেকেই তিনি ইস্তিফাদা করে আধ্যাত্মিক শক্তি আহরণ করেছেন।

নদওয়াতুল মুসান্নিফীনে অবস্থান

নদওয়াতে শিক্ষা সমাপনীর পর একটা সময় পর্যন্ত তিনি নিজ দেশে অবস্থান করেন। এ সময়েও তিনি মুহাদ্দিস হায়দার হাসান খান রহ. থেকে ইস্তিফাদার ধারা অব্যাহত রাখেন। এরপর তিনি বিখ্যাত গবেষণাকেন্দ্র নদওয়াতুল মুসান্নিফীন-এর যিম্মাদারদের অভিলাষে দিল্লীতে তাশরীফ রাখেন এবং নদওয়াতুল মুসান্নিফীন-এর সাথে ১৯৪২ সনে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পৃক্ত হন। সে সময়-ই তিনি ইমাম হাকেম নিশাপুরী রহ.-এর উসূলে হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব আলমাদখাল কিতাবের উপর একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা উর্দূ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। যেটা ছিল খুব সম্ভব নুমানী রহ.-এর নিয়মতান্ত্রিক প্রথম প্রবন্ধ। এই পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধটি তাহকীক ও গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অভিরুচির অপূর্ব শৈলীর প্রমাণ বহন করে। এই তাবসেরাটি (পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ) 'আলমাদখালের' সাথেই প্রকাশিত হয়েছে। হাদীসশাস্ত্রের এক স্মরণীয় প্রতিভা আল্লামা শিব্বীর আহ্মদ উসমানী রহ. একবার কোনো উপলক্ষে নদওয়াতুল মুসান্নিফীনে তাশরীফ আনেন। এই তাবসিরাটি আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর আগেই দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। যখন মাওলানা নুমানী রহ.-কে পরিচয় করানো হলো তখন আল্লামা উসমানী রহ. যেন আনন্দে আত্মহারা!

---

[১১] সাইয়েদ আসগার হুসাইন দেওবন্দী রহ.। তিনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের স্বর্ণসন্তান। মিয়া সাহেব নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শীর্ষ পর্যায়ের মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আবেদ ছিলেন। ১৩১৮ হিজরীতে শিক্ষা সমাপন করেন। এরপর আজীবন তিনি দারুল উলূমে হাদীসের পাঠ দান করেন। তাঁর উস্তায শাইখুল হিন্দ রহ.-এর তিরমিযী শরীফের দরসী তাকরীর (ক্লাসের লেকচার)- কে খুব সুন্দর উসলূব ও পদ্ধতিতে উর্দূ ভাষায় সুবিন্যস্ত করেন। যা الورد الشذي على جامع الترمذي নামে প্রকাশিত হয়েছে। (আনওয়ারুল বারী ১/৪৪৮ [ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে])

তিনি তাঁর মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন নিম্নোক্ত ভাষায়—اچھا آپ ہی صاحب المدخل ہیں। 'আচ্ছা! আপনিই সেই আলমাদখাল বিষয়ক প্রবন্ধকার।'

'লুগাতুল কুরআন' সংকলন

নদওয়াতুল মুসান্নিফীন-এ অবস্থানকালে তত্ত্বাবধায়ক ও যিম্মাদারদের আকাঙ্ক্ষার কারণে 'লুগাতুল কুরআন' চার খণ্ডে সংকলন করেন। কিন্তু তা পূর্ণ করতে পারেননি। পরে পাক-ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে তিনি হিজরত করে পাকিস্তানে চলে আসেন। পরবর্তীকালে মাওলানা আব্দুদ দায়েম জালালী ছাহেব অতিরিক্ত দুই খণ্ডে এ কিতাবের পূর্ণাঙ্গতা দান করেন। কিতাবটি 'নদওয়াতুল মুসান্নিফীন' থেকে মুদ্রিত হয়। নুমানী রহ. বিখ্যাত ইলমী ও তাহকীকি ইদারা 'নদওয়াতুল মুসান্নিফীন'-এর গবেষণাকর্মী ও সহযোগী ছিলেন। আবার 'মাজলিসে ইহইয়াউল মাআরিফিন নুমানিয়া'-এর মজবুত ও পরিপক্ক রুকনও ছিলেন। তিনি 'নদওয়াতুল মুসান্নিফীন'- এ ১৯৪৭ সন পর্যন্ত অবস্থান করেন। সম 'মাসলাক' ও 'মাশরাব'—একই মত-বিশ্বাস এবং সম-'মাকতাবে ফিকির'—একই 'চিন্তাপরিবারের' হওয়ার কারণে, এক কথায়—লক্ষ্য ও আদর্শের একমুখিতা ও সগোত্রীয়তার কারণে মাওলানা আবুল ওয়াফা আফগানী রহ.-এর সাথে তাঁর গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

'লুগাতুল কুরআন' ও 'তাফহীমুল কুরআন'

আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর ব্যাপারে কেউ কেউ মওদুদী দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অভিযোগ করত। 'আলকালামুল মুফীদ' প্রণেতা আল্লামা রুহুল আমীন ফরিদপুরী (দা. বা.) বলেন, আমি নিজেই নুমানী রহ.-কে বিষয়টি একবার প্রশ্ন করি, প্রশ্ন শুনে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তিনি বলেন,

দুই ব্যক্তি এরকম গত হয়েছেন, যারা আমাদের আকাবিরদের খুবই কাছে পাওয়া সত্ত্বেও তাঁদের থেকে উপকৃত হতে পারেননি। একজন হলেন, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। তিনি শাইখুল হিন্দ রহ. ও তাঁর সমসাময়িক বর্ষীয়ান আলেমদের কাছে পেয়েও তাঁদের থেকে উপকৃত হতে পারেননি। আরেকজন হলেন, জনাব মওদূদী ছাহেব। তিনি হাকীমুল উম্মাহ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., শাইখুল আরব ওয়াল আযম হযরত সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ., মুফতী কেফায়েতুল্লাহ ছাহেব রহ., মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া ছাহেব রহ., মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবী রহ., হযরত

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহ. এসব বর্ষীয়ান আলেমদের যামানা পেয়েছেন; কিন্তু কারো কাছ থেকে ইস্তেফাদা করেননি। তিনি তো আমার লিখিত 'লুগাতুল কুরআন' কিতাবের পুরোটাই তাফহীমুল কুরআনের ভেতরে এমন দক্ষতা ও নিপুণতার (!) সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন যে, তা চেনার উপায় নেই যে, এটা আমার লেখা। যাকে অন্যভাষায় বলে সূক্ষ্ম কারচুপি।[১২]

পাকিস্তান হিজরত ও অধ্যাপনা

দেশভাগের সময় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ফলে তিনি ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান হিজরত করে করাচীতে চলে আসেন। প্রায় তিন-চার বছর বিভিন্ন ইলমী কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এরপর শাইখুল ইসলাম আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর তত্ত্বাবধানে ১৯৪৯ সনে যখন সিন্ধে 'দারুল উলূম টেণ্ডুআল্লাহইয়ার' প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাঁর শুভাগমনে জামিয়া আলোকিত হয়। তিনি সেখানে ফিকহ্ ও উসুলে ফিকহ, নাহু ও মানতেক প্রভৃতি বিষয়ের কিতাবাদি দরস প্রদান শুরু করেন। তিনি 'মুকাদ্দিমায়ে ইবনুস সলাহ'রও দরস প্রদান করেন। এটা ঐ সময়ের ঘটনা যখন সৌভাগ্যক্রমে 'দারুল উলূম টেণ্ডুআল্লাহইয়ার'-এ মুহাদ্দিস ও মুফাসসির ইদরীস কান্ধলভী রহ. (১৩১৭-১৩৯৪ হি.), আল্লামা আব্দুর রহমান কামেলপুরী, মুহাদ্দিস বদরে আলম মিরাঠি রহ., মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি রহ. (ওফাত : ১৩৯৭ হি.) প্রমুখদের মতো যুগশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বখ্যাত শীর্ষ পর্যায়ের মনীষীগণ উস্তায হিসেবে একত্র ও সমবেত হয়েছিলেন। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মোট দুই বছর তিনি এখানে শিক্ষকতা করেন।

শতাব্দীর অনেক বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ, আরব-আজমে সমান বরণীয়, আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি রহ. 'জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া করাচী' প্রতিষ্ঠা করলে বানুরি রহ.-এর আহ্বানে সাড়াদানের জন্য তিনি ১৯৫৪ সনে হাদীস ও অন্যান্য কিতাবসমূহ দরস প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি পরম যত্নে সহীহ বুখারী ছাড়া কুতুবে সিত্তার সব কিতাব, মিশকাতুল মাসাবীহ, মুআত্তা, শরহু মাআনিল আছার, কিতাবুল আছার এবং অন্যান্য কিতাবের দরস প্রদান করেন। আর ফিকহী কিতাবসমূহের মধ্যে 'আলইখতিয়ার লিতালীল মুখতার' ও 'কানযুদ দাকায়েক' এবং অন্যান্য কিতাবের দরস প্রদান

---

[১২] আল্লামা রুহুল আমীন ফরিদপুরী দা. বা. অধমকে তথ্যটি জানিয়েছেন। (মুহসিনুদ্দীন খান)

করেন। সুদীর্ঘ নয় বছর ধরে তিনি 'জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া করাচী'-তে অধ্যাপনার কাজ করেন। পাশাপাশি মাসিক বাইয়িনাত পত্রিকা চালু হলে তা সম্পাদনার কাজেও তিনি যুক্ত হন।

১৯৬৩ সনে 'আলজামিয়াতুল ইসলামিয়া ভাওয়ালপুর' কর্তৃপক্ষের আহ্বানে তিনি সেখানে নায়েবে শাইখুল হাদীস (হাদীস অনুষদের সহযোগী উস্তায) হিসেবে গমন করেন। এরপর ১৯৭৪ সনে তিনি তাফসীর অনুষদের অধ্যাপক এবং শুবায়ে ইসলামিয়াতের সদর মনোনীত হন। ১৯৭৬ সন পর্যন্ত তিনি এখানে খেদমত আঞ্জাম দেন।

১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৬ সনে আবার করাচীতে ফিরে আসেন। এবং বানুরি রহ.-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি পুনরায় 'জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া করাচী'-তে যোগদান করেন। তাঁকে এই জামিয়ার 'মাজলিসুদ দা'ওয়া ওয়াততাহ্কীকিল ইসলামী'-এর সদস্য এবং 'আততাখাসসুস ফি উলূমিল হাদীসিশ শরীফ' অনুষদের প্রধান আর 'আততাখাসসুস ফিল ফিকহ' বিভাগের বিদ্যার্থীদের অভিসন্ধর্ভের মুশরিফ (তত্ত্বাবধায়ক ও পর্যবেক্ষক) প্রভৃতি পদে বরণ করা হয়। ১৪১২ হিজরীর শেষ পর্যন্ত তিনি এ সকল বিভাগের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

তিনি দ্বীনি ইলমের শিক্ষকতা ও অধ্যাপনার কাজ নেহায়েত যোগ্যতার সাথেই আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে একজন আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। এভাবেই উলূমে নববীর সেবায় নিঃশেষ হয়েছে তাঁর জীবন-যৌবন। আর তিনি পাড়ি জমিয়েছেন পরলোকের উদ্দেশ্যে।

তাঁর শিক্ষাপ্রণালি

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. মাওলানা হায়দার হাসান খান রহ.-এর দরস-তাদরীসের কর্মপদ্ধতি কেমন ছিল তা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—

> 'মাওলানা হায়দার হাসান খান রহ.-এর দরস ছিল আমলী তথা প্র্যাকটিকাল ও অনুশীলনমূলক। আর তালিবুল ইলমরা তাঁর দরসে শুধু শ্রোতা কিংবা ওয়াজের মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের মতো হতো না। হাদীসশাস্ত্রের বুনিয়াদি (মৌলিক) গ্রন্থসমূহ, উৎস ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ, রিজাল ও উসূলে হাদীস এবং তৎসংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ পার্শ্বস্থ আলমারিতে থাকত। আর তালিবুল ইলমদের প্রতি হুকুম

হতো যে, অমুক কিতাব নিয়ে আসো। অমুক জায়গা বের করে পড়ো। একটি হাদীস কিংবা একটি মাসআলার জন্য দশ দশটি কিতাব পর্যন্ত বের করা হতো।'...[১৩]

অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি, মাযহাবের দলিল-প্রমাণ, রিজাল বিষয়ক আলোচনা তিনি বের করাতেন তালিবে ইলমদের মাধ্যমে। এভাবে তাদেরকে রচনা ও গবেষণায় অভ্যস্ত করে তুলতেন।

তাঁর দরস ও শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি বরকত এটিও ছিল যে, হাদীসশাস্ত্রের সাথে মুনাসাবাত ও সুসম্পর্ক এবং এ শাস্ত্রের বুনিয়াদি কিতাবসমূহের ব্যাপারে বাস্তবিক অবগতি তথা প্রায়োগিক যোগ্যতা, শাস্ত্রীয় মান এবং তবাকা ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ পরিচিতি ও অবগতি হতো। এবং আসমাউর রিজাল ও উসূলে হাদীসের গ্রন্থসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি হতো।[১৪] দরস-তাদরীস ও প্রভাষণের ক্ষেত্রে নুমানী রহ. তাঁর উস্তাযের হুবহু অনুসরণ করতেন।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর প্রাণপ্রিয় শাগরিদ, নুমানী রহ.-এরই জ্বালানো প্রদীপের আলোয় প্রদীপ্ত হয়ে বাংলার ইলমী মসনদকে যিনি করেছেন অলংকৃত—উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব (দা. বা.)-এর মাঝেও আলহামদুলিল্লাহ! আমরা উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিভাদীপ্ত যৌবনকে আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর রূহানী ফয়য ও ফয়যানের দ্বারা আরো কর্মোদ্দীপ্ত করে তুলুন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর একান্ত দয়া ও করুণায় তাঁর নেয়ামতরাজিসহ এবং মানুষকে হেদায়েত ও সঠিক পথ প্রদর্শনসহ তাঁকে সুদীর্ঘকাল সহি সালামতে রাখুন। আমীন!

এটি একটি অভিজ্ঞতালব্ধ ও পরীক্ষিত বিষয় যে, দরস-তাদরীসের উপরি-উক্ত পদ্ধতিটি তালিবুল ইলমদের ইস্তিদাদ গঠনে বিরাট ভূমিকা রাখে। যদিও আমাদের বাংলাদেশের সীমিত কিছু পরিসরে এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিটি আরো ব্যাপক হওয়া দরকার।

পরমপ্রিয় উস্তায হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব (দা.বা.) বলেন,

---

[১৩] পুরানে চেরাগ ১/১৯২॥

[১৪] ঐ—১/১৯৩॥

> 'আল্লাহ তাআলা উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. (১৩৩৩ হি.-১৪২০হি.)-এর প্রতি দয়া করুন। তাঁর নিকট যখন বলা হতো, হযরত! আলহামদুলিল্লাহ, অমুক কিতাবের মুতালাআ শেষ হয়েছে তখন কখনও তিনি মুবারকবাদ দিতেন, দুআ দিতেন। কখনওবা সতর্ক করার জন্য প্রশ্ন করতেন— پڑھایا ہضم بھی کیا؟ শুধু পড়েছ, নাকি হজমও করেছ? আর বাস্তবেও হজম হওয়া ছাড়া খাদ্যের উপকারিতা পাওয়া যায় না। অধ্যয়নের বিষয়টিও তেমন। পঠিত বিষয় ফলপ্রসূ তখনই হয় যখন তা ভালোভাবে হজম হয়। হযরতের এ শিরোনাম থেকে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, যে জিনিস হজমযোগ্য নয় কিংবা আমার পক্ষে যা হজম করা সম্ভব নয় তা আমার পড়া উচিত নয়।'[১৫]

মোটকথা, তিনি তাঁর দরস তাদরীসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অন্তরে অনুসন্ধিৎসা এবং গবেষণামূলক মনোবৃত্তি গড়ে তুলতেন।

সনদের উচ্চতায় আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.

প্রকৃত আলী সনদ বলতে যা বুঝায় নুমানী রহ.-এর এরূপ একাধিক আলী সনদ ছিল। উপমহাদেশের অধিকাংশ সনদের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী রহ. (১১১৪ হি.-১১৭৬ হি.)। নুমানী রহ. ও তাঁর মাঝে মাধ্যম ছিল তিন/চারটি।

বিভিন্ন দেশ সফর

আল্লামা নুমানী রহ. ছিলেন গ্রন্থপাঠে একান্তভাবে আসক্ত ব্যক্তি। অন্যান্য দিনের মতো দুই ঈদের দিনও তাঁর অধ্যয়ন নিমগ্নতায় কাটত। তাঁর আসল আগ্রহ উদ্দীপনা যেহেতু ইলম ও জ্ঞান সাধনা এবং রচনা ও গবেষণার দিকেই ছিল এজন্য সফরের সাথে তাঁর সম্পর্ক কমই ছিল। নাদের ও দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহের বিষয়টি আমাদের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল ও সোনাঝরা অধ্যায়। তাই দুষ্প্রাপ্য বই-পুস্তকের প্রতি দারুণ আকর্ষণ ছিল তাঁর। এ আকর্ষণেই তিনি ছুটে গেছেন ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্যের লালনভূমি সুদূর তুর্কিস্থানে। তুর্কিস্থানে সুপ্রাচীন ইসলামী মাখতূতাত (পাণ্ডুলিপি)-এর যে বিশাল সংগ্রহ ও ভাণ্ডার বিভিন্ন

---

[১৫] মাসিক আলকাউসার ২০১৩ নভেম্বর-মুতালাআয় চাই পূর্ণ সচেতনতা। পৃষ্ঠা নং ৪০॥

কুতুবখানায় সংরক্ষিত রয়েছে সম্ভবত পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তা নেই। হানাফী মনীষীদের বিরাটসংখ্যক রচনাসম্ভারও সেখানে রয়েছে। এ কারণে তাঁর দিলের শাওক ও তামান্না ছিল তুর্কিস্থান সফর করার। আল্লাহ তাআলা নুমানী রহ.-এর হৃদয়ের গভীর প্রকোষ্ঠে সযত্নে লালিত এ আকাঙ্ক্ষা ও মনোবাসনাকে পূর্ণ করেন। নুমানী রহ. তাঁর সাহেবজাদা, মাওলানা আব্দুশ শহীদ নুমানীকে সঙ্গে নিয়ে তুরস্কে গমন করেন। সংক্ষিপ্ত এ সফরে তিনি সাথে করে বিভিন্ন নাদের ও দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্রও নিয়ে আসেন। পাকিস্তানে হিজরত করার পর তিনি তিনবার ভারতে তাশরীফ আনেন। প্রথমবার ১৪০২ হিজরীতে। দ্বিতীয়বার ১৪০৯ হিজরীতে। আর তৃতীয়বার ১৪১২ হিজরীতে।

তাঁর কালজয়ী রচনাবলি

তিনি নিজেই নিজের ব্যাপারে বলেছেন—তিনি লেখতেন খুব কম, পড়তেন অনেক বেশি। আমাদের দেশের ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহও এমনটি ছিলেন। তারপরও তাঁর রচনাবলি ও লেখালেখির তালিকা একেবারে কম নয় বরং দীর্ঘ। যা আরবীতে যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে উর্দূতে। নিম্নে কিছু রচনাবলী উল্লেখ করা হলো।

১. তাবসেরা বর মাদখাল

নুমানী রহ. সর্বপ্রথম যে প্রবন্ধ লিখেন তা হলো, ইমাম হাকেম নিশাপুরী রহ.-এর প্রসিদ্ধ রিসালা 'আলমাদখাল ইলা মা'রিফাতিস সহীহি ওয়াস সাকীমি মিনাল আখবার'[১৬]-এর উপর একটি ইলমী ও তাহকীকী পর্যালোচনা। এটার নাম তাবসেরা বর মাদখাল। এ পর্যালোচনায় তিনি ইমাম হাকেম নিশাপুরী

---

[১৬] **'আলমাদখাল' নামে হাকেম নিশাপুরী রহ.-এর দুটি গ্রন্থ :** উল্লেখ্য যে,'আলমাদখাল' নামে হাকেম নিশাপুরী রহ.-এর দু'টি গ্রন্থ রয়েছে— ১.'আলমাদখাল ইলা মা'রিফাতিস সহীহি ওয়াস সাকীমি মিনাল আখবার'। এটি হাকেম নিশাপুরী রহ.-এর প্রসিদ্ধ তাসনীফ 'আলইকলীল ফিল হাদীস'-এর মুকাদ্দিমা। 'ইকলীল' হাকেম নিশাপুরী রহ.-এর এক বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব। যাতে সব রকম রেওয়ায়েত-ই ছিল। গ্রন্থটির সংকলনকার্য শেষ হলে আমীর মুযাফ্‌ফার ইমাম হাকেমের কাছে 'ইকলীল' গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের কোনটি সহীহ আর কোনটি যয়ীফ তা নিরূপণের ইশারা করে দেওয়ার নিবেদন করেন। সুতরাং হাকেম নিশাপুরী রহ. মুকাদ্দিমাস্বরূপ উলূমুল হাদীস সংক্রান্ত কিছু মাসায়িল স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারে লিপিবদ্ধ করেন। এটিই 'আলমাদখাল ইলা মা'রিফাতিস সহীহি ওয়াস ছাকীমি মিনাল আখবার' নামে পরিচিত। ২. আরেকটির নাম 'আলমাদখাল ইলা মা'রিফাতিস সহীহাইন'। (তাবসেরা বর মাদখাল, পৃ. ৪২, ৪৩)

রহ.-এর বিভিন্ন আলোচনার উপর ইলমী তানকীদ (সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ) করেছেন। এই তাবসেরা (পর্যালোচনা) নদওয়াতুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশিত 'বুরহান' নামক মাসিকপত্রে ছয় কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় মুদ্রিত লেখার কিস্তিগুলো পাঠ করে বিদগ্ধমহল তাঁর এই তাবসিরাটি ভালো দৃষ্টিতেই দেখেছেন এবং মূল্যায়ন করেছেন। সে সময় মাওলানা নুমানী রহ.-এর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর। আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর অভিমত ইতোঃপূর্বে আমরা পাঠ করে এসেছি। প্রসিদ্ধ আলেম ও মুসান্নিফ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নুমানী রহ. (মৃ. ১৯৯৭ খ্রি.) উক্ত মাকালাটি পাঠ করার পর মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার নিম্নের খণ্ডাংশটুকু পাঠ করার মতো। তাঁর এ মন্তব্য থেকেই মাকালাটির ইলমী গভীরতা অনুমান করা যায়। তাতে লেখা আছে—

بھئی یہ مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی تو بڑے چھپے رستم نکلے، اللہ تعالی ان کے علم وافاضہ میں برکت دے، اس قسم کے علمی و تحقیقی مضامین کو دیکھ کر گونہ اطمینان ہوتاہے کہ بزرگوں کے جانے کے بعد ان کی خصوصیات کے وارث انشاء اللہ رہیں گے،اس لئے اس قسم کے مضامین سے بڑی خوشی ہوتی ہے.

> 'ভাই! এ মাওলানা আব্দুর রশীদ নুমানী তো একজন বড় শাস্ত্রজ্ঞ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ইলম ও প্রচার-প্রসারে বরকত দান করুন। এ-জাতীয় ইলমী ও তাহকীকী প্রবন্ধ দেখে প্রশান্তি লাভ হয় যে, বুযুর্গ ও আকাবিরগণ চলে গেলেও তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির ধারক-বাহক ইনশাআল্লাহ বাকি থাকবে। এজন্য এ-জাতীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেখলে খুব খুশি লাগে।'

পাঠক হয়তো উপলব্ধি করেছেন যে, উক্ত পত্রের প্রতিটি ছত্র প্রমাণ বহন করে যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নুমানী রহ.-এর হৃদয় উপত্যকায় যেন প্রশান্তির বন্যা বইছে।

২. ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস

নুমানী রহ.-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ একটি উচ্চাঙ্গের রচনা হলো ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস। এ কিতাব সম্পর্কে মাওলানা নুমানী রহ. এর নিজস্ব বক্তব্য হলো—

کہنے کو یہ ابن ماجہ کی ایک سوانح عمری ہے لیکن در حقیقت یہ تدوین حدیث کی مفصل تاریخ ہے اور مسلمانوں کی ان جانفشانیوں کا مرقع ہے جو انہوں نے خدا کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرف کو محفوظ کرنے کے لئے اٹھائی ہیں، تاکہ امانت وحی کی ذمہ داری میں جو اس امت کے سپرد کی گئی تھی کسی قسم کا رخنہ نہ آنے پائے اور اللہ تعالی کی حجت اہل ملل وادیان پر تمام ہوجائے "

> 'নামে তো এটি ইমাম ইবনে মাজাহর একটি জীবন-চরিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি হাদীস সংকলনের এবং শেষ নবী জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একেকটি হরফ সংরক্ষণে মুসলমানরা যেসব ত্যাগ ও কোরবানীর স্বাক্ষর রেখেছেন—যাতে ইলমে ওহির আমানতের যে যিম্মাদারি এ উম্মতের কাঁধে অর্পিত হয়েছে তাতে কোনো প্রকার ত্রুটি দেখা না দেয়। এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আপত্তির সুযোগ না থাকে—তার বিস্তারিত ইতিহাস।'

তিরমিযী শরীফের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্যগ্রন্থ মাআরিফুস সুনান প্রণেতা হযরত মাওলানা ইউসুফ বানুরি রহ.-এর মা'মূল ছিল যে, বছরের শুরুতে দরস শুরু করার সময় প্রথমে এই কিতাবের একটি অংশ নিজেই পড়ে শুনাতেন কিংবা কোনো তালিবুল ইলমের দ্বারা পাঠ করাতেন। এরপর তিনি দরস শুরু করতেন। এ কিতাবের বিভিন্ন এডিশন পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইলমী ও মাদরাসা মহলে কিতাবটি খুবই সমাদৃত।

৩. আলইমাম ইবনে মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান

মাওলানা নুমানী রহ.-এর কাছে যখন 'ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস' কিতাবের আরবী তরজমা করার জন্য দরখাস্ত ও নিবেদন করা হলো, তখন তিনি উক্ত কিতাবকে সামনে রেখে রেকর্ড পরিমাণ অল্প সময়—মাত্র ১৪ দিনে খুবই উপকারী ও মূল্যবান সংযোজনের সাথে নতুন আঙ্গিকে বিন্যস্ত করেন, যা ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه নামে প্রকাশিত হয়। আরবী ভাষায় তাঁর কলমের আঁচড়ে তিনি গ্রন্থটিকে করেছেন কালজয়ী, যুগোত্তীর্ণ। কিতাবটি নুমানী রহ.-এর ইলম ও জ্ঞানের ব্যাপকতা, দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও দূরদর্শিতা, চিন্তার গভীরতা ও ভারসাম্যের প্রমাণ বহন করে। তাঁর ইলমী ও গবেষণালব্ধ অমরকীর্তির মধ্যে এ কিতাবটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

এই কিতাবটিও নুমানী রহ. তাঁর প্রতিভাদীপ্ত যৌবনকালেই রচনা করেছেন।

কিতাবটি ইলমী অঙ্গনে ব্যাপক সমাদৃত হয়। এবং অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সে সময়ের শীর্ষপর্যায়ের মুহাদ্দিস ও আলেমগণ এ কিতাব থেকে ইস্তিফাদা করেছেন। হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভী রহ.ও তাঁর কোনো কোনো কিতাবে এ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী রহ.ও তাঁর أماني الأحبار في شرح معاني الآثار কিতাবে উক্ত ওজনী গ্রন্থ থেকে ইস্তিফাদা করেছেন। এ ছাড়া মুফতী মাহদী হাসান শাহাজানপুরী রহ. 'কালায়িদুল আযহার' কিতাবের মুকাদ্দিমায়, আবুল ওয়াফা আফগানী রহ. তাঁর 'কিতাবুল আছার'-এর মুকাদ্দিমায় এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছেন। কিতাবটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আরবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ তাহকীক ও মুরাজাআত করে লেখকের অনুমতিক্রমে الإمام ابن ماجه وكتابه السنن নামে কিতাবটির শিরোনাম পরিবর্তন করে অত্যন্ত যত্ন এবং অনুরাগ নিয়ে বৈরূত থেকে এর পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। আল্লাহ তাঁদের উভয়কে উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করুন। এ কিতাব সম্পর্কে মুহাদ্দিস আবুল ওয়াফা আফগানী রহ. (১৩১০-১৩৯৫) ১৩৭৩ হিজরীর এক চিঠিতে লেখেন, 'আপনি এই কিতাবে এমন অনেক কিছু উদ্‌ঘাটন করেছেন, যা হাফেজ যাহাবী রহ. ও হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-ও করেননি।'

নুমানী রহ. তাঁর অপূর্ব রচনাশৈলী, শব্দ চয়নের অনন্য দক্ষতা, বর্ণনাভঙ্গিও অসম পাণ্ডিত্য আর ভাষার সাবলীলতা আর তরঙ্গময়তা দিয়ে পাঠক মনকে কীভাবে মোহাবিষ্ট করে তুলতে পারেন, আর পাঠককে পাতার পর পাতা উল্টিয়ে বহু দূর চলে যেতে বাধ্য করেন এ কিতাবটি তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

পাকিস্তানের হায়দারাবাদ থেকে 'লাজনাতু ইহইয়াইল আদব আস-সিন্ধী করাচী' অনেক সিন্ধী আলেমের রচনাবলি মাওলানা নুমানী রহ.-এর তাসহীহ, তাহকীক, (গ্রন্থের সঠিক পাঠোদ্ধার বা পাণ্ডুলিপি পাঠ ও সম্পাদনা) এবং বিস্তৃত ভূমিকা ও পরিচিতি, মূল্যবান টীকা-টিপ্পনী সংযুক্তিসহ প্রকাশ করেছে। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

৪. আত-তাকীবাত আলাদ দিরাসাত

دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب কিতাবটি লিখেছেন মোল্লা মুহাম্মাদ মুয়ীন সিন্ধী (ওফাত : ১১৬১ হি.)। তিনি একজন কট্টরপন্থী শিয়া এবং কিয়াস ও তাকলীদের ঘোর সমালোচক ছিলেন। এ কিতাবে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা থেকে বিচ্যুত হয়ে কিছু নযরিয়া পেশ করেছেন। মাওলানা নুমানী রহ. সেগুলো খণ্ডন করেছেন। নুমানী রহ.-এর এই খণ্ডনসহ এ কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা সাইয়েদ আহমদ রেজা বিজনুরী রহ. আনওয়ারুল বারীর ভূমিকায় নুমানী রহ. কৃত টীকা-ভাষ্যকে التعقيبات على الدراسات নামে নুমানী রহ.-এর গ্রন্থাবলির মধ্যে গণ্য করেছেন।

৫. আত-তালীকাত আলা যাব্বি যুবাবাতিত দিরাসাত

ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة المتناسبات কিতাবটি আল্লামা শায়েখ আব্দুল লতীফ বিন আল্লামা মুহাম্মাদ সিন্ধী (ওফাত : ১১৮৯ হি.) রচিত। যা মুয়ীন সিন্ধী রচিত دراسات اللبيب এর খণ্ডনে লেখা হয়েছে। কিতাবটিতে নুমানী রহ. মূল্যবান টীকা-টিপ্পনী ও ভূমিকা সন্নিবেশিত করে কিতাবের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন। কিতাবটি খুদে অক্ষরে দু-খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৯২। আর দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬৮।

৬. আততা'লীকুল কাবীম আলা মুকাদ্দিমাতি কিতাবিত তা'লীম

সপ্তম শতাব্দীর মনীষী আল্লামা মাসউদ বিন শায়বা সিন্ধী-এর একটি রচনা হলো مقدمة كتاب التعليم। কিতাবটি তিনি শাফেয়ী মাযহাবের ইমামুল হারামাইন আবদুল মালিক জুওয়াইনীকৃত 'মুগীছুল খলক ফী তারযীহিল কওলিল আহাক্ব' এবং ইমাম গাযালীর দিকে নিসবতকৃত 'মানখূল' এর খণ্ডনে লিখেছেন। যাতে উক্ত লেখকদ্বয় ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর মাযহাব রদ করেছেন এবং প্রান্তিকতার শিকার হয়েছেন। নুমানী রহ. আততা'লীকুল কাবীম আলা মুকাদ্দিমাতি কিতাবিত তা'লীম নামে এ কিতাবের উপর বিস্তৃত ভূমিকা ও মূল্যবান ইলমী টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করেন। এই তা'লীকটি কলেবরের দিক দিয়ে মূল কিতাবের চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কিতাবটিও সিন্ধী বোর্ড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

সিন্ধী আদব বোর্ড করাচী থেকে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থাবলি ছাড়াও তাঁর গ্রন্থের তালিকায় আরো রয়েছে—

৭. ফাতহুল আআযযিল আকরাম লিতাখরিজিল হিযবিল আযম

(فتح الأعز الأكرم لتخريج "الحزب الأعظم" للشيخ علي القاري)

মোল্লা আলী কারী রহ. সংকলিত দুআ-সম্বলিত হাদীসের কিতাবের নাম 'আলহিযবুল আযম ওয়াল-বিরদুল আফখাম'। এ গ্রন্থে হাদীসের কোনো উদ্ধৃতি নেই। তবে তিনি যে এ কিতাবটি ইবনুল জাযারীকৃত আলহিসনুল হাসীন, নববীকৃত আলআযকার এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতীকৃত আলকালিমুত তাইয়িব প্রমুখ মাসাদির ও মারাজি (উৎসগ্রন্থ) থেকে নিয়েই লিখেছেন সে সম্পর্কে তিনি বলে দিয়েছেন। এ কিতাবে উদ্ধৃত হাদীসগুলোর অধিকাংশই সহীহ বা হাসান। নুমানী রহ. এ কিতাবের মুকাদ্দিমায় (পৃ. ৭) বলেন—

> الأدعية المذكورة – في "الحزب الأعظم" أكثرها قد وردت في روايات صحيحة أو حسنة وبعضها جاءت في روايات ضعيفة، والموضوع لا يكاد يوجد فيها إلا نادرا كما سترى في هذا التخريج.

> 'আলহিযবুল আযম' কিতাবে উল্লিখিত দুআসমূহের সিংহভাগ সহীহ বা হাসান পর্যায়ের বর্ণনা। তবে কিছু কিছু যয়ীফ বর্ণনাও এসেছে। মাওযু বর্ণনা না থাকার মতো খুবই অল্প পরিমাণ রয়েছে। এ কিতাবের তাখরীযে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করবেন।

'ফাতহুল আ'আযযিল আকরাম' নামে নুমানী রহ. আলহিযবুল আযমের যে তাখরীয লিখেছেন, তা জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন-এর মাজলিসুদ দাওয়াহ ওয়াত তাহকীক থেকে ১৪০১ হিজরী সনে প্রকাশিত হয়েছে।

৮. শরহে নুখবার তালীক (টীকা-টিপ্পনী)

করাচী থেকে মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সাহেব টোংকী-এর হাশিয়া (প্রান্ত-টীকা)-সহ যে শরহে নুখবা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে নুমানী রহ.-এরও কিছু মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ তালীক (টীকা-টিপ্পনী) রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, তবাকাতে কুতুব (গ্রন্থসমূহের স্তরভেদ ও মান) এবং তবাকাতে রিজালের (জীবনচরিত) উপর মাওলানা নুমানী রহ.-এর যে মুতালাআ ও দৃষ্টি ছিল খুবসম্ভব তাঁর সমসাময়িক অন্য কেউ তাতে শরীক নন। সাথে উসূলের উপরও তাঁর গভীর দৃষ্টি ছিল। তিনি হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর প্রসিদ্ধ ও মাকবূল কিতাব শরহে নুখবার দরস খুব তাহকীকের সাথে প্রদান করতেন।

৯. মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস

নুমানী রহ. مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث নামক কিতাবে হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর প্রকৃত অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ইমাম আযম সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘকালের গভীর চিন্তা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিচয় দিয়েছেন এ কিতাবে। যদিও গ্রন্থটি এ বিষয়ে তাঁর সুবিশাল ইলম ও পরিকল্পনার একটি খণ্ডাংশ মাত্র। গ্রন্থটি ইমাম আযম রহ.-এর কাছে পৌঁছার এবং তাঁর সুউচ্চ মরতবা সম্পর্কে অবগতি লাভের ক্ষেত্রে সেতুবন্ধনের কাজ করবে—ইনশাআল্লাহ। গ্রন্থটি তাঁর অতুলনীয় সাহিত্য-কীর্তিরও প্রমাণ বহন করে।

তাঁর জ্ঞানগর্ভ মুখবন্ধ

নুমানী রহ.-এর একান্ত চেষ্টা ও প্রচেষ্টায় ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কতিপয় 'মুসনাদ' প্রকাশিত হয়েছে। বরেণ্য হানাফী ইমামদের প্রকাশিত কিছু প্রসিদ্ধ কিতাব তাঁর বিস্তৃত তাহকীকসমৃদ্ধ মুকাদ্দিমাসহ জনসমক্ষে এসেছে। এই মুকাদ্দিমাগুলো উঁচু মাপের ইলমী ও তাহকীকি বিষয়-সম্বলিত। তন্মধ্যে 'মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদ', 'কিতাবুল আছার' এবং 'জামিউল মাসানীদ'ও রয়েছে। এসব ভূমিকাতে তিনি এ সকল কিতাবসমূহের গুরুত্ব, হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা এবং একাধিক নুসখাকে চিহ্নিত করেছেন। 'কিতাবুল আছার' এর উপর তাঁর সন্নিবেশিত কিছু টীকা-টিপ্পনীও রয়েছে, যা তাঁর মুহাদ্দিসসুলভ প্রাজ্ঞতার দলীল। এভাবে তাঁর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ফলে প্রাচীন অনেক বড় বড় গ্রন্থেরও প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।

সারকথা, বিভিন্ন কিতাবের উপর লিখিত মুখবন্ধে তিনি দ্বীনী ইলমের এক অপরিমেয় রত্নভাণ্ডার রেখে গেছেন। তন্মধ্যে আটটি মুকাদ্দিমা (মুখবন্ধ) আমাদের এ গ্রন্থে আনা হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর মুকাদ্দিমা বা ভূমিকাসমগ্রের

তালিকায় রয়েছে : ৯. মুকাদ্দিমায়ে শরহুল কাফিয়া ফিত তাসাওউফ, ১০. মুকাদ্দিমায়ে হিযবুল আযম, ১১. মুকাদ্দিমায়ে তাবয়ীযুস সহীফা ফী মানাকিবি আবু হানীফা, ১২. মুকাদ্দিমাতু মুকাদ্দিমায়ে কিতাবুত তালীম, ১৩. মুকাদ্দিমাতু দিরাসাতিল লাবীব।

সমসাময়িক বিভিন্ন বাতিল প্রতিরোধে নুমানী রহ.-এর রচনাবলী

তিনি ছিলেন সেই পূর্বসূরিদের উত্তরসূরি, যারা দ্বীন ও শরীয়তের সামান্যতম অঙ্গহানি এবং মুসলমানদের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি কখনও বরদাশত করেননি। যারা সময় ও সমাজের বিদ'আত ও বিচ্যুতি এবং গোমরাহি ও ভ্রান্তির সাথে আপস করেননি, যামানার ফেতনা ও জাহেলিয়াতকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেননি। একদিকে যেমন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দিকে রাফেজী ও শিয়া ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আর উলামায়ে কেরাম তা যথাসাধ্য প্রতিরোধ করেন। অনুরূপভাবে কিছু কিছু অঞ্চলে 'নাসেবী'[১৭]ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশেষ করে পাকিস্তানের কিছু কিছু এলাকায় তাদের প্রভাব ও উৎপাত অত্যাধিক বেড়ে গিয়েছিল। এ জন্য 'নাসেবী' মতবাদের খণ্ডনে আহলে হক্কদের পক্ষ থেকে কলম ধরার প্রয়োজন দেখা দেয়। নুমানী রহ. যদিও নিরেট হাদীসের অভিরুচিসম্পন্ন একজন বিদ্যাসাগর ছিলেন। কিন্তু যামানার সঙ্গিন খাতরা এবং সময় ও সমাজের নাযুকতা অনুধাবন করে তিনি এ বিষয়ে শক্ত হাতে কলম তুলে নেন। তিনি জ্বলে উঠেন বিপুল তেজে। এ বিষয়ে তিনি প্রান্তিকতামুক্ত বিভিন্ন কালজয়ী পুস্তক জাতিকে উপহার দিয়েছেন। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

১। ইয়াযীদ কি শখছিয়্যাত আহলে সুন্নাত কি নযর মে :

(یزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں)

২। 'শুহাদায়ে কারবালা পর ইফতিরা' :

(شہدائے کربلاء پر افتراء)

---

[১৭] নাসেবী বলতে বুঝায় যারা আলী রা.ও আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাকে দ্বীনদারী মনে করে থাকে। তারা আলী রা.-এর ফাসিক হওয়ার আকীদা রাখে (নাউযুবিল্লাহ)। হযরত আলী রা.-এর খেলাফতের শেষের দিকে এ ফেতনার সূত্রপাত ঘটে। লম্বা একটা সময় ধরে এ ফেতনা থাকলেও পরববর্তী সময় তা মিটে যায়। পাকিস্তানের মাহমুদ আহমদ আব্বাসী 'খেলাফতে মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদ' গ্রন্থ লিখে এ ফেতনাকে আবার নতুন করে চাঙ্গা করে।

৩। 'আকাবির সাহাবা পর বুহতান।'

৪। 'নাসিবিয়্যাত তাহকীক কে ভেছ মে।'

৫। 'হযরত আলী রা. আওর কিসাসে হযরত উসমান রা.।' পরিশেষে মুশাজারাতে সাহাবা বা সাহাবাদের মাঝে সামরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিষয়ের উপর 'হযরত আলী রা. আওর কিসাসে হযরত উসমান রা.' নামে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখেন, যা কিতাব আকারে প্রকাশিত হয়। এটি ১৭৫ পৃষ্ঠাব্যাপী, যা মাকতাবায়ে আহলে সুন্নাত ওয়া জামাআত, পাকিস্তান থেকে মুদ্রিত হয়েছে।

তবে এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ভ্রান্ত ফিরকাসমূহের খণ্ডনে ইলমীভাবে কাজ করা একটা দুরূহ ব্যাপার; এর জন্য প্রয়োজন অতি বিচক্ষণতা ও সতর্কতা। সতর্কতা অবলম্বন না করলে অন্য বাতিল ফেরকা বা ভ্রান্ত মতাবলম্বীরা তা থেকে কিছু না কিছু ফায়দা উঠাবেই। নুমানী রহ. তাঁর এ সকল কিতাবে প্রতিপক্ষের সুযোগ গ্রহণের কোনো অবকাশ রাখেননি। তিনি সুনিপুণ দক্ষতার সাথে এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছেন।

বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ

স্বতন্ত্র রচনাবলি ছাড়াও ইসলামী শাস্ত্রাবলির বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত তাঁর প্রায় সত্তরটি সারগর্ভ প্রবন্ধ রয়েছে। এ সকল প্রবন্ধ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর ইলমী বিষয়-সম্বলিত। নিম্নে এ জাতীয় নির্বাচিত কিছু প্রবন্ধের নাম ও শিরোনাম উল্লেখ করা হলো:

১. মু'তাবার রেওয়ায়াত কা ইনকার। ২. কিয়া য়েহি ইসলাম হায়?। ৩. মাস্টার পারভেজ কা খত আওর উসকা জাওয়াব। ৪. মাসআলায়ে রফয়ে ইয়াদাইন আওর আহলে হাদীস। ৫. বাররে ছাগীর কি ইলমী খেদমাত। ৬. তাকলীদে মুজতাহিদীন খয়রুল কুরুন মে। ৭. কাসীদায়ে না'তিয়া জায়েযা ও তাবসেরা। ৮. মুসালমানু কি ইলমী খেদমাত। ৯. কুচ আনীসুল আরওয়া কে বারে মে। ১০. ইনসান কি ওয়ারাসাত। ১১. নাদের মাখতুতাত। ১২. কুতুবখানায়ে মাযাহিরুল উলূম কে নাদের মাখতুতাত। ১৩. হিন্দ মে দ্বীনে হানাফী আওর মাযহাবে হানাফী কা গাহওয়ারা। ১৪. মোহরে রিসালাত তুলু সে পেহলে। ১৫. কিয়া আয রুয়ে তাকবীমে ইসলামী তারীখ কে দিন কা তাআয়্যুন কিয়া জা

সাকতা হায়? [১৮] ১৬. মুরাওয়াযা সানায়ে ঈসায়ী মে কেয়া কেয়া ইসলাহে হুয়ে? ১৭. মাওলানা বানুরী মেরে নযর মে। ১৮. মানসাবে নবুওয়াত কা ইনকার। ১৯. কুফরে ই'তেকাদী আওর কুফরে আমলী। ২০. মাগফিরাতে আম কা ই'লান। ২১. আল্লাহ কি রহমত কে সায়ে মে। ২২. ফাতওয়ায়ে কুফর বর শীআ ইসনা আশারিয়া। ২৩. জিহাদে আফগানিস্তান আওর হামারা ফরীযা। ২৪. লা মাযহাবিয়্যাত কা ফেতনা লা দ্বীনিয়াত পর জা কর খতম হোতা হায়। ২৫. ইমাম আবুল হাসান কাবীর সিন্ধী রহ.-এর পরিচয় এবং হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কিত মূল্যবান প্রবন্ধ।

তাঁর এ সকল মাকালা—বিষয়ভিত্তিক সুলিখিত সৃষ্টিশীল রচনা এক একটি অমূল্য রত্নভাণ্ডার এবং তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভার দীপ্ত স্মারক। এভাবে তিনি উলূমের যে বিশাল ভাণ্ডার গড়ে দিয়ে গেছেন, সমকালে তার তুলনা বিরল। উলূমে নববীর পথিকদের জন্য তাঁর এ সকল কীর্তি আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করবে।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি মাকালাতে নুমানী নামে কেউ কেউ নতুন করে অনলাইনে একটি পিডিএফ ছেড়েছেন। এতে পঞ্চাশোর্ধ্ব মাকালা সন্নিবেশিত হয়েছে। কাজটি যারা করেছেন তাদেরকে সাধুবাদ জানাই; তবে এটি দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণে সজ্জিত হয়ে বের হোক সেটাই কামনা করি।

ইমাম আযমের প্রতি তাঁর মুহাব্বত ও আকীদাত

নুমানী রহ.-এর উস্তায ও শায়েখ মুহাদ্দিস হায়দার হাসান টোংকী রহ.-এর মতো তাঁর হৃদয়ও ইমাম আবু হানীফার মুহাব্বত ও ভালোবাসায় কানায় কানায় ভরপুর ছিল। কখনও কখনও ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর আলোচনায় তাঁর চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠত। নুমানী রহ.-এর লেখালেখিতে এই রং প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার প্রতি এই সহায়তা ও পক্ষাবলম্বন পূর্ণ আমানত ও দিয়ানতদারির সাথেই তিনি করেছিলেন। হানাফীদের পক্ষ থেকে নুমানী রহ. অনেক কিছুই দিফা দালিলিকভাবে মোকাবেলা করেছেন। নেহায়েত যোগ্যতার সাথেই তিনি এই মহান খেদমতের আঞ্জাম দিয়েছেন।

[১৮] উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে তাঁর আরেকটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধটির নাম হলো, 'কিয়া হিসাবে তাকবীম কী রো সে সানায়ে হিজরি কে দিন আওর তারীখ কা তাআয়্যুন হো সাকতা হায়?'। প্রবন্ধটি 'মাআরিফে আজমগড়' পত্রিকায় ১৯৬৩ সনের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ সংখ্যায় দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। 'ইদারায়ে তাহকীক ও তাসনীফে ইসলামী' আলীগড়ে প্রবন্ধটি সংরক্ষিত রয়েছে।

তিনি বলতেন—

میں نے حضرت حسین رض اور امام ابو حنیفہ رح کی طرف سے بہت کچھ دفاع کیا، ان حضرات سے مجھے امید ہے کہ بروز قیامت یہ میری سفارش کریں گے.

'আমি হযরত হুসাইন রা. ও ইমাম আবু হানীফার পক্ষ থেকে অনেক কিছুই খণ্ডন ও প্রতিরোধ করেছি। কিয়ামতের দিন তাঁরা আমার ব্যাপারে সুপারিশ করবেন বলে আমি প্রত্যাশী।'

এ কথা বলতে গিয়ে কখনও তাঁর আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসত এবং চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। তাঁর চোখে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হওয়াটা ছিল হযরত হুসাইন রা. এবং ইমাম আবু হানীফার প্রতি অনন্য আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ। সামান্য হলেও আমরা অনুভব করতে পারি, কী গভীর মুহাব্বত ছিল তাঁদের প্রতি এবং তাঁর অন্তরে তাঁরা কতটা জাগরূক ছিলেন।

অনুপম আখলাক

আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. এ সকল ইলমী গুণাবলি এবং পরিপক্বতার পাশাপাশি আমলী জীবনেও এক ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। সাদাসিধে জীবন, বিনয়, উন্নত চরিত্র, সবর ও রিজা বিল কাজা—আল্লাহর ইচ্ছাতে পূর্ণ আত্মনিবেদন, যুহদ ও কানাআত ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। খ্যাতি-প্রতিপত্তির মতো নেহায়েতই ফাঁপা জিনিস—জীবনে যার কানাকড়িও মূল্য নেই—থেকে পাশ কাটিয়ে চলতেন এবং আত্ম-অহমিকাকেও খুব ঘৃণা করতেন। এককথায়, তিনি সালফে সালেহীনের জীবন্ত নমুনা ছিলেন।

মজলিসের সদর হওয়া পছন্দ করতেন না। রসমিয়াত—শুধু প্রথামনস্কতা, স্থূলতা ও অনুকরণ-সর্বস্বতা তাঁর কাছে খুবই অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় ছিল। এমনকি তাঁর কোনো কিতাবের রসমীভাবে প্রকাশের খবর পেলে তা পছন্দ করতেন না। তিনি ব্যাকরণের মতো একেবারে রসবোধহীন ছিলেন না। বরং স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন না করে তিনিও রসিকতা করতেন। বিলাল আব্দুল হাই হাসানী নদবী বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন—

مزاج میں علم کی متانت کے ساتھ ظرافت بھی تھی، جس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ طلبہ کی جھجھک ختم ہوجاتی، حجاب دور ہوجاتا اور استفادہ آسان ہوتا.

> 'তাঁর মেজাজে ইলমের গাম্ভীর্যের পাশাপাশি রসবোধও ছিল। যার সবচেয়ে বড় ফায়েদা এই ছিল যে, শিক্ষার্থীদের দ্বিধা-সংকোচ ও সংশয় চলে যেত। প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হতো আর শিক্ষার্থীদের ইস্তিফাদা করা সহজ হতো।'

নুমানী রহ.-এর প্রাণপ্রিয় শাগরিদ, উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব (দা. বা.)-এর দরসেও আমরা লক্ষ করেছি যে, আলোচ্য বিষয়ের শাস্ত্রীয় জটিলতা বা আলোচিত জটিল বিষয়ের দুর্বোধ্যতা ও গভীরতা কখনও কখনও তাঁর প্রাঞ্জল উপস্থাপনার কারণে সহজবোধ্য ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ফলে খুব অনায়সেই তা বুঝে আসে।

আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা বলতে কোনো কিছুর সাথে জীবনে তাঁর পরিচিতিই ঘটেনি। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির ব্যাপারে তাঁর মুআমালা ও আচরণও বেশ আশ্চর্যজনক। তাঁর রচিত কিতাব তাঁর অনুমতি ছাড়াই বিভিন্ন মাকতাবা থেকে অনেক এডিশন প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নিজেরই কখনও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তো মাকতাবা থেকে ক্রয় করে নিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁর কোনো বৈষয়িক লাভ অর্জিত হয়নি। কখনও এ প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলে বলেছেন, আসল উদ্দেশ্য তো হলো ইলমে দ্বীন প্রচার-প্রসার করা।

বিনয়ের অনুপম দৃষ্টান্ত

আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. বিনয় ও আদবের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়ে বলেন—

"میری تالیفات میں اگر کچھ علمی سرمایہ ہے تو یہ انہیں دونوں بزرگوں کا صدقہ ہے. رحمہما اللہ رحمۃ واسعۃ"

> 'আমার তাসনীফাত বা রচনাবলির মধ্যে যদি কোনো ইলমী পুঁজি থাকে, তাহলে তা হলো এ দুই বুজুর্গ—হায়দার হাসান খান টোংকী রহ. ও মাহমুদ হাসান খান টোংকী রহ.-এর সদকা ও কৃপা।' (আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়কে তাঁর রহমতের ব্যাপ্তি দ্বারা পরিবেষ্টন করুন।)

উস্তায সম্পর্কে তাঁর উক্ত মন্তব্যটি স্বর্ণের হরফে লিখে রাখার মতো। যথাসর্বস্বকে উস্তাযের চরণে কীভাবে সমর্পণ করতে হয়। কীভাবে 'আনাকে ফানা' করতে

হয়! সে বিষয়ে আমরা উক্ত বক্তব্য থেকে নতুন বর্ণমালার পাঠ গ্রহণ করতে পারি। এককথায় বলা যায় নুমানী রহ.-এর হৃদয়ের প্রতিটি অণু তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত ছিল। আত্মবিলোপের এমন মহীয়ান দৃষ্টান্ত বর্তমান জগতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

শীর্ষ আলেমদের দৃষ্টিতে আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.

শীর্ষ পর্যায়ের অনেক আলেমই তাঁর ইলম, কামালাত ও হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অতলস্পর্শী অবস্থানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সমকালীন মনীষীদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসারপাত্র। নিম্নে তাঁর গুণমুগ্ধ কিছুসংখ্যক মনীষীর মন্তব্য উল্লেখ করা হলো—

বদরে আলম মিরাঠী রহ.-এর মন্তব্য

'তরজমানুস সুন্নাহ' প্রণেতা মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী রহ. আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. সম্পর্কে লেখেন—

آپ تاریخ حدیث ورجال اور بعض دیگر فنون حدیث میں غیر معمولی قابلیت کے مالک ہیں اور اس موضوع کے کتب مخطوط اور مطبوعہ پر عالمانہ نظر رکھتے ہیں- محنتی سادہ مزاج اور مستعد عالم ہیں ، قرآن کے مشکل مقامات لغات اور تاریخی شواہد پر مفسرانہ عالمانہ اور مؤرخانہ انداز میں آپ نے لغات القرآن کے نام سے تصنیف کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے- جس کی دوجلدیں ندوة المصنّفین دہلی سے شائع ہوچکی ہیں، آپ دار العلوم الاسلامیہ میں کتب خانہ کے ناظم اعلی کے عہدے پر فائز ہیں، تاریخ حدیث وتاریخ علوم وغیرہ پر امالی (لیکچر) کا سلسلہ شروع کیا ہے — عربی درسگاہوں میں ان عنوانات پر امالی کا افتتاح ایک مفید اور درس نظامی میں ایک نیا اقدام ہے -

'তিনি হাদীস ও রিজালশাস্ত্রে এবং হাদীসশাস্ত্রের অন্যান্য শাখা-প্রশাখায় অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী এবং এসব বিষয়ের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত (পাণ্ডুলিপি) গ্রন্থাবলির ব্যাপারে বিজ্ঞজনোচিত দৃষ্টির অধিকারী। অকৃত্রিম স্বভাবের পরিশ্রমী মানুষ এবং উদ্যমী আলেমে দ্বীন।' ... (শেষ পর্যন্ত)

ইমাম যাহেদ আল-কাওসারী রহ.-এর সন্তোষ প্রকাশ

ড. আব্দুশ শহীদ নুমানী বলেন—

ومن يطالع كتب المحدث النعماني يجد فيها صبغة الإمام الكوثري، فيقول الشيخ المحدث السيد أحمد رضا البجنوري تلميذ الإمام الكشميري : "وأفكاره (أي النعماني) في مقدماته وتعليقاته على طراز الإمام الكوثري رحمه الله".وآن ذاك كان صغير السن ولم يكن من معاصريه، ولكن الإمام الكوثري فرح بمجهوداته وتحقيقاته التي كان يسمع عنها من زميله الشيخ أبي الوفاء الأفغاني.

'মুহাদ্দিস নুমানী রহ.-এর গ্রন্থাবলি যে অধ্যয়ন করবে সে তাতে ইমাম কাওসারীর রং অনুভব করবে। শায়েখ, মুহাদ্দিস সাইয়েদ আহমদ রেজা বিজনুরী রহ.—যিনি আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর শাগরিদ—বলেন, নুমানী রহ. লিখিত মুখবন্ধ ও টীকা-টিপ্পনীর মাঝে ইমাম কাওসারী রহ.-এর মতো চিন্তাধারা ফুটে ওঠে। যদিও তিনি কাওসারী রহ.-এর সমসাময়িক ছিলেন না; বরং তাঁর যামানায় তিনি অল্পবয়স্ক ছিলেন। তথাপি ইমাম কাওসারী রহ. নুমানী রহ.-এর মুজাহাদা ও তাহকীকের ব্যাপারে তাঁর (কাওসারী রহ.) সহকর্মী ও বন্ধু শায়েখ আবুল ওয়াফা আফগানী রহ.-এর কাছ থেকে শুনে আনন্দিত হন।'[১৯]

সাইয়েদ আহমদ রেজা বিজনুরী রহ.-এর মন্তব্য

হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর শাগরিদ ও জামাতা মাওলানা সাইয়েদ আহমদ রেজা বিজনুরী রহ.ও ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ। তিনি সহীহ বুখারীর শরাহ আনওয়ারুল বারীর ভূমিকায়[২০] 'তাযকিরায়ে মুহাদ্দিসীন' শিরোনামের অধীনে নুমানী রহ.সম্পর্কে লেখেন—

---

[১৯] 'জামিয়া করাচী', পাকিস্তান-এর 'আল লুগাতুল আরাবিয়া' অনুষদের প্রধান ড. আব্দুশ শহীদ নুমানী লিখিত প্রবন্ধ صلة الإمام الكوثري بعلماء شبه القارة الهندية الباكستانية. لمؤتمر "محمد زاهد الكوثري" - শাবাকা থেকে।

[২০] আনওয়ারুল বারী ১/৪৫৬।

علامہ محدث ، ادیب ، فاضل ، مولانا محمد عبد الرشید نعمانی رح مشہور مصنف،
محقق محدث جامع معقول ومنقول ہیں آپ نہایت مفید علمی تصانیف فرمائی ہیں
اور آپ کی تمام کتابیں گہری ریسرچ کا نتیجہ اور اعلی تحقیق کی حامل ہیں

শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর মন্তব্য

শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. মাকানাতু আবী হানীফা ফিল হাদীস গ্রন্থের ভূমিকায় নুমানী রহ.-এর গুণাবলি, ইলম মনস্কতা, দৃষ্টির সূক্ষ্মতা এবং কঠোর মুজাহাদার প্রশংসা করেছেন। শায়েখ 'ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম' কিতাবটি নুমানী রহ.-কে হাদিয়া প্রদান করেন। তাতে লেখা ছিল—

هدية مقدمة إلى عارف مقام العلماء وأقدارهم العلامة المحدث الناقد
البصير الأخ الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني . من تلميذ المؤلف
عبد الفتاح أبوغدة الرياض ٢٧ \ ٣ \ سنة ١٣٩١

এছাড়াও তাঁর ব্যাপারে মানাযির আহসান গিলানী রহ. (১৮৯২-১৯৫৬ ঈ.), চিন্তা-পুরুষ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ., মুফতী ইউসুফ লুধিয়ানবী রহ.-সহ আরো অনেকের প্রাজ্ঞোচিত মন্তব্য রয়েছে। যা পাঠকবৃন্দ আলকালামুল মুফীদ গ্রন্থে দেখে নিতে পারেন।

উপরের এসব মন্তব্য থেকে যে সত্যটি প্রস্ফুটিত হয় তা হলো—আরব ও আজমের সমকালীন প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক আলিমগণ তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন। আলেম-সমাজের সব অংশেই তাঁর নামটি আপনত্বের অনুভূতি নিয়ে উচ্চারিত হত। আর দেশ-বিদেশের বড় বড় আলেম মনীষীদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ছিল।

জীবন-সায়াহ্নে

নুমানী রহ. জীবনের শেষ তিন-চার বছর ধারাবাহিক অসুস্থতা ও রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কাটান। এর সূচনা হয় ১৪১৬ হিজরীর শেষের দিকে। 'জামিআ বানুরি টাউন' থেকে কয়েক বছর আগেই অবসর নেন। করাচীর আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদরাসায় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে 'সহীহ বুখারী'র দরস প্রদান করে শাইখুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন। সাথে ইমাম ত্বহাবীর 'শরহু

মাআনিল আছারেরও' দরস প্রদান করেন। কিন্তু পরে এই ধারাবাহিকতায়ও ব্যত্যয় ঘটে। সাহেবজাদা মাওলানা আব্দুশ শহীদ নুমানী সাহেবের বাড়িতেই অবস্থান করেন। প্রথমে তো কিছু মুতালাআ, তাহকীক এবং ইফাদার ধারা চালু ছিল। পরে অসুস্থতা এত বৃদ্ধি পায় যে, ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে তাতেও অপরাগ হয়ে যান। পরিশেষে রোজ বৃহস্পতিবার ২৯ ই রবীউস সানী ১৪২০ হিজরী মোতাবেক ১২ই আগস্ট ১৯৯৯ সনে সকাল দশটা পনেরো মিনিটে তাঁর রূহ আখেরাতের সফরে রওনা হয়ে যায়। (আল্লাহ তাঁকে শান্তি দান করুন, তাঁর কবর হোক জান্নাতের বাগিচা! ফেরদাউস হোক তাঁর 'আবাদি' ঠিকানা!) তাঁর ইলমচর্চা ও আধ্যাত্মিক সাধনার গৌরবময় জীবন ইলমী পরিবেশ ও দ্বীনী খেদমতকে কেন্দ্র করেই অতিবাহিত হয়েছে।

ইন্তেকালের পর প্রকাশিত কারামত

হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দা. বা.-এর ভাষায়, 'হৃদয়ের গভীরে যে ঈমানের শাখা-প্রশাখা পৌঁছে যায়, তা বহু বিস্ময়কর কাহিনী সৃষ্টি করে। বহু অলৌকিক ঘটনার জন্ম দেয়।' তাই আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর ইন্তেকালের পর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অপার্থিব ও অপূর্ব এক জ্যোতির্ময়তা! যেন জ্যোতি ঠিকরে পড়ছিল! হাজারো মানুষ তাঁর খুবছুরাত নুরানী চেহারার অপূর্ব উদ্ভাস প্রাণভরে অবলোকন করেন। নিঃসন্দেহে এই ঈমানোদ্দীপক ঘটনাটি তাঁর আল্লাহ তাআলার কাছে মাকবুল হওয়ার আলামত। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সবুজ শ্যামল বাগিচা দান করুন। আমীন।

বাংলাদেশে তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদবৃন্দ

কবি কত সুন্দর কথাই না বলেছেন—একটি কাঠি জ্বেলে দেয় প্রদীপ, আলোকিত করে ভবন/প্রদীপ হতে প্রদীপ জ্বলে আলোকিত হয় ভুবন।' নুমানী রহ. তাঁর জ্ঞানের উত্তরাধিকার যেমন বই-পুস্তকের পাতায় রেখে গেছেন তেমনি অনেক প্রজ্বলিত জ্ঞান-প্রদীপও রেখে গেছেন।[২১] নিম্নে তাঁর কিছু শাগরিদবৃন্দের

[২১] উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে তাঁর শাগরিদবৃন্দের তালিকা প্রস্তুত করা স্বতন্ত্র একটি কাজ। আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় আমাদের সীমিত জানার পরিসরে এখানে মাত্র অল্প কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হলো। পরে কোনো আল্লাহর বান্দা হয়তো এই খেদমতের আঞ্জাম দেবেন। বাংলাদেশে যেমন রয়েছে তাঁর নিয়মতান্ত্রিক শাগরিদ তেমনি তাঁর নেগরান ও

নাম উল্লেখ করা হলো :

১। বাংলাদেশের অন্যতম ফিকাহবিদ ও ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ, উস্তাযে মুহতারাম মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ছাহেব (দা. বা.)। [রঈস, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা, বিভাগীয় প্রধান 'আত তাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা' অনুষদ, সম্পাদক, মাসিক আলকাউসার, মুশরিফ, কিসমুদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ] নুমানী রহ.-এর তত্ত্বাবধানে—যখন তিনি 'জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া করাচী'-এর আত তাখাসসুস ফিল ফিকহ বিভাগের মুশরিফ ছিলেন তখন—'আলমুহিতুল বুরহানী' এর তাহকীক, তাখরীয এবং তা'লীক (পাণ্ডুলিপি শুদ্ধিকরণ ও সম্পাদনা, বর্ণনাসমূহের সূত্র-নির্দেশ ও টীকা সংযুক্তি)-এর দায়িত্ব পালন করেন। শুরু থেকে তায়াম্মুম পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এবং কিতাবুস সালাতের বিরাট অংশ তিনি কৃতিত্বের সাথেই আঞ্জাম দেন। গ্রন্থটি 'ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া' পাকিস্তান থেকে ২৫ ভলিয়মে প্রকাশিত হয়েছে।

২। উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব (দা. বা.)। [শিক্ষা সচিব, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা, বিভাগীয় প্রধান; আত তাখাসসুস ফী উলূমিল হাদীসিশ শরীফ ও তত্ত্বাবধায়ক, মাসিক আলকাউসার] তিনি তিন বছরের অধিক নুমানী রহ.-এর সাহচর্যে থাকেন। নুমানী রহ.-এর তত্ত্বাবধানে তিনি নিম্নোক্ত দুটি কিতাব রচনা করেন।

এক. আল্লামা যাহেদ আলকাওসারী রহ. (ওফাত : ১৩৭১ হি.)-এর তানীবুল খতীব আলা মা সা-কাহু ফী তরজমাতি আবী হানীফা মিনাল আকাযীব কিতাবের বড় দুই খণ্ডে রদ লিখেন শায়েখ আব্দুর রহমান বিন ইয়াহইয়া আলমুআল্লিমী আলইয়ামানী (ওফাত : ১৩৮৬ হি.)। তার এ কিতাবের নাম আততানকীল বিমা ফী তানীবিল কাওসারী মিনাল আবাতীল। এ কিতাবের খণ্ডনেই উস্তাযে মুহতারাম (দা. বা.) লিখেছেন নাযরাতুন আবেরাহ হাওলা তানকীলিল ইয়ামানী। কিতাবটি এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত।

দুই. 'আবু হানীফা আলমুফতারা আলাইহি'। এ কিতাবে আবু হানীফা রহ.-এর

তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন তাহকীকী কাজ করেছেন এমন শাগরিদবৃন্দও রয়েছেন। এখানে উভয় প্রকার শাগরিদবৃন্দের নামই উল্লেখ করা হলো। তবে উল্লেখ্য যে, এ নামগুলো বিন্যাসের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় কোনো বিষয়ের দিকে লক্ষ করা হয়নি।

উপর উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ ও অপবাদের দলিলভিত্তিক ইলমী খণ্ডন করা হয়েছে।

৩। আল্লামা রুহুল আমীন ফরিদপুরী (দা. বা.)। মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস, দারুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, নিউওয়ার্ক, আমেরিকা।

আকাবিরদের বহু দুর্লভ স্মৃতির সংরক্ষক, বহু আকাবিরের সোহবতপ্রাপ্ত এই মনীষী নুমানী রহ.-এর নিবিড় তত্ত্বাবধানে নিম্নোক্ত গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন মর্মে অধমকে তথ্য দিয়েছেন।

(ক) 'আলকালামুল মুফীদ ফি তাহরীরিল আসানীদ'।

(খ) التعريف بالإمام القدورى وكتابه المختصر (আত-তারীফ বিল ইমাম কুদুরী ও কিতাবুহুল মুখতাসার)।

(গ) مختصر تاريخ الفقه الإسلامي (মুখতাসারু তারিখিল ফিকহিল ইসলামী)।

(ঘ) حياة الأنبياء (হায়াতুল আম্বিয়া)।[২২]

৪। মাওলানা হাফেজ মুহাম্মাদ জুনায়েদ বাবুনগরী রহ.। মুহাদ্দিস, দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। তিনি নুমানী রহ.-এর তত্ত্বাবধানে 'সীরাতুল ইমাম আদ্-দারিমী ওয়াত তারীফ বি শুয়ুখিহী' নামে তাখাসসুসের মাকালা প্রস্তুত করেন। গ্রন্থটি এখন প্রকাশিত।

৫। উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদুল হাসান (দা. বা.)। মুহতামিম, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা। লা-মাযহাবী আলেম মুহাম্মাদ ইউসুফ জয়পুরী ফিকহে হানাফীর উপর অভিযোগ উত্থাপন করে হাকীকতুল ফিকহ নামে গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের খণ্ডনে নুমানী রহ.-এর তত্ত্বাবধানে হাকীকতুল ফিকহ কী হাকীকত নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করা হয়। উস্তাযে মুহতারাম এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশের কাজ করেন।

৬। মুফতী হিফজুর রহমান আলকুমিল্লায়ী (দা. বা.)। প্রধান মুফতী, জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা। আব্দুর রশীদ নু'মানী রহ.-এর বিশেষ দিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে তিনি 'মা ইয়াম্বাগী বিহিল ইনায়া লিমাই ইতালিয়ুল

---

[২২] এছাড়া আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ.-এর তত্ত্বাবধানে তিনি قادیانیت کی پہچان (কাদিয়ানিয়াত কী পেহচান) নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী রহ. তাঁর নিজস্ব প্রকাশনা মাকাতাবায়ে হিজায থেকে এটি সংক্ষিপ্ত করে মুদ্রিত করেন।

হিদায়া' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রস্তুত করেন। এটি এখন মুদ্রিত। এ ছাড়া তেইশ ভলিয়মের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আলবুদুরুল মুযিয়্যাহ আলা তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ'-সহ অনেক গ্রন্থেরই তিনি লেখক।

তথ্যপঞ্জি...

নুমানী রহ.-এর বিশাল কর্মময় ব্যাপ্ত জীবনের এই সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য সাজানো হয়েছে নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলোকে সামনে রেখে :

১. মুফতী ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ.কৃত মাকালাতে ইউসুফীর 'শখছিয়াত ও তাআসসুরাত' (২/৩৯৯-৪১০) থেকে নুমানী রহ.-এর স্বহস্তে লিখিত আত্মজীবনী। [শখছিয়াত ও তাআসসুরাতের এ অংশ 'মাহনামা বাইয়িনাত' করাচী জমাদিউল উখরা ১৪২০ হিজরী থেকে সংগৃহীত।]

২. মাওলানা রুহুল আমীন ফরীদপুরী (দা. বা.) কৃত 'আলকালামুল মুফীদ ফী তাহরীরিল আসানীদ'।

৩. বিলাল আব্দুল হাই হাসানী নদবী লিখিত আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, যা 'তারীখে তাদবীনে হাদীস'-এর শুরুতে ছাপা হয়েছে।

৪. ড. আব্দুল হাকীমকৃত 'তরজামাতুল আল্লামা শায়েখ মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী'—শাবাকা থেকে।

৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব (দা. বা.) লিখিত নুমানী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, যা মাসিক আলকাউসার, জুলাই, ২০১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

৬. শওকত আলীকৃত প্রবন্ধ সংকলন, মুহাক্কিকুল আস্‌র আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী হায়াত আফকার খিদমাত।
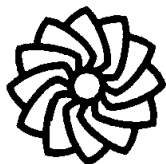
মাযহাব ও তাকলীদ : পরিচিতি ও স্বরূপ

কিতাবের নাম ও বিষয়বস্তু, বিশেষ করে একাদশতম অধ্যায়ের 'মাযহাব-বিরোধিতার শেষ পরিণাম ধর্মচ্যুতি' প্রবন্ধের প্রতি লক্ষ করে আমরা বইয়ের মূল আলোচনা শুরু করার আগে মাযহাব ও হানাফী মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বা বলতে পারেন আমরা যে মাযহাবের অনুসরণ করি ও যে ধরনের তাকলীদ করি এর প্রকৃত ও বাস্তবানুগ পরিচয় তুলে ধরছি। আশা করি, আলোচনাটি পাঠ করলে বইয়ের আলোচিত অনেক বিষয় বুঝা পাঠকের জন্য সহজ হবে। এ বিষয়ে অগ্রজ বন্ধুবর, বহুমুখী যোগ্যতা ও প্রতিভার অধিকারী মাওলানা তাহমীদুল মাওলা ছাহেব লিখিত একটি মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠকের খেদমতে তুলে ধরা হলো। —মুহসিনুদ্দীন খান।

ইজতিহাদ মাযহাব তাকলীদ ও ইত্তিবা

অভিধানে ও পরিভাষায় তাকলীদ, ইজতিহাদ ও মাযহাবের বিভিন্ন অর্থ ও বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে। শব্দগুলো কখনও শাব্দিক ও মন্দ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও উসূলে ফিকহের বিশেষ শাস্ত্রীয় পরিভাষায়ও ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দ অর্থে তাকলীদের নিন্দা কুরআন হাদীসেও করা হয়েছে। তাই অনেকেই তাকলীদ শব্দ দ্বারাই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। তাই এখানে তাকলীদ ও মাযহাবের বাস্তবানুগ, আমলগত ও চর্চিত অর্থটিই আমরা তুলে ধরব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের দুটি অনুসৃত পন্থা চলে আসছে। (এক) সরাসরি বিধান আহরণে যিনি সক্ষম তিনি নিজে কুরআন-সুন্নাহ থেকেই বিধান আহরণ করে আমল করবেন। (দুই) যিনি এ সক্ষমতা রাখেন না তিনি প্রথম জনের 'সহযোগিতায়' কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করবেন।

প্রথম ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ থেকে শরীয়তের যে বিধি-বিধান চেষ্টা-গবেষণা করে শিখেছেন এবং বুঝেছেন তার এ 'বুঝকে' কুরআন-সুন্নাহর পরিভাষায়

'ফিকহ' বলে [২৩]। কখনও উৎসের সাথে তথা কুরআন-সুন্নাহর সাথে সম্বন্ধ করে এই ফিক্‌হকে বলা হয় 'ফিক্‌হুল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ'। সংক্ষেপে 'আল ফিকহুল ইসলামী'। আবার কখনও ফিক্‌হ আহরণকারীর সাথে সম্বন্ধ করে বলা হয় 'ফিকহু মালেক'– ইমাম মালেকের ফিক্‌হ বা 'ফিকহু আহলিল মদীনা'— মদীনাবাসী আলেমের ফিক্‌হ [২৪]। একেই আবার পরিভাষায় 'মাযহাব'ও বলা হয়।

সুতরাং পূর্বে উল্লিখিত 'দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির 'সহযোগিতায়' কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করে দীনের উপর চলবে' এর অর্থ হল, যে ব্যক্তি কুরআন হাদীস থেকে সরাসরি বিধি-বিধান গ্রহণ করতে অক্ষম সে এমন ব্যক্তি থেকে হুকুম-আহকাম জেনে নেবে যিনি এ বিষয়ে সক্ষম ও যোগ্য। উদ্দেশ্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম জেনে যথাযথভাবে দ্বীন পালন করা।

প্রথম পদ্ধতিকে পরিভাষায় 'ইজতিহাদ' ও প্রথম ব্যক্তিকে 'মুজ্‌তাহিদ', 'ফকীহ' বা 'ইমাম' বলে। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিকে পরিভাষায় 'তাকলীদ' 'ইত্তিবা' [২৫] তথা অনুসরণ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পরিভাষায় 'মুকাল্লিদ' ও মাযহাবের অনুসারী বলে। প্রকৃতপক্ষে উভয়ই যথাযথ পন্থায় কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী।

সুতরাং এ প্রশ্ন করা নিরেট মূর্খতা যে, আপনি হাদীসের অনুসরণ করেন, না মাযহাবের। তদ্রূপ এ প্রশ্নও সঠিক নয় যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেন, না ইমাম আবু হানীফার? কেননা মাযহাবের অনুসরণ করা হাদীস অনুসরণের দুটি পন্থার একটি পন্থা মাত্র। তাই এ প্রশ্ন তোলার মানে হল কাউকে এ কথা বলা যে, আপনার বাড়ি বাংলাদেশে না ঢাকায়? কারণ আমার বাড়ি বাংলাদেশেও ঢাকায়ও। ঢাকা বাংলাদেশের একটি অংশ। সুতরাং এমন প্রশ্ন তোলাই ভুল। বরং প্রশ্ন হবে আপনার বাড়ি বাংলাদেশের কোন স্থানে? অনুরূপ প্রশ্নটা এমন হতে পারে যে, আপনি সরাসরি

---

[২৩] হাদীসে ফিকহের অর্থ দেখুন, সুনানে তিরমিযী, অধ্যায় আল-হাস্ আলা তাবলীগিস সামা, হা.২৬৫৬

[২৪] নিম্নে উল্লিখিত কিছু কিতাবের নাম থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন, গায়াতুল আমানী ফি ফিকহিল আলবানী, ফিক্‌হু আহলিল মদীনা, আল-কাফি ফী ফিক্‌হিল্ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আল মুগনী ফী ফিক্‌হিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-কাফি ফী ফিকহি আহলিল মদীনা, ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম।

[২৫] তাজাল্লিয়াতে ছাফদর ৩/২৩৭। আরো দেখুন, আসারুত তাশরী ১/২৪৯ আল-লামাযহাবিয়্যা আখতারু বিদআতিন্– ড. সাঈদ রামাযান আল-বূতী পৃ.৯৬, ১৩৯, ১৪৯ [কুরআন মজীদে উভয় অর্থেই ইত্তিবা এর ব্যবহার হয়েছে–সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৬৬, ১৬৭]

ইজতিহাদের মাধ্যমে হাদীস অনুসরণ করেন নাকি কোন মাযহাবের মাধ্যমে? আপনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবের সহযোগিতায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেন নাকি আবুহানীফার মাযহাবের সহযোগিতায়? বস্তুত এ বিষয়টি ভাল রকম অনুধাবন করতে পারলেই তাকলীদ ও মাযহাব বিষয়ক বহু প্রশ্নের সমাধান আপনিতেই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

হাদীস অনুসরণের উপরিউক্ত দুটি পন্থাই শক্তিশালী ও অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত ও ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। কুরআন ও সুন্নাহ্র যত স্থানে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে সব আয়াত ও হাদীসেই উল্লিখিত দুটি পন্থার কথাই নির্দেশ করা হয়েছে। এছাড়া তৃতীয় কোন পন্থার অনুমোদন দেয়া হয়নি। কারণ মুজতাহিদের জন্য তাকলীদ এবং অমুজতাহিদ ও সাধারণ মানুষের জন্য ইজতিহাদ দুটোই শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

হাদীস অনুসরণের ইতিহাস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানা থেকেই দুটি পন্থায় কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের রীতি চলে আসছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় মুআজ ইবনে জাবাল রা.-সহ কিছু সাহাবীকে বিভিন্ন দেশে ও গোত্রের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। সেসকল এলাকাবাসীর মধ্যে বহু সাধারণ লোক এমন ছিলেন যাঁরা প্রেরিত সাহাবীদের 'ফিক্হ' ও 'ইজতিহাদ' অনুসারেই দীনের উপর চলেছেন ([২৬])। এমনও বহু সাহাবী ছিলেন যারা নবীজী থেকে কোন হাদীসই শুনেননি। অথবা একটি কি দুটি হাদীস শুনেছেন। যে বিষয়টি নবীজী থেকে শেখার সুযোগ তাঁদের হয়নি, সেসকল বিষয়ে নিঃসন্দেহে তারাও কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করেছেন। তবে অন্য জ্ঞানী ও ফকীহ সাহাবীর সহযোগিতায়[২৭]।

নবীজীর পর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এদুটি ধারা আরো ব্যাপকতা লাভ করে। এসময় অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীন সীমিত সংখ্যক জ্ঞানী ও ফকীহ

---

[২৬] দেখুন- সুনানে আবি-দাউদ হা. ৩৫৯২ (শুআইব আরনাউত -এর তাহকীক), সহীহ বুখারী হা.৬৩৫৩ ই'লামুল মুআক্কিঈন- ইবনুল কায়্যিম, ১/১৭৫-১৭৬ মজমুউল ফাতাওয়া-ইবনে তাইমিয়াহ, ১৩/৩৬৪

[২৭] ইবনে হায্ম জাহেরী রহ. 'আসমাউস সাহাবা ওয়ামা লিকুল্লি ওয়াহিদিন মিনহুম মিনাল আদাদ' গ্রন্থে মাত্র ৯৯৯ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা নবীজী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার তাদের অধিকাংশই মাত্র একটি বা দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সাহাবীর 'ফিকহ' ও 'ফাতওয়া' অনুসরণ করে চলতেন[২৮]। ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন 'সাহাবীদের মধ্যে যারা ফাতওয়া প্রদান করতেন (লক্ষ সাহাবীদের মধ্যে) তাদের সংখ্যা একশ ত্রিশের কিছু বেশি হবে। তন্মধ্যে মাত্র সাতজন সাহাবী এমন ছিলেন যারা ব্যাপকভাবে ফাতওয়া প্রদান করতেন। বিশজন সাহাবী ছিলেন ফাতওয়া প্রদানে মাঝামাঝি পর্যায়ের। বাকীদের থেকে একটি বা দুটি মাসআলায় ফাতওয়া পাওয়া যায়'[২৯]। সুতরাং বাকী সবাই সাধারণভাবে এই সাতজন সাহাবীর 'ফিকহ' ও 'ফাতওয়া'র অনুসরণ করেই চলেছেন।

ইমাম বুখারী রহ.-এর শ্রেষ্ঠতম উস্তায[৩০] আলী ইবনুল মাদীনী রহ. সাহাবীদের ইতিহাসকে আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সেকালের মুজতাহিদ ও মাযহাবের বিবরণ দিয়ে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে এমন মাত্র তিনজনই ছিলেন যাঁদের অনেক শিষ্য ছিল। এই শিষ্যগণ (ফতোয়া প্রদানের জন্য) তাঁদের মাযহাব গ্রহণ করতেন, তাঁদের মতানুসারে ফাতওয়া প্রদান করতেন। এবং তাঁদের তরীকামত চলতেন। সেই তিনজন হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়দ ইবনে সাবেত, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। কেননা তাঁদের প্রত্যেকেরই এমন অনেক শিষ্য ছিলেন যাঁরা তাঁদের মত গ্রহণ করতেন এবং সে অনুযায়ী মানুষকে ফাতওয়া প্রদান করতেন ... [৩১]।"

হিজরী দ্বিতীয় শতকের কিছু কাল পর্যন্ত কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের দুটি ধারা এভাবেই প্রচলিত ছিল। যাঁরা সক্ষম ছিলেন তাঁরা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ হতে

---

[২৮] তাঁদের ফিকহ ও ফাতওয়া হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বিশেষত মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ও মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে এবং ইমাম ত্বহাবী রহ. এর শরহু মাআনিল আসার ও মুশকিলিল আসারে, ইমাম আবু হানীফার রহ. কিতাবুল আসার, মুআত্তা মালেক ও মুআত্তা মুহাম্মদ, সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর এবং সহীহ বুখারীর তা'লীকাত ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

[২৯] বিস্তারিত দেখুন ইলামুল মুআক্কিঈন– ইবনুল কায়্যিম, (১/১৩-১৪)

[৩০] তাঁর সম্পর্কে ইমাম বুখারী নিজেই বলেছেন, কোন উস্তাদের সামনে নিজেকে (ইলমের ক্ষেত্রে) এত ছোট মনে হয়নি যতটা মনে হত আলী ইবনুল মাদীনীর সামনে। (ফাতহুল বারী, ভূমিকা ১/৫৬৬)

[৩১] 'আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল- আলী ইবনুল মাদীনী, (পৃ.৬৫) আরবী বক্তব্যটি এরূপ–

لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحبية يذهبون مذهبه، ويفتون بفتواه، إلا ثلاثة، عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس، فإن لك منهم أصحابا يقومون بقوله ويفتون الناس.

বিধি-বিধান গ্রহণ করতেন। প্রয়োজনে ইজতিহাদ করতেন। তবে তাঁদের সংখ্যা ছিল অল্প। বাকি অধিকাংশই সুনির্দিষ্ট ফকীহ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 'ফিকহ, মাযহাব, ফাতওয়া, কওল বা মত এবং ব্যাখ্যা অনুসরণ করেই চলতেন [৩২]। যাকে পরিভাষায় তাকলীদ ও ইত্তিবা বলে।

দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে কোন সাহাবী জীবিত থাকলেন না, বড় বড় ইমাম ও ফকীহ তাবেয়ীগণের সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকল, বিভিন্ন রকমের ফিৎনা-ফাসাদ দেখা দিতে থাকল, দ্বীনি ইলম সংকলন করার তরীকাও ব্যাপকতা লাভ করল, তখনই সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ফিকহী মাযহাব ও ফাতওয়াসমুহ গ্রন্থবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দিল। সাধারণ মুসলমানদের জন্য শরীয়তের বিধি-বিধানের সকল দিক সহজ-সরল উপস্থাপনায় একত্রে সংকলন করার তীব্র প্রয়োজন অনুভব হল। তখনই ইমাম আবু হানীফা রহ. ও তাঁর সহযোগীগণ কুফায় এবং ইমাম মালেক রহ. ও তাঁর সহযোগীগণ মদীনায় 'ফিকহে ইসলামী' তথা কুরআন-সুন্নাহর ফিক্হকে কিতাব আকারে সংকলন করেন।

ইমাম আবু হানীফার সংকলনে মৌলিকভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও তাঁর শিষ্যদের 'মাযহাব' একত্রিত হয়ে যায়। সাথে কুফায় আগমনকারী আরো অনেক ফকীহ সাহাবী ও তাবেয়ীর মাযহাব অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই তাঁর এ সংকলনকে ইবনে মাসউদ রা. এর মাযহাব বা আহলে কুফার মাযহাবও বলা যায় [৩৩]। কিন্তু সংকলক ছিলেন যেহেতু ইমাম আবু হানীফা তাই এটি 'ফিকহু আহলিল ইরাক' 'ফিকহু আবী হানীফা', 'মাযহাবু আবী হানীফা' বা 'হানাফী মাযহাব' নামেই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মদীনায় অবস্থানকারী সাহাবী

---

[৩২] **সাহাবা যুগে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি ও তার মাযহাব অনুসরণের দুটি দৃষ্টান্ত :** মদীনাবাসী ইবনে আব্বাস রা.-কে লক্ষ করে বললেন, আমরা যায়দ ইবনে সাবেত-এর মতকে রেখে আপনার মত গ্রহণ করতে পারি না। (সহীহ বুখারী হা. ১৬৭১) হযরত আবু মূসা আশআরী রা. বলেন, যতদিন তোমাদের মধ্যে এ বিজ্ঞ আলেম [আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.] আছেন তোমরা আমার কাছে কোন বিষয়েই মাসআলা জিজ্ঞেস করবে না। (সহীহ বুখারী হা.৬৩৫৫ মুসনাদে আহমদ হা. ৪৪২০) পরিভাষায় মূলত একেই তাকলীদে শখছী বা ব্যক্তি তাকলীদ বলে। পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগ থেকে প্রচলিত মাযহাবের অনুসরণকে পুরোপুরি তাকলীদে শখছী বা ব্যক্তি তাকলীদ বলা যায় না।

[৩৩] সুনানে তিরমিযীতে এটিকে 'আহলুল কুফা' নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। সিয়ারু আলামিন নুবালা গ্রন্থে ইমাম যাহাবী রহ. আবু হানীফা রহ. এর উস্তায—হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমানের জীবীন আলোচনায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। [সিয়ারু আলামিন নুবালা—দারুল হাদীস প্রকাশিত ৫/৫৩১]

ও তাবেয়ীগণের সংকলিত মাযহাবকে বলা হয়, 'ফিকহু আহলিল মদীনা' বলা হয়। সংকলক যেহেতু ছিলেন ইমাম মালেক রহ. তাই এটি 'মাযহাবু মালেক' বা 'মালেকী মাযহাব' হিসেবেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। শাফেঈ-হাম্বলী ও অন্যান্য মাযহাবের বেলায়ও একই কথা। সুতরাং উপরিউক্ত মাযহাবগুলো কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের এক একটি মাধ্যম বা পথ মাত্র।

'ফিকহ ও ফিকহী মাযহাবের' পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তার জন্য উসতাযে মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের লেখা একটি নিবন্ধ পাঠকের সামনে পেশ করা হল। এটি মূলত মাওলানা তাকী উসমানী সাহেব রচিত 'তাকলীদ কি শারঈ হায়সিয়ত' বইয়ের বঙ্গানুবাদ 'মাযহাব ও তাকলীদ কি ও কেন' এর ভূমিকা হিসেবে লেখা হয়েছিল।

হাদীস থাকতে ফিকহের প্রয়োজন হয় কেন?

প্রশ্নটির উত্তর জানতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে 'ফিকহ' কাকে বলে। 'ফিকহ' বলা হয়—

১. কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানাবলীর সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপকে।

কেননা ফিকহের মধ্যে তাহারাত (পবিত্রতা) থেকে ফরায়েজ (মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মাসাইল) পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রের মাসাইল বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অধীনে এক স্থানে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে।

২. এবং ইসলামী ইবাদতসমূহের নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতির সুবিন্যস্ত রূপকে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে শিখিয়েছিলেন। তাঁরা তাবেয়ীগণকে এবং তাঁরা তাদের পরবর্তী লোকদেরকে শিখিয়েছেন।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে, আমরা প্রতিদিন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, তার তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত মাসআলাসমূহ যদি আপনি হাদীসের কিতাব থেকে সংগ্রহ করতে চান তাহলে হাদীসের এক দু'টি কিতাব নয়, দশ বিশ কিতাবেও তা পাবেন না। নামাযের বিবরণ সংক্রান্ত হাদীস যা একশতেরও অধিক কিতাবে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে তা যদি আপনি এক জায়গায় একত্রিতও করেন তারপরও এ সংক্রান্ত মাসইল জানার জন্য আপনাকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে–

(ক) নামাযের কাজসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া তৈরী করা। কেননা কোন হাদীসেই স্পষ্টভাবে এই পূর্ণাঙ্গ খসড়া উল্লেখ করা হয়নি।

(খ) জমাকৃত হাদীসসমূহের মধ্যে সহীহ-যয়ীফ নির্ণয় করা।

(গ) এই হাদীসসমূহের মধ্যে যেসব হাদীসের মর্ম শুধু আরবী ভাষার সাহায্যে নির্ধারণ করা যায় না তার সঠিক মর্ম নির্ধারণ করা। কেননা অনেক হাদীস এমন আছে যেখানে ভাষার বিচারে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে।

(ঘ) কিছু হাদীস এমনও আছে যার বিধান মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে কিন্তু এর দলীল সেই হাদীসে উল্লেখ নেই। শরীয়তের অন্যান্য দলীলের আলোকে এ ধরনের হাদীসসমূহ সনাক্ত করাও জরুরী।

(ঙ) অনেক হাদীসে সাধারণ পাঠকবৃন্দ দেখবেন যে, কোন হাদীসে রাফয়ে ইয়াদাইন করার কথা আছে, কোন হাদীসে না করার কথা। কোথাও আমীন জোরে বলার কথা এসেছে আবার কোথাও আস্তে বলার কথা। কোন হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, ইমামের পিছনে কুরআন (সূরা ফতিহা ও অন্য কোন সূরা পড়তে হয়) আবার কোন হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, ইমামের পিছনে কুরআন পড়তে হয় না। এ ধরনের অনেক বিষয় আছে। এখন এসব বিষয়ে কী কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে এবং কোন হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে এর ফয়সালা শুধু হাদীসের অনুবাদ পড়ে করা সম্ভব নয়।

(চ.) উপরিউক্ত হাদীসসমূহ থেকে নামাযের মধ্যকার যেসব কাজের কথা জানা গেল তার মধ্যে কোন কাজটি ফরয, কোন্টি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আর কোনটি সুন্নাতে যায়েদাহ-মুস্তাহাব; অনুরূপ যেসব কাজ নামাযে নিষিদ্ধ তার মধ্যে কোন কাজটি দ্বারা নামায একদম নষ্ট হয়ে যায়, কোন কাজটি দ্বারা নামায নষ্ট না হলেও নামাযের মধ্যে তা মাকরূহ–মাকরূহে তাহরীমী বা মাকরূহে তানযীহী কিংবা অনুত্তম ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণও হাদীস শরীফে উল্লেখ নেই।

এবার আপনি চিন্তা করে দেখতে পারেন, ফুকাহায়ে কেরাম কত বড় কাজ করেছেন। এবং সাধারণ মানুষের কত বড় উপকার করে গেছেন। পাশাপাশি এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, ফিকহ কাকে বলে।

ফুকাহায়ে কেরাম নামায সংক্রান্ত হাদীসসমূহ একত্রিত করে তার আলোকে

নামাযের ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ রূপটি সংকলন করেছেন। এবং একজন সাধারণ মানুষ শুধু নয় একজন আলেমও হাদীসের অসংখ্য কিতাব থেকে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ একত্রিত করার পরও নামাযের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা এবং এর মাসাইল আহরণ করতে উপরিউক্ত যে জটিল সমস্যাগুলির সম্মুখীন হত, শরীয়তের দলীল প্রমাণের আলোকে তার সমাধান দিয়ে গেছেন। একইভাবে যাকাতের ব্যাপারে চিন্তা করুন, হজের ব্যাপারে চিন্তা করুন। প্রত্যেকটি অধ্যায়েই এই সব শাস্ত্রীয় সমস্যা রয়েছে এবং উম্মাহর ফকীহগণ এই সব সমস্যার সাগর পাড়ি দিয়ে কুরআনী বিধি-বিধানের একটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপ উপযুক্ত বিন্যাস ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে পেশ করেছেন। তাই বলা যায়, ফিকহ হল শরীয়তের হুকুম-আহকামের সুবিন্যস্ত ও একস্থানে সংকলিত এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ সমষ্টির নাম।

৩. অনুরূপ ফিকহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, ঐসব মাসআলার সুবিন্যস্ত সমষ্টি যা কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান নেই। শরীয়তের নীতিমালা থেকে বা কিয়াসে শরয়ীর মাধ্যমে শরীয়তের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে ঐ সব মাসআলা আহরণ করার কাজটি সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে সকল যুগের ফকীহগণই করে গেছেন। ঐসব মাসআলাকেও ফিকহের মধ্যে উপযুক্ত বিন্যাসের সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফিকহের পরিচয় জানার পর এ প্রশ্নটির উত্তরও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীস থাকা অবস্থায় ফিকহের প্রয়োজন কী। কেননা –

যখন ফিকহ হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়; বরং হাদীস শরীফেরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং হাদীস শরীফের হুকুম আহকামেরই সুবিন্যস্ত ও সংকলিতরূপ, তাই খোদ হাদীসের জন্যই ফিকহের প্রয়োজন। এজন্যেই খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সহীহ হাদীসে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং ফুকাহায়ে কেরামের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। আর এজন্যেই ফিকহবিমুখ ব্যক্তিরা কখনও হাদীসের অনুসারী হতে পারে না। হাদীসের সঠিক অনুসারী তারাই যারা ফকীহগণের নির্দেশনাক্রমে এবং ফিকহের আলোকে হাদীস শরীফের অনুসরণ করেন। হাদীস অনুসরণের এই পদ্ধতিটিই খায়রুল কুরূন (সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগ) থেকে চলে আসছে এবং ইসলামের সকল যুগেই মুসলিম জাতি এই পদ্ধতিতেই হাদীস শরীফের অনুসরণ করে ধন্য হয়েছেন।

আজকাল হাদীস অনুসরণের নামে ফিকহে ইসলামী ও ফুকাহায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যে প্রোপাগাণ্ডা চালানো হচ্ছে এটা কখনও হাদীস অনুসরণ নয়; এটা সুন্নাতে মুতাওয়ারাসার বিরুদ্ধাচরণ। অন্য ভাষায় বললে, এটা হল, হাদীস অনুসরণের একটি বিদাতী বা নবআবিষ্কৃত পন্থা।

মাযহাব কী এবং তাকলীদ কাকে বলে?

আপনি যদি 'ফিকহের' পরিচয় পেয়ে থাকেন তবে এবার আরো একটি বিষয় লক্ষ করুন। আমরা ইতিমধ্যেই শুনেছি যে, কুরআন-সুন্নাহর হুকুম-আহকামের সুবিন্যস্ত সংকলনই হচ্ছে 'ফিকহ'। এই 'ফিকহের' একাধিক সংকলন বিদ্যমান ছিল, যার মধ্যে বর্তমান কাল পর্যন্ত শুধু চারটি সংকলনই স্থায়িত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সেই সংকলনগুলো হচ্ছে–

"ফিকহে হানাফী"– যার সংকলনের ভিত্তি স্থাপনের কাজটি ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. (জন্ম ৮০ হিজরী-মৃত্যু ১৫০ হিজরী)-এর হাতে সুসম্পন্ন হয়েছে।

"ফিকহে মালেকী"– যার সংকলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ইমাম মালেক (রহ.) (জন্ম ৯৪ হিজরী, মৃত্যু ১৭৯ হিজরী) এর হাতে।

"ফিকহে শাফেয়ী"– ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী রহ. (জন্ম ১৫০ হিজরী, মৃত্যু ২০৪ হিজরী) যার ভিত্তি রেখেছেন।

"ফিকহে হাম্বলী" – ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. (জন্ম ১৬৪ হিজরী - মৃত্যু ২৪১ হিজরী)-এর ভিত্তি রেখেছেন।

সাধারণ পরিভাষায় ফিকহের প্রত্যেকটি সংকলন 'মাযহাব' নামে পরিচিত। বলাবাহুল্য এখানে "মাযহাব" শব্দটির অর্থ "ফিকহের মাযহাব" তথা ফিকহের নির্দিষ্ট একটি সংকলন। এখানে 'মাযহাব' অর্থ 'দ্বীন' বা আকাঈদ বিষয়ে মতবিরোধকারী কোন "ফিরকা" নয়। কেননা ফিকহের এই মাযহাবগুলোর প্রতিটিই দ্বীন ইসলাম এবং শরীয়ত অনুযায়ী চলারই একাধিক পথ। এই মাযহাবের ইমামগণ সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার উপরই ছিলেন এবং সব ধরনের ভ্রান্ত আকীদা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাদের অনুসারীরা সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত ও পথেরই অনুগামী। তবে বিভিন্ন সময় এমন হয়েছে যে, আকীদাগতভাবে বিভ্রান্ত বিদাআতী লোকেরা ফিকহের ক্ষেত্রে এসে উপরিউক্ত চার মাযহাবের কোন একটির অনুসারী হয়েছে; বলা

বাহুল্য যে, তাদের বিদআতী আকীদা বিশ্বাসের কোন দায়-দায়িত্বই তাদের মাযহাবের ইমাম, তাঁদের সংকলিত ফিকহ এবং তাঁদের অনুসারীদের উপর বর্তায় না।

'মাযহাবের' অর্থ। এই ফিকহী মাযহাবের মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের আহকাম জানা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে সাধারণ পরিভাষায় তাকলীদ বলে। অর্থাৎ, দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে ফকীহগণের শরণাপন্ন হওয়ার যে আদেশ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে করেছেন, এবং নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম তাঁর উম্মতকে করেছেন, তাদেরই সংকলিত ফিকহ থেকে কুরআন-হাদীসের হুকুম জেনে সে অনুযায়ী আমল করাকেই সাধারণ পরিভাষায় 'তাকলীদ' বা 'মাযহাব মানা' কিংবা 'ফিকহ অনুসরণ করা' বলা হয়।

আপনি যদি ফিকহের পরিচয় পেয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে আর বলে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না যে, 'তাকলীদ' বৈধ কি অবৈধ বা ফিকহ অনুযায়ী আমল করার বিধান কী? কিংবা কোন ফিকহী মাযহাবের অনুসরণ করা ভালো না মন্দ? ফিকহের পরিচয় জানার সাথে সাথেই এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুরআন-হাদীস অনুসরণ করার সঠিক সহজ এবং নিরাপদ পথটি হল, ফিকহের আলোকে, ফুকাহায়ে কেরামের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই পদ্ধতিই সর্বজন স্বীকৃত ও অনুসৃত।

চার মাযহাব

প্রসিদ্ধ চার ইমাম ছাড়াও ইমাম আউযাঈ, সুফইয়ান সাউরী, ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ, লাইস ইবনে সাদ প্রমুখ ইমামগণেরও মাযহাব ছিল। কিন্তু চারটি মাযহাব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হতে থাকে। অন্যান্য ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের দ্বারা ব্যাপক যাচাই-বাছাই ও সংস্কার হতে থাকে। এভাবে কিছু কালের মধ্যেই এ চারটি মাযহাব অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত আকারে ও সহজ উপস্থাপনায় দেশে দেশে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। অন্যান্য মাযহাবগুলোর কোন অনুসারী না থাকায় সেগুলো আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হতে থাকে। কোন বিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল সংকল ও আর পাওয়া যায় না। কালক্রমে এভাবেই সাহাবা-তাবেঈন ও তাবে তাবেয়ীনদের মাযহাবগুলো চার মাযহাবের

অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।[৩৪] এটাই হাদীস অনুসরণ ও মাযহাবের ইতিহাস।

মাযহাব বিরোধিতার সূচনা ও ইবনে তাইমিয়ার প্রতিবাদ

মাযহাব বিরোধী ভাইরা ইবনে তাইমিয়া রহ.-কে আহলে হাদীস বলে দাবী করেন। অথচ আমাদের জানা মতে সর্বপ্রথম মাযহাবের বিরোধিতায় শীয়া মতাদর্শী লেখক ইবনে মুতাহ্হির আল-হিল্লী কথা বলেন। তিনি বলেন ' ... তারা সকলেই শরীয়তের বিধানকে বিকৃত করে ফেলেছে, এবং চারটি মাযহাব আবিষ্কার করেছে যা নবীজীর যুগেও ছিল না সাহাবীদের যুগেও ছিল না ...'। অর্থাৎ মাযহাব সাহাবী-তাবেঈর যুগে ছিল না। বরং পরে সৃষ্টি হয়েছে। আর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর এ কথাকে কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'এটি তাঁদের উপর আরোপিত মিথ্যা অপবাদ'। অতঃপর ইবনে তাইমিয়া রহ. স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, 'উপরিউক্ত চার ইমামই মূলত কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের প্রতি আহ্বান করেছেন'।

মাযহাব সাহাবীদের যুগ থেকেই ছিল

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, নবী ও সাহাবীদের যুগে মাযহাব ছিল না—এ কথার দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় যে, মাযহাবের বক্তব্যগুলোই ছিল না তাহলে এটি হবে তাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ। বরং সকল ইমামগণই সাহাবায়ে কেরামদের অনুসরণ করতেন। বস্তুত ইমামগণ সাহাবীদের মাযহাবকেই তাদের কিতাবে সংকলন করেছেন।

সাহাবীদের মাযহাবকে ইমামদের নামে কেন বলা হয়?

সাহাবীদের মতামত ইমামদের কিতাবে ভরপুর থাকা সত্ত্বেও একে আবু বকরের মাযহাব, উমরের মাযহাব বলা হয় না। বরং আবু হানীফা ও মালেকের মাযহাব বলা হয় কেন? এর উত্তরে ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, আসলে ইমামগণ সাহাবীদের মাযহাব সংকলন করেছেন এবং প্রয়োজনে নিজেরাও ইজতিহাদ করেছেন। যেমনিভাবে নবীজীর হাদীসের কিতাবকে সংকলনের কারণে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ এর নামে স্মরণ করা হয়। কুরআনের কিরাতকে নাফে ও ইবনে কাসীরের সাথে সম্বন্ধ করা হয়। তদ্রূপ চার মাযহাবকেও

---

[৩৪] মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনে তাইমিয়া ৩/১৭৪

সংকলকের নামে স্মরণ করা হয়[৩৫]। অর্থাৎ সহীহুল বুখারীতে নবীর হাদীস সংকলন করা হয়েছে। সুতরাং বলা উচিত ছিল এটি নবীর কিতাব। কিন্তু যেহেতু ইমাম বুখারী হাদীস জমা ও সংকলন করেছেন তাই বলা হয় বুখারীর কিতাব। তদ্রূপ সাহাবীদের মাযহাব আবু হানীফা সংকলন করেছেন তাই বলা হয় আবুহানীফার মাযহাব।
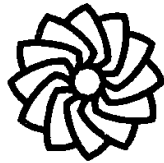
[৩৫] ইবনে তাইমিয়া রহ. আলোচনার সারকথার প্রয়োজনীয় কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল। বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য– ইবনে তাইমিয়া কৃত 'মিনহাজুস সুন্নাহ' (৩/১৭১-১৭৭) দারুল হাদীস কায়রো থেকে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিতাবুল আছারের মুকাদ্দিমা

ইমাম আবু হানীফা রহ. সংকলিত কিতাবুল আছার
পরিচিতি ও মূল্যায়ন

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু পরিচিতি : সম্পদশালী, বর্ণ-বৈচিত্র্যময় এবং বলিষ্ঠ একটি ভাষা উর্দূ। এ ভাষায় ইসলামী পঠন-সামগ্রীর ভাণ্ডার বিপুল। হাদীস ও আছারের সুপ্রাচীন ও সমৃদ্ধ সংকলন কিতাবুল আছারের শুরুতে বিদগ্ধ হাদীসবিশারদ আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর উর্দূ ভাষায় লিখিত এই মুখবন্ধটি অত্যন্ত তাহকীক ও দলিলসমৃদ্ধ। এটি রহীম একাডেমী, করাচী থেকে প্রকাশিত। তাছাড়া আলোচনা ও উপস্থাপনার ধরন ভিন্ন থাকলেও শায়েখের লিখিত 'ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস' গ্রন্থেও কিতাবুল আছার বিষয়ক অনেক মূল্যবান আলোচনা ও তথ্য ওঠে এসেছে। আমরা উভয় আলোচনাকে সামনে রেখে 'ইমাম আবু হানীফা রহ. সংকলিত কিতাবুল আছার : পরিচিতি ও মূল্যায়ন' নামে তা অনুবাদ করেছি।

এবার আমরা ফিরে আসি আমাদের মূল আলোচনায়। কিতাবুল আছার হাদীস সংকলনের কোন স্তর ও ধাপের কিতাব তা আমাদের জানা থাকা দরকার। হাদীস সংকলন ও তার বিকাশের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস সংকলনের তিনটি স্তর ও পর্যায় রয়েছে।

এক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সাহাবাদের প্রস্তুতকৃত বিশেষ কিছু সহীফা। যেমন : সহীফায়ে সাদেকা, সহীফায়ে আলী প্রমুখ।

দুই. হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর নির্দেশে ইবনে শিহাব যুহরী, ইমাম শা'বী, আবু বকর ইবনে হায্ম ও মাকহুল কর্তৃক গৃহীত হাদীস সংকলনের পদক্ষেপ। তবে তা বিন্যস্ত ও অনুচ্ছেদভিত্তিক ছিল না।

তিন. ফিকহী অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত কিতাবুল আছারের মাধ্যমে ইমাম আযম ইমাম আবু হানীফা রহ. কর্তৃক গৃহীত যুগান্তকারী পদক্ষেপ।[৩৬]

"হাদীস সংকলনের ইতিহাস সম্পর্কীয় আলোচনায় বিস্তর গবেষণার পর আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-ই সর্বপ্রথম এই বাস্তব সত্য উদ্‌ঘাটন করেন যে, ফিকহী বিন্যাসে সহীহ হাদীসের সর্বপ্রথম সংকলনের সৌভাগ্য যিনি অর্জন করেছেন তিনি হলেন ইমাম আবু হানীফা রহ. (৮০হি.-১৫০হি.)। সংকলনটির নাম 'কিতাবুল আছার'।"[৩৭]

ইলমে হাদীসের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে কিতাবুল আছারকে উল্লেখ না করে মাঝখানে ব্যবধান রেখে এই যে অপূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বর্ণনা করা হতো—এক্ষেত্রে যে একটা দারুণ অভাব ও শূন্যতা লক্ষ করা যেত—ইলমে হাদীসের ইতিহাস বর্ণনার এই শূন্যতা তাঁরই দস্ত মুবারকে পূর্ণতা লাভ করে।

আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. 'তারীখ' গবেষণায় মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অথচ সোনালি অধ্যায়কে ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণ কৃতিত্বের সাথে। এটি তাঁর সুগভীর ইতিহাসবোধের পরিচয় বহন করে। বাস্তব ইতিহাস উদ্‌ঘাটন-কুশলতায় তাঁর কোনো জুড়ি নেই। তাই আমরা তাঁর স্থির মেধা প্রয়োগ করে হাদীস সংকলন বিষয়ক গহনতত্ত্ব প্রকাশ্যে টেনে নিয়ে আসার কারণে ইতিহাস গ্রন্থনার এ অনন্য কৃতিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করে পারি না। তাঁর আলোচনা থেকে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয় যে, মুআত্তায়ে ইমাম মালেককে ইসলামের সর্বপ্রথম হাদীসের কিতাব বলা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। (বিস্তারিত জানতে দেখুন, তাবসিরা বর মাদখাল পৃ. ৮৬।)

মোটকথা, ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর যুগ বাদ দিয়ে পরবর্তী কোনো যুগ থেকে ইলমে হাদীসের ইতিহাস বর্ণনার সূচনা করা সর্বতোভাবে ভুল। আজ পর্যন্ত লিখিত ইতিহাস সাধারণভাবেই এই ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নুমানী রহ. এই গুরুতর ভুলের সংশোধন ও অপনোদন করেছেন সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে তাজদীদী ভঙ্গিমায়।—মুহসিনুদ্দীন খান।

---

[৩৬] মুহাদ্দিস যিকরুল্লাহ খান ছাহেব (দা. বা.) লিখিত কিতাবুল আছারের ভূমিকা, পৃ. ৫।

[৩৭] *মাসিক আলকাউসার, জুলাই*, ২০১৭, পৃ. ০৫।

কোনো গ্রন্থের শাস্ত্রীয় মান যাচাইয়ের পদ্ধতি

কোনো কিতাবের গুরুত্ব এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব ও শাস্ত্রীয় মান কী তা যাচাই ও নিরীক্ষণ করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়াবলির প্রতি লক্ষ করা অপরিহার্য।

১. মুসান্নিফের পাণ্ডিত্য ও কীর্তি।

২. শুদ্ধাশুদ্ধির নিয়মনীতি মেনে চলা।

৩. বিন্যাস সৌন্দর্য এবং আলোচ্য বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা।

৪. খ্যাতি ও সর্বজনগ্রাহ্যতা—তথা এ শাস্ত্রের ধারক-বাহক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পঠন-পাঠন, আলোচনা এবং গ্রন্থকেন্দ্রিক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সমাদৃত হওয়া।

আমাদের দলিলভিত্তিক দাবি হলো, উপরি-উক্ত সকল বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় 'কিতাবুল আছার' ফিক্হ তথা সুনান ও আহকাম-সংক্রান্ত সমস্ত সংকলনের ঊর্ধ্বে, যা সবিস্তারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও কীর্তি

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ফযল ও কামাল, গুণ ও কৃতিত্বের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কথা হলো, 'কিতাবুল আছার' ছাড়া আজ আমাদের কাছে সুনানের এরূপ কোনো কিতাব বিদ্যমান নেই, যার সংকলকের তাবেয়ী হওয়ার গৌরব অর্জিত হয়েছে। আর এটা এমন এক ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য, যে ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ. সে যুগের সব প্রসিদ্ধ ইমামদের মধ্যে স্বতন্ত্র ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রহ. (হাদীসশাস্ত্রের দিকপাল এবং শাফেয়ী মাযহাবের প্রখ্যাত ভাষ্যকার) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর ফাতওয়া উদ্ধৃত করেছেন,

إنه أدرك جماعة من الصحابة، كانوا بالكوفة بعد مولده بها سنة ثمانين فهو من طبقة التابعين، ولم يثبت ذالك لأحد من أئمة الأمصار

المعاصرين له كالأوزاعي بالشام والحمادين بالبصرة والثوري بالكوفة ومالك بالمدينة المشرفة والليث بن سعد بمصر.

আশি হিজরীতে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কুফায় জন্মগ্রহণ করার পর তিনি সেখানে অবস্থানরত একদল সাহাবীকে পেয়েছেন।[৩৮] এ কারণে তিনি তাবেয়ীদের তবকার অন্তর্ভুক্ত। এটি তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য শহরের ইমামদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত নয়। (অর্থাৎ এ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সমসাময়িক অন্য কোনো ফকীহ ও মুহাদ্দিস লাভ করেননি।) যেমন : সিরিয়ার ইমাম আওযায়ী [আব্দুর রহমান ইবনে আমর, ওফাত : ১৫৭ হি.], বসরার দুই হাম্মাদ—ইমাম হাম্মাদ ইবনে যায়েদ [৯৮-১৭৯ হি.] ও হাম্মাদ ইবনে সালামা [ওফাত : ১৬৭ হি.]—কুফার ইমাম সুফিয়ান সাওরী [ওফাত : ১৬১ হি.], মদীনা মুনাওয়ারার ইমাম মালেক রহ. [৯৩-১৭৯ হি.] এবং মিশরের ইমাম লাইস ইবনে সা'আদ [৯৪-১৭৫ হি.] ।[৩৯]

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সুউচ্চ ও সুমহান মর্যাদার জন্য এতটুকুই তো যথেষ্ট যে, তিনি উম্মতের মাঝে 'ইমাম আযম'[৪০]-এর গৌরবজনক উপাধিতে প্রসিদ্ধ। তাঁর ইজতিহাদী মাসআলা-মাসায়েলের উপর ইসলামী বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী বারোশ বছর ধরে প্রজন্ম পরম্পরায় আমল করে আসছে। শীর্ষস্থানীয় সমস্ত ইমাম তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও কামালিয়াতের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

---

[৩৮] তিনি অনেক সাহাবীর যুগ পেয়েছেন। কিছুসংখ্যক সাহাবীর সাথে দেখা-সাক্ষাৎও করেছেন এবং তাঁদের কারো কারো থেকে হাদীসও শুনেছেন। এ বিষয়ে আমরা ইমাম আবু হানীফা রহ. : জীবন ও দর্শন গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (অনুবাদক)

[৩৯] আল্লামা ইবনে হাজার মক্কীকৃত আল খায়রাতুল হিসান, ফসলে ছাদেছ।

[৪০] ইমাম আবু হানীফাকে 'ইমাম আযম'-এর গৌরবজনক উপাধিতে ভূষিত করা হয় কেন? এ বিষয়ে আমরা ইমাম আবু হানীফা রহ. : জীবন ও দর্শন গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। —অনুবাদক)

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মূল্যায়নে ইমামদের বক্তব্য

ইমাম মালেক রহ. কর্তৃক ইমাম আযমের ফিকহ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, আমি (ইমামু দারিল হিজরাহ—হিজরতের পবিত্র ভূমির মহান ইমাম) ইমাম মালেক রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। একজন পরম শ্রদ্ধেয় মহান ব্যক্তি তাশরীফ আনলেন। লোকটি উঠে চলে গেলে ইমাম মালেক রহ. বললেন, 'বলতে পারো লোকটি কে?' উপস্থিত লোকজন আরজ করলেন, 'জানি না।' (অবশ্য আমি তাঁকে চিনেছিলাম) ইমাম মালেক রহ. বললেন,

> هذا أبو حنيفة النعمان لو قال هذه الأسطوانة من ذهب لخرجت كما قال، لقد وفق له الفقه حتى ما عليه فيه كبير مؤنة.

> 'এই হচ্ছেন আবু হানীফা। যদি তিনি বলেন এ স্তম্ভটি স্বর্ণের, তাহলে দেখা যাবে তা-ই।[৪১] তিনি খোদাপ্রদত্ত এমনই এক শক্তির অধিকারী যে, ফিকহের কোনো মাসআলাই তাঁর জন্য জটিল নয়।'[৪২]

ইমাম আবু হানীফার গভীর জ্ঞান ও বিশ্লেষণশক্তিতে বিমুগ্ধ ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর সাক্ষ্য

ইমাম শাফেয়ী রহ. (থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত) বলেন,

---

[৪১] ইমাম মালেকের উক্ত বক্তব্যের মর্মার্থ জানার জন্য দেখুন, হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ.- এর অমর কীর্তি কিতাবের 'ইমামে আযম' কি হাদীস ছেড়ে ফিকহে নিবেদিত হয়েছেন? শিরোনামের লেখাটি (পরিশিষ্ট নম্বর : ০৬)।

[৪২] ছয়মারী, 'আখবারু আবী হানীফা ওয়া মানাকিবুহু' [পৃ. ৭৪, দারুল কিতাব আলআরাবী, বৈরূত, লেবানন]

الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه[৪৩]

‘মানুষ ফিকহ তথা ইসলামের ব্যাপক ও সামগ্রিক বিধানাবলির ক্ষেত্রে আবু হানীফা রহ.-এর মুখাপেক্ষী।[৪৪] (ইমাম যাহাবী রহ., মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা, পৃ. ১৯ মিশর, তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৭৪)

ইমাম আযমের ইলম, খোদাভীতি ও যুহ্‌দ সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. (১৬৪-২৪১ হি.)-এর সাক্ষ্য

আবু বকর মারওয়াযী রহ. বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-কে বলতে শুনেছি,

---

[৪৩]

وقال الإمام الكوثرى رحمه الله تعالى في «تأنيب الخطيب» ص ٨: وأما الشافعي فقد تواتر عنه قوله: (الناسُ كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة)، بطرق جماعة من كبار أصحابه، وهو أخَذ الفقه عن عدة من أصحاب أبي حنيفة. م

[৪৪] **সালাফ ও পরবর্তীদের যামানায় ফিকহ শব্দের ব্যবহার**

ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারে ‘ফিকহ্’ একটি বিস্তৃত অঙ্গন। ‘ফিকহ্’-এর গভীরতা ও ব্যাপ্তি সুবিশাল। ভিন্ন ভাষা ও শব্দে এর গভীরতাকে ব্যক্ত করা এক কঠিন কাজ। সংক্ষেপে বলা যায়, ‘ফিকহ’ হলো, মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ বিধানের গভীর জ্ঞান ও বুঝ। যার মাধ্যমে বান্দার প্রতি আল্লাহ সুবহানাহুর প্রকৃত ইচ্ছা ও নির্দেশ উপলব্ধি করা যায়। এটি ইসলামী প্রায়োগিক জ্ঞানের এক সমুচ্চ স্তর, যা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয় না। সালাফদের যামানায় তিন ধরনের বিধি-বিধানের সমন্বয়কে ফিকহ বলা হতো— ১. অন্তরের বিশ্বাস সম্পর্কিত শরীয়তের বিধানাবলি তথা ইলমুল আকীদা। ২. জাহেরী যিন্দেগীর সাথে সম্পর্কিত ইসলামী আহকাম ও বিধি-বিধান-সমূহ। ৩. বাতেনী বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিধানাবলি। অর্থাৎ ইলমুল আখলাক ও ইলমুত তাস-াওউফ। এককথায়, ইসলামের সামগ্রিক জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত বিধানাবলিকে ফিকহ বলা হত। পরবর্তীকালে জাহেরী জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত বিধানাবলি বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় ফিকহ। অন্তরের বিশ্বাস সম্পর্কিত শরীয়তের বিধানাবলি বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয় আকীদা। আর বাতেনী বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিধানাবলি বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয় তাসাওউফ।

‘ফিকহ’ এর ব্যবহারিক অর্থ: ‘ফিকহ’ এর ব্যবহারিক প্রয়োগ ও অর্থে বিভিন্ন যুগ ও সময়ে যে পরিবর্তন এসেছে তা নিম্নে

لم يصح عندنا أن أبا حنيفة قال القران مخلوق.

উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করা হলো। সাহাবা, তাবেয়ীদের সময়ে এর দ্বারা পুরো শরীয়তকেই বুঝানো হতো। (আল মাওসুআহ ফিকহিয়্যা কুয়েতিয়্যা, পঞ্চম সংস্করণ, সন : ২০০৪, খ. ১, পৃ. ১২) আকীদা, আমল, আখলাক সবই ফিকহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময় ফিকহের পরিচিতি দেওয়া হতো এভাবে, معرفة النفس ما لها وما عليها 'ব্যক্তির জন্য যা উপকারী ও ক্ষতিকর এমন সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া।' (মিরআতুল উসূল, মোল্লা খসরু (মৃত্যু : ৮৮৫ হি.), প্রথম সংস্করণ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন, খ. ১, পৃ. ২৯-৩০, তালওয়ীহ ইলা কাশফি হাকায়িকিত তানকীহ, সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী, (মৃত্যু : ৭৯২ হি.), খ. ১, পৃ. ১৬। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২য় সংস্করণ।)

এখানে 'মারিফা' (معرفة) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দলিলের আলোকে মাসআলার জ্ঞান অর্জন করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, শরীয়াহ দলিল উপলব্ধি করা, দলিল থেকে বিধান আহরণ করা ও বুঝা মুজতাহিদের কাজ। মুকাল্লিদের কাজ নয়। 'মা লাহা ওয়া মা আলাইহা' (ما لها وما عليها) দ্বারা বুঝানো হয়েছে, পরকালে ব্যক্তির জন্য যা উপকারী ও ক্ষতিকর। ফিকহে হারাম, মাকরুহ, নাজায়েয যেসব বিধান রয়েছে, এগুলো পরকালের জন্য ক্ষতিকর। অপরদিকে ফরয, ওয়াজিব ও জায়েয বিধান উপকারী। এক কথায়, প্রায়োগিক ফিকহ। পাশাপাশি এতে আকী-দা ও আখলাকের বিধিবিধান দুটিই অন্তর্ভুক্ত। (তালওয়ীহ ইলা কাশফি হাকায়িকিত তানকীহ, সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী, (মৃত্যু : ৭৯২ হি.), খ. ১, পৃ. ১৬) ফিকহের উক্ত পরিচয় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এ পরিচয় অনুযায়ী একজন ফকীহ কেবল তিনি-ই যিনি প্রকৃত মুজতাহিদ। শরীয়াহর দলিল, মাকাসিদ ও মেজাজে শরীয়াহ-এই তিন অঙ্গনে যার পূর্ণ দক্ষতা থাকে। যিনি এই তিনের আলোকে নব্য আবিষ্কৃত যেকোনো সমস্যার শরয়ী সমাধান শরীয়াহ থেকে বের করতে পারেন। এক কথায়, যার মধ্যে প্রকৃত ইজতিহাদের যোগ্যতা গড়ে উঠে। ফিকহের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম বস্তুত এটিই। ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাভী রহ. (৪৮২ হি.) বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

الفقه، هو ثلاثة أقسام، علم المشروع بنفسه، والثاني إتقان المعرفة به، وهو معرفة النصوص بمعانيها وضبط الأصول بفروعها، والثالث: هو العمل به، حتى لا يصير نفس العلم مقصوداً، فإذا تمت هذه الأوجه كان فقهاً (أو فقيها).

অর্থাৎ, ফিকহ মূলত তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা, এক. শরীয়াহর বিধানাবলি জানা। দুই. সেই জানা ও বুঝা হবে 'ইলাল' ও 'উসূল'সহ। তিন. সেই জানা ও বুঝা অনুযায়ী আমল করা। এভাবে যখন তিনটি অংশ পূর্ণতা পাবে, তখন সেটি হবে ফিকহ। যিনি এটি করবেন তিনি হবেন ফকীহ।' (উসূলুল বাযদাবী, সম্পাদনা, ড. সাঈদ বাকদাশ, দারুল বাশায়ের আল ইসলামিয়া, প্রথম সংস্করণ, ২০১৪ ইং, পৃ. ৯০-৯১) বলার অপেক্ষা রাখে না, 'ইলাল' ও 'উসূল'সহ জানা মূলত মুজতাহিদের কাজ। মুকাল্লিদের নয়। এখান থেকেও স্পষ্ট যে, সালাফের যুগে প্রকৃত ফকীহ তিনিই যিনি মুজতাহিদ।

বাহরুল উলূম মুহাম্মাদ আব্দুল আলী লাখনোবী রহ. (মৃত্যু : ১২২৫ হি.) ইমাম বাযদাবী রহ.-এর উক্ত বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন,

'ইমাম আবু হানীফা রহ. কুরআন বা নফসী কালামুল্লাহ্কে

الكلام أن الفقه الذي مدح في كلام الشارع والصحابة والتابعين ما هو، وحينئذ الحق مع الإمام فخر الإسلام.

অর্থাৎ, কথা হলো, শরীয়াহ প্রণেতা (আল্লাহ সুবহানাহু ও তাঁর পক্ষে মনোনীত রাসূল), সাহাবা ও তাবেয়ীদের বক্তব্যে যে ফিকহের প্রশংসা করা হয়েছে, সেটি কোনটি? এ ব্যাপারে ইমাম ফখরুল ইসলাম রহ. ফিকহের যে পরিচিতি দিয়েছেন সেটিই মূলত সেই ফিকহ। (ফাওয়াতিহুর রহমুত শরহু মুসাল্লামুস সুবুত, খ. ১, পৃ. ১৩, সম্পাদক : আব্দুল্লাহ মাহমুদ। প্রকাশক, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ২০০২ ইং.)

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবী রহ.-এর বক্তব্যকে যদি আমরা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বর্তমান যামানা হিসেবে পেশ করি তাহলে বলতে পারি—একজন ফকীহের জন্য ১. মাসায়িলুল ফিকহ, ২. দালায়িলুল ফিকহ, ৩. উসূলুল ফিকহ, ৪. কাওয়ায়িদুল ফিকহ, ৫. তারীখুল ফিকহ, ৬. তারীখুল ফুকাহা, ৭. নাওয়াযিলুল ফিকহ, ৮. মাকাসিদুশ শরীআহ, ৯. উসূলুল ইফতা ইত্যাদি বিষয়ে পরিপক্ব হওয়া জরুরী।

আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. বলেন,

ولفظ الفقيه" في عرف السلف كان لا يطلق إلا على المجتهد.

'সালাফদের যামানায় 'ফকীহ' শব্দটি শুধু মুজতাহিদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতো।' (মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস, পৃ. ১২১) রদ্দুল মুহতার (১/১১৯ যাকারিয়া বুক ডিপো) কিতাবে রয়েছে—

فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم، وإطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجاز.

আল্লামা যাহেদ আলকাওসারী রহ. তাঁর তা'নীবুল খতীবের মুকাদ্দিমায় বলেন, 'ফকীহ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যিনি কিতাব ও সুন্নায়, ইজমা ও (শরয়ী) কিয়াসের বিষয়ে পারঙ্গম (মুজতাহিদ)। অতএব কারো ব্যাপারে ফিকহের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দেওয়া মানে এ চারটি বিষয়েই পারদর্শী হওয়ারও স্বীকৃতি প্রদান করা।' সারকথা, প্রকৃত ফকীহ কেবল 'মুজতাহিদ ফকীহ', যা প্রথম যুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইমাম আবু হানিফা রহ.সহ অন্যান্য ইমাম মুজতাহিদগণ হলেন এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যারা প্রকৃত অর্থে মুজতাহিদ ও ফকীহ ছিলেন।

আব্বাসী শাসনামল ও পরবর্তী সময়ে ফিকহের ব্যবহার : একটা সময় পর্যন্ত ফিকহের পূর্ব আলোচিত অর্থ-ই সমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে আব্বাসী শাসনামলে (১৩২-৬৫৬ হি.) মুসলিম অঞ্চলে গ্রীক বা ইউনানী দর্শনের চর্চা শুরু হয়। এতে আকীদা নিয়ে নিত্যনতুন দর্শন আলোচনায় উঠে আসে। এতদিন আকীদার সহজবোধ্য যে আলোচনা ছিল, সেটির স্থানে কঠিন ও জটিল আকীদার আলোচনা স্থান করে নেয়। এ বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা দীর্ঘ হতে থাকে। এতে ধীরে ধীরে আকীদা একটি স্বতন্ত্র পাঠ ও শাস্ত্রে রূপ নেয়। ফিকহের সাধারণ আলোচনা থেকে তা বের হয়ে যায়। বস্তুত এ সময় থেকে ফিকহের পরিচয়েও পরিবর্তন আসে। এতদিন ফিকহের ব্যাপক পরিচয়ে আকীদাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেটি বাদ দেওয়া হয়। এরপর এক সময় মানুষের আমল-আখলাকে অধঃপতন দেখা যায়। তাই এর ওপর গুরুত্বারোপের জন্য আখলাক ও তাসাওউফ নিয়ে আলাদা পাঠ ও চর্চা শুরু হয়। এতে ফিকহের পরিচয় থেকে তাসাওউফও বের হয়ে যায়। (ফিকহে ইসলামী কা তারীখী পাছ মানযার, মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী আমীনী

রহ. (মৃত্যু : ১৯৯১, জানুয়ারি)। প্রকাশক, কাদীম কুতুবখানা, আরামবাগ করাচী, পাকিস্তান। প্রকাশনা সন : ১৯৯১ ইং., ডিসেম্বর। পৃ. ৩৬) বস্তুত তখন থেকে ফিকহের নতুন করে পরিচয় দাঁড় করানো হয়। এমন একটি পরিচয় হলো, العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية. 'বিস্তারিত দলিল-প্রমাণের আলোকে সরাসরি আমলের সাথে সম্পৃক্ত শরীয়াহ বিধানাবলি জানার নাম ফিকহ।' (মিরআতুল উসূল, পৃ.৩২-৩৩, তালওয়ীহ আলা তানকীহ, পৃ.১৮।)

ফিকহের উক্ত পরিচয়ে, 'আমল' দ্বারা উদ্দেশ্য শরীয়তের এমন বিধানাবলি, যার সম্পর্ক বান্দার বাহ্যিক আমলের সাথে। যেমন, নামায, রোযা ইত্যাদি। এর দ্বারা আকীদা ও আখলাক বিষয়ক জ্ঞান বের করে দেওয়া হয়েছে। আর 'দলিল' দ্বারা বুঝানো হয়েছে, শরীয়াহর বিধান দলিলসহ জানা। এর মাধ্যমে মুকাল্লিদের জ্ঞান বের করে দেওয়া হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

এ স্তরে এসে ফিকহের প্রয়োগক্ষেত্র কিছুটা সীমিত হয়েছে। প্রথমস্তরে আকাইদ ও আখলাক ছিল, দ্বিতীয়স্তরে তা নেই। এ ছাড়া মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই।

ফিকহের উক্ত পরিচয়টি ফিকহের বই-পত্রে উসূলবিদগণের পরিচয় বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে বাস্তবে পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ফকীহগণের কাছেও এটিই ফিকহের স্বীকৃত পরিচয় ছিল। উসূলবিদ ও ফকীহ এরকম আলাদা বিভাজন পূর্ববর্তীদের সময়ে ছিল না। যারা ফকীহ ছিলেন, তারা মুজতাহিদও ছিলেন। উসূলবিদ ও ফকীহ (মুজতাহিদ নন) এমন বিভাজন পরবর্তীতে সৃষ্ট।

'মুকাল্লিদ ফকীহ' বা ন্যূনতম ফকীহ : বর্তমানে মুকাল্লিদদের একটি অংশ এমন, যারা মূলত শুধু নিজ মাযহাবের মাসআলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভালো করে মুখস্থ করেছেন। সেটি দলিলসহ হোক বা দলিল ছাড়া। অথবা দলিল বুঝে হোক বা না বুঝে। তারা প্রথম সারির মুকাল্লিদগণের মতো ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন না। তবে ফিকহের সাথে তাদের চর্চা সুগভীর। মানুষ তাদেরকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তারা নিজ মাযহাবের আলোকে সঠিকভাবে মাসআলা বলতে পারেন। মুখস্থ না থাকলে স্বীয় মাযহাবের কিতাব থেকে জিজ্ঞাসিত সঠিক মাসআলা বের করতে পারেন। বস্তুত তাঁরা হলেন 'মুকাল্লিদ ফকীহ'।

এই পর্বে এসে 'মুকাল্লিদ ফকীহ'-দের জন্য ফিকহের নতুন পরিচয় দাঁড় করানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ একদিকে তারা ইজতিহাদের সক্ষমতা রাখেন না। অপরদিকে ফিকহের চর্চা করছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নে দুটি প্রসিদ্ধ পরিচিতি উল্লেখ করা হলো। ১. ত্রয়োদশ হিজরি শতাব্দীতে উসমানী সালতানাতে রচিত ইসলামী বাণিজ্য আইন বিষয়ে 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা' গ্রন্থে ধারা-০১-এ ফিকহের পরিচয় পেশ করা হয়েছে এভাবে——الفقه : علم بالمسائل الشرعية العملية. 'ফিকহ হলো শরীয়তের আমলযোগ্য মাসআলা জানার নাম।' এখানে শুধু শরীয়াহ মাসআলা জানার নাম ফিকহ বলা হয়েছে। ইজতিহাদের আবশ্যিকতা নেই। আর সেই মাসআলা হবে আমলের সাথে সম্পৃক্ত। আকীদা বা আখলাক নয়। (আল মাদখাল ফিকহিল আম ২/১) ২. কুয়েতের ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রচিত 'ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ'-এর মতানুযায়ী 'শরীয়াহর কিছু মাসআলা মুখস্থ করাই ফিকহ। চাই সেটি দলিলসহ হোক বা দলিল ছাড়া। মুজতাহিদ হওয়া জরুরি নয়। এখন কতটুকু মুখস্থ করা হলে তাকে ফকীহ বলা হবে, বিষয়টি উরফের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। বর্তমান সময়ে আমাদের উরফ বা প্রচলন অনুযায়ী 'ফকীহ' উপাধি কেবল তাকেই দেওয়া যাবে, যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায় ও আলোচনা থেকে শরীয়াহর বিধান বের করতে জানে। সহজেই তার জন্য বের করা সম্ভব।'

এখান থেকেও বুঝা গেল, ফিকহের গ্রন্থাবলির সাথে যার চর্চা অব্যাহত আছে, পড়াশোনা আছে,

মাখলুক(সৃষ্ট ও নশ্বর) বলেছেন বলে আমাদের নিকট প্রমাণিত নয়।'[৪৫] আমি আরজ করলাম, আলহামদুলিল্লাহ! হে আবু আব্দুল্লাহ!(ইমাম আহমদের কুনিয়াত) তাঁর তো ইলমের ক্ষেত্রে সুউচ্চ মাকাম রয়েছে। তিনি বললেন,

سبحان الله هو من العلم والورع وإيثار الدار الآخرة بمحل لا يدركه أحد.

'সুবহানাল্লাহ! তিনি ইলম, খোদাভীতি ও যুহ্দ এবং পরকালকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন স্তরে উপনীত হয়েছেন যে, যেখানে কেউ পৌঁছতে পারে না।'[৪৬]

ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ.-এর সাক্ষ্য

ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. সাক্ষ্য দিয়েছেন যে—

প্রয়োজনে সঠিক মাসআলা বের করতে পারেন, সেই মূলত এখনকার ন্যূনতম ফকীহ। যদিও তার মাঝে প্রথমস্তরের মুজতাহিদ ফকীহগণের মতো ইজতিহাদের যোগ্যতা না থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এটি ন্যূনতম ফকীহের পরিচয়। এভাবে ফিকহচর্চা করতে করতে এক সময় আল্লাহর ইচ্ছায় ফিকহ তার স্বভাবে পরিণত হতে পারে। তখন সে আরো উঁচু স্তরের ফকীহ বলে গণ্য হবে।

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকার ইফতা বিভাগের সহকারী মুফতী, অগ্রজ বন্ধুবর মাওলানা আবদুল্লাহ মাসুম ছাহেব ফিকহ ও ফকীহের পরিচয় সম্বলিত অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এ টীকার সিংহভাগ লেখা মূলত তাঁরই। সাথে অধমেরও কিছু সংযুক্তি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ফিকহের এই অঙ্গনে তাঁর দ্বারা তাজদীদী খেদমতের আঞ্জাম দান করুন। —অনুবাদক)

[৪৫] **ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর উপর আরোপিত 'খালকুল কুরআন' আকীদার খণ্ডনে একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম**

আমর আব্দুল মুনঈম সালীম কর্তৃক লিখিত *আলইমাম আবু হানীফা আন-নুমান বিন ছাবেত ওয়া নিসবাতুহু ইলাল কওলি বিখলকিল কুরআন ওয়া কিতাবুল হিয়াল আলমানসূব ইলাইহি* কিতাবটি ২০০৭ সনে দারুয যিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে ইমাম আযমের উপর আরোপিত খলকুল কুরআন বিষয়ে পক্ষ-বিপক্ষ সব বর্ণনা একত্র করে জরাহ-তাদীল ও সনদগত বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে। লেখক হানাফী মাযহাবের নন। নিরেপক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা পেশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি একাধিক সহীহ সূত্র উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে, *খালকুল কুরআন* ইমাম আবু হানীফার আকীদা নয়।—আবু মুআজ।

[৪৬] ইমাম যাহাবী রহ., মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা, পৃ. ২৭॥

ما مقَلَت عينى مثل أبي حنيفة.

'আমার চোখ ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর অনুরূপ ও সমকক্ষ কাউকে দেখেনি।'[৪৭]

তিনি আরো বলতেন,

العلماء ابن عباس في زمانه والشعبى في زمانه وأبو حنيفة في زمانه.

'আলেম তো এঁরাই ছিলেন। তথা ইবনে আব্বাস তাঁর যমানায়, শা'বী তাঁর যুগে, আর আবু হানীফা তাঁর সমকালে।'[৪৮]

ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী রহ.-এর দৃষ্টিতে 'আলেমদের প্রধান বিচারপতি': রিজাল (চরিত) শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. বলেন,

كنت نقالا للحديث فرأيت سفيان الثوري أمير المؤمنين في العلماء وسفيان بن عيينة أمير العلماء وشعبة عِيَار الحديث، وعبد الله بن المبارك صراف في الحديث ويحيى بن سعيد قاضي العلماء وأبو حنيفة قاضي قضاة العلماء. ومن قال لك سوى هذا فارمه في كناسة بنى سليم.

'আমি হাদীসের বর্ণনাকারী ছিলাম। আমি আলেমদের মাঝে সুফিয়ান সাওরীকে 'আমীরুল মুমিনীন' হিসেবে, সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাকে 'আমীরুল উলামা' শু'বাকে হাদীসের মানদণ্ড, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে 'হাদীস যাচাই-বাছাইয়ে পারদর্শী' ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদকে 'আলেমদের বিচারপতি', আর আবু হানীফাকে 'আলেমদের প্রধান বিচারপতি' হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছি। যে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম বলবে, তার কথাকে বনু সালীমের আবর্জনা ফেলার স্থানে নিক্ষেপ

[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ [এর সনদ সহীহ। ইমাম মুওয়াফফাক, মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা ১/২৭৯ দারুল কিতাবিল আরাবী, তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৬০]

[৪৮] ছয়মারী, আখবারু আবী হানীফা; [ইমাম মুওয়াফফাক বিন আহমদ আলমক্কী, মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা ১/৩২১]

করো।' অর্থাৎ তার বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য।[৪৯]

শাইখুল ইসলাম ইয়াযীদ ইবনে হারুন (ওফাত : ২০৬ হি.) রহ.-এর দৃষ্টিতে যুগশ্রেষ্ঠ হাফিজুল হাদীস

ইমাম আবু হানীফার প্রবাদপ্রতীম শিষ্য শাইখুল ইসলাম ইয়াযীদ ইবনে হারুন বলেন,

كان أبو حنيفة تقيا نقيا زاهدا عالما، صدوق اللسان، أحفظ أهل زمانه، سمعت كل من أدركته من أهل زمانه أنه ما رؤى أفقه منه.

ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন অত্যন্ত সাত্ত্বিক ও আল্লাহভীরু, পরিচ্ছন্ন জীবনাচারের অধিকারী, যাহেদ আলেমেদ্বীন, কথায় সত্যবাদী এবং নিজ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ হাফেজে হাদীস। তাঁর সমসাময়িক যত লোক পেয়েছি সবাইকে এ কথাই বলতে শুনেছি যে, তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ দৃষ্টিগোচর হয়নি।[৫০]

তিনি আরো বলেন,

لم أر أعقل ولا أفضل ولا أورع من أبي حنيفة.

'আবু হানীফার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান, শ্রেষ্ঠ এবং খোদাভীরু কাউকে দেখিনি।'[৫১]

ইমাম বুখারীর দাদা উস্তায ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান রহ. (ওফাত : ১৯৮ হি.)-এর দৃষ্টিতে কুরআন ও হাদীসের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ আলেম

জরাহ-তাদীলের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান রহ. বলেন,

إنه والله لأعلم هذه الأمة بما جاء عن الله ورسوله.

'আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, এ উম্মতের মধ্যে কুরআন এবং হাদীসের

---

[৪৯] ছদরুল আয়িম্মা মক্কী, মানাকিবুল ইমাম আযম ২/৪৫ দায়েরাতুল মাআরেফ হায়দারাবাদ, দাকান [১/৩০০ দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরূত, লেবানন]

[৫০] ছয়মারী, আখবারু আবী হানীফা [পৃ. ৩৬ দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরূত, লেবানন]

[৫১] ইমাম যাহাবী রহ., 'মানাকিবে আবী হানীফা', পৃ. ২৬ [লাজনাতু ইহইয়ায়িল মাআরিফিন নু'মানিয়া, পৃ. ৪২]

সবচেয়ে বড় আলেম হলেন ইমাম আবু হানীফা রহ.।'[৫২]

ইমাম বুখারীর উস্তায ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন রহ.-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

একদা সাইয়িদুল হুফফাজ ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীনের রহ. কাছে তাঁর শাগরিদ আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আলবাগদাদী (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) ইমাম আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি এ মন্তব্য করেন,

عدل ثقة ما ظنك بمن عدله ابن المبارك ووكيع.

'ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর আপাদমস্তক সততা ও বিশ্বস্ততা এবং নির্ভরযোগ্যতায় পরিপূর্ণ। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? যাঁকে ইবনে মুবারক এবং ওয়াকী নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।'[৫৩]

ইমাম বুখারী ও মুসলিমের দাদা উস্তায ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর সাক্ষ্য

অতি উঁচু মানের মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন,

لولا أن الله تداركني بأبي حنيفة وسفيان لكنت بدعيا.

'আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে আবু হানীফা ও সুফিয়ান (সাওরী) এর মাধ্যমে সংশোধন ও প্রতিকার এবং রক্ষা না করতেন, তাহলে আমি বিদআতি হয়ে থাকতাম।'[৫৪]

পর্যালোচনা

(আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর আলোর সন্ধান পাওয়া উপরি-উক্ত বক্তব্য তারীখে বাগদাদ (১৫/৪৫৯) ও ইমাম মিযযী রহ.-এর তাহযীবুল কামালে এভাবে রয়েছে,

---

[৫২] তারীখে ইমাম তহাবী, বরাতে মাসউদ বিন শায়বা সিন্ধীকৃত মুকাদ্দিমায়ে কিতাবুত তা'লীম।। কিতাবটির পাণ্ডুলিপি 'মাজলিসে ইলমী করাচী'-এর কুতুবখানায় রয়েছে।

[৫৩] ইমাম কারদারী, 'মানাকিবু আবী হানীফা' ১/৯১ দায়িরাতুল মাআরেফ [২/১০১ দারুল কিতাব আলআরাবী, বৈরূত, লেবানন]

[৫৪] ইমাম যাহাবী রহ., মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা, পৃ. ১৮ [লাজনাতু ইহইয়ায়িল মাআরিফিন নু'মানিয়া, পৃ. ৩০] তবে লাজনাতু ইহইয়ায়িল মাআরিফিন নুমানিয়া থেকে প্রকাশিত নুসখায় ইবারতে تداركني এর স্থলে قد أدركني রয়েছে। —অনুবাদক।

لولا أن الله عز وجل أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس.

'আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে আবু হানীফা ও সুফিয়ান (সাওরী)-এর মাধ্যমে রক্ষা না করতেন তবে আমি অন্যান্য মানুষের (মুহাদ্দিসের) মতো হয়ে থাকতাম।' (দেখুন-তাহযীবুল কামাল; আন-নু'মান বিন ছাবেত, আবু হানীফা এর জীবনী)

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর বক্তব্যের মর্মার্থ

হাদীসের মাঝে (বাহ্যত) পরস্পর বিরোধ এবং রেওয়ায়েতের মাঝে ভিন্নতা দেখা দিলে একজন রাবী যে পেরেশানী ও দোদুল্যমানতার শিকার হন আল্লাহ তাআলা ইবনুল মুবারক রহ.-কে আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর মাধ্যমে সে পেরেশানী ও দোদুল্যমানতা থেকে রেহাই দিয়েছেন। আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরী রহ. তাঁকে বাহ্যত পরস্পর-বিরোধী হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের পথ দেখিয়ে দিতেন। এবং কোনটি অগ্রগণ্য তাও নির্ণয় করে দিতেন। আবার এরূপ হাদীসের মর্মার্থও সুস্পষ্ট করে দিতেন। ইবনুল মুবারক রহ.-এর ন্যায় হাদীস বর্ণনাকারী অনেক রাবীই এ-জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন আর একমাত্র ফকীহ মুহাদ্দিসগণই—যারা ইলমে রেওয়ায়েত এবং ইলমে দেরায়েত উভয় প্রকার ইলমেরই ধারক—তাঁদেরকে এ সমস্যা থেকে রেহাই দিয়েছেন। (কাওয়াদে ফী উলূমিল হাদীস, পৃ. ৩১১॥)

সারকথা, ইমাম আবু হানীফা রহ. ও সুফিয়ান সাওরী রহ. এ দুজনের সংস্পর্শ ও প্রভাবে ইবনুল মুবারক রহ.-এর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে এবং তিনি এক পিচ্ছিল ও ঝুঁকিপূর্ণ পথ সহজেই অতিক্রম করতে পেরেছেন।—অনুবাদক)

ইমাম বুখারীর শীর্ষ পর্যায়ের শায়েখ, শাইখুল ইসলাম আবু আব্দুর রহমান আলমুকরী রহ.-এর সাক্ষ্য

(ইমাম আবু আব্দুর রহমান আলমুকরী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় : আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আবু আব্দুর রহমান আলমুকরী হলেন ইমাম আযমের বিশিষ্ট শাগরিদ। আল্লামা কারদারী লেখেন—

سمع من الإمام تسع مائة حديث.

তিনি ইমাম আবু হানীফা থেকে নয় শত হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৫৫]

---

[৫৫] কারদারী, মানাকিবুল ইমাম আযম, দায়িরাতুল মাআরিফ হায়দারাবাদ, দাকান ২/২১৯॥

হাদীসশাস্ত্রে তাঁকে ইমাম বুখারীর শীর্ষ পর্যায়ের শায়েখদের মধ্যে গণ্য করা হয়।)[৫৬]

শাইখুল ইসলাম আবু আব্দুর রহমান আলমুকরী ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করলে নিম্নোক্ত মর্যাদাপূর্ণ ও গৌরবজনক শব্দে রেওয়ায়েত করতেন—

حدثنا أبو حنيفة شاه مردان

'আমাদেরকে ইলমে হাদীসের সম্রাট হাদীস বর্ণনা করেছেন।'[৫৭]

শীর্ষস্থানীয় ইমামদের এসব সাক্ষ্য ও অকুণ্ঠ স্বীকৃতিপ্রদান থেকে—যা বিশুদ্ধ মাসদার ও উৎসস্থল থেকে উদ্ধৃত হয়েছে—আবু হানীফা রহ.-এর ইলম ও জ্ঞান গভীরতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উম্মতে মুহাম্মাদীর মাঝে তাঁর মাকাম ও মরতবা, সুউচ্চ আসন ও অবস্থান কী পর্যায়ের তা অনুমেয়।

বলখের সেরা আলেম ইমাম খালাফ বিন আইয়ুব রহ. (ওফাত : ২০৫ হি.)-এর সাক্ষ্য

(ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর উস্তায, হাদীস ফিকহ ও ইলমে বাতিনের ইমাম) বলখবাসীদের ইমাম (আবু সায়ীদ) খালাফ বিন আইয়ুব যথার্থ বলেছেন,

صار العلم من الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم صار إلى أصحابه، ثم صار إلى التابعين، ثم صار إلى أبي حنيفة وأصحابه فمن شاء فليرضَ، ومن شاء فليسخَط.

'(কুরআন ও হাদীসের) ইলম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। এরপর তা পৌঁছেছে তাঁর সাহাবীগণের কাছে, তাঁদের থেকে তাবেয়ীদের কাছে। তাঁদের থেকে আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যগণের কাছে। এখন যার ইচ্ছা (এ বণ্টনের উপর) সন্তুষ্ট হোক আর যার ইচ্ছা অসন্তুষ্ট হোক।'[৫৮]

---

[৫৬] ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস, পৃ. ৩॥

[৫৭].ছদরুল আয়িম্মা, মানাকিবুল ইমাম আযম ২/৩২॥

[৫৮] খতীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ [১৫/৪৬০] ইমাম আবু হানীফার জীবনী।

(খালাফ বিন আইয়ূব রহ.-এর বক্তব্যের মর্মার্থ : অসামান্য শ্রদ্ধাভাজন উস্তায হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব (দা. বা.) বলেন,

'খালাফ বিন আইয়ূব রহ.-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, ইমাম ছাহেবই সর্বপ্রথম তাঁর শাগরিদদের নিয়ে ইলমে ওহীকে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের বিন্যাসে সুবিন্যস্ত করেছিলেন এবং 'ফিকহে মুদল্লাল'-এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে 'ফিকহে মুজাররাদ'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।'[৫৯]—অনুবাদক)

২। শুদ্ধাশুদ্ধির নিয়মনীতি মেনে চলা

ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানীফার কী সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে প্রথমে বিষয়টি চিন্তা করে দেখুন, শামছুল আয়িম্মা সারাখসী রহ. বলেন,

كان أعلم أهل عصره بالحديث

> 'তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে হাদীসের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন।'[৬০]

ইমাম আবু হানীফার সুউচ্চ ইলমী মাকাম সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইয়াযীদ ইবনে হারুন রহ. (ওফাত : ২২৬ হি.)—যাঁর সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন, আমি তাঁর চেয়ে বড় হাফেজে হাদীস দেখিনি—এবং সাইয়েদুল হুফ্ফাজ ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান রহ. (ওফাত : ১৯৮ হি.)—যাঁর সম্পর্কে ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন, তাঁর চেয়ে রিজাল (চরিত) শাস্ত্রের বড় আলেম আমার নজরে আসেনি—এর সুস্পষ্ট বক্তব্য কিছুক্ষণ পূর্বেই আমরা জেনে এসেছি। পাশাপাশি এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁর সুতীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী ও নির্বাচনী দৃষ্টি ফেলে কিতাবুল আছারকে চল্লিশ হাজার হাদীসের সমষ্টি থেকে বাছাই করে সুবিন্যস্ত করেছেন।[৬১]

ইয়াহইয়া বিন নছর বিন হাজেবের রহ. বক্তব্য

হাফেজ আবু নুআইম আল-আসবাহানী (ওফাত : ৪৩০ হি.) 'মুসনাদুল ইমাম আবী হানীফা' গ্রন্থে মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) সনদে ইয়াহইয়া বিন নছর বিন

---

[৫৯] ফিকহে হানাফীর সনদ, আলকাউসার ৭/জুলাই, পৃ. ৯॥

[৬০] ইমাম সারাখছী, উসূলুল ফিকহ ১/৩৫০ মিশর, মুদ্রণ, ১৩৭২ হি.॥

[৬১] এ বিষয়ে ইমামুল আয়িম্মা বকর বিন মুহাম্মাদ যারানজারী (৫১২ হি.)-এর উদ্ধৃতি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। -অনুবাদক।

হাজেবের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন,

> 'একবার আমি আবু হানীফা রহ.-এর ঘরে প্রবেশ করি, যা বই-পুস্তকে ভরপুর ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম হযরত এগুলো কী? তিনি উত্তর দিলেন এগুলো সবই হাদীসের কিতাব। এর মধ্যে সামান্য ও স্বল্পই আমি বর্ণনা করেছি যেগুলো মানুষের উপকৃত হওয়ার মতো তথা ফলপ্রসূ।'[৬২]

(পর্যালোচনা : এ সিন্দুকের সংখ্যা কত ছিল এবং কী পরিমাণ হাদীস সংরক্ষিত ছিল তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। কিন্তু এখান থেকে এ বিষয়টি তো একেবারে সুস্পষ্ট যে, ইমাম আযম বিপুল হাদীসের অধিকারী ছিলেন। তিনি স্বল্প হাদীস জানতেন বা তাঁর কাছে হাদীসের স্বল্প পুঁজি ছিল বলে কেউ কেউ যা প্রচার করে থাকে তা একেবারে ভিত্তিহীন।[৬৩] ইমাম আযমের বক্তব্যের শেষ অংশ থেকে এটাও বুঝা যায় যে, তিনি হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনরূপ শিথিল নীতির আশ্রয় নেননি। হাদীস পরীক্ষানিরীক্ষায় তিনি পারদর্শিতার অধিকারী ছিলেন। হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি কীরূপ সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং তাঁর হাদীস গ্রহণের সুউচ্চ মাপকাঠি ও পরিপক্ব মূলনীতি কী ছিল তা হাদীসশাস্ত্রে ইমাম ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর অমর কীর্তি গ্রন্থে আলোচনা করেছি।—অনুবাদক)

---
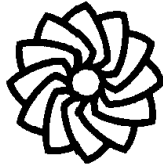
[৬২] উকূদুল জাওয়াহিরিল মুনীফা ১/২৩ মিশর।

[৬৩] হাবীবুর রহমান আযমী, ইলমে হাদীস মে ইমাম আবু হানীফা কা মাকাম ও মরতবা, পৃ. ৮॥

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম আযমের অতি সাবধানতা ও সতর্কতার ব্যাপারে শীর্ষ মুহাদ্দিসগণের স্বীকৃতি

হাদীসশাস্ত্রের খ্যাতিমান নক্ষত্র ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রহ.-এর সাক্ষ্য

ইমাম আযমের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এ সতর্কতা বড় বড় মুহাদ্দিসগণ অকপটে স্বীকার করেছেন। হাফেজ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হারেসী রহ. মুত্তাসিল তথা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে হাদীসের শীর্ষ ইমাম হযরত ওয়াকী রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

لقد وجد الورع عن أبي حنيفة في الحديث مالم يوجد عن غيره.

'হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে যেরূপ সাবধানতা ও সতর্কতা ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে পাওয়া যায় তা অন্য কারো থেকে পরিলক্ষিত হয়নি।'[৬৪]

যাঁর বর্ণিত হাদীস মণিমুক্তোর ন্যায় স্বচ্ছ

অনুরূপভাবে তিনি (হারেসী) ইমাম বুখারী ও আবু দাউদের উস্তায, শীর্ষস্থানীয় হাফিজুল হাদীস আলী ইবনুল জা'দ জাওহারী রহ. (ওফাত : ২৩০ হি.) থেকে বর্ণনা করেন,

أبو حنيفة إذا جاء بالحديث جاء به مثل الدر.

'ইমাম আবু হানীফা রহ. যখন হাদীস বর্ণনা করেন তখন তা মণিমুক্তোর ন্যায় স্বচ্ছ হয়।' [৬৫] (অর্থাৎ মনে হয় যেন ঠিকরে মণিমুক্তো বেরিয়ে আসছে।)

---

[৬৪] ছদরুল আয়িম্মাহ, মানাকিবুল ইমাম আযম ১/১৯৭, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া।

[৬৫] মুহাদ্দিস খুওয়ারাযমী, 'জামিয়ু মাসানীদিল ইমামিল আ'যম ২/৩০৮ দায়েরাতুল মাআরিফ ১৩৩৩ হি.॥

তিনি কেবল স্মৃতিপটে পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হাদীস-ই বর্ণনা করেন

হাফেজ খতীব আলবাগদাদী আবু বকর আহমদ ইবনে আলী রহ. তাঁর তারীখে বাগদাদে সাইয়েদুল হুফফাজ, (ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, আহমদ বিন হাম্বল ও আবু হাতেমের উস্তায) ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন রহ. থেকে (যার সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলতেন যে, যে হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীনের জানা নেই, তা হাদীসই নয়।) অবিচ্ছিন্ন সূত্রে ইমাম আযমের হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা ও স্মরণ শক্তির প্রশংসায় বর্ণনা করেন যে,

كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا ما يحفظ ولا يحدث بما لا يحفظ.

'ইমাম আবু হানীফা রহ. সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য। তিনি কেবল ঐ সকল হাদীসই বর্ণনা করেন যেসব হাদীস তাঁর স্মৃতিপটে পূর্ণরূপে সংরক্ষিত। যে হাদীস তাঁর মুখস্থ নেই তা তিনি বর্ণনা করেন না।' [৬৬]

'আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস' ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর স্তুতি-কবিতা

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.—যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদা আহলে ইলমদের নিকট সর্বস্বীকৃত—ইমাম আযমের শানে লিখিত স্বরচিত কবিতায় বলেন,

روى آثاره فأجاب فيها ❋ ❋ كطيران الصقور من المنيفة.

ولم يك بالعراق له نظير ❋ ❋ ولا بالمشرقين ولابكوفة.

'তিনি আছার—হাদীস বর্ণনায় এমন উচ্চশিখরে পৌঁছেছেন, যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিকারি পাখি অনেক উঁচুতে বিচরণ করে ও উড়ে বেড়ায়। সুতরাং না ইরাকে তাঁর কোনো দৃষ্টান্ত ছিল, না প্রাচ্যে কিংবা পাশ্চাত্যে; আর না কুফাতে।'[৬৭]

---

[৬৬] তারীখে বাগদাদ ১৩/৪১৯, দারুল ফিকর।

[৬৭] মুহাদ্দিস খুওয়ারাযমী, জামিউল মাসানীদ ২/৩০৮ দায়েরাতুল মাআরিফ ১৩৩৩ হি.॥

(পর্যালোচনা : ইমাম আযম সম্পর্কে ইবনে মুবারক রহ.-এর অন্যান্য অভিমত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আল-ইন্তেকা, শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবু গুদ্দাহ্ রহ. কৃত টীকাসহ পৃ. ২০৪-২০৭। উল্লেখ্য যে, আল-ইন্তেকার একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ইবনে মুবারক রহ. ইমাম আযমকে ইয়াতীমুন ফিল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। যাকে বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার কতিপয় মানুষ ভুল অর্থে গ্রহণ করেছেন। ইমাম যাহেদ আলকাওসারী রহ. বাক্যটির সুন্দর ব্যাখ্যাদান করেছেন। যার সারকথা হলো, ইমাম আবু হানীফা রহ. একই হাদীসকে সূত্রবহুলভাবে বর্ণনা করতে অভ্যস্ত মুহাদ্দিসদদের মতো ছিলেন না, যেমন ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী বলেন, প্রত্যেক হাদীস যা আমার কাছে একশ সূত্রে পৌঁছেনি সে হাদীসে আমি ইয়াতীম।—অনুবাদক)

'কিতাবুল আছার' সম্পর্কে আবু মুকাতেল সমরকন্দী রহ.-এর কবিতা

অনুরূপভাবে সমরকন্দবাসীর ইমাম আবু মুকাতেল সমরকন্দী রহ. ইমাম আযমের প্রশংসা করতে গিয়ে কিতাবুল আছার সম্পর্কে বলেন,

روى الآثار عن نبل ثقات ❋ غزار العلم مشيخة حصيفة

> 'শ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্যদের থেকে তিনি আছার—হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। যারা ছিলেন অগাধ ইলমের অধিকারী এবং বিচক্ষণ ও মহান বুযুর্গ।'

[এভাবে পদ্যে-পদ্যে কীর্তিত হয়েছেন ইমাম আবু হানীফা রহ.] [৬৮]

কিতাবুল আছারের রেওয়ায়েত বিশুদ্ধতার কিরূপ উচ্চ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ তা চিন্তা করে দেখুন।

৩। বিন্যাস-সৌন্দর্য এবং বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা

তারীখ ও রিজালের তথা ইতিহাস ও হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনীমূলক গ্রন্থসমূহে ইলমে হাদীস সম্পর্কিত সাহাবা ও তাবেয়ীদের অনেক লিপিকা ও সহীফার [৬৯] উল্লেখ রয়েছে। তা এত অধিকসংখ্যক ছিল যে, মুহাদ্দিস আবু

---

[৬৮] মানাকিবে ছদরুল আয়িম্মাহ ২/১৯০॥

[৬৯] সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন।

নুআইম আল-আসবাহানীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফার ঘর এসব সহীফা ও লিপিকায় পরিপূর্ণ ছিল। যদিও এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে, কুফাতে ইলমে হাদীসের যে পরিমাণ লিখিত পাণ্ডুলিপি ছিল তা সবই ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিজের সংগ্রহে ছিল। অন্যান্য মুসলিম জনপদ ও দেশে কী পরিমাণ হাদীসের ভাণ্ডার বিদ্যমান ছিল তা তো বলা দুষ্কর। হাদীসের পাণ্ডুলিপির এত আধিক্য সত্ত্বেও তখনো পর্যন্ত হাদীসে নববীর যত সহীফা এবং সংকলন তৈরি করা হয়েছিল সেগুলোর তারতীব ও বিন্যাস বিষয়ভিত্তিক ছিল না। বরং সেগুলোর সংকলকগণ বিশেষ কোনো বিন্যাসের দিকে লক্ষ না করে অগোছালোভাবে যেসব হাদীস তাদের স্মৃতিপটে পূর্ণরূপে সংরক্ষিত ছিল সেগুলোই লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইমাম আবু হানীফা রহ. এক্ষেত্রে প্রথমত্বের মহাসম্মাননা লাভ করেছেন যে, তিনি ইলমে শরীয়াতকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচ্ছেদভিত্তিক বিন্যস্ত করেছেন এবং তা এত সুন্দর ও সুচারুরূপে বিন্যস্ত করেছেন যে, আজ পর্যন্ত সুনান ও আহকামের সমস্ত কিতাব তাঁর ফিকহী বিন্যাস অনুযায়ী সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়ে আসছে। সর্বপ্রথম ইমাম মালেক রহ. মুআত্তার সুবিন্যস্তকরণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন। আর পরবর্তী সকল ইমাম এ পদ্ধতিকেই অবলম্বন করেছেন। একেই বলে 'হুসনে কবুল' তথা সাদরে 'বরিত ও সর্বজননন্দিত' হওয়া। এটা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

ঈঁ সা'আদাত বাযোরে বাযূ নিস্ত... এ সৌভাগ্য তো বাহুবলে অর্জন করা যায় না, যদি না দান করেন স্বয়ং ভাণ্ডারের মালিক।

ইলমে শরীয়াত—ইসলামী আকীদা ও ইলমুল কালাম এবং হাদীস ও ফিকহের সর্বপ্রথম সংকলক

ইমাম সুয়ূতী রহ. উদ্ধৃত করেছেন,

> 'ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর একক, স্বতন্ত্র ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম হলো, তিনিই সর্বপ্রথম শরীয়তের ইলমকে সংকলিত করেছেন এবং বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসে অধ্যায়

তাঁদের লিখিত হাদীসের পাণ্ডুলিপিগুলো সহীফা নামে খ্যাতি লাভ করে।

ও পরিচ্ছেদভিত্তিক বিন্যস্ত করেছেন। এরপর ইমাম মালিক রহ. 'মুয়াত্তা' বিন্যস্তকরণে তাঁকে অনুসরণ করেছেন।[৭০] এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার চেয়ে কেউ অগ্রবর্তী নন।'[৭১]

ইমাম আবু বকর আতীক বিন দাউদ আল ইয়ামানী রহ.-এর সাক্ষ্য

ইমাম আবু বকর আতীক বিন দাউদ আলইয়ামানী রহ.—যাঁকে মুতাকাদ্দিমীন ফকীহদের কাতারে গণ্য করা হয়—ইমাম আযমের প্রথমত্বের মহাসম্মাননার ক্ষেত্রে এ বিষয়ের দিকেও মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,

فإذا كان الله تعالى قد ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلمحفظ الشريعة، وكان أبو حنيفة أول من دونها ، فيبعد أن يكون الله تعالى قد ضمنها ثم يكون أول من دونها على خطأ.

'যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শরীয়ত সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আর আবু হানীফাই হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইলমে শরীয়ত সংকলন করেছেন। তখন এটা হওয়া খুবই দূরবর্তী যে, আল্লাহ তাআলা তো শরীয়াতের হিফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জিম্মাদার হবেন আর সে শরীয়তের প্রথম সংকলক

---

[৭০] **ইমাম মালেক রহ. কিতাবুল আছারের রীতি ও ধারা পছন্দ করার কারণ**

ইমাম সুয়ূতী রহ. উদ্ধৃত করেছেন—সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানীফা রহ. ইলমে শরীয়তকে সংকলন করেছেন। তাঁর পূর্বে কেউ সংকলন করেননি। আর ইমাম মালেকও তাঁরই অনুসরণ করেছেন। এর আরেকটি কারণ হলো, প্রসিদ্ধ ফকীহ আব্দুল আযীয আলমাজিশুন (১৬৪ হি.) ইমাম মালেকের আগেই একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যাতে মদীনাবাসীদের ইজমা ও সর্ববাদীসম্মত ফিকহী মতামত ও মাসাআলা-মাসায়েলের উল্লেখ ছিল। কিন্তু তাতে হাদীসের উল্লেখ ছিল না। যে কারণে কিতাবটি ইমাম মালেকের পছন্দ হয়নি। তিনি কিতাবটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন, তিনি (আব্দুল আযীয আলমাজিশুন) কাজ তো ভালোই করেছেন। অবশ্য তার জায়গায় আমি হলে প্রথমে হাদীস উল্লেখ করতাম। এরপর তৎসংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করতাম। পরবর্তীকালে যখন ইমাম মালেক রহ. মুআত্তা সংকলনের ইচ্ছা করলেন তখন ইমাম আবু হানীফার তাসানীফ সবখানে ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল। আর ইমাম মালেকও তা মুতালাআ করতেন। (তানবীরুল হাওয়ালেকের ভূমিকা) এজন্য মুআত্তার মধ্যে আবু হানীফার পদ্ধতি পছন্দ করে কিতাবুল আছারের রীতি ও ধারার উপর প্রথমে হাদীস এরপর মাসআলা-মাসায়েলকে ফিকহী পরিচ্ছেদে সংকলন করা হয়েছে। (বরাতে আনওয়ারুল বারী ৭/৩৯৮ —আবু আমাতুল্লাহ।)

[৭১] তাবয়ীযুস সহীফা, পৃ. ৩৬ দায়িরাতুল মাআরিফ-এর প্রকাশনা ॥

ভুল সংকলন[৭২] করবেন।'[৭৩]

৪। খ্যাতি ও সর্বজনগ্রাহ্যতা

খ্যাতি ও সর্বজনগ্রাহ্যতার অবস্থা হলো এই যে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (আনুমানিক যাদের সংখ্যা মুসলমানদের দুই-তৃতীয়াংশ) ফিকহের ক্ষেত্রে যে মাযহাবের অনুসারী তা হচ্ছে হানাফী মাযহাব। আর এ মাযহাবের ফিকহী মাসআলা-মাসায়েলের ভিত্তি এই কিতাবুল আছারের হাদীস ও রেওয়ায়েতের উপর।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. কুররাতুল আয়নায়িন ফী তাফযীলিশ শাইখাইন পুস্তকে[৭৪] কিতাবুল আছারকে হানাফীদের মৌলিক কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে,

> 'আবু হানীফা রহ.-এর মুসনাদ এবং ইমাম মুহাম্মদেও রেওয়ায়েতকৃত কিতাবুল আছার হানাফী মাযহাবের মূল ভিত্তি।'

ইমাম আবু হানীফার গ্রন্থাবলি থেকে ইমাম মালেক রহ.-এর উপকৃত হওয়ার

---

[৭২] **ইলমে শরীয়ত সংকলন বলতে কী বুঝায়?**

এখানে ইলমে শরীয়ত সংকলন বলতে বুঝানো হয়েছে— ১. ইমাম আযম রহ. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হাদীস ও আছার নির্বাচন করেছেন। ২. তাঁর সময় তিনি যে সকল নতুন মাসআলার সম্মুখীন হয়েছেন তার সমাধান দিয়েছেন। ৩. পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এমন বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন নতুন মাসআলার আলোকে। অবশ্য সংকলনের দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে আরেক মুজতাহিদের দৃষ্টিতে তাঁর ইজতিহাদ সিদ্ধান্তমূলক মনে নাও হতে পারে সেটা ভিন্ন বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা সংগত মনে হচ্ছে। তা হলো, মাযহাব চতুষ্টয়ের ব্যাপারে এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার, তাহলে উক্ত ইবারতের মর্ম প্রাঞ্জলভাবে উপলব্ধি করা আমাদের জন্য সহজ হবে। কোনো মাযহাবেই এক ব্যক্তির সমস্ত বক্তব্য সিদ্ধান্তমূলক হয় না। 'তাকলীদে শখছী' অর্থাৎ ব্যক্তি অনুসরণের মধ্যে ব্যক্তি দ্বারা কোনো নির্ধারিত ব্যক্তি (Iconic person) নয়; বরং আদর্শিক ব্যক্তি (Ideological person) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একটি বৃহত্তর বলয়ে আবর্তিত হয়ে বিশেষ একটি ঘরানার বড় এক জামাতের অনুসরণকে তাকলীদে শখছী বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুসরণ বলা হয়। আল্লামা যাহেদ আলকাওসারী রহ.-এর ভাষায়, إن مذهب أبي حنيفة فقه جماعة عن جماعة অর্থাৎ হানাফী মাযহাব মানে ইমাম আবু হানীফার শরীয়াত নয়; বরং শরীয়ত, তথা কোরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে তাঁর ও তাঁর ঘরানার বড় এক জামাতের বুঝ ও ব্যাখ্যা। ('হুসনুত তাকাজী ফী সীরাতিল ইমাম আবী ইউসুফ আল কাজী' পৃ. ৬০)। এককথায়, এতে কোনো নির্ধারিত ব্যক্তির প্রতিটি বিষয়ের তাকলীদ করা হয় না। কেননা এটা বাস্তবতার প্রতিকূল। বিষয়টি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করুন। —আবু মুআজ।

[৭৩] ছদরুল আয়িম্মা, মানাকিবুল ইমাম আযম ২/ ১৩৭।

[৭৪] (পৃ. ১৮৫ দিল্লীর মুজতাবায়ী প্রকাশনা)

বিবরণ তারীখের কিতাবসমূহে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। মুহাদ্দিস কাজী আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবিল আওয়াম রহ. (৩৩৫ হি.)—ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সীরাত ও ফাযাইল এবং জীবন ও বৈশিষ্ট্যের উপর লিখিত প্রাচীনতম শীর্ষস্থানীয় কিতাব—'ফাযায়িলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাকিবুহু' গ্রন্থে [৭৫] মুত্তাসিল তথা অবিচ্ছিন্ন সনদে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ দারাওয়ারদী রহ. (ওফাত : ১৮৭ হি.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

كان مالك بن انس ينظر في كتب أبي حنيفة وينتفع به.

> 'ইমাম মালেক রহ. ইমাম আবু হানীফার রহ.-এর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতেন এবং এগুলো থেকে উপকৃত হতেন।'[৭৬]

(শুধু কি ইমাম মালেক রহ. উপকৃত হয়েছেন! বরং ইমাম আবু হানীফার সমসাময়িক ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ. (৯৭ হি.-১৬১ হি.) ও তাঁর 'জামে সুফিয়ান সাওরী' (যেটা ফিকহ ও হাদীসের মাজমুআ) গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফার তাসনীফাত এবং তাঁর শাগরিদবৃন্দ থেকে অনেক ইস্তিফাদা করেছেন। এটা একাধিক সহীহ সনদে প্রমাণিত। এই 'জামে সুফিয়ান সাওরী' কিতাব দিয়েই ইমাম বুখারীর হাদীসের বিসমিল্লাহ হয়েছে। বিষয়টি আমরা ইমাম আবু হানীফা রহ. : জীবন ও দর্শন গ্রন্থে আলোচনা করে এসেছি। অতএব ইমাম আযম রহ.-এর 'কিতাবুল আছার' গ্রন্থটি 'মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক'-এর উৎসগ্রন্থের মর্যাদা রাখে।—অনুবাদক)

---

[৭৫] (ইবনে আবীল আওয়াম, ফাযাইলে আবী হানীফা, নং ৪৯৫)

[৭৬] এখানে ইমাম আবু হানীফা রহ. ইমাম মালেক রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন কি না সে সম্পর্কে গ্রন্থকারের মূল্যবান সুদীর্ঘ টীকা রয়েছে। আগ্রহী পাঠকদেরকে তা দেখে নেওয়ার অনুরোধ থাকলো। — *অনুবাদক*

ফিকহে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে ইমাম আযমের গ্রন্থাবলি

খোদ ইমাম শাফেয়ী রহ.ও বলেছেন,

من لم ينظر في كتب أبي حنيفة لم يتبحر في الفقه.

'যে আবু হানীফার কিতাবাদি অধ্যয়ন করবে না সে ফিকহে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারবে না।'[৭৭]

পর্যালোচনা

(আরেকটি বর্ণনায় ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর উক্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

من لم ينظر في كتب أبي حنيفة لم يتبحر في العلم ولا يتفقه.

'যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করবে না, সে ইলম তথা কুরআন, হাদীসে পারদর্শী হতে পারবে না এবং ফিকহও অর্জন করতে পারবে না।'

যদি কেউ ইমাম ত্বহাবী রহ. সংকলিত শরহু মায়ানিল আছার, ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. লিখিত আহকামুল কুরআন এবং ইমাম সারাখসী রহ.-এর আলমাবসুত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন, তাহলে তিনি সহজেই অনুধাবন করবেন যে, বাস্তবেই ইমাম আযম ফিকহের মতো হাদীসের কি বিরাট যোগ্যতা ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। অতএব ইমাম শাফেয়ী রহ. সঠিক ও যথার্থই বলেছেন।—অনুবাদক।)

হাদীসের মর্ম ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ জানতে ইমাম আবু হানীফার রচনাবলি ও তাঁর গবেষণালব্ধ মতামতের গুরুত্ব

একবার আবু মুসলিম মুসতামলী শাইখুল ইসলাম ইয়াযীদ ইবনে হারুনের কাছে বাগদাদে অবস্থানকালে প্রশ্ন করলেন,

يا أبا خالد! ما تقول في أبي حنيفة والنظر في كتبه؟

---

[৭৭] ছয়মারী, আখবারু আবী হানীফা ওয়া মানাকিবুহু, পৃ. ৮১॥

'হে আবু খালেদ! আবু হানীফার ব্যাপারে ও তাঁর কিতাবাদি ও রচনাসম্ভার অধ্যয়নের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?' শাইখুল ইসলাম জবাব দিলেন,

أنظروا فيها إن كنتم تريدون أن تفقهوا.

'তোমরা তাফাক্কুহ ও দ্বীনী প্রজ্ঞা অর্জন করতে চাইলে তাঁর কিতাবাদি অধ্যয়ন করো।'[৭৮]

আরেকবারের ঘটনা ইয়াযীদ ইবনে হারুন রহ. হাদীসের পাঠ দান করছিলেন, তখন (একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে) তালিবুল ইলমদেরকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন,

همتكم السماع والجمع لو كان همتكم العلم لطلبتم تفسير الحديث ومعانيه ونظرتم في كتب أبي حنيفة وأقواله فيفسر لكم الحديث.

'তোমাদের উদ্দেশ্য তো শুধু হাদীস শুনা এবং হাদীস সংগ্রহ করা। যদি ইলম তোমাদের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তো তোমরা হাদীসের মর্ম ও তাৎপর্য[৭৯] অনুসন্ধান করতে, আর আবু হানীফার রচনাবলি ও রচনাসম্ভার এবং তাঁর গবেষণালব্ধ মতামত নিয়ে চিন্তাভাবনা

---

[৭৮] খতীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৬৯॥

[৭৯] **হাদীসের তাফসীর ও তাৎপর্য জানার শ্রেষ্ঠত্ব : আরো কিছু নুসুস ও উদ্ধৃতি**

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. বলেন,

.معرفة الحديث، والفقه فيه: أحب إلى من حفظه

অর্থাৎ হাদীসের তাৎপর্য ও নিগূঢ় রহস্য জানা এবং হাদীসের ফাকাহাত অর্জন করা আমার কাছে হাদীস মুখস্থ করার চেয়ে বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয়। (মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১১৫) হাকেম নিশাপুরী রহ. তাঁর *মা'রেফাতু উলূমিল হাদীস* কিতাবের বিশতম নাও তথা প্রকারের শিরোনাম দিয়েছেন, معرفة فقه الحديث অর্থাৎ ফিকহুল হাদীস বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা। এরপর তিনি বলেন, إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة (কেননা ফিকহুল হাদীস বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা উলূমুল হাদীসের নির্যাস। এটাই শরীয়াতের মূল বিষয়।) ইমাম বুখারী রহ. বলেন, আমি আলী ইবনুল মাদীনীকে বলতে শুনেছি,

التفقه في معاني الحديث نصف العلم ، ومعرفة الرجال نصف العلم.

'হাদীসের অর্থ ও মর্মার্থ সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন করা অর্ধেক ইলম। আর চরিতশাস্ত্রে প্রজ্ঞা অর্জন করা অর্ধেক ইলম'। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, আলী ইবনুল মাদীনীর তরজামা)

করতে; ফলে তোমাদের কাছে হাদীসের মর্ম ও বিশ্লেষণ সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত হতো।'[৮০]

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন সম্পর্কে হাফেজ আব্দুল্লাহ বিন দাউদ আলখুরায়বী রহ. (ওফাত : ২১৩ হি.)-এর মন্তব্য

হাফেজ আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন দাউদ আলখুরায়বী রহ. (বুখারী ও সুনানে আরবাআতে যাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে) বলেন,

من أراد أن يخرج من ذل العمى والجهل ويجد لذة الفقه فلينظر في كتب أبي حنيفة .

'যে ব্যক্তি অন্ধত্ব ও মূর্খতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে ফিকহের স্বাদ আস্বাদন করতে চায়, সে যেন আবু হানীফা রহ.-এর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করে।'[৮১]

---

[৮০] ছদরুল আয়িম্মা, মানাকিবুল ইমাম আবু হানীফা ২/৪৮।

[৮১] ছয়মারী, আখবারু আবী হানীফা ওয়া মানাকিবুহু [পৃ. ৭৮ দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরুত।]

ইমাম ত্বহাবী রহ.-এর মাযহাব পরিবর্তনের কারণ

হাফেজ আবু ইয়া'লা খলীলি কিতাবুল ইরশাদ গ্রন্থে ইমাম (আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া) মুযানী—যাঁকে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর শীর্ষস্থানীয় [ফকীহ] শাগরিদদের মাঝে গণ্য করা হয়—এর জীবনীতে লিখেছেন, ইমাম ত্বহাবী ইমাম মুযানীর ভাগিনা ছিলেন। একদা মুহাম্মাদ বিন আহমাদ শুরুতী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

لم خالفت خالك واخترت مذهب أبي حنيفة.

'আপনি আপনার মামার মুখালাফাত—তথা শাফেয়ী মাযহাব ত্যাগ করে আবু হানীফার মাযহাব অবলম্বন করলেন কেন?'

ইমাম ত্বহাবী রহ. উত্তর দিলেন,

لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه.[৮২]

'আমি আমার মামাকে দেখতাম তিনি সব সময় আবু হানীফার কিতাবাদি অধ্যয়ন করতেন। এ কারণে আমি আবু হানীফার মাযহাব গ্রহণ করেছি।'[৮৩]

এত সময় ধরে আমরা যা আলোচনা করে আসলাম ফিকহ ও হাদীসের ইমামগণের এটাই ছিল সুস্পষ্ট বক্তব্য। ইমাম আবু হানীফা রহ-এর তাসনীফাত (গ্রন্থাবলি) সম্পর্কে এটাই ছিল তাঁদের কর্মপদ্ধতি।

---

[৮২]

وأما ما ذكره الصيمري نقلا عن أبي بكر الخوارزمي في سبب انتقاله إلى مذهب أهل العراق فخبر منقطع لا تقوم بمثله حجة، على أن لفظ« والله لا جاء منك شيئ» ليس مما يوجب الكفارة في المذهبين على الصورة المبينة في الخبر المنقطع. مقالات الكوثري ص ٤١٠.

[৮৩] দেখুন : তারীখে ইবনে খাল্লেকান, ইমাম ত্বহাবীর জীবনী।

পর্যালোচনা

ইমাম ত্বহাবী রহ.-এর মাযহাব পরিবর্তনের মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক কারণ

হানাফী মাযহাবের প্রতি ইমাম ত্বহাবী রহ.-এর তীক্ষ্ণ আগ্রহ সৃষ্টির কারণটি আকস্মিক ও অতর্কিত ছিল না। বরং এটি ছিল তাঁর সুদীর্ঘ ও সুষ্ঠু চিন্তাভাবনা এবং মাযহাব বিষয়ে তুলনামূলক গভীর অধ্যয়নের ফসল। নিম্নে এ বিষয়ে আরো কিছু তথ্য পরিবেশন করা হলো।

১। উভয় মাযহাবের গ্রন্থাবলির তুলনামূলক অধ্যয়ন

ইমাম ত্বহাবী রহ.-এর উপরি-উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় কাওসারী রহ. বলেন,

يعنى فبدأت أديم النظر فيها فاجتذبتني إلى المذهب.كما حملت تلك الكتب خالي على الانحياز إلى أبي حنيفة في كثير من المسائل .كما يظهر من مختصر المزني ومخالفاته للشافعى فيه في كثير من المسائل. وقول الطحاوي نفسه في سبب انتقاله هو الجدير بالتعويل . وباقي الحكايات لا تخلو من مأخذ سندا ومتنا...

(উপরি-উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে) অর্থাৎ আমিও সদা আবু হানীফার কিতাবাদি দেখতে শুরু করলাম, ফলে তা আমাকে হানাফী মাযহাবের দিকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে, যেমনটি এ সকল গ্রন্থাবলি আমার মামাকে অনেক মাসআলায় আবু হানীফার পক্ষাবলম্বন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। বিষয়টি 'মুখতাছারুল মুযানী' এবং এ কিতাবে অনেক মাসআলায় ইমাম শাফেয়ীর সাথে ইখতেলাফ থেকে সুস্পষ্ট হয়। মাযহাব পরিবর্তনের ব্যাপারে ইমাম ত্বহাবীর নিজস্ব বক্তব্যই নির্ভরযোগ্য। এ ছাড়া তাঁর মাযহাব পরিবর্তন সংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনা সনদ ও মতনের বিচারে আপত্তিমুক্ত নয়। (আলহাবী ফি সীরাতিল ইমাম আবী জা'ফর আতত্বহাবী পৃ. ১৬) এ বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, শাফেয়ী মাযহাবের ব্যাপারে তাঁর মামা বেশিদিন তাঁকে তাঁর আগ্রহ এবং কৌতূহল উদ্দীপ্ত রাখতে পারেননি।

২। **ইলমী মুনাযারা :** ইমাম শাফেয়ীর বর্ষীয়ান শাগরিদ এবং ইমাম আযমের শাগরিদদের মাঝে যেসব ইলমী মুবাহাসা ও মুনাযারা অনুষ্ঠিত হতো তা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব মুনযারাও তাঁর মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৩। **ইলমী হালকা :** বিভিন্ন মাসলাক ও মাশরাবের লোকদের জামে' আমর ইবনুল আস রা.-এ যে ইলমের হালকা বা মজলিস বসতো এটিও তাঁর চিন্তাধারার উপর প্রভাব ফেলে।

৪। **শায়েখদের প্রভাব :** তিনি মিশর ও শামে আগত হানাফী ফকীহ ও বিচারকদের সংস্রব লাভ করেন, যেমন : বাক্কার বিন কুতায়বা রহ., ইবনু আবী ইমরান রহ. প্রমুখ। তাঁদের সাহচর্যও তাঁর মাঝে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। এ সমস্ত বিষয় একযোগে ইমাম ত্বহাবীর অন্তর্লোকে বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন ইমাম কাওসারী রহ. লিখিত আল-হাবী ফী সিরাতিল ইমাম আবী জা'ফর আতত্বহাবী ও সাইয়েদ আরশাদ মাদানী (দা. বা.) সম্পাদিত নুখাবুল আফকারের শুরুতে ইমাম ত্বহাবী রহ.-এর জীবনী। —অনুবাদক)

একটু ভেবে দেখুন। কিতাবুল আছারের তাসনীফ বা রচনা হাদীসশাস্ত্র সংকলনের উপর কী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে! রেওয়ায়েতকে অনুচ্ছেদকরণ ও সুবিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ. যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন পরবর্তী সংকলকগণও সেটাই বহাল রেখে হাদীসগ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছেন। প্রাচীনতম হাদীসগ্রন্থ ইমাম মালেকের মুআত্তায় ফিকহভিত্তিক অধ্যায়-বিন্যাস অনুসৃত হয়েছে কিতাবুল আছারকে সামনে রেখেই। অনুরূপভাবে রেওয়ায়েত চয়ন ও নির্বাচন এবং তার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহ. যে মানদণ্ড স্থির করেছিলেন, পরবর্তী সহীহ হাদীস সংকলকগণ রুচি ও কর্মপদ্ধতির (যওক ও মানহাজ) পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উক্ত মানদণ্ডের প্রতি লক্ষ রেখেছেন পূর্ণমাত্রায়। (এককথায়—ইমাম আবু হানীফা রহ. পরবর্তী ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ হানাফী ঝরনা থেকে আঁজলা ভরে পানি গ্রহণ করেছেন এবং লেখায় ও রচনায় তাঁর গ্রন্থাবলি দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। তাই তৎপরবর্তীকালে রচিত প্রখ্যাত হাদীসগ্রন্থগুলোতে কিতাবুল আছারের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট।)

হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কর্মপদ্ধতি

রেওয়ায়েত ও হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁর স্বীয় কর্মপদ্ধতি এভাবে উল্লেখ করেছেন—

إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، وما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن أيدي الثقات.

'আমি কিতাবুল্লায় বিধান পেলে তা সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করি। তাতে না পেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এবং তাঁর ঐ সকল সহীহ হাদীস থেকে গ্রহণ করি, যা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।'[৮৪]

---

[৮৪] ছয়মারী, আখবারু আবী হানীফা ওয়া মানাকিবুহু [পৃ. ২৪]। বর্ণনাটির সনদও সহীহ। মাআরিফুস সুনান ২/১১৮]

ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর সাক্ষ্য

ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ. নিম্নোক্ত শব্দে ইমাম আবু হানীফার উক্ত কর্মপদ্ধতির সাক্ষ্য প্রদান করেছেন,

يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي كان يحملها الثقات وبالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

> 'যেসব হাদীস তাঁর নিকট সহীহ—যা নির্ভরযোগ্য রাবীগণ রেওয়ায়েত করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ আমল[৮৫]—তা-ই তিনি গ্রহণ করতেন।'[৮৬]

(ইমাম বুখারীর উস্তায ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আদম রহ. ও সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর কাছাকাছি কথা বলেছেন। তিনি বলেন, কুফা নগরীর ইলম ইমাম আবু হানীফার আত্মস্থ ছিল। তাঁর বিশেষ মনোযোগ ওইসব হাদীসের দিকে নিবদ্ধ ছিল, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী ও শেষ আমল সংরক্ষিত হয়েছে। (কাশফুল আছরার ১/১৬, বরাতে আছারুল হাদীসিশ শরীফ, পৃ. ১৭৯ ॥)—অনুবাদক)

---

[৮৫] ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর উক্ত নস ইবনে আবুল আওয়ামকৃত 'ফাজায়িলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাকিবুহু' (পৃ. ৯৯ আখবার-১৪৪) কিতাবে একটু বিস্তৃত ও ঘটনাসহ বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সমসাময়িক ও প্রতিবেশী উভয়টাই ছিলেন। তবে তিনি ইমাম আবু হানীফার প্রতি প্রথমদিকে প্রসন্ন ছিলেন না। আবার মুনাফারাত (বিরূপ মনোভাব)ও ছিল। কেননা সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক সমসাময়িক ব্যক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূক্ষ্ম হুল বসিয়ে দিতে তৎপর থাকে এটাই আমরা সাধারণত দেখে থাকি। তাই সুফিয়ান সাওরী রহ. শুধুশুধুই ইমাম আযমের প্রশংসা করার কথা নয়।—আবু আমাতুল্লাহ্।

[৮৬] হাফেজ ইবনে আব্দুল বার, আলইনতিকা ফি ফাযায়িলিল আয়িম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুকাহা, পৃ. ১৪২ মিশর।

কিতাবুল আছার— বুখারী ও মুসলিম শরীফের উৎসমূল

কিতাবুল আছারের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা ঐ সকল সহীহ আছার সংকলন করেছেন যার প্রচার নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রহ. উক্ত কিতাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ আমল ও হিদায়েতকে প্রথম উৎসস্থল; আর সাহাবী ও তাবেয়ীদের আছারকে দ্বিতীয় উৎসস্থল নির্ধারণ করেছেন।

এখানে একটা জিনিস ভেবে দেখার রয়েছে। ইমাম আযম রহ.-এর অনুসরণে ইমাম মালেক রহ.ও 'মুআত্তা' গ্রন্থে হুবহু এ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। যে কিতাবটি শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ.-এর ভাষ্য অনুযায়ী 'বুখারী ও মুসলিমের উৎসস্থল ও মূল।' এদিক বিবেচনায় 'কিতাবুল আছার' হলো বুখারী ও মুসলিম শরীফের মূলের মূল বা উৎসস্থলের উৎস।

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. 'উজালায়ে নাফেআ' [পৃ. ৪] কিতাবে এ কথাও লিখেছেন যে,

صحیح بخاری و صحیح مسلم ہر چند در بسط و کثرت احادیث دہ چند موطا باشند لیکن طریق
روایت احادیث و تمیز رجال وراہ اعتبار واستنباط از موطا آموختہ اند۔

> 'সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম যদিও বিশালতা ও হাদীসের সংখ্যাধিক্যের বিবেচনায় মুআত্তার চেয়ে দশগুণ; কিন্তু হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি, রিজালের মান নির্ণয়, মাসআলার ইস্তিদলাল ও ইস্তিম্বাত তথা দলিল প্রমাণের প্রায়োগিক পদ্ধতি ও মাসাইল আহরণের নীতিমালা (উক্ত কিতাবদ্বয়ের মুসান্নিফ) মুআত্তা থেকে আহরণ করেছেন।'

হাদীসগ্রন্থের নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিতাবুল আছারের প্রভাব

অপর দিকে ইমাম আবু হানীফার সার্থক বিন্যাস এতই জনপ্রিয় এবং সর্বজনস্বীকৃত হয়েছিল যে, ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ বিষয়বস্তুর বিন্যাস ছাড়াও নিজেদের সংকলন ও কিতাবের নাম পর্যন্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার পদাঙ্ক অনুসরণ ও সামঞ্জস্য গ্রহণ করেছেন। (অর্থাৎ এটি কোনো চমকপ্রদ 'কাকতালীয়' নয়) সুতরাং ইমাম ছালজী রহ. তাঁর সংকলিত সুবৃহৎ

হাদীসগ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'তাসহীহুল আছার'।[৮৭] ইমাম ত্বহাবী রহ. তাঁর হাদীসগ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'শরহু মাআনিল আছার'[৮৮] ও 'শরহু মুশকিলিল আছার'। আর ইমাম তবারানী রহ. তাঁর সংকলিত হাদীসগ্রন্থের নাম রেখেছেন 'তাহযীবুল আছার'।[৮৯]

পরিচ্ছেদভিত্তিক হাদীস সংকলনের শুভ সূচনা ও কিতাবুল আছারে সহীহ রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করার নীতি

যাইহোক, এটি একটি বাস্তবোচিত বিষয় যে, কিতাবুল আছারের আগে কোনো হাদীসগ্রন্থ পরিচ্ছেদভিত্তিক বিন্যস্ত ও সুগ্রথিত ছিল না। 'কিতাবুল আছার' সংকলিত হওয়ার পর পরিচ্ছেদভিত্তিক হাদীস সংকলনধারার শুভ সূচনা ঘটে। আর 'কিতাবুল আছার'-এ যেহেতু পরিচ্ছেদকরণের সাথে সাথে সহীহ রেওয়ায়েত ও বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার নীতি স্থির করা হয়েছিল। এ কারণে পরবর্তীকালে পরিচ্ছেদভিত্তিক সংকলন ও গ্রন্থ প্রণয়ন করার জন্য এটা আবশ্যক ও জরুরি মনে করা হলো যে, যদ্দূর সম্ভব সহীহ রেওয়ায়েত সংকলন করা হবে। তাই হাফেজ সুয়ূতী রহ. 'তাদরীবুর রাবী' কিতাবে লিখেছেন,

أن المصنف على الأبواب إنما يورد أصح ما فيه ليصلح للاحتجاج.

'পরিচ্ছেদভিত্তিক হাদীস সংকলনকারীগণ সে বিষয়ের ইস্তিদলালের যোগ্য বিশুদ্ধতম রেওয়ায়েত সংকলন করেন।'[৯০]

---

[৮৭] তাঁর নাম হলো মুহাম্মাদ বিন শুজা (জীবনকাল : ১৮১ হি.-২৬৬ হি.)। ইবনুস ছালজী নামেই তিনি পরিচিত। তিনি হানাফী মাযহাব অবলম্বী ইরাকের অন্যতম শীর্ষ মনীষী ও ফকীহ ছিলেন। তিনি ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রে অগ্রজদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনী জানার জন্য দেখুন *আলফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ* (জীবনী : ৩৫৮) ও আল্লামা যাহেদ আলকাওসারী রহ. রচিত কিতাব *আলইমতা বি সীরাতিল ইমামাইন আলহাসান বিন যিয়াদ ওয়া সাহিবুহু মুহাম্মাদ বিন শু'জা*। —অনুবাদক।

[৮৮] (কিতাবটির পূর্ণ নাম—

شرح معاني الآثار المختلفة، المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام.

এ পূর্ণ নামটি ইমাম ত্বহাবী রহ.-এর বক্তব্যেই এসেছে। দেখুন : ত্বহাবী শরীফ ২/১৭৬ —অনুবাদক)

[৮৯] মুহাদ্দিসুল উন্দুলুস হাফেজ কাসেম ইবনে আসবাগ রহ.-এর المنتقى في الآثار নামে একটি কিতাব রয়েছে। —অনুবাদক|

[৯০] তাদরীবুর রাবী, পৃ. ৫৬ মিশর।

এ থেকে অনুমিত হয় যে, সুবিন্যাস, রেওয়ায়েতের বিশুদ্ধতা এবং রেওয়ায়েত চয়ন ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'কিতাবুল আছার' পরবর্তী হাদীসগ্রন্থাবলির উপর কতই-না সুন্দর প্রভাব ফেলেছে!

হাদীস সংকলক ইমামদের সংকলনরীতি

আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. উপরি-উক্ত কথাগুলিকে 'তাবসেরা বর মাদখাল' (পৃ. ৫১) নামক পুস্তিকায় আরেকটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন,

> 'যারা স্ব-স্ব হাদীসগ্রন্থের বিন্যাস মুসনাদভিত্তিক না করে বরং পরিচ্ছেদভিত্তিক বিন্যাস করেছেন। অর্থাৎ জামে ও সুনান শিরোনামের হাদীস-সংকলকদের হাদীস সংকলনের শর্তের মধ্যে এটিও রয়েছে যে, তাঁরা শুধু মা'মুলবিহী এবং দলিলযোগ্য হাদীসই নিজেদের সংকলনে নিয়ে আসবেন। আর নিজেদের সংকলনে এমন কোনো রেওয়ায়েত আনবেন না, যা আমলযোগ্য নয়। এজন্য এ সকল সংকলকগণ নিজেদের সংকলনে কেবল ঐ সকল হাদীসই বর্ণনা করেন, যা তাঁদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ ও প্রমাণিত হবে। যদিও কোনো হাদীস সহীহ বুঝার ক্ষেত্রে তার বিচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। কিংবা অন্য কোনো আলিম তার এ মতের সাথে একমত নন। ইমাম হাকেমের যুগ পর্যন্ত পরিচ্ছেদভিত্তিক হাদীস-সংকলকদের দৃষ্টিভঙ্গি এটিই ছিল। এজন্য তাঁরা নিজেদের সংকলনে যখন এমন কোনো রেওয়ায়েত নিয়ে আসেন, যা তাঁদের শর্ত মোতাবেক পূর্ণ উত্তীর্ণ নয় তখন সে রেওয়ায়েতের দুর্বলতা সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যান।'[৯১]

[৯১] বিষয়টি নিয়ে নুমানী রহ.-এর 'আলইমাম ইবনে মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান' কিতাবের (পৃ. ৯৯) 'আলফারকু বাইনাত তাসনীফ আলাল আবওয়াব ওয়াত তাসনীফ আলাত তারাজিম' শিরোনামের অধীনেও আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ তা দেখতে পারেন। —অনুবাদক

কিতাবুল আছারের নুসখা (অনুলিপি) : পরিচিতি ও পর্যালোচনা

হাদীস গ্রন্থাবলিতে নুসখাগত বেশকম হয় কেন? : মুআত্তা, সহীহ বুখারী,[৯২] সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবু দাউদ এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের ন্যায় কিতাবুল আছারেরও রয়েছে একাধিক নুসখা। যেসব নুসখায় রেওয়ায়েতের সংখ্যার দিক দিয়েও পার্থক্য রয়েছে। আবার বাব তথা পরিচ্ছেদের অগ্র-পশ্চাতের দিক থেকেও পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং কোনো কোনো নুসখায় এমন অনেক রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, যা অন্য নুসখায় পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে কোনো নুসখায় কোনো রেওয়ায়েত এক স্থানে উল্লেখ রয়েছে, আর অন্য নুসখায় ভিন্ন জায়গায়। এ-জাতীয় পার্থক্য ও বেশ-কম উল্লিখিত (মুআত্তা, সহীহ বুখারী, সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবু দাউদ এবং অন্যান্য) কিতাবাদিতেও রয়েছে। আর এমনটি হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। কেননা ইমাম আবু হানীফার সকল শাগরিদ 'কিতাবুল আছার'কে একই সময়ে ইমাম আবু হানীফা থেকে গ্রহণ করেননি। বরং একেক শাগরিদ একেক সময়ে তা শ্রবণ করেছিলেন। তখনকার নিয়ম ও রীতি ছিল যে, উস্তায তাঁর হিফজ ও স্মৃতিপট থেকে হাদীস ইমলা[৯৩] করাতেন। আর শাগরিদরা তা লিখে রাখতেন বা গ্রন্থবদ্ধ করতেন। শাগরিদদের এই বিভিন্নতা

---

[৯২] নুসখা বা কপির মাঝে পার্থক্যের বিষয়টি অন্যান্য হাদীসের কিতাবের ন্যায় সহীহ বুখারীতেও বিদ্যমান আছে। ফিরাবরীর নুসখায়—যা তিনি ইমাম বুখারী রহ. থেকে শেষের দিকে শুনেছেন—হাম্মাদ বিন শাকেরের নুসখার চেয়ে দুইশ এবং ইবরাহীম মা'কিলের নুসখা থেকে তিন শত হাদীস বেশি বর্ণিত আছে। (দেখুন : তাদরীবুর রাবী ১/৭১ আলমাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ) অতএব হাদীসের কিতাবসমূহের নুসখার মাঝে পার্থক্য থাকার স্বীকৃত বিষয়কে তাহরীফ তথা বিকৃতি সাধন নাম দেওয়াটাই তাহরীফ। —অনুবাদক

[৯৩] **'ইমলা' এর সংজ্ঞা ও পরিচয় :**

الإملاء أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيتكلم بما فتح الله عليه من العلم، ويكتب التلامذة مجلسا مجلسا، ثم يجمعون ما كتبوا وكان هذا عادة أصحابنا المتقدمين. مقدمة الجامع الصغير- (بحث - إن مسائل مذهبنا على ثلاث طبقات.)

'ইমলা' বলতে বুঝায়, শায়েখ আসন গ্রহণ করা আর তাঁর চতুষ্পার্শে তাঁর শিষ্য-শাগরিদরা কাগজ ও দোয়াত-কালি নিয়ে বসা। অতঃপর আল্লাহ তাআলা উস্তাযের কাছে যে ইলম উন্মোচিত করেন তিনি তা বলতে থাকেন আর শাগরিদরা তা মজলিসের পর মজলিস লিখতে থাকেন। এরপর তাদের লিখিত বিষয়কে তারা একত্র করেন বা সংকলন করেন। এটিই ছিল আমাদের পূর্ববর্তী ফকীহদের অভ্যাস। (আব্দুল হাই লাখনোবী রহ. লিখিত *আলজামিউস সগীর*-এর মুকাদ্দিমা, মাসায়েলের তবাকা-সংক্রান্ত আলোচনা।)

ও সময়ের বা মজলিসের ভিন্নতার কারণে রেওয়ায়েত সংখ্যা এবং পরিচ্ছেদের অগ্র-পশ্চাতের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা অবশ্যই হবে। তা ছাড়া পুনঃর্নিরীক্ষণ করার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে সংযোজন ও বৃদ্ধি ঘটত। ইমাম আবু হানীফার সাহচর্যধন্য প্রসিদ্ধ শাগরিদ ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন,

كتبت كتب أبي حنيفة غير مرة كان يقع فيها زيادات فأكتبها.

'আমি ইমাম আবু হানীফার তাসনীফ বা রচনাসম্ভারকে কয়েকবার লিখেছি। কেননা তাতে সংযোজন হতেই থাকতো, আর আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম।'[৯৪]

মুহাদ্দিসগণ কিতাবুল আছারের যে সকল নুসখার[৯৫] কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ :

১. ইমাম যুফার রহ. (ওফাত : ১৫৮ হি.)-এর নুসখা

হাফেজ আমীর ইবনে মাকুলা (মৃ. ৪৫৭ হি.) তাঁর الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب ('আলইকমাল ফি রফয়িল ইরতিয়াবি আনিল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ মিনাল আসমায়ি ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব')[৯৬] নামক বিশ্বখ্যাতগ্রন্থের باب الحُصَيني والجَصيني -এর মাঝে এ নুসখার উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি আহমদ ইবনে বকরের জীবনীতে লেখেন,

(وأما الجصيني أوله جيم مفتوحة وصاد مهملة مكسورة مشددة فهو) أحمد بن بكر بن سيف أبو بكر الجصيني ، ثقة يميل ميل أهل النظر، روى عن أبي وهب، عن زفر بن الهذيل، عن أبي حنيفة "كتاب الآثار".

---

[৯৪] সদরুল আয়িম্মা, মানাকিবে আবু হানীফা ২/৬৮॥

[৯৫] *তাবসেরা বর মাদখাল* নামক পুস্তিকায় নুমানী রহ. সাবেক বিন আব্দুল্লাহ-এর বর্ণিত কিতাবুল আছারের নুসখা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যা এখানে করেননি। দ্র: *তাবসেরা বর মাদখাল, পৃ. ৭৪॥*

[৯৬] এ কিতাবের হস্তলিখিত নুসখা বা পাণ্ডুলিপি রিয়াসত টোংক-এর (সরকারি) গ্রন্থাগার ও হায়দারাবাদ দাকান-এর (আছিফিয়া কুতুবখানায়) আমার দেখার সুযোগ হয়েছে।

> 'আহমদ বিন বকর বিন সাইফ আবু বকর আলজাসসীনী একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি আহলে নযর তথা হানাফী ফকীহদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে কিতাবুল আছার-কে তিনি ইমাম যুফারের সূত্রে ইমাম যুফারের শাগরিদ আবু ওয়াহাবের মধ্যস্থতায় বর্ণনা করেন।'

শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হাফেজ আবু সাআদ সামআনী রহ. 'কিতাবুল আনসাব'[৯৭]-এ এবং হাফেজ আবদুল কাদের কুরাশী রহ. ও 'আলজাওয়াহিরুল মুযীআ ফি তবাকাতিল হানাফিয়্যাহ'[৯৮] কিতাবে ইমাম যুফারের এ নুসখার কথা উল্লেখ করেছেন।[৯৯]

ইমাম যুফার থেকে যারা এ নুসখা রেওয়ায়েত করেন

সুস্পষ্ট যে, ইমাম যুফার—যিনি ইমাম মালেকের ২১ বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন—থেকে তাঁর তিন শাগরিদ 'কিতাবুল আছার' রেওয়ায়েত করেন। (তাঁরা প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে এ কিতাব ইমাম যুফার থেকে শ্রবণ করেছেন। তাঁরা) হলেন :

১। (উক্ত) আবু ওয়াহাব মুহাম্মাদ ইবনে মুযাহেম মারওয়াযী রহ.।

২। শাদ্দাদ ইবনে হাকীম বলখী রহ.। যার নুসখা থেকে খুওয়ারায্মী সংকলিত 'জামিউল মাসানীদ' কিতাবে 'মুসনাদে ইবনে খসরূ' এবং অন্যান্যদের উদ্ধৃতিতে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

৩। হাকাম ইবনে আইয়ূব রহ.।

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী রহ. তাঁর 'মারিফাতু উলূমিল হাদীস' নামক প্রসিদ্ধ ও কালজয়ী গ্রন্থে প্রথমোক্ত দুই নুসখার আলোচনা এভাবে করেছেন,

---

[৯৭] 'কিতাবুল আনসাব'-এর الحصيني। নিসবত (সম্বন্ধ) দ্রষ্টব্য। কিতাবটি নেদারল্যান্ডসের লাইডেন শহর থেকে মুদ্রিত হয়েছে।

[৯৮]. 'আলজাওয়াহিরুল মুযীআ'-এর আহমদ বিন বকর-এর আলোচনা। [১/ ১৫২ জীবনী : ৯০]

[৯৯] 'আলজাওয়াহিরুল মুযীআ'-এর ইবারত হলো,

وأحمد هذا، قال السمعاني : ثقة. يروي عن أبي وهب، عن زفر بن الهذيل، عن أبي حنيفة "كتاب الاثار" وروى عن غيره فأكثر.

نسخة لزفر بن الهذيل "الجعفي" تفرد بها عنه شداد بن حكيم البلخي، ونسخة أيضًا لزفر بن الهذيل الجعفي تفرد بها أبو وهب محمد بن مزاحم المروزي عنه.

'যুফার ইবনে হুযাইল জু'ফীর একটা নুসখা আছে। যেটা শাদ্দাদ বিন হাকীম বলখীই শুধু তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেন। আর ইমাম যুফারের আরেকটি নুসখাও রয়েছে। তাঁর থেকে আবু ওয়াহাব মুহাম্মাদ ইবনে মুযাহেম মারওয়াযী-ই শুধু তা রেওয়ায়েত করেন।'[১০০]

হাফেজ আবুশ শায়েখ বিন হায়্যান (ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ বিন জা'ফর আলআনসারী রহ. ২৭৪ হি.-৩৬৯ হি.) তাঁর طبقات المحدثين باصبهان والواردين عليها.[১০১] গ্রন্থে আহমদ ইবনে রুসতা আসবাহানী (ওফাত : ২৮৭ হি.)-এর তরজমায়[১০২] (পরিচিতিমূলক আলোচনায়) তৃতীয় নুসখাকে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

أحمد بن رستة بن بنت محمدبن المغيرة كان عنده السنن عن محمد، عن الحكم بن أيوب، عن زفر، عن أبي حنيفة.

'আহমদ বিন রুসতা—যিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুগীরার কন্যার পুত্র (দৌহিত্র)—এর কাছে 'সুনান' গ্রন্থ ছিল। যা তিনি যথাক্রমে তাঁর নানা মুহাম্মাদ, হাকাম বিন আইয়ূব, যুফার, ইমাম আবু হানীফা থেকে রেওয়ায়েত করতেন।'

হাফেজ আবুশ শায়েখ এখানে 'কিতাবুল আছার'কে 'সুনান' নামে অভিহিত করেছেন। যেহেতু তিনি প্রত্যেক রাবীর তরজমায় (পরিচিতিমূলক আলোচনায়) সেই রাবীর রেওয়ায়েত থেকে দু-একটি করে হাদীসও উল্লেখ করেন, এ কারণে

---

[১০০] মারেফাতু উলূমিল হাদীস, পৃ. ১৬৪, দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ।

[১০১] হায়দারাবাদ-দাকানের আসিফিয়া গ্রন্থালয়ে কিতাবটির পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ হয়েছে। (গ্রন্থকার) ॥ [অবশ্য বর্তমানে মুআসসাতুর রিসালা থেকে গ্রন্থটি আব্দুল হক আব্দুল গফুর হুসাইন-এর তাহকীকে প্রকাশিত হয়েছে। এটি 'আসবাহান'-এর তারীখের উপর লেখা প্রাচীনতম গ্রন্থ। মুসান্নিফ গ্রন্থটিতে মুহাদ্দিসদের মাসলাক ও পন্থা অবলম্বন করে সনদসহ রেওয়ায়েত ও হাদীস এনেছেন। আর তরজমাগুলোকে তবাকা হিসেবে বিন্যস্ত করেছেন।—অনুবাদক।

[১০২] তরজমা নম্বর : ৩৯৯, আততবাকাতুল আশেরা ওয়াল হাদিয়া আশারা।

তাঁর অভ্যাস ও রীতি অনুযায়ী সে নুসখা থেকেও দুটি হাদীস তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।[১০৩] অনুরূপভাবে হাফেজ আবু নুআইম আল-আসবাহানীও تاريخ اصبهان নামক কিতাবে[১০৪] এ নুসখার রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম তাবারানী রহ. সংকলিত আলমুজামুস সগীরেও এ নুসখার একটি হাদীস বর্ণিত আছে।[১০৫]

২. ইমাম আবু ইউসুফ রহ. (ওফাত : ১৮২ হি.)-এর নুসখা

হাফেজ আবদুল কাদের কুরাশী রহ. (জীবনকাল : ৬৯৬-৭৭৫ হি.) তাঁর 'আলজাওয়াহিরুল মুযীআ' গ্রন্থে এ নুসখার কথা উল্লেখ করেছেন ইমাম আবু ইউসুফের সাহেবজাদা ইউসুফ রহ. (ওফাত : ১৯২ হি.)-এর জীবনীতে [জীবনী : ৭৩০] তিনি লেখেন,

> وروى "كتاب الاثار" عن أبيه، عن أبي حنيفة ، وهو مجلد ضخم.
>
> 'ইউসুফ তাঁর পিতা ইমাম আবু ইউসুফের সূত্রে ইমাম আবু হানীফা থেকে কিতাবুল আছার রেওয়ায়েত করেন, যা কলেবরের দিক থেকে বৃহৎ।'

---

[১০৩] (অনুবাদক) হাদীস দুটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

١- حدثنا أحمد بن رستة، قال: ثنا محمد بن المغيرة، قال : ثنا الحكم ، عن زفر، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن سراقة بن مالك، قال: قيل: يا رسول الله، أعمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: «لا بل للأبد».

(তবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বি-আসবাহান : ১২৩৭)

٢-حدثنا أحمد بن رستة، قال: ثنا محمد بن المغيرة، قال: ثنا الحكم، عن زفر، عن أبي حنيفة، عن عبيد الله بن يزيد، رفعه إلى عبد الله بن عمرو، أن أسماء بنت عميس، قالت: ألا تسترقي لابن أخي من العين؟ قال: «بلى، لو أن شيئا سبق القدر لسبقه العين»

(তবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বি-আসবাহান : ১২৩৯)

[১০৪] কিতাবটি ইউরোপে মুদ্রিত হয়েছে। আসিফিয়া গ্রন্থালয়ে কিতাবটির পাণ্ডুলিপি দেখেছি। (গ্রন্থকার)॥

[১০৫] [—অনুবাদক] হাদীসটি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

حدثنا أحمد بن رسته بن عمر الأصبهاني، حدثنا المغيرة ،حدثنا الحكم بن أيوب، عن زفر بن عن الهيثم بن حبيب الصيرفي، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن الهذيل، عن أبي حنيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصيب من وجهها وهو صائم تريد القبلة لم عائشة، يروه عن الهيثم إلا أبو حنيفة.

(আলমু'জামুস সগীর, হাদীস : ১৭২)

মাওলানা আবুল ওয়াফা কান্দাহারীকে—যিনি মাজলিসে ইহ্য়াইল মাআরিফিন নু'মানিয়া হায়দারাবাদ দাকান-এর প্রধান, আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন—তিনি অনেক অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করে এ নুসখাকে সংগ্রহ করে তাতে তাসহীহ্ (পাণ্ডুলিপির সঠিক পাঠোদ্ধার) ও হাশিয়া (প্রান্ত-টীকা) সংযোজনসহ অত্যন্ত সুন্দর কাগজে ১৩৫৫ হিজরী সনে গ্রন্থখানি মিশর থেকে ছাপিয়ে এনে প্রচার করেন।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে এ নুসখাকে যারা রেওয়ায়েত করেছেন

ইমাম আবু ইউসুফ থেকে ও কিতাবুল আছারের এ নুসখাকে দুজন রেওয়ায়েত করেছেন।

ক. তাঁর উল্লিখিত সাহেবজাদা, ইমাম ইউসুফ ইবনে আবু ইউসুফ।

খ. আমর ইবনে আবু আমর।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খুওয়ারায্মী আমরের রেওয়ায়েতকে 'জামিউল মাসানীদ'-এর মাঝে 'নুসখায়ে আবু ইউসুফ' নামে অভিহিত করেছেন। খুওয়ারায্মী 'জামিউল মাসানীদ' এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইমাম আবু ইউসুফ পর্যন্ত এ নুসখার সনদও বর্ণনা করেছেন।

৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানীর (ওফাত : ১৮৯ হি.) নুসখা

কিতাবুল আছারের সকল নুসখার মধ্যে তাঁর এ নুসখাই সর্বাধিক প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ এবং ব্যাপকভাবে সমাদৃত। এ নুসখা সম্পর্কেই হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাযীলুল মানফাআ বিযাওয়ায়িদি রিজালিল আরবাআ কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন,

> والموجود من حديث أبي حنيفة مفردا إنما هو "كتاب الآثار" التى رواها محمد بن الحسن عنه.

> 'স্বতন্ত্রভাবে হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার রহ. যে গ্রন্থ বিদ্যমান আছে তা হলো 'কিতাবুল আছার'। যে গ্রন্থটি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।'

(এখানে মূল আলোচনায় কিতাবুল আছারকে কেন্দ্র করে রিজালকেন্দ্রিক বা

শরাহকেন্দ্রিক যেসব খেদমত হয়েছে তার বিবরণ রয়েছে। আমরা সুখপাঠ্য ও সুবিন্যাসের বিবেচনায় তা নুসখাসংক্রান্ত আলোচনার একেবারে পরিশেষে যুক্ত করেছি।—অনুবাদক।)

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত নুসখার সনদ

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকেও এ নুসখাকে তাঁর কয়েকজন শাগরিদ রেওয়ায়েত করেছেন। মুদ্রিত নুসখা (ইমাম বুখারীর উস্তায, হানাফী মাযহাব অবলম্বী) ইমাম আবু হাফস কাবীর এবং ইমাম আবু সুলাইমান জুঝাজানীর বর্ণনাকৃত। এ দুজন ছাড়াও ইমাম মুহাম্মাদের আরেক শাগরিদ আমর বিন আবু আমরও তাঁর থেকে এ কিতাব রেওয়ায়েত করেন। আর খুওয়ারায্মী 'জামিউল মাসানীদের' মধ্যে এটাকেই ইমাম মুহাম্মাদের নুসখা হিসেবে অভিহিত করেছেন। খুবসম্ভব আমর এ নুসখার মধ্যে শুধু (মারফু) হাদীসই রেওয়ায়েত করেছেন। তাবেয়ীদের ফাতওয়াকে উল্লেখ করেননি। সম্ভবত এ কারণেই তাকে 'মুসনাদে আবু হানীফা' বলা হয়। (অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর একটি মুসনাদও রয়েছে, যাতে তিনি আবু হানীফা রহ.-এর বর্ণিত মারফু হাদীস থেকে নির্বাচন করে উক্ত মুসনাদে সংকলন করেছেন। যেটা 'নুসখায়ে মুহাম্মাদ' নামে পরিচিত। এ কিতাবের সনদ আল্লামা যাহেদ আলকাওসারী রহ. তাঁর بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني কিতাবে (পৃ. ৬৯) উল্লেখ করেছেন। খুওয়ারায্মীও তাঁর 'জামিউল মাসানীদ' কিতাবে এ মুসনাদ রেওয়ায়েত করেছেন এবং এ কিতাবের তাঁর নিজস্ব সনদও উল্লেখ করেছেন।)

যুগ-পরম্পরায় কিতাবুল আছারের সনদ

ইমাম আবু হাফস কাবীর এবং ইমাম আবু সুলাইমান জুঝাজানী রহ. যেহেতু ফিকহে হানাফীর 'আরকানে নকল' (অন্যতম বর্ণনাস্তম্ভ)-এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে কিতাবুল আছারের সব নুসখা (হাতের লেখা কপি)-এর মধ্যে এ দুই মনীষীর নুসখার রেওয়ায়েত বেশি বরিত ও আদৃত হয়েছে এবং প্রসার লাভ করেছে। আমিও (আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.) ইমাম মুহাম্মাদের রেওয়ায়েতকৃত কিতাবুল আছারকে ইমাম আবু হাফস কাবীরের সূত্রে রেওয়ায়েত করি।[১০৬] যার

[১০৬]. কিতাবুল আছারের আরেকটি সনদ রয়েছে। যে সনদের সকলেই হানাফী। সনদটি এ অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূত্র-পরম্পরা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

أجازني الشيخ الفقيه العالم المحدث مولانا أبو الوفاء الأفغاني -أدامه الله بالعز والكرامة- قال: أجازني الشيخ عبد القادر بن الشيخ محمد الحواري الزبيري المدني مدير مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بمدينة النبى صلى الله عليه وسلم في شهر الله المحرم سنة ١٤٣١ هـ

عن الشيخ علي(بن) ظاهر الوِتْري[৫০৭](١٢٦١- ١٣٢٢ هـ)

عن الشيخ عبد الغنى (المجددي) الدهلوي (١٢٥٣ - ١٢٩٦ هـ)

عن الشيخ محمد عابد السندي (١٢٥٧هـ)

عن عمه الشيخ محمد حسين بن محمد مراد الأنصاري

قال: أجازني الشيخ عبد الخالق بن علي المِزْجاجي[৫০৮] قال: قرأت على الشيخ محمد بن علاء الدين المِزْجاجي

عن الشيخ أحمد بن محمد النَّخْلي

عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي

عن أبي النجا سالم بن محمد السَّنْهوري٠

عن النجم محمد بن أحمد بن علي الغَيْطي (٩١٠ -٩٨١ هـ)

عن شيخ الإسلام (زين الدين) زكريا (بن محمد) الأنصاري (٨٢٦ - ٩٢٥هـ)

عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣-٨٥٢ هـ)[৫০৯]

[৫০৭]

محمد علي بن ظاهر الوتري الحسني النجفي المدني، نور الدين أبو الحسن: محدث المدينة في عصره، وممن انتعش بهم فن رواية الحديث في المشرق والمغرب. رحل إلى المغرب مرتين وأقبل الناس على الأخذ عنه. مولده ووفاته بالمدينة. -الأعلام للزركلي ٦: ١٠٣ وراجع أيضا فهرس الفهارس ١:٦٠١

[৫০৮]

المِزْجاجي، نسبة لمزجاجة، قرية باليمن، أسفل زبيد، ذكروا أنها خربت. انتهى من "مختصر فتح رب الأرباب". انظر امداد الفتاح ص ٢٧٤

[৫০৯] হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর কিতাবুল আছারের এ সনদ

أنا بها أبو عبد الله الجريري محمد بن علي بن صلاح

أنا القوام (أبو حنيفة) أمير كاتب بن أمير عمر بن غازي الإتقاني: (٦٨٥ – ٧٥٨ هـ)

أنا البرهان أحمد بن أسعد بن محمد البخاري (٥٨٠ – ٦٦٧ هـ) والحسام حسين بن علي الصِّغناقي، (..– ٧١١\ ٧١٤ هـ)

قالا أنا فخر الحرمين حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري (٦١٥ –٦٩٣هـ)

أنا الإمام محمد بن عبد الستار الكردري (٥٥٩ –٦٤٢هـ)

أنا (بدر الدين) عمر بن عبد الكريم الورسكي (البخاري): (..-٥٩٤هـ)

أنا (ركن الإسلام أبو الفضل) عبد الرحمن بن محمد الكرماني: (٤٥٧ -٥٤٣ هـ)

أنا (الفخر) أبوبكر محمد بن الحسين الأرسابندي: (..-٥١١هـ)

أنا أبوعبد الله الزوزني

أنا أبوزيد الدبوسي (..-٤٣٠ هـ)

أنا أبو جعفر الأُسْرُوشَني، (..- ٤٠٤هـ) وأبو علي الحسين بن خضر النسفي (٤٢٤ هـ)

أنا أبو بكر محمد بن الفضل(٣٨١ هـ)

أنا أبومحمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي (..- ٣٤٠ هـ)

أنا أبو عبد الله محمد بن أبي حفص الكبير (..-٢٦٤هـ)

أنا أبي (يعني أبو حفص الكبير ..- ٢١٧ هـ)

أنا الإمام محمد بن الحسن الشيباني[১১০](١٣٢ – ١٨٧ هـ)

'আলমু'জামুল মুফাহরাস' (পৃ. ৩৪ নং ৯) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।—অনুবাদক।

[১১০] [ম] 'আলমু'জামুল মুফাহরাসে' (পৃ. ৩৪ নং ৯) শেষাংশটুকু এভাবে রয়েছে—

৪. ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (ওফাত : ২০৪ হি.)-এর নুসখা

ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুয়ীর রেওয়ায়েতকৃত এ নুসখা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর 'লিসানুল মীযান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন হুবাইশ বাগাবীর (ওফাত : ৩৩৮ হি.) তরজমায় (পরিচিতিমূলক আলোচনায়) লেখেন,

> محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي، روى عن محمدبن شجاع البلخي، عن الحسن بن زياد اللؤلؤي، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة كتاب "الآثار".

'মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন হুবাইশ আলবাগাবী 'কিতাবুল আছার' বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন শুজা' আস-সালজী হতে, আর তিনি হাসান ইবনে যিয়াদ হতে, আর তিনি আবু হানীফা থেকে।'

পর্যালোচনা

এটা স্পষ্ট যে, লিসানুল মীযানের মুদ্রিত নুসখায় উক্ত ইবারত এভাবে লিপিবদ্ধ আছে,

> محمد بن إبراهيم بن حسن البغوي روى عن محمد بن نجيح البلخي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة كتاب الآثار.

কিন্তু মুদ্রণে নামের মধ্যে তাসহীফ বা উচ্চারণ-বিভ্রাট ও বর্ণবিচ্যুতি ঘটেছে। ছাপার ভুলে حبيش البغوي হয়ে যায় حسن البغوي ! অনুরূপভাবে شجاع এর স্থানে نجيح البلخي নিরেট ভুল। আর عن الحسن بن زياد আর الثلجي এর মাঝে عن محمد بن الحسن বর্ধিত অংশটুকু যদি মূল নুসখার মাঝে থেকে থাকে তবুও তা সুনিশ্চিত মুদ্রণপ্রমাদ।

যাইহোক, (ছাপার অক্ষরের বানানবিভ্রাট নতুন কিছু নয়। ভুল একটি শব্দ

محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة، وعن غيره زايادات محمد.

কিংবা অযাচিত একটি বর্ণই অনেক সময় বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে।) মুদ্রণালয়ের পাণ্ডুলিপির সম্পাদক ও পাঠোদ্ধারকারীগণ এখানকার বিভ্রাট দূর করে বা সঠিক পাঠোদ্ধার করে তা নির্ভুলভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপনের ব্যাপারে একেবারেই যত্নবান হননি। পাণ্ডুলিপি ও খাতা থেকে হস্তলিখিত লেখনী পড়তে গিয়ে নামের ভুল ও বিপত্তি দেখা দেওয়া একেবারে সাধারণ ব্যাপার। আর হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর ব্যাপারে তো এ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, তাঁর হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল না। স্বয়ং আমরাও হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর স্ব-হস্তে লিখিত إتحاف المهرة -এর নুসখা দেখেছি। বাস্তবেই তাঁর দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর শুদ্ধভাবে পাঠ করা বা পাঠ নির্ধারণ করা দুরূহ কর্ম। মুহাম্মাদ বিন হুবাইশ আলবাগাবী এবং মুহাম্মাদ বিন শুজা আস-সালজী দুজনই খুব সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। হাফেজ খতীব বাগদাদী রহ. তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে তাঁদের দুজনেরই চমৎকার জীবনী লিখেছেন। আর যেহেতু তাঁরা দুজনই হানাফী মাযহবের অনুসারী এজন্য তিনি তাঁর অভ্যাসমতো তাঁদের দুজনের বিপক্ষে তাআসসুব (স্বপক্ষপ্রীতি ও গোঁড়ামি) প্রকাশ না করে ক্ষান্ত হননি।[১১১]

কিতাবুল আছারের সর্ববৃহৎ নুসখা

[কিতাবুল আছারের সব নুসখার মধ্যে এ নুসখাই সম্ভবত সর্ববৃহৎ। কারণ ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ রহ. ইমাম আবু হানীফার রহ. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা চার হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইমাম হাফেজ আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী রহ. নিজ সনদে ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুয়ী হতে বর্ণনা করেন,

كان أبوحنيفة يروى أربعة الآف حديث. ألفين لحماد وألفين لسائر المشيخة.

'আবু হানীফা রহ. চার হাজার হাদীস বর্ণনা করতেন। দুই হাজার

---

[১১১] উপরের পর্যালোচনার অংশটি মূল গ্রন্থে টীকা আকারে রয়েছে। গুরুত্ব ও সুখপাঠ্যের বিবেচনায় আমরা তা মূল আলোচনায় নিয়ে এসেছি। শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর তাহকীককৃত লীসানুল মীযানে (৬/৪৮৭) উক্ত ইবারতটি আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. যেভাবে তাসহীহ করেছেন সেভাবেই পেয়েছি। —আবু মুআজ।

হাম্মাদ থেকে আর বাকি দুই হাজার অন্যান্য মাশায়েখের থেকে।'[১১২]

উক্ত কিতাবে ইমাম আবু হানীফা রহ. চার হাজার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে দুই হাজার হাম্মাদ থেকে। আর বাকি দুই হাজার অন্যান্য শায়েখের থেকে। এরই ভিত্তিতে যুক্তির দাবি হলো, ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুয়ী ইমাম আযম থেকে এসব হাদীস শুনে থাকবেন। আর সেগুলোকে তাঁর নিজের নুসখায় রেওয়ায়েত করে থাকবেন।][১১৩]

ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুয়ীর নুসখার সনদ এবং এ নুসখার কিছু হাদীস

হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রহ. রচিত ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন অধ্যয়নে জানা যায় যে, এটি রচনাকালে তাঁর সামনেও হাসান বিন যিয়াদের এ নুসখা বিদ্যমান ছিল। তিনি এ নুসখা থেকে নিম্নোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন,[১১৪]

قال الحسن بن زياد اللؤلؤي: ثنا أبوحنيفة قال: كنا عند محارب بن دثار (فتقدم إليه رجلان فادعى أحدهما على الآخر مالا فجحده المدعي عليه فسأله البينة فجاء رجل فشهد عليه فقال المشهود عليه لا والله الذي لا إله إلا هو ما شهد علي بحق وما علمته إلا رجلا صالحا غير هذه الزلة فإنه فعل هذا لحقد كان في قلبه علي) وكان (محارب) متكئا فاستوى جالسا ثم قال (يا ذا الرجل) سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول ليأتين على الناس يوم تشيب فيه الولدان وتضع الحوامل ما في بطونها (وتضرب الطير بأذنابها وتضع ما في بطونها من شدة ذلك اليوم ولا ذنب عليها وإن شاهد الزور لا تقار قدماه على الأرض حتى يقذف به في النار فإن كنت شهدت بحق فاتق الله وأقم على شهادتك وإن كنت شهدت

---

[১১২] 'ছদরুল আয়িম্মা মক্কী, মানাকিবুল ইমামিল আযম' ১/৯৬॥

[১১৩] তৃতীয় বন্ধনীর বর্ধিত অংশটুকু 'ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস' (পৃ. ১৭৫) থেকে গৃহীত। সেখানে এ অংশটুকু অতিরিক্ত রয়েছে। —অনুবাদক।

[১১৪] 'ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন' ১/৪৩ আশরাফুল মাতাবে এর প্রকাশনা, দিল্লী ১৩১৩ হি.।

بباطل فاتق الله وغط رأسك واخرج من ذلك الباب.)[১১৫]

হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী মুহাদ্দিস আলী বিন আবদুল মুহসিন দাওয়ালিবী তাঁর 'ছাবাত' বা সনদের কিতাবে হাসান বিন যিয়াদের নুসখা থেকে ষাটটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। যেগুলোকে মুহাদ্দিসে নাকেদ (হাদীস-পরখবিদ ও বিজ্ঞ মুহাদ্দিস) শায়েখ মুহাম্মাদ যাহেদ কাওসারী হানাফী রহ. তাঁর সুপ্রসিদ্ধ রচনা إلامتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع কিতাবে[১১৬] আদ্যোপান্ত সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন।

মুহাদ্দিস খুওয়ারাযমী 'জামিউল মাসানীদ' কিতাবে এ নুসখাকে مسند أبي حنيفة للحسن بن زياد নামে অভিহিত করেছেন এবং জামিউল মাসানীদের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (সপ্তম মুসনাদে) ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ পর্যন্ত এ নুসখার সনদও উল্লেখ করেছেন।[১১৭]

মুহাদ্দিস খুওয়ারাযমীর ন্যায় অন্যান্য হাদীসশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ মনীষীবৃন্দও এ কিতাবকে 'মুসনাদে আবু হানীফা' নামেই রেওয়ায়েত করেন। স্বয়ং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর বর্ণনার মধ্যেও এ নুসখা বিদ্যমান ছিল। এ নুসখার কপির সনদ ও ইযাযতসমূহকে মুহাদ্দিস আলী বিন আবদুল মুহসিন দাওয়ালিবী হাম্বলী তাঁর নিজ 'ছাবাত' (সনদের কিতাব) এর মধ্যে এবং হাফেজ ইবনে তুলুন তাঁর الفهرست الأوسط গ্রন্থে, বিশ্বনন্দিত ও ইতিহাসখ্যাত সীরাতগ্রন্থ সীরাতে শামিয়া-র গ্রন্থকার হাফেজ মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ দিমাশকী তাঁর 'উকূদুল জুমান' কিতাবে এবং মুহাদ্দিস আইয়ুব খালওয়াতী তাঁর 'ছাবাত' গ্রন্থে, খাতেমাতুল হুফফাজ মোল্লা আবেদ সিন্ধী রহ. তাঁর حصر الشارد في أسانيد الشيخ محمد عابد নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

প্রজ্ঞাবান মনীষী, আল্লামা মুহাম্মাদ যাহেদ আলকাওসারী রহ. এসব সনদ ও ইযাযতকে আল-ইমতা বিসীরাতিল ইমামাইন আলহাসান বিন যিয়াদ ওয়া সাহিবুহু মুহাম্মাদ বিন শুজা কিতাবে[১১৮] উল্লেখ করে দিয়েছেন। গ্রন্থটি হিজরী

---

[১১৫] উল্লেখ্য যে, বন্ধনীর অংশটুকু আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর ইবারতে নেই। বরং তা রয়েছে মূল কিতাব তথা ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীনে। এখানে তা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। —অনুবাদক।

[১১৬] [পৃ. ২০ -৩৩ এইচ এম সাঈদ, (ইদারাতু নশরিল কুতুব) করাচী ১৪০১ হি.]

[১১৭] ['জামিউল মাসানীদ' ১/৮১ মাকতাবায়ে হানাফিয়্যাহ, কাঁচি রোড, কোয়েটা, পাকিস্তান]

[১১৮] [আল-ইমতা, পৃ. ১৮-২০ এইচ এম সাঈদ, (ইদারাতু নশরিল কুতুব) করাচী ১৪০১ হি.]

১৩৬৮ সনে মিশর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৫-৬। ইমাম আযম রহ.-এর সাহেবজাদা হাম্মাদ ইবনে আবু হানীফা রহ. ও মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে খালেদ ওয়াহবীর নুসখা

এ সকল ইমামগণ ছাড়াও আরো বহু ইমাম, ইমাম আযম থেকে 'কিতাবুল আছার' রেওয়ায়েত করেছেন। তন্মধ্যে স্বয়ং ইমাম আযম রহ.-এর সাহেবজাদা, হাম্মাদ ইবনে আবু হানীফা (ওফাত : ১৭০ হি.) এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে খালেদ ওয়াহবী (ওফাত : ১৯০ হিজরির পূর্বে)-এর রেওয়ায়েতে কিতাবুল আছারের নুসখা বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিস খুওয়ারাযমী উভয় নুসখা থেকে 'জামিউল মাসানীদ' গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর 'জামিউল মাসানীদ'-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাঁদের উভয় পর্যন্ত নিজ সনদও উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিস খুওয়ারাযমী 'মুসনাদে আবু হানীফা' নামে এ উভয় নুসখার উল্লেখ করেছেন।

মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্বজদের মাঝে একই কিতাবকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করার প্রচলন

এ বিষয়টি জেনে রাখা উচিত যে, মুহাদ্দিস খুওয়ারাযমী যেহেতু এসব নুসখাকে 'মুসনাদ' নামে অভিহিত করেছেন, সেহেতু পরবর্তী অধিকাংশ মুসান্নিফও এগুলোকে 'মুসনাদ' নামেই উল্লেখ করতে লাগলেন। মুতাকাদ্দিমীন—পরম সম্মানিত পূর্বসূরিদের মাঝে এই নিয়ম ছিল যে, তাঁরা একটি কিতাবকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করতেন, যেমন ইমাম দারেমীর হাদীসের সংকলন (সুনানে দারেমী)-কে 'মুসনাদে দারেমী'ও বলা হয়।[১১৯] আবার 'সুনানে দারেমী'ও বলা হয়। ইমাম তিরমিযী রহ. সংকলিত হাদীসগ্রন্থকে 'সুনান'ও বলা হয় আবার 'জামে'ও বলা হয়।

অনুরূপভাবে কিতাবুল আছারের এসব নুসখাকেও মনীষীগণ কখনও কখনও 'মুসনাদ' নামে উল্লেখ করেছেন আবার কখনও 'সুনান' নামে। কখনও 'কিতাবুল

---

[১১৯] অথচ এ কিতাবের সকল হাদীস মারফু নয়। বরং এতে আছারে সাহাবা ও তাবেয়ীন এবং মুরছাল, মুনকাতি ও মু'দাল সব রকম হাদীসই রয়েছে। তবে মারফু হাদীসের সংখ্যা বেশি। এ কিতাবটির নাম মুসনাদ হিসেবে যথার্থ নাকি সুনান হিসেবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা জানতে দেখুন, তাদরীবুর রাবী, দ্বিতীয় নাও বা প্রকার; হাসান হাদীসের আলোচনাতে দ্রষ্টব্য, আর- রিসালাতুল মুস্তাতরাফা, পৃ. ২৫॥ (অনুবাদক)

আছার' নামে, আবার কখনও-বা শুধু 'নুসখা' নামে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু 'কিতাবুল আছার'-ই এ সংকলনের প্রকৃত নাম। তাই তো মালিকুল উলামা ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রহ. (ওফাত : ৫৮৭ হি.) বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থে آثار أبي حنيفة নামেই এ কিতাবের উল্লেখ করেছেন।[১২০] (ইমাম মাহমুদ বিন আহমদ বিন আব্দুল আযীয আলবুখারী আলমারগিনানী রহ. (৫৫১ হি.-৬১৬ হি.) ও তাঁর আল-মুহিতুল বুরহানী কিতাবে কিতাবুল আছারকে ইমাম আবু হানীফার দিকে নিসবাত করে আছারে আবু হানীফা নামে উল্লেখ করেছেন। দেখুন : من هو أولى بالصلاة على الميت এর পূর্বে আওলাদুল মুসলিমীন এর আলোচনা।—অনুবাদক)

মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন আলেমগণ 'আছার' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করেছেন

শায়েখ মুহাম্মাদ সাঈদ ছুমবুল (মক্কী আশ-শাফেয়ী, ওফাত : ১১৭৫ হি.) লিখেছেন যে,

> 'ইমাম মুহাম্মাদের সূত্রে বর্ণিত কিতাবুল আছারে যেহেতু আছারে তাবেয়ীন তথা তাবেয়ীদের থেকে অধিকহারে 'আছার' বর্ণিত হয়েছে এ ভিত্তিতে তিনি নিজেই উক্ত কিতাব 'আছার' নামে নামকরণ করেছেন।'[১২১]

কিন্তু শায়েখ মুহাম্মাদ সাঈদ ছুমবুলের সম্ভবত এটা অজানা রয়েছে যে, তাবেয়ীর

---

[১২০] [অনুবাদক] নিম্নে তার নমুনা উল্লেখ করা হলো :

١ - * والأصح أن الأعلم بالسنة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة فهو أولى كذا ذكر في آثار أبي حنيفة .- بدائع الصنائع ١ \ ١٥٧ دار الكتب العلمية – بيروت– لبنان.

-٢* ولا بأس بأن يمسح جبهته من التراب بعدما فرغ من صلاته قبل أن يسلم بلا خلاف لأنه لو قطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره فلأن لا يكره إدخال فعل قليل أولى وأما قبل الفراغ من الأركان فقد ذكر في رواية أبي سليمان فقال :قلت فإن مسح جبهته قبل أن يفرغ قال لا أكرهه من مشايخنا من فهم من هذه اللفظة نفي الكراهة وجعل كلمة لا داخلة في قوله أكره وكذا ذكر في آثار أبي حنيفة وفي اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى - بدائع الصنائع ١ \ ٢٢٠ -

[১২১] শায়েখ মুহাম্মদ সাঈদ ছুমবুল, আলআওয়াইলুস সুম্বুলিয়া, পৃ. ৮, আহমদী প্রকাশনা, দিল্লী।

বাণীকে 'আছার' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা মুতাআখখিরীন আলেমদের পরিভাষা। মুতাকাদ্দিমীন আলেমদের নিকট মাওকুফ (আছারে সাহাবা ও তাবেয়ীন) ও মারফু উভয় ক্ষেত্রে (হাদীস শব্দের সমর্থকরূপে) 'আছার' শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগ হতো। স্বয়ং ইমাম মুহাম্মাদ রহ.ও কিতাবুল আছার ও মুআত্তার মধ্যে 'আছার' শব্দকে তার ব্যাপকার্থে—মারফু ও মাওকুফ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তবে হাঁ, কিতাবুল আছারের যেসব নুসখাকে বিদ্বানগণ 'মুসনাদ' নামে অভিহিত করেছেন তার ভিত্তি হলো, সেসব নুসখায় মারফু হাদীসের সংখ্যা বেশি। আর যেহেতু 'কিতাবুল আছার'-এর আলোচ্য বিষয় হলো আহ্কাম সংক্রান্ত তথা সুনানের হাদীস, এজন্য কোনো কোনো হাদীসতত্ত্ববিদ কিতাবুল আছারকে 'সুনান' নামেও উল্লেখ করেছেন।

কিতাবুল আছারের আরো কিছু নুসখা

উল্লিখিত ছয়জন ইমাম ও মনীষী ব্যতীত যাঁদের মাধ্যমে 'কিতাবুল আছার'-এর ধারাবাহিকতা উম্মতের মধ্যে বাকি ও অবশিষ্ট রয়েছে; তারীখের কিতাবসমূহে যে সকল মুহাদ্দিস সম্পর্কে এটা জানা যায় যে, তাঁরা ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে 'কিতাবুল আছার' শ্রবণ করেছেন (এবং তাঁর কাছ থেকে গ্রন্থটি গ্রহণ করেছেন) তাঁরা হলেন নিম্নের মনীষীবৃন্দ :

১। ইমাম বুখারীর দাদা উস্তায ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর উক্তি আমরা ইতঃপূর্বে পাঠ করে এসেছি। তিনি বলেছেন,

'আমি আবু হানীফার গ্রন্থাবলি কয়েকবার লিখেছি।'

মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে ইমাম বুখারীর শায়েখ হুমাইদীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন—

سمعت عبد الله بن المبارك يقول كتبت عن أبي حنيفة أربعمائة حديث.

'আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে বলতে শুনেছি, আমি আবু হানীফা থেকে চার শত হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি।'

২। ইমাম হাফস বিন গিয়াস রহ.

ইমাম হাফস বিন গিয়াস থেকে হাফেজ হারেসী সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন যে,

سمعت من أبي حنيفة كتبه وآثاره.

'আমি আবু হানীফা থেকে তাঁর রচনাসম্ভার ও আছার শ্রবণ করেছি।'[১২২]

৩। শাইখুল ইসলাম আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ মুকরী রহ.

তাঁর সম্পর্কে আল্লামা কারদারী লিখেছেন,

سمع من الإمام تسعمائة حديث.

'তিনি ইমাম আবু হানীফা থেকে নয় শ হাদীস শুনেছেন।'[১২৩]

৪। ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রহ.

তাঁর ব্যাপারে হাফেজ ইবনে আব্দুল বার 'জামিয়ু বায়ানিল ইলম' কিতাবে ইমামুল মুহাদ্দিসীন, জরাহ-তাদীলশাস্ত্রের শায়েখ, সাইয়্যিদুল হুফফাজ ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন থেকে উদ্ধৃত করেছেন,

ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع وكان يفتي برأي أبي حنيفة وكان يحفظ حديثه كله . وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيرا.

'আমি এমন কাউকে দেখি না যাকে ওয়াকীর উপর প্রাধান্য দেব। তিনি (যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও হাফিজুল হাদীস হওয়া সত্ত্বেও নিজে ইজতিহাদ না করে বরং) আবু হানীফার মতানুযায়ী ফাতওয়া দিতেন। তাঁর সনদে বর্ণিত সকল হাদীস ওয়াকীর মুখস্থ ছিল। তিনি আবু হানীফা থেকে হাদীসের একটি বিপুল ভাণ্ডার শ্রবণ করেছিলেন।'[১২৪]

[নোট : ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রহ.-এর মতো স্বনামধন্য ও সুবিজ্ঞ

---

[১২২] ছদরুল আয়িম্মাহ, মানাকিবে ইমাম আযম ২/৪০॥

[১২৩] কারদারী, মানাকিবে ইমাম আযম ২/২৩১॥

[১২৪] জামিউ বায়ানিল ইলম ২/১৪১, মিশর।

মুহাদ্দিস ইমাম আযম রহ. থেকে হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনা করাটা ইমাম আযম রহ.-এর হাদীসশাস্ত্রে সুউচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার প্রমাণ বহন করে।—অনুবাদক]

৫। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রহ.

হাফেজ ইবনে আব্দুল বার 'আলইনতিকা ফি ফাযায়িলিল আয়িম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুকাহা' কিতাবে লিখেছেন,

وروى حماد بن زيد عن أبي حنيفة أحاديث كثيرة.

'হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ইমাম আবু হানীফা থেকে প্রচুর[১২৫] হাদীস বর্ণনা করেছেন।'[১২৬]

৬। খালেদ আলওয়াসেতী রহ.

তাঁর সম্পর্কেও হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রহ. 'আলইনতিকা'[১২৭] গ্রন্থে এ কথা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন,

وروى عنه خالد الواسطي أحاديث كثيرة.

'ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে খালেদ আলওয়াসেতী অনেক হাদীসই বর্ণনা করেছেন।'

এটা স্পষ্ট যে, হাফেজ ইবনে আব্দুল বারের নিকট أحاديث كثيرة তথা বিপুল হাদীসের সংখ্যা কমসে-কম মুআত্তায় বর্ণিত হাদীস সংখ্যার সমপরিমাণ। কেননা তিনি ইমাম মুহাম্মাদের জীবনীতেও এই একই শব্দ ব্যবহার করেছেন—كتب عن مالك كثيرا من حديثه অর্থাৎ ইমাম মালেক থেকে তাঁর অনেক হাদীসই

[১২৫] كثيرة শব্দ দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিকট হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার ছিল। ১৬/ ১৭ টি হাদীসকে কেউ كثيرة [বহু] হাদীস বলে না।—অনুবাদক

[১২৬] আলইনতিকা, পৃ. ১৩৬ মিশর ॥

[১২৭] পৃ. ১৩৬ মিশর ॥

তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।[১২৮] অথচ ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম মালেক থেকে সম্পূর্ণ মুআত্তাই শ্রবণ করেছেন।

৭। আসাদ বিন আমর রহ.

মুহাদ্দিস ছয়মারী, আবু নুআইম ফজল ইবনে দুকাইন থেকে সনদসহ আসাদ ইবনে আমর সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করেছেন—

أول من كتب كتب أبي حنيفة أسد بن عمرو.

'আসাদ বিন আমর হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইমাম আবু হানীফার গ্রন্থাবলি লিপিবদ্ধ করেছেন।'[১২৯]

এঁরা হলেন সেই তেরোজন 'আরকানে নকল' (বর্ণনাস্তম্ভ) যাদের প্রত্যেকে হাদীস ও ফিকহ উভয় শাস্ত্রের সূর্য এবং চন্দ্রতুল্য। এ কথা ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার যে, 'মুআত্তায়ে মালেক' ছাড়া কোনো কিতাবের রাবী উপরি-উক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় ইলমী মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারকবাহক নন। এটাও জেনে রাখা দরকার যে, এখানে কেবল সে সকল মনীষীদের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যাঁরা ইমাম আবু হানীফা থেকে এ কিতাব শ্রবণ করেছেন।[১৩০] অন্যথায় ইমাম আবু হানীফা থেকে হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিকতা তো এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, হাফেজ যাহাবী রহ.-এর ভাষায়,

روى عنه من المحدثين والفقهاء عدة لايحصون.

---

[১২৮] আলইনতিকা, পৃ. ১৭৪।

[১২৯] আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ, আসাদ বিন আমর-এর জীবনী।

[১৩০] আল্লামা নুমানী রহ. এখানে কিতাবুল আছারের তেরোজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করলেও *'আলইমাম ইবনে মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান'* গ্রন্থে (পৃ. ৫৩) কিতাবুল আছারের প্রায় পাঁচশো জন বর্ণনাকারী রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। ইমাম যুফার, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ও হাসান বিন যিয়াদ এই চারজনের কিতাবুল আছারের নুসখার কথা উল্লেখপূর্বক তিনি বলেন,

وأظن أن "كتاب الآثار" يرويه عن الإمام أبي حنيفة سوى هؤلاء الأئمة الأربعة المجتهدين، كثيرون من تلامذته، كوكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وحفص بن غياث، وحماد ابنه، والمقرئ، وحماد بن زيد، وخالد الواسطى، وعبد العزيز بن خالد الصنعانى، وآخرون ربما ينوف عددهم على خمس مائة، وللتفصيل موضع آخر.

'তাঁর থেকে হাদীসবর্ণনাকারী মুহাদ্দিস ও ফকীহদের সংখ্যা[১৩১] শুমার করার উপায় নেই।'[১৩২]

কিতাবুল আছারকে কেন্দ্র করে যে সকল খেদমত হয়েছে

রিজালকেন্দ্রিক খেদমত

১. 'আলইছার বিমারিফাতি রুওয়াতিল আছার' ও 'তা'যীলুল মানফাআ'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর নুসখার যেসব রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণিত আছে তাঁদের বৃত্তান্ত ও অবস্থার ব্যাপারে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। প্রথমটি যা স্বতন্ত্রভাবে কিতাবুল আছারের রাবীদের সাথে সম্পর্কিত। গ্রন্থটির নাম 'আলইছার বিমারিফাতি রুওয়াতিল আছার'। এ কিতাবের পাণ্ডুলিপি (Manuscript) আমার (নুমানী রহ.) সংগ্রহেও রয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো —উল্লিখিত 'তা'যীলুল মানফাআ' কিতাবটিই। কিতাবটিতে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. শুধু ঐ সকল হাদীস বর্ণনাকারীদের আলোচনা এনেছেন যাদের থেকে ইমাম চতুষ্টয় তথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. নিজ নিজ তাসনীফাতে (রচনাবলিতে) হাদীস উদ্ধৃত করেছেন; কিন্তু কুতুবে সিত্তার মধ্যে তাঁদের থেকে কোনো হাদীস বর্ণিত নেই। সুতরাং তিনি

[১৩১] হাফেজ মিয্যী রহ. তাহযীবুল কামালের মধ্যে (আবু হানীফা থেকে হাদীস-বর্ণনাকারী) একশোর কাছাকাছি শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসদের নাম উল্লেখ করেছেন। মুদ্রিত 'জামিউল মাসানীদ' এর দুই খণ্ডে ইমাম আবু হানীফা থেকে শত শত মুহাদ্দিসদেও রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। যাঁদের মধ্যে অধিকাংশ হলেন ঐ সকল আইয়িম্মায়ে হাদীস ও পর্বতসম ইলমের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা কুতুবে সিত্তার সংকলক ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসের শায়েখ ও হাদীসের উস্তায। (আনওয়ারুল বারীর ভূমিকা ১/১১২) —আবু মুআজ।

[১৩২] হাফেজ যাহাবী রহ., মানাকিবে আবু হানীফা পৃ. ১১॥

এরই আওতায় ও প্রাসঙ্গিকতায় تعجيل المنفعة কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদের রেওয়ায়েতকৃত কিতাবুল আছারের অতিরিক্ত রাবীদেরকেও একত্র করেছেন।

পর্যালোচনা : ০১

[আলইছার বিমারিফাতি রুওয়াতিল আছার : প্রণয়ন ও প্রেক্ষাপট—এ গ্রন্থ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. নিজেই তা'যীলুল মানফাআ গ্রন্থে বলেন,

ثم إني أتتبع ما في "كتاب الآثار" لمحمد بن الحسن فإني أفردته بالتصنيف لسؤال سائل من حذاق أهل العلم الحنفية سألني في إفراده فأجبته وتتبعته واستوعبت الأسماء التي فيه: انتهي.

এ ইবারতে হাফেজ ইবনে হাজার আল-আসকালানী রহ. উক্ত কিতাব রচনার প্রস্তাবদানকারী হিসেবে অনির্দিষ্টভাবে কেবল জনৈক বিজ্ঞ হানাফী আলেমের কথা উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু সেই প্রস্তাবদানকারী বিজ্ঞ আলেম যে হাফেজ যয়নুদ্দীন কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ. তা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. প্রমাণসহ আলইছার বিমা'রিফাতি রুওয়াতিল আছার-এর পাদটীকায় (পৃ. ৩৮৪) এভাবে উল্লেখ করেছেন—

قلت: السائل منه والملتمس هو الإمام الزين قاسم بن قطلوبغا الحنفي. قال السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة قاسم، ووصفه ابن الديري بالشيخ العالم الذكي وشيخنا (ابن حجر المصنف) بالإمام العلامة المحدث الفقيه وقبل ذلك في سنة ٣٥ خمس وثلاثين، إذا قرأ عليه تصنيفه "الإيثار بمعرفة رواة الآثار" بالشيخ الفاضل المحدث الكامل الأوحد وقال: قراءة عليَّ وتحريرا فأفاد ونبه على مواضع ألحقت في هذا الأصل فزادته نورا وهو المعني بقوله في خطبة الكتاب: إن بعض الإخوان التمس مني فأجبته إلى ذلك مسارعا ووقفت عند ما اقترح طائعا (انتهى) والحافظ قاسم أيضا قد أفرد رجال الآثار بالتصنيف

ذكره السخاوي في "الضوء" وعدَّ المقريزي في عقوده من تصانيفه تعليقة على الآثار. ١٢. محمد عبد الرشيد النعماني.

পর্যালোচনা : ০২

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তা'যীলুল মানফাআ কিতাবের ভূমিকায় (১/২৩৫) বলেন—

أما بعد، فقد وقفت على مصنف للحافظ أبي عبد الله محمد بن علي بن حمزة الحسيني الدمشقي سماه "التذكرة برجال العشرة" ضم إلى من في "تهذيب الكمال" لشيخه المزي من في الكتب الأربعة وهي الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد والمسند الذي خرجه الحسين بن محمد بن خسرو من حديث الإمام أبي حنيفة.

এরপর তিনি পুনরায় (১/২৪০) বলেন,

وأما الذي اعتمد الحسيني على تخريج رجاله فهو بن خسرو كما قدمت.

ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ : তাঁর এ সকল বক্তব্যের সারকথা হলো, ইমাম হাফেজ আবুল মাহাসেন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হাসান আলহুসাইনী তাঁর *আততাযকিরাহ বিমারিফাতি রিজালিল আশারাহ* কিতাবে মুসনাদে ইবনে খসরূকে নির্বাচন করেছেন। অনুরূপভাবে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তা'যীলুল মানফাআ কিতাবে হাফেজ আবুল মাহাসেনের অনুকরণে মুসনাদে ইবনে খসরূর রিজালের উপর আলোচনা করেছেন। আর কিতাবুল আছারের রাবীর সাথে মুসনাদে ইবনে খসরূর অনেক রাবীর মিল থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এ হিসেবে তা'যীলুল মানফাআ কিতাবে কিতাবুল আছারের রাবীদের উপর আলোচনা করা হয়েছে প্রাসঙ্গিকভাবে।— অনুবাদক]

২. 'রিজালু কিতাবিল আছার'

মুহাদ্দিস ছাখাবী রহ. *আলইলান বিত তাওবীখ লিমান যাম্মাত তারীখ* কিতাবে[১৩৩] লিখেছেন যে, [হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী এবং ইমাম ইবনে হুমাম রহ. এর শিষ্য] হাফেজ যায়নুদ্দীন কাসেম ইবনে কুতলুবুগাও (ওফাত : ৮৭৯ হি.) ইমাম মুহাম্মদের রেওয়ায়েতকৃত কিতাবুল আছারের রিজাল ও রাবীদের উপর 'রিজালু কিতাবিল আছার' নামে স্বতন্ত্র একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন।

৩. 'রিজালু কিতাবিল আছার রেওয়ায়তু মুহাম্মাদ'

আমি (আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.) নিজেও এ কিতাবের রিজালের (বর্ণনাকারীদের) উপর স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছি।[১৩৪] এবং এ নুসখার হাদীসগুলোকে সাহাবীদের মুসনাদের ভিত্তিতে—সাহাবী কেন্দ্রিক—বিন্যস্ত করেছি।[১৩৫] (আল্লাহ তাআলার তাওফীক শামিলে হাল হলে এ কিতাবের বিস্তৃত ও তাহকীকসমৃদ্ধ শরাহ লেখার ইচ্ছা রয়েছে।)

শরাহকেন্দ্রিক খেদমত

বহু আলিম বিভিন্ন আঙ্গিকে এর উপর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে এ ব্যাপারে কিছু তথ্য পরিবেশন করা হলো :

১. ইমাম তহাবী রহ. কৃত ভাষ্যগ্রন্থ : মোল্লা কাতেব চালপী তাঁর বিখ্যাত 'কাশফুয যুনূন আন আছামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন' কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বর্ণিত কিতাবুল আছারের উপর ইমাম ত্বহাবী রহ. কৃত ভাষ্যগ্রন্থের কথাও উল্লেখ করেছেন।

---

[১৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪ দিমাশক, ১৩৪৯ হি.।

[১৩৪] কিতাবটির নাম رجال كتاب الآثار رواية محمد। কিতাবটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এখনও তা মুদ্রিত হয়নি। বরং তা পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়ে গেছে। অবশ্য কিতাবটির তাসবীদ (খসড়া) পূর্ণ হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিখিত 'আলইছার' গ্রন্থে যেসব শূন্যতা রয়ে গেছে এ কিতাবের মাধ্যমে তার ঘাটতি পূর্ণ হয়েছে। (আলকালামুল মুফীদ, পৃ. ১১৮) — অনুবাদক॥

[১৩৫] কিতাবটির নাম كتاب في ترتيب الآثار رواية محمد على المسانيد কিতাবটিতে তিনি কিতাবুল আছারের রেওয়ায়েত সংখ্যা গণনা করেছেন, এবং সেখান থেকে বিভিন্ন ফাওয়ায়েদ চয়ন করেছেন। কিতাবটি এখনও অমুদ্রিত। (আলকালামুল মুফীদ, পৃ. ১১৮) আমরা সুখপাঠ্যের বিবেচনায় এখানে মুসান্নিফের আলোচনায় সামান্য অগ্র-পশ্চাত করেছি। — অনুবাদক

২. ইমাম মুহাম্মাদ রহ. রচিত ভাষ্যগ্রন্থ : শামসুল আয়িম্মা সারাখসী রহ.ও মাবসুত[১৩৬] গ্রন্থে 'কিতাবুল আছার' সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম মুহাম্মদের শরাহের উদ্বৃতি দিয়েছেন।

৩. 'আত-তালীক আলা কিতাবিল আছার' : আল্লামা তকীউদ্দীন আহমাদ ইবনে আলী আলমাকরিযী তাঁর 'আলউকূদ ফি তারীখিল উহুদ' কিতাবে[১৩৭] হাফেজ কাসেম ইবনে কুতলুবুগার তাসনীফাতের মধ্যে তাঁর একটি কিতাব 'আত-তালীক আলা কিতাবিল আছার' এর কথাও উল্লেখ করেছেন। কিতাবটি 'কিতাবুল আছারের' রাবীদের উপর লিখিত নয়। (বরং এটি স্বতন্ত্র আরেকটি কিতাব।)

৪. 'শরহু কিতাবিল আছার' : আল্লামা মুহাম্মাদ খলীল আল-মুরাদী (মৃ. ১২০৬ হি.) 'সিলকুদ দুরার ফী আ'য়ানিল করনিস ছানী আশার' কিতাবে শায়েখ আবুল ফজল নুরুদ্দীন আলী ইবনে মুরাদ মাওসেলী উমরী শাফেয়ী (ওফাত : ১১৪৭ হি.) রহ.-এর জীবনীতে তাঁর লিখিত ইমাম মুহাম্মাদের সূত্রে বর্ণিত কিতাবুল আছারের ভাষ্যগ্রন্থ 'শরহু কিতাবিল আছার' এর কথা উল্লেখ করেছেন।

৫. 'কালায়িদুল আযহার' : বর্তমানে মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান শাহাজানপুরীও[১৩৮] এ কিতাবের উপর মোটা মোটা দুই ভলিয়মের একটি বিস্তৃত, তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী শরাহ লিখেছেন। যে শরাহ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসতত্ত্ববিদ, ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিশ্বখ্যাত মহাপুরুষ, মাওলানা আবুল ওয়াফা আফগানী মন্তব্য করেছেন,

شرحا حسنا لم ير مثله.

'এটি কিতাবুল আছারের এক অতুলনীয় ভাষ্য।'[১৩৯]

---

[১৩৬] (সারাখসী, মাবসুত ১/৮০. ১৩২৪ হি. মিশর) মাবসুতের মূল ইবারত হলো,

الخ فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى في شرح الآثار له....

[১৩৭] ইমাম ছাখাবী রহ. কৃত *'আযযওউল লামে ফি আ'য়ানিল করনিত তাসে'* হাফেজ কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ.-এর জীবনী অংশ দ্রষ্টব্য।

[১৩৮] জন্ম ১৩০১ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ। ইন্তেকাল ১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর জীবনী জানার জন্য দেখুন, 'আলকালামুল মুফীদ', পৃ. ৫৪৬-৫৫০ ॥ [— অনুবাদক]

[১৩৯] আবুল ওয়াফা আফগানী রহ. লিখিত ইমাম আবু ইউসুফের রেওয়ায়েতকৃত কিতাবুল আছারের ভূমিকা।

পর্যালোচনা : ০১

অবশ্য 'জামিয়া করাচী', পাকিস্তানের 'আললুগাতুল আরাবিয়া' অনুষদের প্রধান ড. আব্দুশ শহীদ নুমানী লিখেছেন,

> ومن مؤلفاته "قلائد الأزهار شرح على كتاب الآثار" أربع مجلدات ضخمة، وشرح على كتاب الحجة لأهل المدينة للإمام محمد، والدر الثمين، ورجال كتاب الآثار، وشرح بلاغات محمد في الآثار وكتب أخرى باللغة العربية والأردية.

'মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান শাহাজানপুরী রহ.-এর রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—১. বৃহৎ চার খণ্ডে 'কালায়িদুল আযহার শরহু কিতাবিল আছার।' ২. ইমাম মুহাম্মাদের 'কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনা' এর শরাহ। ৩. আদ দুররুস ছামীন। ৪. রিজালু কিতাবিল আছার। ৫. শরহু বালাগাতি মুহাম্মাদ ফিল আছার। এ ছাড়াও আরবী ও উর্দুতে অন্যান্য কিতাব।'[১৪০]

উল্লেখ্য, 'কালায়িদুল আযহার' কিতাবের ব্যাপারে আল্লামা রুহুল আমীন ছাহেব (দা.বা.) তাঁর 'আলকালামুল মুফীদ' (পৃ. ৫৪৮) কিতাবে তথ্য দিয়েছেন যে, কিতাবটি ছয় খণ্ডে পরিসমাপ্ত। তন্মধ্যে চারটি খণ্ড মুদ্রিত হয়েছে।

পর্যালোচনা : ০২

আবুল ওয়াফা আফগানী রহ.কৃত কিতাবুল আছারের শরাহ-এর বৈশিষ্ট্য

আবুল ওয়াফা আফগানী রহ. কিতাবুল আছারের দুই জিলদের একটি ভাষ্যগ্রন্থ লিখেছেন। এই ভাষ্যগ্রন্থের শুরুতে তিনি একশত উনচল্লিশ পাতার এক দীর্ঘ মুকাদ্দিমা লিখেছেন। মুহাদ্দিসে কাবীর হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী রহ. (১৩১৮ হি.-১৪১২ হি.) এ ভাষ্যগ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন—

> وقد طالعت أكثر الجزء الأول منه فوجدته حافلا بجميع ما يحتاج إليه القارئ كافلا بشرح ما أشكل من الكتاب ولقد أدهشني ما لمحت في

---

[১৪০] আব্দুশ শহীদ নুমানী লিখিত صلة الإمام الكوثري بعلماء شبه القارة الهندية الباكستانية. শাবাকা থেকে।

خلاله من نشاط الشارح لجمع الروايات وسرد النقول المفيدة مما يدل على سعة اطلاعه وطول باعه- فجزاه الله خيرا وتقبل منه.

'কিতাবটির প্রথম খণ্ডের সিংহভাগই আমি অধ্যয়ন করেছি। পাঠকের প্রয়োজনীয় ও দরকারি পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, দুর্বোধ্য জায়গায় (সুন্দর) বিশ্লেষণ, এতে আমি প্রত্যক্ষ করেছি। হাদীস ও আছারের বিপুল সমাহার এবং উপকারী ও ফলদায়ক তথ্য-উপাত্তের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারের যে উদ্দামতা আমি লক্ষ করেছি তা আমাকে বিস্মিত করেছে। যা ব্যাখ্যাকারের জ্ঞানের বিস্তৃত পরিধি এবং পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে।'

মুফতী মাহদী হাসান শাহাজানপুরী রহ. আবুল ওয়াফা আফগানী রহ.-এর ভাষ্যগ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,

وعلق عليه تعليقا نفيسا أتى فيه بلب لباب من كتب قيمة ثمينة نادرة مخطوطة وغيرها من كتب الأحاديث والفقه وأصولهما وما يتعلق بأبوابه من الأحاديث والآثار الواردة فيها وأيدها بأوتاد مؤتدة محكمة البنيان فجاء بحمد الله كتاب الآثار مع تعليقه يسر الناظرين.

'তিনি এ কিতাবে মূল্যবান টীকা-টিপ্পনী যুক্ত করেছেন। যাতে তিনি মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলির পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য হাদীস, ফিকহ ও উসূলে ফিকহের কিতাবাদি থেকে সারাংশ নিয়ে এসেছেন। আবার বাব-সংশ্লিষ্ট হাদীস ও আছারও এনেছেন এবং সুদৃঢ় ভিত্তির মাধ্যমে তা শক্তিশালী করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্! তাঁর এ শরাহটি পাঠককে পুলকিত করবে।'[১৪১]

একটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

হিন্দুস্তানে ইলমে হাদীসের অনুশীলন ও চর্চা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম হয়েছে। এজন্য এখানকার কোনো কোনো মুসান্নিফ এ বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণার

---

[১৪১] 'শরহু কিতাবিল আছার' প্রথম জিলদের পরিশেষে, পৃ. ৬৩৯/৬৪০॥

শিকার হয়েছেন যে, হাদীস বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার কোনো কিতাব বিদ্যমান নেই। সুতরাং মোল্লা জিয়ূন রহ. (ওফাত : ১১৩০ হি.) তাঁর নুরুল আনওয়ার[১৪২] কিতাবে লিখেছেন,

لم يجمع أبو حنيفة كتابا في الحديث.

'আবু হানীফা (রহ.) হাদীসশাস্ত্রে কোনো কিতাব সংকলন করেননি।'

মুসনিদুল হিন্দ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. মুআত্তা মালেকের ফার্সি ভাষ্যগ্রন্থ আলমুসাফফা-এর ভূমিকায় লিখেছেন,

واز ائمہ فقہ امروز ہیچ کتابے کہ خودا یشاں تصنیف کردہ باشند بدست مردماں نیست الا موطا .

'মুআত্তা ছাড়া বর্তমানে ফিকহের ইমামদের কোন কিতাব যা তাঁরা নিজেরা সংকলন করেছেন তার অস্তিত্বই আজ আর অবশিষ্ট নেই।'

শাহ আব্দুল আযীয রহ.ও 'বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন' কিতাবে তাঁর সম্মানিত পিতার অনুকরণে লিখেছেন,

باید دانست کہ از تصانیف ائمہ اربعہ رحمہم امد در علم حدیث غیر از موطا موجود نیست ۔

'জেনে রাখা উচিত যে, ইলমে হাদীসে চার ইমামের রচনাবলির মধ্যে মুআত্তা ছাড়া অন্য কোনো তাসনীফ আজ আর অবশিষ্ট নেই।'

মাওলানা শিবলী নুমানী রহ.ও এ ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর ফয়সালাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। তিনি বলেন,

بے شبہ ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ آج امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے.

'নিঃসন্দেহে আমার একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত হলো, ইমাম সাহেবের কোনো রচনা আজকের দিনে দেখা যায় না।'

---

[১৪২] আলাবী-এর প্রকাশনা লাখনৌ, পৃ. ১৬০॥

তাঁর স্থলাভিষিক্ত মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদবীও এ কথা লিখেছেন যে,

امام مالک کے سوا کسی امام مجتہد کے قلم سے علم حدیث کی کوئی تصنیف ظاہر نہیں ہوئی ۔

'ইমাম মালেক ছাড়া কোনো মুজতাহিদ ইমামের নিজ সংকলিত কোনো হাদীসের কিতাব প্রকাশিত হয়নি।'

মোল্লা জিয়ূন রহ. মুহাদ্দিস ছিলেন না। এ কারণে তাঁর অস্বীকার করাটা আশ্চর্যজনক কিছু নয়।[১৪৩] (ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের ইতিহাসের বাঁক-নির্মাতা) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. কিতাবুল আছার সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তিনি মক্কা মুকাররামার মুফতী শায়েখ তাজুদ্দীন কালায়ী হানাফী থেকে এ কিতাবের কিছু অংশ শ্রবণও করেছেন।[১৪৪]ইনাসানুল আইন ফি মাশায়িখিল হারামাইন কিতাবে তা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন,

واطراف... کتاب الا ثار امام محمد وموطائے او ازوے سماع نمود [১৪৫]

---

[১৪৩] অনেক প্রসিদ্ধ কিতাব রয়েছে, যে সম্পর্কে কোনো কোনো আহলে ইলম আকাবির একেবারেই অবগত ছিলেন না। হাফেজ আবু সাঈদ আলায়ীর মতে হাফেজ আবু আলী নিশাপুরী—যাঁকে ইলালুল হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম মনে করা হয়—সহীহ বুখারী সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনে হায্ম জামে তিরমিযী এবং সুনানে ইবনে মাজাহ সম্পর্কে অনবগত ছিলেন। (ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীসের টীকা, পৃ. ১৭৬)। অতএব 'কিতাবুল আছার' সম্পর্কে মোল্লা জিয়ূন রহ.-এর অনবগতি আশ্চর্যজনক কিছু নয়। (অনুবাদক)

[১৪৪] শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. তাঁর 'ইতহাফুন নাবীহ' কিতাবে (পৃ. ২৬৮) বলেন,

وأما الأحاديث والآثار التي عليها بناء مذهب أبي حنيفة، فقد رويتها مسلسلا بالفقهاء الحنفيين في ضمن كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن، وهو كتاب لطيف، جمع فيه محمد ما رواه عن أبي حنيفة من الآثار، سماعا لطرف منه من لفظ مفتي الحنفية ببلد الله الحرام الشيخ تاج الدين القلعي في ظل الكعبة الشريفة ،...

(অনুবাদক)

[১৪৫] শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. তাঁর 'ইতহাফুন নাবীহ' কিতাবে (পৃ. ৭৭) বলেন,

وسمعت أيضا من الشيخ تاج الدين القلعي مفتي الحنفية بمكة المكرمة أطراف الكتب الستة والدارمي وموطأ الإمام محمد وكتاب الآثار، وأجازني بجميع مروياته عن الحسن

> 'ইমাম মুহাম্মাদের (বর্ণিত) কিতাবুল আছার ও মুআত্তাকে তিনি তাঁর থেকে শ্রবণ করেছেন।'

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এ কথাও জানেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এ কিতাব ইমাম আবু হানীফা থেকে রেওয়ায়েত করেন। নিম্নে মুসাফফায় উল্লিখিত তাঁর ইবারত (উদ্ধৃতি) তুলে ধরা হলো—

آثاریکه از امام ابو حنیفه روایت کرده است[১৪৬]

কিন্তু খুব সম্ভব শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এ কিতাবকে ইমাম আবু হানীফার সংকলন মনে না করে ইমাম মুহাম্মাদের সংকলন মনে করেন। মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী রহ. মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের ব্যাপারেও একই রকম ধারণা প্রকাশ করেছেন। বাস্তবতা হল এই যে, এ গ্রন্থদ্বয়ে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যে পদ্ধতিতে ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম মালেক রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা দেখতেই এজাতীয় ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া খুব বেশি আশ্চর্যজনক কিছু নয়।

কিতাবুল আছারের ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি : একটি পর্যালোচনা

মাওলানা শিবলী নুমানী কিতাবুল আছার-এর ব্যাপারে এবং মোল্লা আলী কারী রহ. মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদ সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তা পড়লে এই ভুল বুঝাবুঝির কারণ সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। মাওলানা শিবলী রহ. লেখেন,

> 'খুওয়ারায্মী ইমাম মুহাম্মাদের আছারকেও ইমাম আযমের মুসনাদসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নিঃসন্দেহে এ কিতাবের অধিকাংশ রেওয়ায়েত ইমাম আযমের থেকেই বর্ণিত। এ জন্য এ কিতাবকে তারা 'মুসনাদে আবু হানীফা' বলবেন, নাকি ইমাম মুহাম্মাদের 'আছার' বলবেন সেটা সম্পূর্ণ পাঠকের মর্জি। মস্তিষ্কের স্মরণকোষে গেঁথে রাখা দরকার যে, ইমাম মুহাম্মাদ এ কিতাবে অনেক হাদীস ও আছার অন্যান্য শায়েখদের থেকেও বর্ণনা করেছেন। এ

العجيمي وأحمد النخلي وعبد الله بن سالم البصري وغيرهم. وقد أجازني غير هؤلاء المذكورين إجازة عامة لجميع مروياتهم يطول البيان بذكرهم.

(অনুবাদক)

[১৪৬] মুসাফফা, পৃ. ৭॥

> দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংকলনের সম্বন্ধ ইমাম মুহাম্মাদের দিকে করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।'[১৪৭]

মোল্লা আলী কারী রহ. (ওফাত : ১০১৪ হি.) মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন,

> قد وجدت بخط أستاذي المرحوم الشيخ عبد الله السندي في ظهر هذا الكتاب أنه موطأ مالك بن أنس برواية محمد بن الحسن، وهو مشكل إذ يروي الإمام محمد فيه عن غيرالإمام مالك أيضا كالإمام أبي حنيفة وأمثاله ولعله نظرا إلى الأغلب.

> "আমি আমার মরহুম উস্তায শায়েখ আব্দুল্লাহ সিন্ধীর হস্তাক্ষরে এই কিতাবের উপরে এটা লেখা পেয়েছি যে, এটি মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের রেওয়ায়েতকৃত মুআত্তায়ে মালেক বিন আনাস। তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়; কেননা ইমাম মুহাম্মাদ এ কিতাবে ইমাম মালেক ছাড়া অন্যান্য শায়েখদের থেকেও—যেমন : ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অনুরূপ শায়েখদের থেকে—রেওয়ায়েত করেন। সম্ভবত এটি (অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মাদের রেওয়ায়েতকৃত মুআত্তায়ে মালেককে ইমাম মালেকের দিকে সম্বন্ধ করাটা) ইমাম মুহাম্মাদের অধিকাংশ রেওয়ায়েতের বিবেচনায়।"

মোল্লা আলী কারী রহ. লিখিত মুআত্তায়ে মুহাম্মাদের শরাহ-এর কলমী নুসখা (পাণ্ডুলিপি) হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের বিভিন্ন কুতুবখানায় আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো—ইমাম মুহাম্মাদের রেওয়ায়েতকৃত কিতাবুল আছারকে ইমাম আবু হানীফার দিকে সম্বন্ধ করার ব্যাপারে মাওলানা শিবলী নুমানীর যে প্রশ্ন ও আপত্তি; মোল্লা আলী কারীরও ইমাম মুহাম্মাদের রেওয়ায়েতকৃত মুআত্তায়ে মালেককে ইমাম মালেকের দিকে সম্বন্ধ করার ব্যাপারে ঠিক সেই একই প্রশ্ন ও আপত্তি। (অর্থাৎ মোল্লা আলী কারী রহ. ও মাওলানা শিবলী নুমানী উভয়ের প্রশ্নের উৎস ও মূল জায়গা একই। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর অমরকীর্তি গ্রন্থের পাঁচ নম্বর পরিশিষ্টে

---

[১৪৭] সীরাতুন নু'মান, পৃ. ২৭॥

এ সংশয়ের অপনোদনে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আশা করি, পাঠক সেখান থেকে দেখে নিলে বিষয়টি আরো অধিক সুস্পষ্ট হবে।—অনুবাদক)

কিতাবুল আছার ও মুআত্তা গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদের হাদীস ও গ্রন্থ বর্ণনার পদ্ধতি

এ দুই কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদের মূল গ্রন্থকার থেকে গ্রন্থ ও হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি ও ধরন হলো—তিনি প্রত্যেক পরিচ্ছেদে প্রথমত সে কিতাবের রেওয়ায়েতসমূহ উদ্ধৃত করেন। এরপর অনিবার্যভাবে সে সকল রেওয়ায়েতের ব্যাপারে তাঁর এবং তাঁর উস্তায ইমাম আবু হানীফার মতামত ও সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেন। যদি মূল গ্রন্থের কোনো রেওয়ায়েত তাঁর দৃষ্টিতে আমলযোগ্য মনে না হয়, তাহলে সে রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর তা আমলযোগ্য না হওয়ার কারণ ও দলিল বিস্তারিত লেখেন।

'কিতাবুল আছার' ও 'মুআত্তা' উভয় কিতাবের অনেক হাদীস ও আছার ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মালেক ছাড়া অন্যান্য শায়েখদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে। সে ভিত্তিতে বাহ্যত এটা মনে হয় যে, এ উভয় কিতাবই স্বয়ং ইমাম মুহাম্মাদেরই তাসনীফ বা সংকলন। অথচ বাস্তবে তা এরূপ নয়; বরং 'কিতাবুল আছার' হলো ইমাম আবু হানীফার তাসনীফ আর মুআত্তা হলো ইমাম মালেকের তাসনীফ। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. হলেন কেবল ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক থেকে 'কিতাবুল আছার' ও মুআত্তার বর্ণনাকারী। কিন্তু যেহেতু ইমাম মুহাম্মাদ এ কিতাব দুটি বর্ণনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হয়েছেন সেহেতু গ্রন্থদুটির উপকার ও তাৎপর্য অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং গ্রন্থ দুটি এরূপ বরিত ও সমাদৃত হয় যে, মূল মুসান্নিফদ্বয়ের স্থলে তাঁর দিকেই কিতাবের সম্বন্ধ হতে থাকে। তাঁর দিকে নিসবত বা সম্বন্ধ করে 'ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুল আছার'[১৪৮] ও 'ইমাম মুহাম্মাদের মুআত্তা' বলা হতে লাগল। এ কারণে বিষয়টি অনুধাবনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত হযরতগণ ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়েছেন বা বিষয়টির মর্ম উদ্ধারে স্খলিত হয়েছেন। কিতাবুল

[১৪৮] প্রকৃতপক্ষে কিতাবুল আছারকে ইমাম আবু হানীফার পরিবর্তে ইমাম মুহাম্মাদের তাসনীফ-সংকলন সাব্যস্ত করা ঠিক এ রকম, যেমন মুআত্তাকে ইমাম মালেকের পরিবর্তে ইমাম মুহাম্মাদ কিংবা ইমাম ইয়াহইয়ার তাসনীফ সাব্যস্ত করা এবং এ মতের উপর অনর্থক বাড়াবাড়ি করা। (তাবসেরা বর মাদখাল, পৃ. ৫৪) —অনুবাদক।

আছার ও মুআত্তার অবশিষ্ট নুসখা ও বর্ণনার ব্যাপারে অনবগতিই (বা বলা যেতে পারে তৎকালীন হাদীসগ্রন্থসমূহের সংকলন পদ্ধতির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত না করাই) যার মূল কারণ।

[আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. কিতাবুল আছারের উপর যে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন তার অনুবাদ এখানে সমাপ্ত হলো। সামনের আলোচনায় আমরা পাঠকের খেদমতে কিতাবুল আছারের আরেকটি সনদ তুলে ধরছি।]

'কিতাবুল আছার'-এর আরেকটি সনদ যে সনদের সকলেই হানাফী

আমরা এ অধ্যায়ে কিতাবুল আছারের যে সনদ পাঠ করে এসেছি, তাতে হানাফী মাযহাব ভিন্ন অন্য মাযহাবের মনীষীও রয়েছেন। পক্ষান্তরে নিম্নে যে সনদ উল্লেখ করা হচ্ছে এ সনদের সকলেই হলেন হানাফী।

إسناد كتاب الآثار للإمام الأعظم مسلسلا بالحنفيين

يقول العبد الضعيف روح الأمين بن حسين أحمد أخوند الفريدبوري:
أجازني شيخي الجليل والعالم النبيل العلامة البحاثة الأصولي المحدث الكبير أعلم أهل عصره بالرجال محمد عبد الرشيد النعماني (١٣٣٣- والمتوفى بعده ١٤٢٠ هـ) عمت فيوضه علينا وعلى المسلمين بطول بقائه، ما تصح له الرواية من منقول ومعقول من حديث وفقه وتفسير وغيرها بشرطه المعتبر عند أهل الأثر:

عن العلامة المحقق الناقد المحدث الأكبر في الديار الهندية حبيب الرحمن بن المولوي الشيخ محمد صابر المئوي الأعظمي حفظه الله تعالى وعمت فيوضه على العالمين: (١٣١٤-والمتوفى بعده ١٤١٢هـ)

عن العلامة الفهامة المتقي الناسك الفاضل الجليل والحبر النبيل مولانا المولوي محمد عبد الغفار بن الشيخ المرحوم محمد عبد الله المئوي الأعظمي: (١٢٨٣- ١٣٤١ هـ)

عن العلامة الفهامة المتقي الورع المولوي محمد عبد الحق بن شاه محمد بن يار محمد الحنفي الإله آبادي: (ت١٣٣٣هـ)

عن الشيخ الأمير العلامة المفسر المحدث محمد قطب الدين الدهلوي المكي: (ت١٢٨٩هـ)

عن الشيخ الأجل المشتهر في الآفاق أبي سليمان إسحاق بن بنت عبد العزيز الدهلوي: (١١٩٦ – ١٢٦٢ هـ)

عن الإمام الأوحد الرحلة الشيخ عبد العزيز الدهلوي: (١١٥٩–١٢٣٩ هـ)

عن أبيه الإمام الهمام حجة الإسلام أبى عبد العزيز قطب الدين أحمد المدعو بولي الله بن أبي الفيض عبد الرحيم العمري الدهلوي: (١١١٠– ١١٧٦هـ)

عن مفتي الحنفية ببلد الله الحرام الشيخ تاج الدين القلعي (١١٤٩هـ)[১৪৯]، في ظل الكعبة الشريفة:

عن العلامة الشيخ حسن بن علي العجيمى المكي الحنفي: (ت١١١٣هـ)

عن الشيخ خير الدين بن أحمد مفتي الحنفية بالرملة ونواحيها: (٩٩٣–١٠٨١ هـ)

عن الشيخ محمد بن سراج الدين عمر الحانوتي: (٩٢٨ – ١٠١٠ هـ)

عن والده الإمام سراج الدين: (..– ..)

عن المحب محمد بن جرباش: (..– ..)

عن محمد بن محمد الرومي: (..– ٨٢٥ هـ)

عن محمد بن محمد الحريري: (..–٧٧٩هـ)

قال أخبرنا القوام أبو حنيفة أمير كاتب بن عمر الإتقاني: (٦٨٥ – ٧٥٨ هـ)

قال أخبرنا الحسام الحسين بن علي الصِّغناقي، (..-٧١١\٧١٤هـ)

وعن أحمد بن أسعد البخاري: (٥٨٠ – ٦٦٧ هـ)

---

[১৪৯]

قال الراقم: هكذا وجدت تاريخ وفاته في "تحفة المجالس في التعليقات على فهرس الفهارس".

قالا: أخبرنا حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري: (٦١٥ –٦٩٣ هـ)

قال أخبرنا شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري: (٥٥٩ – ٦٤٢ هـ)

قال أخبرنا البدر الورسكي: (..–٥٩٤ هـ)

قال أخبرنا ركن الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني: (٥٧٤- ٥٤٣ هـ)

قال أخبرنا الفخر أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد الأرسابندي: (..-٥١١هـ)

قال أخبرنا به القاضي العلامة أبو عبد الله علاء الدين المروزي (..-. ٤٤٦ هـ):

قال أخبرنا أبوزيد الدبوسي (..- ٤٣٠ هـ)

قال أخبرنا أبو جعفر الأُسْرُوشَني، (..- ٤٠٤ هـ)

والقاضي أبو علي الحسين النسفي: (..- ٤٢٤ هـ)

قالا: أخبرنا أبو بكر محمد بن الفضل، (٣٨١ هـ) وأبو إبراهيم إسحاق بن محمد بن حمدان الخطيب المُهَلّبي. (..-٣٩٥هـ)

قالا: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي: (..- ٣٤٠ هـ)

عن أبي بكر بن أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير

قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي حفص الكبير (..-٢٦٤هـ)

وأبو محمد عبد الرحيم بن داود السِّمناني.

فالأول: عن أبيه أبي حفص أحمد بن حفص. (..-٢١٧ هـ)

والثاني: عن إسماعيل بن توبة القزويني. (..-٢٤٧ هـ)

قالا: أخبر به الإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ - ١٨٧ هـ)
عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان الكوفي، وغيره من مشايخه[১৫০]
(الكلام المفيد ص ٣١، ٣٢.)

[১৫০] আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর দীর্ঘদিনের সংস্রবপ্রাপ্ত শাইখুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমীন ফরিদপুরী (দা. বা.)—আমেরিকান প্রবাসী—গত ২৩ ই-জুমাদাস সানী, ১৪৪১ হি. ৬/২/২০২১ ঈ. তারিখে অধমকে লিখিতভাবে কিতাবুল আছারসহ আরো অনেক কিতাবের ইজাযত প্রদান করে ধন্য করেছেন। এ ছাড়া নুমানী রহ.-এর আরেক শাগরিদ, বহু মৌলিক গ্রন্থ-প্রণেতা, মুফতী হিফজুর রহমান কুমিল্লায়ী (দা. বা.)-এর মাধ্যমে অধমাধম ও দীন অনুবাদককেও আল্লাহ তাআলা কিতাবুল আছারের উক্ত সনদের স্বর্ণশিকলে যুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। —অনুবাদক।

তৃতীয় অধ্যায়

মুসনাদে ইমাম আযমের মুকাদ্দিমা

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মুসনাদ
পরিচিতি ও মূল্যায়ন

হাদীসশাস্ত্রের বরিত-খ্যাতিমান গবেষক মাওলানা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. আল্লামা মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধী রহ.-এর বিন্যাসকৃত মুসনাদে ইমাম আযমের শুরুতে মূল্যবান ইলমী তথ্যাদিতে সমৃদ্ধ দালিলিক ও তাহকীকপূর্ণ যে মুখবন্ধ লিখেছেন, তা-ই পাঠকের সামনে অনূদিত আকারে তুলে ধরা হলো। পাঠক এই মুখবন্ধটি পাঠ করলে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মুসনাদের আধিক্য দেখে বিমুগ্ধ হবেন। পাঠকের হৃদয় সমৃদ্ধ হবে নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞানে। মূল্যবান তথ্য ও আলোচনায় সমৃদ্ধ এই চুম্বক মুখবন্ধটি পাঠ করলে ইমাম আযম রহ. সম্পর্কে সন্দেহ ও হতাশায় নিপতিত এক শ্রেণির মানুষ সন্দেহ ও হতাশার দোলা থেকে রেহাই পাবেন বলে আশা রাখি।

এখানে একটি বিষয় আমাদের মানসপটে গেঁথে নেয়া দরকার যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এত সুউচ্চ মাকামে উপনীত হয়েছেন যে, যদি তাঁর কোনো মুসনাদ কিংবা সংকলিত কিতাব নাও থাকতো তবুও তা তাঁর জন্য কোনো ত্রুটি বা দোষের কারণ ছিল না। জ্ঞান ও শাস্ত্রের গ্রন্থনার দায়িত্ব পালনের বহু ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা। অতএব ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর অধিকহারে যে মুসনাদ সংকলন করা হয়েছে এগুলো তাঁর অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা।

আল্লামা মাহমুদ হাসান খান টোংকী রহ. তাঁর মুজামুল মুসান্নিফীন গ্রন্থে পনেরোটি মুসনাদ ও মা-ওয়ারদির মুসনাদ উল্লেখ করার পর বলেন,

وهذا أدل دليل لا دليل فوقه على أن الإمام كان من حفاظ الحديث، ومن المكثرين في روا يته، وذلك لأن المحدثين لم يعتنوا بجمع حديث أحد إلا حديث من أكثر في السماع والرواية من المحدثين.

> 'ইমাম আযম যে হাফিজুল হাদীস এবং অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্তর্গত ছিলেন—এ সকল মুসনাদ তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কেননা মুহাদ্দিসগণ কেবল সেসব ব্যক্তিদের হাদীস সংকলনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হবেন, যিনি অধিকহারে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং মুহাদ্দিসদের থেকে অধিকহারে রেওয়ায়েত করেছেন।' [১৫১]

ভূমিকামূলক এসব কথার পর মূল আলোচনা শুরু হওয়ার আগে আমরা কিছু পরিভাষার সাথে পরিচিত হয়ে নিই, তাহলে সামনের আলোচনা বুঝা আমাদের জন্য সহজ হবে। পরিভাষাগুলো নিম্নরূপ :

সিহাহ : ওই সকল কিতাবকে বলা হয়, যে সকল হাদীসের ইমাম তাঁদের কিতাবে সহীহ হাদীস সংকলন করার নীতি গ্রহণ করেছেন।

সুনান : যে সকল কিতাবে ফিকহী বিন্যাসে হাদীস সংকলন করা হয়েছে। যেমন প্রথমে কিতাবুত তাহারাত অতঃপর কিতাবুস সালাত; এভাবে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য অধ্যায়ের আলোচনা।

মুস্তাখরাজ : যে গ্রন্থে অপর কোনো হাদীসগ্রন্থের হাদীসসমূহ তারতীব ও হাদীসের মূলপাঠ অক্ষুণ্ন রেখে সেই গ্রন্থের লেখকের সনদে হাদীসটি না এনে বরং নিজের সনদে সংকলন করে দেয়া হয়।

জামে : জামে এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন আলেমদের মাঝে রয়েছে ভিন্নতা। শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেছেন—

> اشتهر عند بعض المتأخرين أنه الكتاب المشتمل على ثمانية أبواب من السير، والآداب، والتفسير، والعقائد والفتن والأحكام، والأشراط والمناقب، بل (الجامع) في اصطلاح المتقدمين هو كل كتاب جامع لمجموعة من الأحاديث من المسانيد وغير المسانيد، سواء أكانت من جميع الأبواب الثمانية المذكورة أو بعضها، وسواء أكانت مرتبة على الأبواب الفقهية كجامع الإمام سفيان الثوري وجامع الإمام معمر بن راشد البصري، أو على ترتيب آخر من طرق الترتيب المعروفة عند

---

[১৫১] ২য় খণ্ড, পৃ. ১২১।

قدامى المحدثين.- تعليق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة رحمه الله تعالى
على ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث. ص ٤٧

সারসংক্ষেপ : মুতাআখখিরীন আলেমদের নিকট যে হাদীসগ্রন্থে আটটি— সিয়ার, আদাব, কুরআনের তাফসীর, আকীদা, ফিতান, আহকাম, কিয়ামতের আলামত ও মানাকিব—বিষয় সংশ্লিষ্ট হাদীস একত্র করা হয়েছে তাকে জামে বলে। পক্ষান্তরে মুতাকাদ্দিমীনদের নিকট জামে শিরোনামের হাদীসের কিতাবসমূহের জন্য উক্ত আটটি বিষয়ের সংশ্লিষ্ট হাদীস একত্র হওয়া জরুরী নয়। বরং তাতে উক্ত আটটি বিষয়ের সংশ্লিষ্ট হাদীসও থাকতে পারে আবার এর চেয়ে কমও থাকতে পারে। আবার তা ফিকহী বিন্যাস অনুযায়ী সাজানো থাকতে পারে, যেমন জামে সুফিয়ান সাওরী, জামে মা'মার বিন রাশেদ। আবার ফিকহী বিন্যাস ছাড়া মুতাকাদ্দিমীন আলেমদের মাঝে প্রচলিত অন্য কোন বিন্যাসেও সাজানো থাকতে পারে।

উল্লেখ্য, মুতাকাদ্দিমীন আলেমদের কাছে সুনান ও মুসান্নাফ উভয়টার ক্ষেত্রে জামে শব্দ ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। যেমন : জামে আব্দুর রাজ্জাক, যা মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক নামে প্রসিদ্ধ।

মুসনাদ : মুসনাদ গ্রন্থগুলোর বিন্যাস সাহাবীকেন্দ্রিক। অর্থাৎ যে সকল হাদীসগ্রন্থে শুধু মারফু হাদীস সাহাবীদের নামের ক্রমানুসারে সংকলন করা হয়েছে। যেমন : মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসী, মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে ইবনে আবী শাইবা, মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদসহ অজস্র কিতাব। নামের এ ক্রমবিন্যাস সাহাবীদের ফজীলতের ভিত্তিতে হতে পারে বা ইসলাম গ্রহণের ভিত্তিতে হতে পারে, আবার আরবী বর্ণানুক্রমিক হিসেবেও হতে পারে।

তবে কখনও কখনও সাহাবীকেন্দ্রিক কিংবা আরবী বর্ণানুক্রমিক হিসেবে সাজানো নয়, বরং ফিকহী বিন্যাস অনুযায়ী বিন্যস্ত আবার সংগৃহীত হাদীসসমূহও মুসনাদ ও মারফু; এরূপ কিতাবকেও মুসনাদ বলা হয়। যেমন : সহীহ বুখারী।

মু'জাম : উস্তাযের ফজীলতের ভিত্তিতে তাদের বর্ণিত হাদীস যে কিতাবে সংকলিত থাকে। এই বিন্যাস আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতা অনুযায়ী হতে পারে কিংবা তাঁদের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতেও হতে পারে।

আজযা : যে সকল হাদীসের কিতাবে একটি মাসআলা সম্পর্কে যত হাদীস বর্ণিত আছে, সেসব হাদীস সংকলন করা হয়।

তুরুক : যে কিতাবে একই হাদীসের বিভিন্ন সনদ উল্লেখ করা হয়। যেমন : আবু নুআইম আল-আসবাহানীকৃত طرق حديث إن لله تسعة وتسعين اسما জিয়া মাকদেসীকৃত, طرق حديث الحوض ইত্যাদি আরো অনেক কিতাব। —মুহসিনুদ্দীন খান।

ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.-এর মুসনাদ সংক্রান্ত সারগর্ভ আলোচনা

ইমাম আযম ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ইলমে হাদীসে যে উচ্চ মরতবা ও মাকাম অর্জিত হয়েছে তা এটা থেকে অনুমান করা যায় যে, যে অধিকহারে তাঁর মুসনাদ লেখা হয়েছে অন্য কোনো ইমামের বেলায় সে পরিমাণ লেখা হয়নি।[১৫২]

মুসলমানদের মধ্যে হাদীস বর্ণনার যে ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে পৃথিবীতে তার নযীর ও দৃষ্টান্ত নেই। সিহাহ, সুনান, মুস্তাখরাজ, জামে, মুসনাদ, মু'জাম, আজযা, তুরুক ইত্যাদি বিভিন্ন শিরোনামের হাদীসের কিতাব অস্তিত্বে এসেছে। আবার প্রত্যেক শিরোনামের অধীনে বেশুমার ও অসংখ্য হাদীসের কিতাব সংকলন করা হয়েছে; কিন্তু বিশেষ কোনো এক ব্যক্তিরই বর্ণনাকে একটি স্বতন্ত্র মাজমুআতে (গ্রন্থে) পৃথকভাবে সংকলন করার প্রচলন তখনো বেশ একটা হয়ে উঠেনি।

মুহাদ্দিস এবং হাফেজে হাদীসদের মধ্যে খুব কমসংখ্যকই এ বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী যে, যাদের হাদীসসমূহ স্বতন্ত্র তাসনীফে পৃথকভাবে সংকলন করা হয়েছে। যদ্দূর আমার জানা আছে, শুধু ইমাম আবু হানীফা রহ.-ই হলেন এমন একজন খোশ কিসমত মহাপুরুষ, যাঁর বর্ণিত হাদীস ও রিওয়াতসমূহের ব্যাপারে সাধারণ নিয়মের চেয়ে বেশি তথা অস্বাভাবিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অধিকহারে তাঁর রেওয়ায়েতকৃত হাদীস ও আছারের (সনদসহ) মুসনাদ[১৫৩] হাদীসগ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে, আর ঐ মুসনাদ সংকলকদের মাঝে এমন সব যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ও হাফিজুল হাদীসও রয়েছেন যাঁরা নিজেরাই এর যোগ্য ছিলেন

---

[১৫২] এটা সুস্পষ্ট যে, এ সকল মুসনাদ গ্রন্থ 'কিতাবুল আছার' ব্যতিরেকেই। 'কিতাবুল আছার' হলো ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর প্রসিদ্ধ তাসনীফ। হাদীসশাস্ত্রে এ কিতাবের ইলমী অবস্থান এবং এ কিতাবের বর্ণনাকারী ইমামগণ কোন পর্যায়ের এবং এ কিতাবের নুসখা কাদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এ সমুদয় বিষয় নিয়ে আমরা 'কিতাবুল আছার'-এর মুখবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। যা সম্প্রতি 'কিতাবুল আছার'-এর উর্দূ তরজমার সাথে মুহাম্মাদ সাঈদ এণ্ড সন্স প্রকাশ করেছে। (গ্রন্থকারের টীকা)

[১৫৩] ইমাম আবু হানীফার সূত্রে বর্ণিত যে সকল হাদীসসমূহকে আলাদা কিতাবে সনদসহ সংকলন করা হয়েছে এখানে মুসনাদ দ্বারা সেসব হাদীসকে বুঝানো হয়েছে। (অনুবাদক)

যে তাঁদের মুসনাদ[১৫৪] লেখা হবে। এই সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে কেউ ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সমপর্যায়ের হলে তা শুধু ইমাম মালেক রহ.-ই হতে পারেন।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মুসনাদ সংকলক ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বর্ণিত হাদীস ও রেওয়াতসমূহকে যে সকল বরেণ্য মুহাদ্দিস ও মনীষীগণ স্বতন্ত্র তাসনীফে পৃথকভাবে সংকলন করেছেন তন্মধ্যে যাঁদের ব্যাপারে আমরা তাহকীক (গবেষণা) ও অনুসন্ধান করতে পেরেছি তাঁদের আলোচনা নিম্নে দেখানো হলো :

১। হাফেজ[১৫৫] মুহাম্মাদ বিন মাখলাদ বিন হাফস দূরী (২৩৩ হি.-৩২১ হি.)

তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। তবে তিনি আতা নিসবত বা সম্বোধনে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। 'দূর' হলো বাগদাদ শহরের শেষপ্রান্তে পূর্ব দিকের উঁচু ভূমির একটি এলাকা। এ এলাকার দিকে সম্বন্ধ করেই তাঁকে 'দূরী' বলা হয়। তিনি হিজরী ২৩৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন, আর ৩২১ হিজরী সনে জুমাদাল উখরাতে ৯৮ বছর বয়সে (যখন তাঁর বয়স এক শ'র কোঠা ছুঁই ছুঁই করছে এমন সময়) মহাকালের অন্তহীন পথে পাড়ি জমান। হাদীসশাস্ত্র তিনি ইয়াকুব দাওরাকা, যুবায়ের বিন বাক্কার, হাসান বিন আরাফা, ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ প্রমুখ ব্যক্তিদের থেকে অর্জন করেছেন। আর তাঁর থেকে দারাকুতনী, ইবনে উকদা, ইবনুল মুযাফ্ফার-এর মতো শীর্ষ পর্যায়ের হাফেজে হাদীসগণ হাদীসশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন।

হাফেজ যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফফাজ কিতাবে তাঁর আলোচনা এভাবে শুরু করেছেন,

---

[১৫৪] ইলমের ধারক-বাহকদের মাঝে যারা বিভিন্ন বিশিষ্টতার অধিকারী ছিলেন আয়িম্মায়ে হাদীস, হুফফাজে হাদীস ও মুহাদ্দিসগণ তাঁদের বর্ণিত হাদীসগুলোকে বা তাদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহকে আলাদা কিতাবে সনদসহ সংকলন করেছেন। এই ধরনের সংকলনসমূহের একটি শিরোনাম হলো 'মুসনাদ'। এখানে মুসনাদ বলতে এটিই বুঝানো হয়েছে। (অনুবাদক)

[১৫৫] এ গ্রন্থে অনেক স্থানে কোনো কোনো মুহাদ্দিসের বিশেষণ হিসেবে 'হাফেজ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীস ও আসমাউর রিজালের পরিভাষায় এর অর্থ 'হাফিজুল হাদীস' তথা সুনির্দিষ্ট শর্তের অধিকারী ও গুণাবলি সম্পন্ন হাদীসশাস্ত্রের প্রাজ্ঞ পণ্ডিত। 'হাফেজ' বলতে কেবল কুরআনের হাফেজ বুঝানোর প্রচলন ইদানীংকালের। (অনুবাদক)

الإمام المفيد الثقة مسند[১৫৬] بغداد..

তিনি হলেন ইমাম, মুফীদ,[১৫৭] নির্ভরযোগ্য, বাগদাদের 'মুসনিদ।

সামনে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি লিখেছেন,

وكان معروفا بالثقة والصلاح والاجتهاد في الطلب.

'তিনি সিকাহ, নেককার এবং হাদীস অন্বেষণে নিরন্তর চেষ্টা-সাধনার ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন।'

মুহাদ্দিস দারাকুতনীর কাছে একবার তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতে লাগলেন, ثقة مأمون (তথা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য)। 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ'-এ তাঁর পিতার নাম মাখলাদের স্থানে আহমদ লেখা হয়েছে। এটা মুদ্রণজনিত ভুল। তা শুধরে নেয়া কাম্য। হাফেজ ইবনুল জাওযীকৃত المنتظم في تاريخ الملوك والأمم এবং ইয়াকুত হামাবীকৃত মু'জামুল বুলদানে এবং রিজালের অন্যান্য গ্রন্থে তাঁর পিতার নাম মাখলাদ বলেই উল্লেখ রয়েছে। হাফেজ ইবনে মাখলাদ ইমাম আবু হানীফার রেওয়াতসমূহকে একটি স্বতন্ত্র সংকলনে পৃথকভাবে একত্র ও গ্রন্থিত করেছেন। যার আলোচনা মুহাদ্দিস খতীব

---

[১৫৬]

المسند- بكسر النون- من يعنى بالإسناد من حيث اتصاله أو انقطاعه أو تسلسله بصفة معينة، وإن لم يكن له خبرة بالمتون. (رتب الحفظ عند المحدثين -ص ٣ للعلامة عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله)

وقد صار اليوم يطلق على من توسع في الرواية وحصل الكثير من المسانيد والفهارس، واتصل بها عن أيمة المشرق والمغرب من أهل هذا الشأن. (فهرس الفهارس : ٧١/١)

[১৫৭]. **'মুফীদ' বলতে কী বুঝায়?** 'মুফীদ' হলো মুহাদ্দিসদের একটি লকব এবং মুহাদ্দিসের উপরের স্তরের (উচ্চ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক) একটি পদবি। আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক গুমারী বলেন, 'মুফীদ' হলো, যার মাঝে মুহাদ্দিসের শর্তাবলি বিদ্যমান এবং যিনি হাফিজুল হাদীসের ইমলার মজলিসে উপস্থিত তালিবুল ইলমদের অর্থজ্ঞাপনের যোগ্যতা রাখেন। তালিবুল ইলমরা যা শোনে-নি তা পৌঁছে দেন, যা বুঝেনি তাদেরকে তা বুঝিয়ে দেন। আর এই ফায়দা পৌঁছানো এভাবে হবে যে, তিনি সনদের নিম্নলিখিত প্রকারসমূহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করবেন। তথা আলী, নাযেল, বদল, মুসাফাহা ও মুওয়াফাকাত সম্পর্কে অবগত হবেন। সাথে সাথে 'ইলমুল ইলাল' সম্পর্কেও তাঁর পাণ্ডিত্য থাকবে। (রুতাবুল হিফজি ইনদাল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ৬॥ শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. কৃত *আর রফউ ওয়াত তাকমীলের* টীকা, পৃ. ৬০) —অনুবাদক।

বাগদাদীর 'তারীখে বাগদাদ'–এর বিভিন্ন জায়গায় এসেছে।[১৫৮] মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন ওয়াযে আবু দাউদ আল-জাম্মালের আলোচনায় খতীব বাগদাদী উল্লেখ করেন,

روى عنه محمد بن مخلد الدورى في جمع حديث أبي حنيفة.

'তাঁর থেকে মুহাম্মাদ বিন মাখলাদ দূরী তাঁর جمع حديث أبي حنيفة গ্রন্থে রেওয়ায়েত করেছেন।'[১৫৯]

২। হাফেজে আস্‌র ইবনে উকদা (২৪৯ হি.-৩৩২ হি.)

হাফেজে আস্‌র (যুগশ্রেষ্ঠ হাফিজুল হাদীস) ইবনে উকদা আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আল কুফী। 'উকদা' ছিল তাঁর পিতার লকব বা উপাধি, যিনি অত্যন্ত নেককার ও পরহেজগার মানুষ ছিলেন এবং নাহু শিক্ষাদান করতেন। হাফেজ যাহাবী রহ. ইবনে উকদার আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দে শুরু করেছেন—

ابن عقدة حافظ العصر والمحدث البحر.

'ইবনে উকদা যুগশ্রেষ্ঠ হাফেজুল হাদীস এবং সমুদ্রতুল্য মুহাদ্দিস।'

এরপর তাঁর হালত (অবস্থা ও বৃত্তান্ত) বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন,

إليه المنتهى في قوة الحفظ وكثرة الحديث وصنف وجمع وألف في

---

[১৫৮] যেমন : তিনি আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন জাহম আলবলখীর তরজমায় বলেন,

قَدِمَ بغداد، وَحَدَّث بها عن محمد بن الفضيل البلخي. رَوَى عنه محمد بن مخلد الدوري في "مسند حديث أبي حنيفة" الذي جمعه.

(তারীখে বাগদাদ ৬/৭৮ তরজামা : ২৫৭৪)। মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আবু আব্দুল্লাহ আলমাছরুকী-এর তরজমায় বলেন,

حَدَّثَ عَن وجوده في كتاب جده. رَوَى عنه محمد بن مخلد في مسند أبي حنيفة.

(তারীখে বাগদাদ ৩/৪৩৮ তরজামা নং- ৯৬৪) [—অনুবাদক]

[১৫৯] [তারীখে বাগদাদ ২/৫৮৩, দারুল গরবিল ইসলামী, প্রথম প্রকাশ ১৪২২ হিজরি, ড. বাশশার আউওয়াদ মারুফ-এর তাহকীককৃত]

الأبواب والتراجم.

'স্মৃতির প্রখরতা ও হাদীসের আধিক্যে তিনিই শেষ ঠিকানা (তথা শীর্ষ ছিলেন।) তিনি আবওয়াব ও তারাজিম তথা অধ্যায় ও মাসানীদ[১৬০] উভয় শিরোনামের অধীনে লেখালেখি ও সংকলন করেছেন।'[১৬১]

(ইতিহাসবেত্তা ও ইতিহাস বিশ্লেষক) হাফেজ আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ ইবনুল জাওযী রহ. (ওফাত : ৫৯৭ হি.) তাঁর 'আলমুনতাজাম ফী তারীখিল মুলুকি ওয়াল উমাম' কিতাবে লিখেছেন,

وكان من أكابر الحفاظ، وروى عنه من أكابرهم : أبو بكر بن الجعابي، وعبد الله بن عدي، والطبراني، وابن المظفر، والدار قطني، وابن شاهين.

তিনি নিজেই শীর্ষস্থানীয় হাফেজে হাদীসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর শীর্ষস্থানীয় হাফেজে হাদীস তথা আবু বকর ইবনুল জিআবী, আব্দুল্লাহ বিন আদী, তবারানী, ইবনুল মুযাফ্ফার, দারাকুতনী, ইবনে শাহীন প্রমুখ হাফেজে হাদীসগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৬২]

হাফেজ ইবনে উকদার জন্মসন ২৪৯ হিজরী, ওফাত : জ্বিলকাদা, ৩৩২ হিজরী।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেজ বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী রহ. তাঁর 'আত-তারীখুল কাবীর' কিতাবে লেখেন,

إن مسند أبي حنيفة لابن عقدة يحتوي وحده على ما يزيد على ألف حديث.

'শুধু হাফেজ ইবনে উকদা সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফাতে

---

[১৬০] (অনুবাদক) হাফেজ যাহাবী রহ. *সিয়ারু আলামিন নুবালা* কিতাবে হাফেজ ইবনে উকদার তরজমায় উক্ত কথাটিকে এভাবে উল্লেখ করেছেন—

وجمع التراجم والأبواب والمشيخة، وانتشر حديثه، وبعد صيته،

[১৬১] [তাযকিরাতুল হুফফাজ ৩/৪০]

[১৬২] ['আলমুনতাজাম' ৩৩২ হিজরীতে ইন্তেকালকারী আকাবিরদের আলোচনা।]

সহস্রাধিক হাদীস রয়েছে।'[১৬৩]

৩। হাফেজ আবুল কাসেম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবীল আওয়াম আস-সা'দী (ওফাত : ৩৩৫ হি.)

হাদীসশাস্ত্রে তিনি ইমাম নাসায়ী[১৬৪] এবং ইমাম ত্বহাবী রহ.-এর শিষ্যত্ব বরণ করেন। মিশরে তিনি বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফার মানাকিবের উপরও 'ফাযায়িলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাকিবুহু' নামে একটি বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই মুসনাদে আবু হানীফাও[১৬৫] উক্ত কিতাবের একটা অংশ। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি দিমাশকের 'কুতুবখানায়ে জাহিরিয়াতে সংরক্ষিত রয়েছে। সেখান থেকে মাজলিসে ইহয়াইল মাআরিফিন নুমানিয়া হায়দারাবাদ দাকান এ কিতাবের ফটোকপিও সংগ্রহ করেছে।

শুনেছি, উক্ত মাজলিসের পরিকল্পনা হলো, এই নাদির ও দুর্লভ উপঢৌকনকে ব্যাপকহারে প্রচার-প্রসার করা। আমি আশাবাদী যে, দ্রুত কিংবা বিলম্বে কিতাবটি দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণে সজ্জিত হয়ে আহলে ইলম—বিদগ্ধজনের কাছে পৌঁছে যাবে। [আলহামদুলিল্লাহ! অনেক বিলম্বে হলেও আল্লাহপাক তাঁর আশাকে পূর্ণ করেছেন। শাইখুল হাদীস জাকারিয়া রহ.-এর খলীফা আব্দুল হাফীজ মক্কী রহ.-এর প্রচেষ্টায় শায়েখ লতীফুর রহমান আলবাহরায়েজী আলকাসেমী-এর তাহকীকে তা ১৪৩১ হিজরী সনে প্রকাশিত হয়েছে। কিতাবটি আধুনিক মুদ্রণ সৌকর্যেও অপূর্ব। —অনুবাদক]

৪। হাফেজ উশনানী (মৃত্যু : ৩৩৯ হি.)

হাফেজ উশনানী কাজী আবুল হুসাইন উমর বিন হাসান বিন আলী (বাগদাদী) (মৃত্যু : ৩৩৯ হি.) হাফেজ তলহা বিন মুহাম্মাদ তাঁর সম্পর্কে বলেন,

كان من جلة أصحاب الحديث المجودين وأحد الحفاظ وقد حدث

---

[১৬৩] (মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ যাহেদ কাওসারী রহ. লিখিত تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب. পৃ. ১৫৬ মিশর, ১৩৬১ হি. দ্রষ্টব্য।)

[১৬৪] ইমাম যাহাবী রহ., *তাযকিরাতুল হুফফাজ*। ইমাম নাসায়ীর তরজমা দ্রষ্টব্য।

[১৬৫] এখানে মুসনাদে আবু হানীফা বলতে *'ফাযায়িলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাকিবুহু'* কিতাবের ذكر ما انتهى إلينا من العلماء والفقهاء والمحدثين الذين أخذوا عن أبي حنيفة الحديث والفقه، অংশটি বুঝানো হয়েছে। [—অনুবাদক]

حديثا كثيرا وحمل الناس عنه قديما وحديثا.

'তিনি উচ্চ মরতবার মুতকিন মুহাদ্দিস এবং হাফেজে হাদীসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি অধিকহারে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর লোকজন পূর্বে ও পরে—সব যামানাতেই তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।'

হাফেজ আবু আলী—যিনি ইমাম দারাকুতনী এবং হাকেমের শায়েখ ছিলেন—তাঁকে সিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তাঁর সংকলিত 'মুসনাদে আবু হানীফা' থেকে মুহাদ্দিস খুওয়ারায্মী রহ. 'জামিউল মাসানীদে' হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

৫। ইমাম আবদুল্লাহ হারেসী (ওফাত : ৩৪০ হি.)

তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

৬। হাফেজ ইবনে আদী (২৭৭ হি.-৩৬৫ হি.)

হাফেজ ইবনে আদী আবু আহমদ আব্দুল্লাহ বিন আদী আলজুরজানী, যিনি ইবনুল কাত্তান নামে পরিচিত। 'আলকামেল ফিল জরহে ওয়াত তা'দীল' গ্রন্থ প্রণেতা। জরাহ্-তাদীল শাস্ত্রে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে। হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম নাসায়ী এবং আবু ইয়া'লা মাওসেলীর শাগরিদ। আল মালিকুল মুআযযাম[১৬৬] ঈসা বিন আবু বকর আইয়ুবী السهم المصيب في كبد الخطيب কিতাবে লিখেছেন, হাফেজ ইবনে আদী তাঁর 'মুসনাদে আবু হানীফার' ভূমিকায় ইমাম আযমের মানাকিব (বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি) নিয়েও আলোকপাত করেছেন।[১৬৭]

---

[১৬৬] তাঁর পূর্ণ নাম ও নসব হলো—আলমালিকুল মুআযযাম আবুল মুযাফফার ঈসা বিন আল মালিকুল আদেল সাইফুদ্দীন আবী বকর বিন আয়ুব আলহানাফী রহ.। জন্ম ৫৭৮ হিজরী। ইন্তেকাল ৬২৪ হিজরী। তাঁর লিখিত 'আস-সাহমুল মুসীব ফী কাবিদিল খতীব' কিতাবটি ১৩৫০ হিজরী সনে হিন্দুস্তানের দিল্লীতে আলজামিয়াতুল মিল্লিয়্যাহ্ প্রকাশনা থেকে ছাপা হয়। তারপর এ কিতাবটি ১৩৫১ হিজরী সনে প্রায় দুই শত পৃষ্ঠায় মিশর থেকে প্রকাশিত হয়। (শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. কৃত আর রফউ ওয়াত তাকমীল-এর টীকা, পৃ. ৭৭॥)—অনুবাদক।

[১৬৭] **ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে ইবনে আদীর ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন :** 'ইবনে আদী রহ. একসময় ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর আসহাবের ব্যাপারে মন্দ ধারণার শিকার হওয়ার কারণে

৭। হাফেজ মুহাম্মাদ বিন আলমুজাফফার (২৮৬ হি.-৩৭৯ হি.)

হাফেজ মুহাম্মাদ বিন আলমুজাফফার আবুল হুসাইন আলবাগদাদী, ২৮৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর ৩০০ হিজরীতে হাদীস শ্রবণ শুরু করেন। যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। হাদীস অন্বেষণে তিনি সুদূর মিশর, শাম, জাযীরা এবং ইরাক পদব্রজে সফর করেছেন। তাঁর উস্তাযদের কাতারে মুহাম্মাদ বিন জারীর তবারীর মতো বিখ্যাত ইমামও রয়েছেন। দারাকুতনী, ইবনে শাহীন, বারকানী, আবু নুআইম আল-আসবাহানী এবং অন্যান্য শীর্ষ পর্যায়ের মুহাদ্দিস তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইমাম দারাকুতনী রহ. তাঁর থেকে হাজারও হাদীস শুনেছেন (এবং লিখেছেন)। দারাকুতনী রহ. তাঁকে খুব সম্মান ও দারুণ সমীহ করতেন। আর কখনও তিনি (দারাকুতনী) তাঁর এ উস্তাযের উপস্থিতিতে কোনো কিছুর উপর ভর করে বা ঠেস দিয়ে বসতেন না।

হাফেজ যাহাবী রহ. 'তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ' কিতাবে তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন এভাবে,

الحافظ الإمام الثقة محدث العراق

'হাফিজুল হাদীস, ইমাম, সিকাহ, ইরাকের মুহাদ্দিস।'

তিনি উদ্ধৃত করেন,

جمع وألف وعن مطابق هذالفن لم يتخلف.

'তিনি হাদীস সংকলন করেছেন, কিতাব রচনা করেছেন। এবং এ শাস্ত্রের মূলনীতিকে অতিক্রম করেননি।'[১৬৮]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর 'তা'যীলুল মানফাআ বিযাওয়ায়িদি

ইমাম আযমের ব্যাপারে রূঢ়ভাষী ছিলেন। এরপর যখন ইমাম আবু জা'ফর আততহাবী রহ.-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক হল এবং তাঁর কাছ থেকে ইলম অর্জন করলেন তখন তাঁর মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন হল। ফলে পূর্ব অনাকাঙ্ক্ষিত ধারণার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ইমাম আযম রহ.-এর একটি মুসনাদ সংকলন করেন।' (তানীবুল খতীব, পৃ. ১৬৯) —অনুবাদক।

[১৬৮] দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত ও আব্দুর রহমান বিন ইয়াহইয়াহ্ আল মুআল্লিমী-এর তাহকীককৃত *'তাযকিরাতুল হুফফাজে'* ইবারতটি এভাবে রয়েছে—وجمع وألف وعن مضايق هذا الفن لم يتخلف অর্থাৎ তিনি হাদীস সংগ্রহ করেছেন, সংকলন করেছেন এবং এ শাস্ত্রের জটিল বিষয়াবলি থেকে তিনি পিছিয়ে থাকেননি। [—অনুবাদক]

রিজালিল আয়িম্মাতিল আরবাআ' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন,

وكذلك خرج المرفوع منه الحافظ أبو بكر بن المقرىء، وتصنيفه أصغر من تصنف الحارثي، ونظيره "مسند أبي حنيفة" للحافظ أبي الحسين بن المظفر،...

'তিনি (হাফেজ মুহাম্মাদ বিন আলমুজাফফার) যে মুসনাদে আবু হানীফা সংকলন করেছেন তা কলেবরের দিক দিয়ে হাফেজ আবু বকর ইবনুল মুকরী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার বরাবর। যাতে শুধু ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বর্ণিত মারফু হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ আছে, যা ইমাম হারেসীর সংকলন থেকে কলেবরের দিক থেকে ছোট।'[১৬৯]

হাফেজ ইবনুল মুজাফফার ৩৭৯ হিজরী সনে ওফাত লাভ করেছেন।

৮। হাফেজ তলহা (২৯১ হি.-৩৮০ হি.)

হাফেজ তলহা বিন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর (আলমুআদ্দাল আলবাগদাদী) আশশাহেদ আবুল কাসেম। মুহাদ্দিস খুওয়ারায্মী রহ. লেখেন—

كان مقدم العدول والثقات والأثبات.

'তিনি বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল-বর্ণনাকারীদের মধ্যে প্রথম সারির ছিলেন।'

নাসিরুস সুন্নাহ শাইখুল ইসলাম, হাফেজ তকীউদ্দীন ছুবকী শাফেয়ী রহ. (৬৮৩-৭৫৬ হি.) শিফাউস সিকাম ফি যিয়ারাতি খায়রিল আনাম[১৭০] কিতাবে তাঁর মুসনাদ থেকে একটি হাদীস নিম্নোক্ত শব্দে উল্লেখ করেছেন—

وفي "مسند الإمام أبي حنيفة" رحمه الله، تصنيف أبي القاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد العدل حدثني الخ-.[১৭১]

---

[১৬৯] তা'যীলুল মানফাআ ১/২৪০।

[১৭০] দ্র : প্রাগুক্ত কিতাব, পৃ. ৫৫ দায়েরাতুল মাআরেফ হায়দারাবাদ-দাকান ১২১৫ হি. [নতুন সংস্করণে পৃ. ২২১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরূত, লেবানন; ২০০৮ খ্রি.।]

[১৭১] [—অনুবাদক] হাদীসটির সম্পূর্ণ অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

وفي "مسند الامام أبي حنيفة" رحمه الله تعالى، تصنيف أبى القاسم طلحة بن محمد بن

মুহাদ্দিস খুওয়ারয্মী রহ. তাঁর মুসনাদ সম্পর্কে লিখেছেন, তা হুরুফে মু'জাম—আরবী বর্ণানুক্রম অনুসারে সন্নিবেশিত।

৯। হাফেজ ইবনুল মুকরী (ওফাত : ৩৮১ হি.)

হাফেজ ইবনুল মুকরী আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আলী আলখাযেন, যিনি ইবনুল মুকরী ইসফাহানী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি ছিলেন উচ্চস্তরের প্রসিদ্ধ মুসান্নিফ এবং শীর্ষ পর্যায়ের হাফেজে হাদীসদের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসশাস্ত্রে তিনি (বরেণ্য ইমাম) ইমাম ত্বহাবীর শাগরিদ। তিনি ইমাম ত্বহাবীর ('মুখতালিফুল হাদীস' সংক্রান্ত) প্রসিদ্ধ কিতাব 'শরহু মাআনিল আছার' গ্রন্থটি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ যাহাবী রহ. 'তাযকিরাতুল হুফফাজ' গ্রন্থে তাঁর আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দে শুরু করেছেন—

ابن المقرى محدث أصبهان الإمام الرحال الحافظ الثقة.

'ইবনুল মুকরী হলেন, ইসফাহানের মুহাদ্দিস, ইমাম, হাদীসের সন্ধানে অহর্নিশ অভিযাত্রী, হাফিজুল হাদীস ও নির্ভরযোগ্য।'

তাঁর ব্যাপারে আবু নুআইম আসবাহানী রহ. নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

محدث كبير[১৭২] صاحب مسانيد، [১৭৩]سمع ما لا يحصى كثرة.

তিনি উচ্চ মরতবার মুহাদ্দিস এবং মুসনাদ হাদীসের আলেম, অসংখ্য হাদীস শ্রবণ করেছেন।

جعفر الشاهد العدل قال :"حدثنا محمد بن مخلد، حدثني محمد بن يعقوب بن إسحاق بن حكيم، حدثني أحمد بن الخليل، حدثني الحسن ، حدثنا ابن المبارك، حدثنا وهب، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال: جاء أيوب السختياني فدنا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدبر القبلة، وأقبل بوجهه إلى القبر، وبكى بكاء غير متباك.

[১৭২] দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী থেকে প্রকাশিত এবং আবদুর রহমান বিন ইয়াহইয়া আল মুআল্লেমী-এর তাহকীককৃত তাযকিরাতুল হুফ্ফাজে (৩/৯৭৪) আমরা كبير শব্দের পরে ثقة শব্দটি পেয়েছি। [—অনুবাদক]

[১৭৩] وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالغني البغدادي (ابن النقطة الحنبلي) في كتابه "التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد" في ترجمة ابن المقري "طاف البلاد سمع الكثير سمع بمكة مسند محمد بن يحيي العدني من إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع الخزاعي وبالموصل المسند من أبي يعلى ..."

শতায়ুর একটু কম বয়সী এই জ্ঞানসাধকের নিজের ভাষ্য,

'আমি হাদীস অন্বেষণে চারবার (মুসলিম দেশসমূহের) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদব্রজে সফর করেছি।'

৩৮১ হিজরির শাওয়াল মাসে ৯৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। হাফেজ যাহাবী রহ. 'তাযকিরাতুল হুফফাজ' কিতাবে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

وقد صنف مسند أبي حنيفة.

'তিনি ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন।'[১৭৪]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তা'যীলুল মানফাআ কিতাবের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সংকলনটি হারেসীর সংকলন থেকে কলেবরের দিক থেকে ছোট। আর তা শুধু আবু হানীফা রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত মারফু রেওয়ায়েত-সংবলিত।[১৭৫]

হাফেজ ছাখাবী রহ. তাঁর ('ইতিহাসের যৌক্তিকতা' বিষয়ে রচিত অনবদ্য গ্রন্থ) আলই'লান বিত তাওবীখ লিমান যাম্মাত তারীখ কিতাবে এ কথাও লিখেছেন যে, হাফেজ যয়নুদ্দীন কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ. ইবনুল মুকরী সংকলিত 'মুসনাদে আবু হানীফা' এর রিজালের মান নিরূপণ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র কিতাব প্রণয়ন করেছেন। হাফেজ কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ. উক্ত 'মুসনাদে আবু হানীফা'-এর হাদীসগুলোকে ফিকহী পরিচ্ছেদেও সন্নিবেশিত করেছেন।[১৭৬]

---

[১৭৪]

قال العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله فى "تأنيب الخطيب"برقم ٢٥ وأبو بكر بن المقرئ ... هو الحافظ الثقة محمد بن إبراهيم الأصبهاني صاحب (المعجم الكبير)، سجل فيه ما سمعه من المشايخ في البلاد في رحلاته الواسعة، من غير أن يضمن صحة رواياتهم، كما هو طريق غالب أصحاب المعاجم، و هو مؤلف (مسند أبي حنيفة) المروي في إثبات المشايخ، و هو من أحسن ما ألف في مسانيد النعمان، اقتصر فيه الأحاديث المسندة.

[১৭৫] আরবী ইবারতটি নিম্নরূপ :

وكذلك خرج المرفوع منه الحافظ أبو بكر بن المقري وتصنيفه أصغر من تصنيف الحارثي

[১৭৬] উল্লেখ্য যে, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর 'আলমু'জামুল মুফাহরাস' গ্রন্থে (পৃ. ৩৭৭ নং ১১৩০) হাফেজ ইবনুল মুকরী সংকলিত 'মুসনাদে আবু হানীফা'-এর সনদ এভাবে উল্লেখ করেছেন—

১০। হাফেজ ইবনে শাহীন (২৯৭ হি.- ৩৮৫ হি.)

হাফেজ ইবনে শাহীন আবু হাফস উমর বিন আহমদ বিন উসমান আলবাগদাদী আলওয়ায়েজ, যিনি ইবনে শাহীন নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম ২৯৭ হি., ওফাত ৩৮৫ হি.। অনেক বড় গ্রন্থপ্রণেতা ছিলেন। তাঁর নিজের বক্তব্য,

> 'আমি তিন শ তেইশটি কিতাব গ্রন্থায়ন করেছি। যার মধ্যে তাফসীরে কাবীরের এক হাজার, মুসনাদের তেরো শত, তারীখের দেড় শত এবং যুহুদের এক শত খণ্ড রয়েছে।'

হাফেজ যাহাবী রহ. তাঁর আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দে শুরু করেছেন :

> ابن شاهين الحافظ المفيد المكثر محدث العراق صاحب التصانيف.

> 'ইবনে শাহীন হাফিজুল হাদীস, মুফীদ, বিপুল হাদীসের বর্ণনাকারী, ইরাকের মুহাদ্দিস, বহু গ্রন্থ প্রণেতা।'

তাঁর সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার কথা হাদীসশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ মনীষী (যিনি নকদে হাদীস ও নকদে ইসনাদ তথা হাদীসের সনদ-মতন বিচারের শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী) ইমাম কাওসারী রহ. তাঁর অনুপমগ্রন্থ তানীবুল খতীবে[১৭৭] উল্লেখ করেছেন। আমি মাওলানা আবুল ওয়াফা আফগানী—যিনি ইহয়াউল মাআরিফিন নুমানিয়া হায়দারাবাদ দাকান-এর প্রধান—এর কাছে এ বিষয়ে শরণাপন্ন হই। তখন মাওলানা আবুল ওয়াফা আফগানী[১৭৮] তাঁর হিজরী ১৩৭১

أخبرنا به أبو الكمال أحمد بن علي بن عبد الحق قراءة عليه وأنا أسمع من أوله إلى قوله: "والدفن فيه" وهو أكثر من نصفه، أنبأنا جدي لأمي شمس الدين محمد بن أحمد بن علي الرقي والحافظ أبو الحجاج المزي سماعا عليهما بهذا القدر، قال الأول: أنبأنا الفخر علي بن البخاري والثاني : أنبأنا أحمد بن شيبان كلا منهما عن المؤيد بن عبد الرحيم بن الإخوة، أنبأنا سعيد بن أبي الرجاء، أنبأنا منصور بن الحسين ، أنبأنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المقرئ، به.

এরপর তিনি একই পৃষ্ঠায় হাফেজ আবু আলী আল হাসান বিন মুহাম্মাদ আল বকরী সংকলিত 'মুসনাদে আবু হানীফা'-এর সনদ এভাবে উল্লেখ করেছেন—

أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن علي المطرز شفاها عن أبي الحسن علي بن عمر الواني، أنبأنا أبو علي البكري سماعا عليه في رجب سنة سبع وأربعين وستمائة.

[১৭৭] তা'নীবুল খতীব, পৃ. ১৫৬ দ্র.।

[১৭৮] **বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপিবিশারদ আবুল ওয়াফা আফগানী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় :** প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও

সনের ১৫ রমজান তারিখের চিঠিতে লেখেন যে—

> مسانید امام کے متعلق میں نے حضرت مولانا کوثری صاحب سے دریافت کیا تو تحریر فرمایا کہ ایک مالکی عالم نے ایک جزء میں خطیب کی ان کتابوں کو جمع کیا ہے، کہ جس وقت ان کا دمشق ورود ہوا تھا، تو ان کی ساتھ تھیں، منجملہ ان کے مسند امام للدار قطنی ولابن شاہین، وللخطیب ہر سہ کتابیں تھیں- وہ جزء کتب خانہ ظاہریہ دمشق میں موجود ہے- اس کا نام ہے "تسمیۃ ما ورد بہ الخطیب دمشق" للمالکی (فہرست جدید ۹۰۳ قسم الفہارس) اس میں مذکور ہے کہ (۴۶۷) کتابیں ان کے ہمراہ تھیں، منجملہ ان کے (۶۴) خودان کی تصانیف تھیں، یہ سب عمدہ کتابیں حدیث و تاریخ کی تھیں-

উর্দূতে লেখা চিঠিটার তরজমা করলে এই দাঁড়ায়—

> ইমাম আ'যমের মুসনাদ সম্পর্কে আমি হযরত মাওলানা কাওসারী সাহেবকে[১৭৯] জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রত্যুত্তরে লেখেন যে,

---

গবেষণায় অসাধারণ নিষ্ঠা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদানকারী এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেন মাওলানা আবুল ওয়াফা আফগানী (১৩১০ হি.-১৩৯৫ হি.)। তিনি ছিলেন *ইদারায়ে ইহইয়াউল মাআরিফিন নু'মানিয়া হায়দারাবাদ* এর প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক, উচ্চ মরতবার মুহাক্কিক ও মুহাদ্দিস, জামিয়ে মা'কুল ও মানকুল—বর্ণনানির্ভর ও চিন্তানির্ভর উভয় প্রকার বিদ্যার ধারক। তিনি তাঁর ইদারা থেকে তাঁর নিজের তালীক, তাসহীহসহ নিম্নের দুষ্প্রাপ্য কিতাবাদি ছাপিয়ে ইলমে হাদীসের জগতে বিরাট অবদান রেখেছেন। ইমাম আযমের *'আলআলিম ওয়াল মুতাআল্লিম'*, ইমাম আবু ইউসুফের রেওয়ায়েতকৃত *কিতাবুল আছার*, ইমাম আবু ইউসুফের *'ইখতিলাফু আবী হানীফা ওয়া আবী লাইলা'*, ইমাম আবু ইউসুফের *'আররদ আলা সিয়ারিল আওযায়ী'*, ইমাম মুহাম্মাদের *'আলজামিউল কাবীর'*, ইমাম (আহমদ বিন উমর বিন মুহাইর আশশায়বানী) খাসসাফের (ওফাত : ২৬১ হি.) *'কিতাবুন নাফাকাত'* ও তৎসংযুক্ত সদরুশ শহীদকৃত কিতাবুন নাফাকাত এর শরাহ—ইত্যাদি গ্রন্থাবলি। মাদরাসায়ে নিযামিয়া হায়দারাবাদে তিনি দরসী খেদমতও আঞ্জাম দেন। (আনওয়ারুল বারী ১/৪৫৬) তাঁর সম্পর্কে আরো জানার জন্য দেখুন শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. কৃত *'আলউলামাউল উযযাব'* কিতাবের সর্বশেষ জীবনী। [অনুবাদক]

[১৭৯] **ইমাম কাওসারী রহ.-এর সাথে আবুল ওয়াফা আফগানী রহ-.এর সম্পর্ক** : ড. আব্দুশ শহীদ নুমানী (প্রফেসর শো'বায়ে আরবী, করাচি ইউনিভার্সিটি) বলেন, ইমাম কাওসারী রহ.-এর সাথে আবুল ওয়াফা আফগানী রহ.-এর সাক্ষাৎ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে উভয়ের মাঝে গবেষণালব্ধ নানান ইলমী বিষয়ে পত্রালাপ অব্যাহত ছিল।"مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن" কিতাবটি তাহকীকের কাজে আবুল ওয়াফা আফগানী রহ. কাওসারী রহ.-এর অংশী ছিলেন। তাঁদের যৌথ সম্পাদনায় এটি হায়দারাবাদ দাকান-এর *'লাজনাতু ইহইয়ায়িল মাআরিফিন নুমানিয়া'* থেকে প্রকাশিত হয়। শায়েখ আফগানী রহ. ইমাম কাওসারী রহ.-এর নিকট তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে লেখার জন্য অনুরোধ করেন।

'মালেকী মাযহাব অবলম্বী জনৈক আলেম খতীব (বাগদাদী)-এর ঐ সকল কিতাবকে একটি পুস্তিকায় সংকলন করেছেন, দিমাশকে বসবাসের উদ্দেশ্যে আগমন করার সময় তাঁর কাছে যে সকল কিতাব ছিল, তন্মধ্যে ইমাম দারাকুতনী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম', ইবনে শাহীন সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম' এবং খতীব বাগদাদী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম' এ তিনটি মুসনাদই ছিল। এই পুস্তিকাটি দিমাশকের যাহিরিয়া গ্রন্থালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। মালেকী আলেমের সংকলনটির নাম হলো—

"تسمية ما ورد به الخطيب دمشق" (فهرست جديد ٣٠٩ قسم الفهارس)

তাতে উল্লেখ রয়েছে যে, ৪৭৪টি গ্রন্থ তাঁর সঙ্গে ছিল। তন্মধ্যে মোট ৬৪টি গ্রন্থ ছিল তাঁর নিজস্ব তাসনীফ বা রচনা। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ ও সেরা সেরা গ্রন্থ ছিল হাদীস ও ইতিহাস বিষয়ক।'

খতীব বাগদাদী কি বাস্তবেই 'মুসনাদে আবী হানীফা' সংকলন করেছেন?

পরবর্তীতে মাওলানা আফগানী (মা. আ.) ১৩৭৩ হিজরীর ০২ রবীউস সানী তারিখে যে চিঠি আমার নামে প্রেরণ করেছিলেন, তাতে মাওলানা কাওসারী রহ.-এর বেদনাদায়ক ইন্তেকালে আফসোস প্রকাশ করে লেখেন,

'প্রকৃতপক্ষে মাওলানা কাওসারীর ইন্তেকালে আমরা সকলে এতিম হয়েছি। এমন ইলমী মহান ব্যক্তিত্ব বহু যুগে একজন তৈরি হন। যদি তিনি রোগ-শোক-প্রপীড়িত ও ভগ্ন-স্বাস্থ্য না হতেন আর তাঁর গ্রন্থাবলি নদীতে ডুবে না যেত, তাহলে তিনি এত অধিক লেখালেখি করতেন যে, পাঠক তা পাঠ করতে অক্ষম ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ত। এই রোগজীর্ণ শরীর নিয়ে তিনি এত কিছু লিখে গেছেন। তবে হাঁ, এতটুকু স্মরণে আসছে যে, তাঁর সর্বশেষ পত্র শায়েখ রেজওয়ানের হাতের লেখায় ০৭ শাওয়াল ১৩৭১ হিজরীতে পেয়েছি। তাতে

আফগানী রহ.-এর আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক ইমাম কাওসারী রহ. তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কিছু কথা লিখে আফগানী রহ.-এর কাছে প্রেরণ করেন। এই জীবনচরিত উর্দূ ভাষায় অনূদিত হয়। যা কাওসারী রহ.-এর ইন্তেকালের পর দারুল মুসান্নিফীন আজমগড় এর *'মাআরিফ'* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। [ড. আব্দুশ শহীদ নুমানী লিখিত صلة الإمام الكوثري بعلماء شبه القارة الهندية الباكستانية. لمؤتمر "محمد زاهد الكوثري"—শাবাকা থেকে। —অনুবাদক]

আপনার একটি প্রশ্নের উত্তর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আর অন্য প্রশ্নটি ঐ রকমই রয়ে গেছে। হুবহু তা এখানে উদ্ধৃত করছি—

الخطيب حيثما انتقل من بغداد إلى دمشق حمل معه كتبا، فهرس لها أحد المالكية من أصحابه، وهذا الفهرس محفوظ بظاهرية دمشق، ومن جملة ما حمله إلى دمشق مسند أبي حنيفة للدارقطني، ومسند أبي حنيفة لابن شاهين، وأما مسانيد أبي حنيفة للخطيب فسبق قلم على أن أحاديث أبي حنيفة عند الخطيب في تاريخه، والفقيه والمتفقه لا تقل عن صغار المسانيد واسم الفهرس مسجل في الفهرس الجديد للظاهرية.

(অর্থাৎ খতীব বাগদাদী যখন বাগদাদ থেকে দিমাশকে স্থানান্তরিত হলেন, তখন সঙ্গে করে অনেক কিতাবই নিয়ে আসেন। তাঁর শাগরিদবৃন্দের মধ্য থেকে একজন মালেকী আলেম সে কিতাবগুলোর ফিরিস্তি তৈরি করেন। এই ফিরিস্তি দিমাশকের যাহিরিয়্যাহ কুতুবখানায় সংরক্ষিত রয়েছে। খতীব বাগদাদী যে কিতাবগুলিকে দিমাশকে নিয়ে আসেন তন্মধ্যে ইমাম দারাকুতনী সংকলিত 'মুসনাদে আবী হানীফা' এবং ইবনে শাহীন সংকলিত 'মুসনাদে আবী হানীফা'ও ছিল। কিন্তু খতীব বাগদাদীকৃত 'মুসনাদে আবী হানীফা' উল্লেখ করাটা তাড়াহুড়াজনিত কলমের স্খলন। এতৎসত্ত্বেও খতীব বাগদাদীর কাছে ইমাম আবু হানীফার সূত্রে বর্ণিত যে হাদীস তাঁর 'তারীখে বাগদাদ'-এ এবং 'আলফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' কিতাবে বিবৃত হয়েছে তাও ছোট একটি মুসনাদের চেয়ে কম নয়। আর সেই ফিরিস্তির নাম যাহিরিয়্যাহ-এর নতুন সূচির তালিকাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইতঃপূর্বে তিনি যে পত্র লিখিয়েছিলেন, তাতে তিনি খতীব বাগদাদীর 'মুসনাদ' সম্পর্কে কলমের স্খলনের উল্লেখ করেননি।[১৮০]

১১। হাফেজ দারাকুতনী (৩০৬ হি.-৩৮৫ হি.)

হাফেজ দারাকুতনী আবুল হাসান আলী বিন উমর আহমদ বিন মাহদী আল

[১৮০] বাঁকা হরফে লেখা শিরোনামের অধীনের উক্ত আলোচনাটি মূল প্রবন্ধে টীকা আকারে রয়েছে। গুরুত্ব ও সুখপাঠ্যের বিবেচনায় আমরা তা মূল আলোচনায় নিয়ে এসেছি।—আবু মুআজ।

বাগদাদী, যিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। তাঁর কিতাব 'সুনানে দারাকুতনী' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। হিজরী ৩০৬ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। আর ৩৮৫ হিজরীতে যুলকাদা মাসে মহাকালের অন্তহীন পথে পাড়ি জমান। ইমাম দারাকুতনী রহ. ইমাম আবু হানীফার যে মুসনাদ সংকলন করেছেন সে সম্পর্কে ইতঃপূর্বে পাঠ করেছেন যে, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদীর কাছে এ কিতাবের নুসখা সংরক্ষিত ছিল।

১২। হাফেজ আবু নুআইম আল-আসবাহানী (৩৩৬ হি.- ৪৩০ হি.)

হাফেজ আবু নুআইম আল-আসবাহানী আহমদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন ইসহাক আলমিহরানী, আসসুফী। তিনি উঁচু মাপের একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মুসান্নিফ। ৩৩৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। নেহায়েতই কম বয়সে (ছয় বছর বয়সে) হাদীসশাস্ত্রে সমসাময়িক বিশ্বের মাশায়েখদের থেকে হাদীস বর্ণনার ইজাযত ও অনুমতি লাভ করেন।[১৮১] হাফেজ যাহাবী রহ. লিখেছেন,

تهيأ له من لقي الكبار مالم يقع لحافظ.

> 'বড় বড় মনীষীর সাথে তাঁর যে পরিমাণ সাক্ষাৎ ঘটেছে অন্য কোনো হাফেজে হাদীসের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি।'[১৮২]

হাফেজ যাহাবী রহ. তাঁর আলোচনা (তাঁর শান-উপযোগী শব্দে) এভাবে শুরু করেছেন,

أبو نعيم الحافظ الكبير محدث العصر.

> 'আবু নুআইম শীর্ষ হাফিজুল হাদীস, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস।'

হাফেজ আবু নুআইম ৪৩০ হিজরী সনের মুহাররম মাসে চিরবিদায় গ্রহণ

---

[১৮১] [হাফেজ যাহাবী রহ. তাঁর *সিয়ারু আলামিন নুবালা* (১৭/ ৪৫৪) গ্রন্থে বলেন,

وكان أبوه من علماء المحدثين وَالرَّحَّالِين ، فاستجاز له جَمَاعَةً من كبار المُسنِدِين، فأجاز له من الشام خَيْثَمَةُ بن سُلَيْمَانَ بنِ حَيْدَرَة، ومن نيسابور أبو العباس الأَصَمُّ، ومن واسط عبد الله بنُ عمر بن شَوْذَب، ومن بغداد أبو سهل بنُ زياد القطان ، وجعفر بن محمد بن نُصَيْر الخُلْدي، ومن الدِّينَوَر أَبُو بَكر بنُ السُّنِّي، وآخرون.

[১৮২] [হাফেজ যাহাবী রহ. তাঁর তাযকিরাতুল হুফফাজে এ কথাও লিখেছেন যে,

رحلت الحفاظ إلى بابه لعلمه وحفظه وعلو أسانيده،

করেন। হাফেজ আবু নুআইম সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার ফটোকপি 'মাজলিসে ইহ্য়ায়িল মাআরিফিন নুমানিয়া' সংগ্রহ করেছে। তা মুদ্রণ করা মাজলিসের পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

[হাফেজ আবু নুআইম সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা নযর মুহাম্মাদ আলফারাবী নামক এক আলিমের সম্পাদনায় ১৪১৫ হিজরীতে মাকতাবাতুল কাওসার, রিয়াদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এরপর আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর সাহেবজাদা ড. আব্দুশ শহীদ নুমানী (দা. বা.)-এর তাহকীক-সম্পাদনায়, দীর্ঘ ভূমিকা, টীকা-টিপ্পনী ও তাখরীযসহ এই মুসনাদটি 'মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়া' ইসলামাবাদ, পাকিস্তান থেকে মুদ্রিত হয়েছে।—অনুবাদক]

হাফেজ আবু নুআইম সংকলিত উক্ত মুসনাদের ব্যাপারে আবুল ওয়াফা আফগানী রহ.-এর মূল্যায়ন

মাওলানা আবুল ওয়াফা আফগানী (মা. আ.) ০২রা রবীউস সানী ১৩৭২ হিজরী সনের তারিখে আমায় চিঠি লিখেন। চিঠিটায় লেখা আছে—

"ابو نعیم نے چھوٹی سی مسند امام صاحب رح کی لکھی مگر بہت عمدہ لکھی ،بڑی
تحقیق کی ،متابعت ذکر کیئے، تفرد کو بتایا ،رواۃ کے اوہام کو بھی بتایا ، مگر کتاب کا
صرف ایک ہی نسخہ ہے اور وہ عمدہ نسخہ نہیں- تروک از سہو ناسخ اور اغلاط کتاب
اس میں بہت ہیں- کہیں کہیں بیاضات بھی ہیں ـ"

'আবু নুআইম ছোট পরিসরে 'মুসনাদে আবু হানীফা' সংকলন করেছেন। তাঁর সংকলনটি খুবই সুন্দর ও চমৎকার। তাহকীকও করেছেন বেশ সুন্দর। মুতাবাআত (সমর্থক বর্ণনা) উল্লেখ করেছেন। তাফাররুদ (সনদের কোনো স্থানে রাবী একজন হওয়া)ও বলে দিয়েছেন। রাবীদের ওয়াহাম বা বর্ণনাগত ভুলও চিহ্নিত করে দিয়েছেন।[১৮৩] কিন্তু কিতাবের শুধু একটাই নুসখা রয়েছে। তাও

---

[১৮৩]

وقال الشيخ نظر محمد الفاريابي في مقدمة تحقيقه لمسند أبي نعيم الأصبهاني (ص ٥): إن كتاب مسند الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله (ت ١٥٠ هـ) الذي من تأليف وجمع الإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني رحمه الله (ت ٤٣٠ هـ) يتميز بمزايا لا تتوافر في المسانيد المطبوعة الأخرى للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وذلك أن أبا نعيم رحمه الله بذل جهودا كثيرة لجمع طرق الحديث وذكر المتابعات ، والشواهد، مع بيان الاختلاف ، والعلل

সেটা মানোত্তীর্ণ নুসখা নয়। অনুলেখকের প্রমাদের কারণে বাদ পড়ে যাওয়া এবং কিতাবাতের (লেখাগত) প্রমাদ এতে প্রচুর রয়েছে। কোথাও কোথাও বায়াজ (সাদা ও খালি স্থান)ও রয়ে গেছে।'

১৩। হাফেজ ইবনুল কায়সারানী (৪৪৮ হি.-৫০৭ হি.)

হাফেজ ইবনুল কায়সারানী আবুল ফজল মুহাম্মাদ বিন তাহের বিন আলী আলমাকদেসী,[১৮৪] যিনি ইবনুল কায়সারানী নামে পরিচিত। ৪৪৮ হিজরীতে (বাইতুল মাকদিসে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫০৭ হিজরী'র রবীউল আওয়াল মাসে (বাগদাদে) ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন উঁচু মরতবার হাফেজে হাদীস। হাদীস অন্বেষণে তিনি এত দীর্ঘ কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছিলেন যে, তাঁর দুইবার রক্তপ্রস্রাব হয়েছে। এটা ছিল ('কাঠফাটা' রোদে) সওয়ারী ও বাহন ছাড়াই খালি পায়ে সফর করার পরিণতি। হাফেজ যাহাবী রহ. 'তাযকিরাতুল হুফফাজ' কিতাবে তাঁর বিস্তৃত জীবনী লিখেছেন। তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন এভাবে,

محمد بن طاهر بن علي الحافظ العالم المكثر الجوال.

'মুহাম্মাদ বিন তাহের বিন আলী হাফিজুল হাদীস, আলেম, বিপুল হাদীসের বর্ণনাকারী, ইলমের জন্য ব্যাপক পরিভ্রমণকারী।'

হাফেজ ইবনে শীরুইয়াহ বিন শাহরাদার এর তারীখে 'হামাযান' কিতাবে তাঁর ব্যাপারে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

الواردة في الحديث."(م)

[১৮৪] তিনি বায়তুল মাকদিসে ৪৪৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এবং হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ৫০৭ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। সিয়ারু আলামিন নুবালা (১৯/৩৬৩) কিতাব থেকে তাঁর নিজস্ব উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন,

بلت الدم في طلب الحديث مرتين: مرة ببغداد ، وأخرى بمكة ،كنت أمشي حافيًا في الحر فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري،

'আমি হাদীস অন্বেষণে দুইবার রক্তপ্রস্রাব করেছি। একবার বাগদাদে আরেকবার মক্কাতে। আমি প্রচণ্ড খরতাপে খালি পায়ে হাঁটতাম। ফলে আমার এরূপ অবস্থা হয়েছে। হাদীস অন্বেষণ করতে গিয়ে কখনও বাহনে আরোহণ করিনি। আমি আমার কিতাবকে আমার পিঠে বহন করতাম।' —অনুবাদক।

كان ثقة[১৮৫]حافظا، عالما بالصحيح والسقيم، حسنَ المعرفة بالرجال والمتون، كثير التصانيف.

'তিনি ছিলেন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য), হাফেজে হাদীস, হাদীসের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার ব্যাপারে প্রজ্ঞাবান। রিজালশাস্ত্র (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবানীমূলক গ্রন্থ) এবং মুতূনে হাদীস তথা হাদীসের মূল পাঠের ব্যাপারে ছিলেন প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত। ছিলেন বহু গ্রন্থপ্রণেতা।'

তিনি আতরাফে আহাদীসে আবী হানীফা নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১৮৬] তাঁর প্রসিদ্ধ তাসনীফ 'আলজামউ বায়না রিজালিস সহীহাইন'-এর পরিশিষ্ট[১৮৭] অংশে—যেখানে তাঁর কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন ও অমর কীর্তি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে—এ কিতাবের উল্লেখ রয়েছে। 'আতরাফ' সম্পর্কিত গ্রন্থাবলিতে হাদীসের মূল পাঠের প্রথম অংশকে সনদসহ বর্ণনা করা হয়। এজন্য বাহ্যত মনে হয় যে, তিনি আতরাফে আহাদীসে আবী হানীফা কিতাবে ইমাম আবু হানীফার বিভিন্ন মুসনাদ থেকে আবু হানীফার বর্ণিত হাদীসসমূহের আতরাফ বা প্রান্ত অংশকে চয়ন করে কিতাবটি সংকলন করেছেন।

১৪। হাফেজ ইবনে খসরূ (ওফাত : ৫২২ হি.)

হাফেজ ইবনে খসরূ আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন খসরূ আলবালখী তিনি বাগদাদে বসবাস করতেন। হিজরী ৫২২ সনে তাঁর রূহ আখেরাতের

[১৮৫] শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. তারীখে 'হামাযান'-এর উদ্ধৃতিতে উক্ত ইবারতটি নকল করেছেন। কিন্তু তার ইবারতে ثقة শব্দের পরে صدوقا শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে। আর كثير التصانيف শব্দের পরে রয়েছে—

جيد الخط، لازما للأثر، بعيدا من الفضول والتعصب، خفيف الروح، قوي السير في السفر، كثير الحج والعمرة، مات ببغداد منصرفا من الحج.

(ছালাছু রাসায়েল, পৃ. ৭০) [—অনুবাদক]

[১৮৬] ইমাম আবু হানীফার পক্ষে ও সমর্থনে তাঁর আরেকটি কিতাব রয়েছে। কিতাবটির নাম الذب عن فقيه الإسلام أبي حنيفة (দ্র. 'আলজামউ বায়না রিজালিস সহীহাইন'র পরিশিষ্টে মুহাম্মাদ বিন তাহের বিন আলী আলমাকদেসী এর জীবনী অংশে ২/৬৩০ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন।)

[১৮৭] আলজামউ বায়না রিজালিস সহীহাইন গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুহাম্মাদ বিন তাহের বিন আলী আলমাকদেসী-এর জীবনী অংশ ২/৬৩০ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, লেবানন, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৫ হিজরী।

সফরে রওয়ানা হয়ে যায়। শীর্ষ পর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীসশাস্ত্রে হাফেজ ইবনে আসাকির তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হাফেজ যাহাবী রহ. মীযানুল ইতিদালে তাঁর ব্যাপারে লিখেছেন, محدث مكثر (অর্থাৎ তিনি বিপুল হাদীস সংরক্ষণকারী মুহাদ্দিস ছিলেন)। হাফেজ ইবনুন নাজ্জার 'তারীখে বাগদাদ'-এর যে যাইল (পরিশিষ্ট) লিখেছেন সেখানে তাঁর আলোচনার সূত্রপাত করেছেন এভাবে,

أبو عبد الله السمسار الحنفي مفيد أهل بغداد في وقته سمع الكثير.

আবু আব্দুল্লাহ আসসিমসার আলহানাফী, তৎকালীন বাগদাদের মুফীদ, তিনি বিপুল হাদীস শ্রবণ করেছেন।

এরপর তাঁর উস্তাযবৃন্দের নাম বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে লেখেন,

وبالغ في الطلب حتى سمع من طبقة دون هؤلاء وكتب الكثير من الكتب لنفسه ولغيره، وكان مفيدا للغرباء وجمع مسند أبي حنيفة.

'তিনি হাদীস অন্বেষণে নিরন্তর চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধ্য-সাধনা করেছেন। এমনকি উক্ত শায়েখদের থেকে যাঁরা নিচের তবাকার ছিলেন তাঁদের থেকেও হাদীস শ্রবণ করেছেন। আর নিজের এবং অন্যদের জন্য বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বহিরাগত ইলম অন্বেষীদের ইলমী ফায়দা পৌঁছাতেন। তথা তিনি 'মুফীদ' ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফার মুসনাদও সংকলন করেন।'[১৮৮]

---

[১৮৮] আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানী রহ. তুরস্কের প্রাচীন কুতুবখানাসমূহ থেকে কয়েকটি মুসনাদের ফটোকপি বা নকলকৃত কপি সংগ্রহ করেছিলেন পরে হযরত নুমানী রহ.ও সম্ভবত তিনটি মুসনাদের কপি সংগ্রহ করেছিলেন। দু'জনই এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলোর উপর কাজ করতে চেয়েছেন কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ কাজ তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরী শায়েখ লতীফুর রহমান আলবাহরাইজির মাধ্যমে করিয়েছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রথমে মুহাদ্দিস ইবনে খসরূ (৫২২ হি.) সংকলিত মুসনাদুল ইমামিল আযম দুই জিলদে, এরপর মুহাদ্দিস আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হারিছী (৩৪০ হি.) সংকলিত মুসনাদুল ইমামিল আযম দুই জিলদে, অতঃপর আবুল কাসিম ইবনু আবিল আওয়াম সংকলিত 'ফাযাইলু আবী হানীফা' এক জিলদে প্রকাশিত হয়, যার একটি বড় অধ্যায়ে 'মুসনাদু আবী হানীফা' এবং বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে ইমাম ছাহেব রাহ.-এর বিভিন্ন সঙ্গীদের আলোচনাও রয়েছে। (আলকাউসার, মুহাররম ১৪৩২ ডিসেম্বর ২০১০। তিনটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মুদ্রণঃ ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাসানীদ ও মানাকিবের কিতাবসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি) [—অনুবাদক]

ফাকাহাত ও দ্বীনী প্রাজ্ঞতার দিক দিয়েও অত্যুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। ইবনুন নাজ্জার তাঁর ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন,

فقيه أهل العراق ببغداد في وقته

'সমকালীন ইরাকের বাগদাদী ফকীহ।'

তাঁর সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম' ইমাম হারেসী এবং হাফেজ ইবনুল মুকরীর সংকলিত 'মুসনাদে আবু হানীফা'-এর চেয়েও কলেবরের দিক দিয়ে বৃহৎ। সুতরাং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'তা'যীলুল মানফাআ' কিতাবের ভূমিকায় লেখেন,

وفي كتابه زيادات على ما في كتابى الحارثي وابن المقري.

'তাঁর (ইবনে খসরূর) সংকলিত মুসনাদুল ইমামিল আযমে ইমাম হারেসী এবং ইবনুল মুকরী উভয়ের সংকলিত 'মুসনাদে আবু হানীফা'র চেয়ে বর্ধিত রেওয়ায়েত রয়েছে।'[১৮৯]

হাফেজ শামছুদ্দীন আবুল মাহাসেন মুহাম্মাদ বিন আলী হুসাইনী (মৃত্যু ৭৬৫ হি.) কুতুবে সিত্তা, মুআত্তা, মুসনাদে শাফেয়ী, মুসনাদে আহমদ এবং মুসনাদে আবু হানীফার রিজালের মান নিরূপণে একটি সুবৃহৎ ও বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যার নাম আত তাযকিরাহ বিরিজালিল আশারাহ। এ ধারাবাহিকতায় হাফেজ হুসাইনী ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ গ্রন্থাবলির মধ্য থেকে যে মুসনাদকে চয়ন ও নির্বাচন করেছেন তা হলো হাফেজ ইবনে খসরূ সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম'।

নোট : আব্দুশ শহীদ নুমানী (দা. বা.) বলেন, হাফেজ ইবনে খসরূ সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আ'যম'-এর কথা ইবনুন নাজ্জার, যাহাবী, ইবনে হাজার, কাসেম ইবনে কুতলুবুগা এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। সব যুগেই আহলে ইলম-বিদগ্ধজনের কাছে এ মুসনাদটি সমাদৃত ছিল। এক

[১৮৯] [—অনুবাদক] হাফেজ ইবনে খসরূ সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম'-এর ব্যাপারে মোল্লা কাতেব চালপী তাঁর 'কাশফুয যুনূন' (২/৫৫৭ দারুল ফিকর, ২০১০ঈ:) গ্রন্থে বলেন—

وقد خرجه تخريجا حسنا ولم يحدث إلا باليسير وهو مجلدين.

জামাআত মুহাদ্দিস এ কিতাব বর্ণনা করেছেন। মুসনাদুল হারেসীর ভূমিকা, পৃ. ১০॥ —অনুবাদক।

১৫। মুসনিদুদ্ দুনয়া (৪৪২ হি.-৫৩৫ হি.)

হাফেজ যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফফাজ কিতাবে 'শায়খুল ইসলাম আবুল কাসেম ইসমাঈল ইসফাহানী'[১৯০]-এর পরিচিতিমূলক আলোচনায় তাঁর উল্লেখ করেছেন এভাবে :

> مسند الدنيا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري الحنبلي البزار ويعرف بقاضي المرستان

> মুসনিদুদ্ দুনয়া কাজী আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল বাকী বিন মুহাম্মাদ আলআনসারী আলহালাবী আলবাযযার,[১৯১]যিনি মারিস্তানের কাজী নামে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ('তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ' ৪/১২৮৩; ৫৩৫ হিজরী সনের আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

'তবাকাতুল হানাবিলাতে' তাঁর ব্যাপারে বিশদ আলোচনা রয়েছে।[১৯২] ইলমুল হাদীসেও তাঁর উচ্চ মরতবা ছিল সুপ্রসিদ্ধ। ৯৩ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর অনুভব-অনুভূতিতে সামান্য পরিবর্তন আসেনি।[১৯৩] (অর্থাৎ বয়সের জীর্ণতা তাঁকে দুর্বল করেনি। এটি কেমন যেন বৃদ্ধের অবয়বে তারুণ্যের ছবি! বা বলা যেতে পারে 'বার্ধক্যের যৌবন'!)। সাত বছর বয়সে তিনি কুরআনে কারীম হিফজ

---

[১৯০] 'আত তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থপ্রণেতা এবং যিনি قوام السنة লকবে ভূষিত।

[১৯১] 'আযযাইলু আলা তবাকাতিল হানাবিলা'র কোনো কোনো নুসখায় রয়েছে 'আল-বাযযায' এটিই সঠিক। —অনুবাদক।

[১৯২]. ইমাম হাফেজ আব্দুর রহমান বিন আহমদ বিন রজব আলহাম্বলী রহ. কৃত (৭৩৬হি.- ৭৯৫ হি.) 'আযযাইলু আলা তবাকাতিল হানাবিলা' কিতাবে (১/পৃ. ৪৩৩-৪৪৬ মাকতাবাতুল উবাইকান, রিয়াদ, ১৪২৫ হি.) আমরা তাঁর ব্যাপারে বিশদ আলোচনা পেয়েছি। —অনুবাদক।

[১৯৩] ইবনুল জাওযী বলেন,

ورأيته بعد ثلاث وتسعين صحيح الحواس، لم يتغير منها شيء، ثابت العقل، يقرأ الخط الدقيق من بعد ، ودخلنا عليه قبل موته بمُديدة ، فقال : قد نزلت في أذني مادة، فقرأ علينا من حديثه ، وبقي على هذا نحوا من شهرين، ثم زال ذلك، وعاد إلى الصحة.

'আযযাইলু আলা তবাকাতিল হানাবিলা' (১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪০)

সম্পন্ন করেন। তিনি বলতেন,

ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أولعب.

'আমার মনে পড়ে না যে, আমি আমার জীবনের একটি মুহূর্তও খেলাধুলায় (অনর্থক ও নিশ্চেষ্ট সময়) কাটিয়েছি।'[১৯৪]

তিনি বহু শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।[১৯৫] তাঁর জন্মসন ৪৪২ হিজরী। তিনি ৯৪ বছর বয়সে ৫৩৫ হিজরির রজব মাসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'লিসানুল মীযান' গ্রন্থে[১৯৬] হাফেজ ইবনে খসরূর আলোচনায় এ বিষয়টি মানতে অস্বীকার করেছেন যে, মারিস্তানের কাজী আবু বকর রহ. ইমাম আবু হানীফার কোনো মুসনাদ সংকলন করেছেন, অথচ তাঁর বিখ্যাত শাগরিদ হাফেজ শামছুদ্দীন ছাখাবী রহ. উক্ত কাজী সাহেব থেকে তাঁর সংকলিত মুসনাদকে নিম্নোক্ত সনদে রেওয়ায়েত করেন—

عن التدمري، عن الميدومي، عن النجيب، عن ابن الجوزي، عن جامع المسند قاضي المرستان[১৯৭]

'ইমাম ছাখাবী রহ. তা বর্ণনা করেন তাদমুরী থেকে, তিনি মায়দুমী থেকে, তিনি নাজীব থেকে, তিনি ইবনুল জাওযী থেকে,[১৯৮] তিনি মুসনাদ সংকলক মারিস্তানের কাজী থেকে।'

---

[১৯৪] ['আযযাইলু আলা তবাকাতিল হানাবিলা' ১/৩৪৮]

[১৯৫] তাঁর ব্যাপারে সামআনী মন্তব্য করেছেন,ما رأيت أجمع... عارف بالعلوم متفنن للفنون منه (প্রাগুক্ত ১/৩৪৮) —অনুবাদক।

[১৯৬]. প্রাগুক্ত ৩/২০৮, শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর তাহকীক—অনুবাদক।

[১৯৭] সিয়ারু আ'লামিন নুবালাসহ আরো অনেক কিতাবে শব্দটি এভাবে রয়েছে— المرستان আর 'আযযাইলু আলা তবাকাতিল হানাবিলা'তে পেয়েছি এভাবে المارستان। উভয়টার উচ্চারণ 'আলমারিস্তান'।—অনুবাদক।

[১৯৮]

(وفي "فقه أهل العراق وحديثهم" ص ٤٨ برقم ٥٦) المحدث أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي، صاحب "مسند أبي حنيفة" المتوفى سنة ٢٢٥، يأخذه ابن حجر بروايته "المسند" لقاضي المارستان، قائلا : إنه لا مسند له، لكن تلميذه السخاوي يرويه عن التدمري، عن الميدومي، عن النجيب، عن ابن الجوزي، عن الجامع قاضي المارستان، فبهذا ظهر تهور ابن حجر (م).

হাফেজ আব্দুল কাদের কুরাশী রহ. তাঁর 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ' কিতাবে 'নছর বিন ছায়্যার বিন ছায়েদ'-এর আলোচনায় হাফেজ সামআনী রহ. থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে,

سمعت منه... وكتاب الأحاديث التي رواها أبو حنيفة رضي الله عنه جمع عبد الله بن محمد الأنصاري لجده القاضي صاعد بروايته عنه.

'আমি নছর থেকে ইমাম আবু হানীফার 'কিতাবুল আহাদীস' শ্রবণ করেছি। যা আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আনসারী[১৯৯] সংকলন করেছেন। নছর এ কিতাবের রেওয়ায়েত তাঁর দাদা ছায়েদ থেকে করেন। আর ছায়েদ উক্ত কাজী সাহেব থেকে।'[২০০]

মুহাদ্দিস খুওয়ারাযমীও 'জামিউল মাসানীদে'[২০১] উক্ত কিতাবের বিভিন্ন সনদ নিজ থেকে মারিস্তানের কাজী পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

১৬। হাফেজ ইবনে আসাকির (৪৯৯ হি.- ৫৭১ হি.)

হাফেজ ইবনে আসাকির ছিকাতুদ দ্বীন আবুল কাসেম আলী ইবনুল হাসান বিন হিবাতুল্লাহ আদ দিমাশকী-আশ-শাফেয়ী, তিনি ইতিহাসখ্যাত একজন মুসান্নিফ ও মুহাদ্দিস। ৪৯৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন আর ১১ই রজব ৫৭১ হিজরী সনে মহাকালের অন্তহীন পথে পাড়ি জমান। হাফেজ যাহাবী রহ. 'তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ' কিতাবে তাঁর আলোচনা এভাবে শুরু করেছেন,

ابن عساكر الإمام الحافظ الكبير محدث الشام فخر الأئمة صاحب التصانيف والكتب.

---

[১৯৯] আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আনসারী (ওফাত : ৪৮১ হি.)। তিনি হচ্ছেন ইমাম, হাফিজুল হাদীস, শাইখুল ইসলাম আবু ইসমাঈল আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী আলআনসারী আলহারাবী, আলহাম্বলী, আসসূফী রহ.। তাঁর সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার কথা হাফেজ আব্দুল কাদের কুরাশী রহ. তাঁর 'আলজাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ' কিতাবে নছর বিন ছায়্যার বিন ছায়েদ আলহারাবী মুসনিদু খোরাসান-এর তরজমায় উল্লেখ করেছেন। (ড. আব্দুশ শহীদ নুমানীর উদ্ধৃতিতে আব্দুল হাফীজ মক্কী দা. বা.-এর মুসনাদে হারেসীর প্রাক্কথন, পৃ. ৯॥) —অনুবাদক।

[২০০] *'আলজাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ'*-এর মূল ইবারতটি আমরা সংযুক্ত করেছি। —অনুবাদক।

[২০১] [প্রাগুক্ত ১/৮০ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পঞ্চম নম্বর মুসনাদ।]

'ইবনে আসাকির ইমাম, শীর্ষ হাফিজুল হাদীস, শামের মুহাদ্দিস ইমামদের গর্ব, বহু গ্রন্থপ্রণেতা।'

তিনি তেরো শ উস্তায থেকে ইলমে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। যার মধ্যে আশিজনের চেয়ে বেশি হাদীসশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ মহীয়সী মনীষীও রয়েছেন। হাফেজ যাহাবী রহ. তাঁর সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। হাফেজ ইবনে আসাকির ইমাম আবু হানীফার যে মুসনাদ সংকলন করেছেন তার আলোচনা মুহাদ্দিস কাওসারী এবং ড. কুরদ আলীও করেছেন।[২০২]

১৭। মুহাদ্দিস ঈসা আল জা'ফরী আলমাগরিবী [মালেকী] (ওফাত : ১০৮০ হি.)

তিনি মুতাআখখিরীন মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত। ১০৮০ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. ইনসানুল আইন ফী মাশায়িখিল হারামাইন কিতাবে তাঁর আলোচনাক্রমে বলেন,

یکے از علماء متقنین بود، ووے استاد جمہور اہل حرمین است، ویکی از اوعیہ حدیث

'তিনি ছিলেন অন্যতম এক মুতকিন আলেম, জমহুর আহ্লে হারামাইনের উস্তায এবং হাদীসের এক ধারক-বাহক।'

মুহাদ্দিস ঈসা জা'ফরী আলমাগরিবী যদিও তিনি শেষ যুগের মনীষী এবং তাঁর যামানা অনেক পরের। তবুও যে মান বজায় রেখে তিনি ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন এবং এ গ্রন্থে যে সকল শর্তসমূহের প্রতি তিনি যত্নবান ও রক্ষণশীল হয়েছেন, স্বয়ং শাহ্ সাহেব-এর ভাষায় তা শোনাই সংগত ও সুশোভনীয়। তিনি বলেন,

مسندے برائے امام ابو حنیفہ رح تالیف کردہ در آنجا عنعنہ متصلہ ذکر کردہ در حدیث از آنجا بطلان زعم کسانیکہ گویند سلسلہ حدیث امروز متصل نماندہ واضح ترے گردد۔

'তিনি ইমাম আবু হানীফার এমন একটি মুসনাদ সংকলন করেছেন, যার মধ্যে নিজ থেকে নিয়ে ইমাম আবু হানীফা পর্যন্ত হাদীসের মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) সনদ বর্ণনা করেছেন। প্রতীয়মান হয় যে, যারা

---

[২০২] (মুহাদ্দিস কাওসারী রহ. কৃত تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري কিতাবের ভূমিকা, ড. কুরদ আলীকৃত ইবনে আসাকিরের 'তারীখে لابن عساكر দিমাশক'-এর ভূমিকা দ্র.) ['সিয়ারু আলামিন নুবালাতে' (২০/ ৫৬১) ইবনে আসাকিরের তরজমাতেও তাঁর সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার কথা রয়েছে।]

এ কথা বলে যে, হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা মুত্তাসিল সনদে আজ বর্তমান নেই, তাদের দাবি ভ্রান্ত ও অর্থহীন।'

এ হলো সেসব সুপ্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ ইমামদের আলোচনা ও পর্যালোচনা, যারা প্রত্যেকে ইমাম আবু হানীফার হাদীসসমূহকে স্বতন্ত্র তাসনীফে নিজ নিজ সনদে সংকলন করেছেন।[২০৩]

[নোটঃ শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. তাঁর ইতহাফুন নাবীহ্ গ্রন্থে 'সিলসিলাতু মাশায়িখিশ শায়েখ আবী তাহের' শিরোনামের অধীনে বলেন,

وكان الشيخ عيسى حافظا متقنا، له رسالة سماها "مقاليد الأسانيد" وألف "مسند أبي حنيفة".

'শায়েখ ঈসা ছিলেন মুতকিন হাফিজুল হাদীস। মাকালীদুল আসানীদ নামে তাঁর একটি রিসালা রয়েছে। তিনি মুসনাদে আবু হানীফা সংকলন করেছেন।'[২০৪]

শায়েখ লতীফুর রহমান আলবাহরায়িজী আলকাসেমী-এর তাহকীকে হাফেজ ঈসা বিন মুহাম্মাদ বিন আহমদ আস-সাআলেবী আল-জাফরী (ওফাত : ১০৮২ হি.) সংকলিত মুসনাদও মাকতাবতুল গানেম থেকে (২০২২ সনে) প্রকাশিত হয়েছে। তিনি উক্ত কিতাবের প্রাক-কথনে (পৃ. ৫) বলেন,

وهذا "المسند" من طرائف المصنفات الحديثية الصادرة في هذا القرن أي القرن الحادي عشر، بل لا تجد نظيره في الكتب الحديثية بالأسانيد المتصلة المصنفة في هذا الزمان.

তিনি আরো (পৃ. ৬) বলেন,

وقد رتب المؤلف رحمه الله هذا "المسند" على ترتيب الرواة عن الإمام أبي حنيفة من أصحابه وتلاميذه مثل ما رتب الحارثي كتابه

---

[২০৩] আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.) বলেন, উচ্চ মরতবার মুহাদ্দিসগণ তাঁর সতেরোটি মুসনাদ সংকলন করেছেন। সম্ভবত এই সতেরোটি মুসনাদের কোনোটিই অবয়বে সুনান-ই শাফিঈ-এর চেয়ে ছোট নয়। (তাকলীদ কি শরয়ী হাইসিয়াত, পৃ. ১৫৩, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী) [—অনুবাদক]

[২০৪] ইতহাফুন নাবীহ, পৃ. ৯৮। আলমাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, লাহোর ১৪২৪ হি.।

"كشف الآثار الشريفة في مناقب أبي حنيفة".

وغالب أحاديث هذا "المسند" من قبيل المستخرجات على الكتب والمسانيد التي جمعت فيها أحاديث الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأخباره ومناقبه.

—অনুবাদক]

মুহাদ্দিস খুওয়ারাযমী রহ. 'জামিউল মাসানীদ' গ্রন্থে যে সকল মুসনাদ সংকলন করেছেন

পরবর্তীকালে কাযিউল কুযাত মুহাদ্দিস আবুল মুআইয়াদ মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ খুওয়ারাযমী (ওফাত : ৬৫৫ হি.) 'জামিউ মাসানীদিল ইমাম আযম' নামে ইমাম আবু হানীফার মুসনাদসমূহ থেকে পনেরোটি নুসখাকে (মুসনাদকে) এক জায়গায় একত্র করার চেষ্টা করেন। তথা তিনি পনেরোটি মুসনাদের একটি বৃহৎ সংকলন প্রস্তুত করেন।

তিনি 'জামিউল মাসানীদ' কিতাবের ভূমিকায় এ গ্রন্থ সংকলনের অনুপ্রেরণা ও পটভূমি বা ঘটনাচক্র সম্পর্কে লেখেন,

وقد سمعت بالشام عن بعض الجاهلين مقداره أنه ينقصه ويستصغره، ويستعظم غيره ويستحقره، وينسبه إلى قلة رواية الحديث، ويستدل باشتهار (المسند) الذي جمعه (أبوالعباس محمد بن يعقوب الأصم) (للشافعي) رضي الله عنه، و(موطأ الإمام مالك)، و(مسند الإمام أحمد) رحمهم الله تعالى، وزعم أنه ليس لأبي حنيفة رحمه الله مسند، وكان لا يروي إلا عدة أحاديث، فلحقتني حمية دينية ربانية، وعصبية حنفية نعمانية، وأردت أن أجمع بين خمسة عشر من مسانيده التي جمعها له فحول علماء الحديث.

'আমি শাম তথা সিরিয়ার কতিপয় অজ্ঞ লোককে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 'ইমাম আবু হানীফার কোনো মুসনাদ নেই। আর তিনি কেবল হাতেগোনা কিছু হাদীসের বর্ণনাকারী।' এ কথায় আমার

মাঝে প্রচণ্ড এক দ্বীনী গায়রাত সৃষ্টি হলো (তথা দ্বীনী অভিমানবোধ জাগলো)। তাই প্রতিজ্ঞা করলাম, ইমাম আবু হানীফার ঐ পনেরোটি মুসনাদকে[২০৫] একত্রে সংকলন করবো, যেগুলো ইলমে হাদীসের বিদগ্ধ পণ্ডিত আলেমগণ সংকলন করেছেন।' (সংক্ষেপিত অনুবাদ)

যে সকল মনীষী ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মুসনাদ সংকলন করেছেন সে সকল মুসনাদগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। ইমাম হাফেজ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আলহারেসী আলবুখারী—যিনি আব্দুল্লাহ আল উস্তায নামে পরিচিত—সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'

২। হাফেজ আবুল কাসেম তলহা বিন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর আশ-শাহেদ সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'

৩। ইমাম হাফেজ আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আল মুজাফ্ফার সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'

৪। হাফেজ আবু নুআইম আল-আসবাহানী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'

৫। ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল বাকী আনছারী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'

৬। হাফেজ আবু আহমদ আব্দুল্লাহ বিন আদী জুরজানী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'

৭। ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'[২০৬]

---

[২০৫] আব্দুল হাফীজ মক্কী রহ. ইমাম হারেসী সংকলিত মুসনাদুল ইমামিল আ'যমের প্রাক্কথনে ইমাম আযমের সর্বমোট আঠাশটি মুসনাদের কথা উল্লেখ করেছেন। (পৃ. ৬-১৩)

[২০৬] ইমাম মুহাম্মাদ কাওসারী রহ. বলেন,

وللحسن بن زياد مسند معروف في مروياته عن أبي حنيفة ، وهو أحد المسانيد السبعة عشر لأبي حنيفة المذكور أسانيدها في الفهرست الأوسط للحافظ الشمس بن طولون و في عقود الجمان للحافظ محمد بن يوسف الصالحي مؤلف السيرة الكبرى الشامية وفي ثبت المسند الشيخ أيوب بن أحمد الدمشقي الخلوتي و في حصر الشارد في أسانيد محمد عابد السندي محدث القرن المنصرم.

'আলইমতা', পৃ. ১৮ এইচ এম সাঈদ, (ইদারাতু নশরিল কুতুব), করাচী ১৪০১ হি.। —অনুবাদক।

৮। হাফেজ উমর বিন হাসান আল উশনানী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'

৯। হাফেজ আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন খালেদ বিন খালী-আল কালায়ী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'

১০। ইমাম হাফেজ আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন খসরু বালখী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'

১১। ইমাম আবু ইউসুফ কাজী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।' যা 'নুসখায়ে আবু ইউসুফ' নামে নামকরণ করা হয়েছে।

১২। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশাইবানী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম'। এটিও 'নুসখায়ে মুহাম্মাদ' নামে অভিহিত।

১৩। ইমাম হাম্মাদ বিন আবু হানীফা সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'

১৪। ইমাম মুহাম্মাদ সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।' যা 'আলআছার' নামে অভিহিত।

১৫। ইমাম হাফেজ আবুল কাসেম আব্দুল্লাহ বিন আবীল আওয়াম আসসা'দী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।' [২০৭]

মুসনাদে আবু হানীফার উক্ত তালিকায় কিতাবুল আছারের কিছু নুসখা

ইমাম হাম্মাদ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহিমাহুমুল্লাহ) হাদীসের

---

[২০৭] **এ সকল মুসনাদকে ইমাম আবু হানীফার দিকে নিসবত (সম্পৃক্ত) করা হয় কেন? :** শায়েখ আবু যাহরা মিসরী হাজী খলীফা ও খুওয়ারাযমী-এর উদ্ধৃতিতে পনেরোটি মুসনাদ উল্লেখ করার পর বলেন,

'এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, এ সকল মুসনাদ ইমাম আবু হানীফার দিকে সম্বোধিত করাটা মুআত্তাকে ইমাম মালেকের দিকে সম্বন্ধ করার মতো নয়। কেননা ইমাম মালেক রহ. নিজেই এ কিতাব সংকলন করেছেন। আর পরিচ্ছেদভিত্তিক বিন্যস্ত অবস্থায় অন্যরা তা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে আবু হানীফার দিকে যে সকল মুসনাদ নিসবত করা হয় এগুলো তাঁর থেকে (অন্যরা) রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি নিজে এগুলো সংকলনও করেননি আবার পরিচ্ছেদকরণও করেননি। বরং তাঁর থেকে বর্ণনাকারীরাই এগুলোর তারতীব বা বিন্যাস কাঠামো তৈরি করেছেন এবং শিরোনাম ও পরিচ্ছেদভিত্তিক বিন্যস্ত করেছেন। আর এটি এ সকল মুসনাদের নিসবত বা সম্বন্ধের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সার্বিক বিচারে দোষের নয়। তবে রাবীর ভিন্নতা হেতু এ সকল মুসনাদের নিসবতেরও ভিন্নতা হয়ে থাকে।'

মোটকথা, আবু হানীফার নামের সাথে এ সকল মুসনাদের সম্পৃক্তি ভিত্তিহীন নয়। এ সকল মুসনাদকে ইমাম আবু হানীফার দিকে নিসবত করা তেমনই যেমন মুসনাদে আহমদের মধ্যে মুসনাদে আবু বকরকে হযরত আবু বকর রা.-এর দিকে নিসবত করা। —অনুবাদক।

যে সংকলনগুলো ইমাম আবু হানীফা থেকে রেওয়ায়েত করেছেন সেগুলোকেও মুহাদ্দিস খুওয়ারায্মী রহ. 'মুসনাদ' নামে অভিহিত করেছেন। অথচ এগুলো কিতাবুল আছারের বিভিন্ন নুসখা। অনুরূপভাবে হাফেজ আবু বকর কালায়ী সংকলিত মুসনাদও কোনো পৃথক কিতাব নয়। বরং ঐ কিতাবুল আছারেরই নুসখা, যে কিতাবকে তিনি তাঁর দাদা মুহাম্মাদ বিন খালেদ ওয়াহ্বী (মৃত্যু ১৯০ হিজরীর পূর্বে) থেকে রেওয়ায়েত করেন। সুতরাং মুহাদ্দিস খুওয়ারায্মী রহ. নিজেই 'জামিউল মাসানীদ'র শেষ পরিচ্ছেদে—নবম মুসনাদ সংকলক আবু বকর কালায়ীর আলোচনায়—উদ্ধৃত করেছেন,

هذا المسند ينسب إلى أحمد بن محمد بن خالد خلي. والظاهر أنه يرويه عن أبيه، عن جده، عن محمد بن خالد الوهبي، وإنما جمعه محمد بن خالد الوهبي، ورواه عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عنه خالد بن خلي، وعنه ابنه محمد وعنه ابنه أحمد بن محمد بن خالد بن خلي، فلهذا ينسب إليه بحكم الرواية لا بحكم الجمع. لأنه ليس فيه حديث من غير رواية محمد ابن خالد الوهبي، لو كان من جمع أحمد بن محمد بن خالد لورد فيه حديث برواية غير محمد بن خالد الوهبي.

'যদিও এ মুসনাদ আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন খালেদ বিন খালী আলকালায়ী -এর দিকে সম্বন্ধিত; কিন্তু এর সংকলক হলেন মুহাম্মাদ বিন খালেদ ওয়াহ্বী, যিনি সরাসরি তা ইমাম আবু হানীফা থেকে রেওয়ায়েত করেন। এ কারণে আবু বকর কালায়ীর[২০৮] দিকে এই মুসনাদের নিসবত করাটা রেওয়ায়েতের দৃষ্টিকোণ থেকে। জমা ও সংকলন করার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।' (সংক্ষেপিত অনুবাদ)

'জামিউল মাসানীদ' সম্পর্কে শাহ্ আব্দুল আজীজ রহ.-এর পর্যালোচনা

খুওয়ারায্মী রহ. সংকলিত 'জামিউল মাসানীদ'র আলোচনা শাহ আব্দুল আজীজ

---

[২০৮] খুওয়ারায্মী রহ. সংকলিত 'জামিউল মাসানীদ' (২/৫৫২ নং ১৬০, মাকতাবায়ে হানাফিয়্যাহ, কাঁচি রোড, কোয়েটা, পাকিস্তান) থেকে উক্ত আরবী ইবারতটি সংযোগ করেছি।—অনুবাদক।

ছাহেব রহ. তাঁর 'বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন' কিতাবেও করেছেন। তিনি বলেন,

مسند امام اعظم رح که بالفعل مشهوراست تالیف قاضی القضاةابوالمؤید محمد بن محمود بن محمد الخوارزمی است که در سنه شش صد وهفتاد وچهار آنرا رائج ساخته، مسانید امام اعظم رح که علماء سابق پر داخته بودند درین مسند جمع کرده بزعم خود هیچ چیز را ازمرویات امام اعظم رح ترک نه کرده وقبل ازوے هر چند مسانید بسیار برائے مرویات امام اعظم رح ساخته بودند، چنانچه خود در خطبه ایں مسند نام آنها و مصنفین آنها وسند خود باں مصنفین بیان نموده، اما بیشتر رائج و مشهور دو مسند بود، وتا حال موجود ومتداول ست، اول مسند حافظ الحدیث عبد الله بن محمد بن یعقوب الحارثی، دوم مسند حافظ الوقت حسین ابن محمد بن خسرو رحمة الله علیه، چنانچه اجازت ایں هر سه مسند براقم الحروف نیز از شیوخ خود رسیده-

বর্তমানে ইমাম আযম রহ.-এর মুসনাদ নামে যে কিতাবখানা সমধিক পরিচিত, তা মূলত কাজীউল কোজাত আবুল মুআইয়্যাদ মুহাম্মাদ বিন মাহ্মুদ বিন মুহাম্মাদ খুওয়ারায্মী রহ. সংকলিত। ৬৭৪ হিজরীতে তিনি তা প্রকাশ করেন।[২০৯] ইমাম আযমের যে সকল মুসনাদকে পূর্ববর্তী যুগের মনীষীগণ সংকলন করেছিলেন সে সকল মুসনাদকে এ কিতাবে তিনি গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। নিজের বিশেষ ধারণা মতে, ইমাম আযমের বর্ণিত কোনো রেওয়ায়েতই এতে তিনি বাদ দেননি। যদিও এর পূর্বে অনেক মুসনাদ ইমাম আযমের বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে লেখা হয়েছে। স্বয়ং মুহাদ্দিস খুওয়ারায্মী তাঁর সংকলনের ভূমিকায় উক্ত মুসনাদসমূহ এবং সেগুলোর সংকলকদের নামধাম এবং সংকলকদের পর্যন্ত নিজ সনদও বর্ণনা করেছেন; কিন্তু এ সকল মুসনাদের মধ্যে দুটি মুসনাদ হলো বেশি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। যা এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান ও বহুল প্রচলিত। তন্মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে হাফিজুল হাদীস, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আলহারেসী সংকলিত মুসনাদুল ইমামিল আযম। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যুগশ্রেষ্ঠ হাফিজুল হাদীস হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন খসরূ রহ. সংকলিত মুসনাদুল ইমামিল আযম। সুতরাং উক্ত তিনও মুসনাদের ইজাযত আমার (অর্থাৎ শাহ ছাহেব রহ.) নিকটও নিজ উস্তাযদের মধ্যস্থতায়

[২০৯] তথ্যটি সঠিক নয়। কেননা মুহাদ্দিস খুওয়ারায্মী রহ. এরও উনিশ বছর আগে ৬৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।—গ্রন্থকার।

পৌঁছেছে। [তিনি তাঁর ইতহাফুন নাবীহ গ্রন্থে (পৃ. ২৭৮-২৮০) জামিউল মাসানীদের সনদ উল্লেখ করেছেন।]

তিনি ইমাম আবু হানীফার সকল বর্ণনাকে এ মুসনাদে জমা ও গ্রন্থবদ্ধ করেছেন এরূপ দাবি করা একেবারেই অযথার্থ। কেননা ইমাম আবু হানীফার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা চার হাজার।[২১০] ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী বলেন,

كان أبو حنيفة يروي أربعة الآف حديث ألفين لحماد وألفين لسائر المشيخة.[২১১]

'ইমাম আবু হানীফা চার হাজার হাদীস বর্ণনা করতেন। দুই হাজার হাম্মাদ থেকে আর বাকি দুই হাজার অন্যান্য শায়েখদের থেকে।'

আর খুওয়ারাযমী সংকলিত জামিউল মাসানীদে এর অর্ধেক হাদীসও নেই। বরং যেমনটি মাওলানা আবুল ওয়াফা আফগানী ইমাম আবু ইউসুফ-এর রেওয়ায়েতকৃত কিতাবুল আছারের ভূমিকায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে,

بل لم يستوعب جميع آثار المسانيد التي قال إنه جمعها كما تتبعته وقابلته على كتاب الآثار للإمام محمد ومسند الحارثي.

'হাদীস-বিশারদ খুওয়ারাযমী উক্ত মুসনাদসমূহের সব হাদীসই সংকলন করেননি, যা সংকলন করার কথা তিনি বলেছিলেন। যেমনটি আমি ইমাম মুহাম্মাদের রেওয়ায়েতকৃত কিতাবুল আছার ও হারেসী সংকলিত মুসনাদুল ইমামিল আযম অনুসন্ধান করে এবং জামিউল মাসানীদ-এর সাথে মুকাবেলা (মিলিয়ে দেখা) করে অবগত হয়েছি।'

---

[২১০] হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন—

وجميع ما فيه موصولا ومعلقا بغير تكرار ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثا.

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.-এর সহীহ বুখারীতে তাকরার বা পুনরুল্লেখ ছাড়া মাওসুল ও মুআল্লাক হাদীসের সংখ্যা ২৫১৩টি। (ফতহুল বারী ১৩/৫৪৩, দারুল মা'রেফা, বৈরূত, লেবানন) অতএব এটি যাহের কথা যে, ইমাম আবু হানীফার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা চার হাজার হলে তিনি অধিক হাদীসবর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।—আবু মুআজ।

[২১১] ছদরুল আয়িম্মা মুওয়াফফাক বিন আহমদ মক্কী, মানাকিবুল ইমামিল আ'যম ১/৯৬ দায়েরাতুল মাআরেফ হায়দারাবাদ, দাকান।

আমায় লেখা ২-ই রবীউস সানী ১৩৭২ হিজরী সনের চিঠিতে তিনি (আবুল ওয়াফা আফগানী) বলেন,

> "امام حسن (بن زياد) کی کتاب الآثار کو تو ابن خسرو نے اپنی مسند میں پورا محفوظ کر لیا ہے- اور جامع المسانيد نے بھی ، جیسے محمد بن خالد وہبی کی کتاب الآثار کو کلاعی نے محفوظ کر لیا ہے اپنی تخریج سے ،اور "جامع المسانید" میں خوارزامی نے آٹھ دس مسندوں کی حفاظت تو کی مگر افسوس کہ کتاب الآثار للامام ابی یوسف اور مسند ابی نعیم اصفہانی ، اور مسند ابن عدی اور مسند حافظ ابن ابی العوام کی حفاظت نہیں کی- نہ معلوم اس کے کیا اسباب تھے ، سندیں تو سب کی ابتداء میں ذکر کیں ، مگر کتاب میں آثار امام ابی یوسف کا تو کہیں بھی حوالہ نہیں، باقی مسانید کا کہیں کہیں برائے نام حوالہ ہے، اکثر جاگہ متروک ، اس لئے جامع ناقص کتاب ہے، باب المشائخ تو بالکل ناقص ہے ، اور اس میں غلطیاں بھی ہیں- اگر مسند ابی نعیم کو بالاستعاب ذکر کرتے ، تو آج ہمیں بڑی سہولت اس کی تصحیح میں ہوتی "

চিঠিটার বাংলা করলে এই দাঁড়ায়—

> 'ইমাম হাসান বিন যিয়াদের রেওয়ায়েতকৃত 'কিতাবুল আছার'-কে তো ইবনে খসরূ তাঁর সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযমে' পূর্ণাঙ্গভাবে সংরক্ষণ করেছেন।[২১২] এবং 'জামিউল মাসানীদ' গ্রন্থেও হাসান বিন যিয়াদেও রেওয়ায়েতকৃত 'কিতাবুল আছার' রক্ষিত হয়েছে। যেমনিভাবে মুহাম্মাদ বিন খালেদ ওয়াহবী-এর

---

[২১২] আমরা ইবনে খসরূ সংকলিত মুসনাদুল ইমামিল আ'যমে ইমাম হাসান বিন যিয়াদের নিম্নোক্ত নম্বরের রেওয়ায়েতসমূহ পেয়েছি : ৬৭, ৬৮, ৭৮, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৯৮, ৯৯, ১০৮, ১১২, ১২৩, ১৩১, ১৩৯, ১৪১, ১৬৬, ১৭০, ১৭৬, ১৭৭, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ১৯৭, ১৯৮, ২০০, ২০২-২০৭, ২১০- ২২১, ২২৪-২৫০, ৩৫৭- ৪১৪, ৪১৭- ৪২৯, ৪৩৩, ৪৩৭, ৪৪০, ৪৬২, ৪৬৭, ৪৬৯, ৪৮৩, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৯৯, ৫০৬, ৫১০, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৭, ৫৩৫, ৫৪০, ৫৪৫, ৫৫১, ৫৫৬, ৫৬০, ৫৮৩, ৫৯১, ৫৯৮, ৬২৩, ৬২৪, ৬৩৬-৬৩৯, ৬৫২-৬৫৪, ৫৫১, ৫৫৬, ৫৬০, ৫৮৩, ৫৯১, ৫৯৮, ৬২৩, ৬২৪, ৬৩৬-৬৩৯, ৬৫২-৬৫৪, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৮১, ৬৯৪, ৭০৭-৭১২, ৭১৬-৭১৯, ৭৩০-৭৩২, ৭৪০,৭৫৫, ৭৬৩-৭৬৬,৭৭৯-৭৮২, ৭৮৯, ৭৯৭, ৭৯৮, ৮০২-৮০৪, ৮৩২, ৮৩৪, ৮৬৫, ৮৭৯, ৮৯০, ৮৯৪, ৯১৪, ৯২৬, ৯৪২,৯৪৩,৯৫৬,৯৫৭,৯৫৯,৯৬০,৯৬৩,৯৬৬,৯৬৭,৯৯৭,১০০২,১০০৯, ১০১৩, ১০১৭, ১০৩০- ১০৩৪, ১০৩৯, ১০৪৫, ১০৪৬, ১০৫১, ১০৫৩, ১০৯২, ১০৯৪, ১০৯৬, ১১২৮, ১১২৯; ১১৩০, ১১৪৭, ১১৬৭, ১১৬৮, ১১৬৯, ১১৭০- ১১৭২, ১২০০, ১২০৬, ১২০৯- ১২১১, ১২৫০-১২৫৫; ।—আবু আমাতুল্লাহ।

> রেওয়ায়েতকৃত 'কিতাবুল আছার'কে (হাফেজ আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন খালেদ বিন খালী) আলকালায়ী তাঁর স্বীয় তাখরীযে—তাঁর সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফাতে—সংরক্ষণ করেছেন।[২১৩] আর 'জামিউল মাসানীদ' কিতাবে খুওয়ারাযমী তো আট, দশ মুসনাদের সংরক্ষণ তো করেছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, ইমাম আবু ইউসুফ-এর রেওয়ায়েতকৃত 'কিতাবুল আছার', আবু নুআইম আসফাহানী সংকলিত 'মুসনাদে আবু হানীফা' ইবনে আদী সংকলিত 'মুসনাদে আবু হানীফা' এবং হাফেজ ইবনে আবিল আওয়াম সংকলিত 'মুসনাদে আবু হানীফা'-এর সংরক্ষণ করেননি। জানি না এর কী কারণ ছিল।

কিতাবের শুরুতে (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে) এসব কিতাবের সনদ তো উল্লেখ করেছেন।[২১৪] জামিউল মাসানীদে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর রেওয়ায়েতকৃত কিতাবুল আছার-এর হাওয়ালা ও উদ্ধৃতি কোথাও নেই। অন্যান্য মুসনাদগুলোর উদ্ধৃতি কোথাও কোথাও রয়েছে নামেমাত্র। অধিকাংশ জায়গা মাতরুক। (বাদ পড়ে গেছে এমন।) এদিক বিচারে 'জামিউল মাসানীদ' পূর্ণাঙ্গ কিতাব নয়। 'বাবুল মাশায়েখ'[২১৫] তো একেবারেই অপূর্ণাঙ্গ। এবং তাতে তাসামুহও (স্খলন

---

[২১৩] আমরা জামিউল মাসানীদে কালায়ী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার নিম্নোক্ত নম্বরের রেওয়ায়েতগুলো পেয়েছি : ১২০, ১৪৬, ১৮৭, ১৮৮, ২২৯, ২৩০, ২৩৪, ২৪১, ২৫৪, ২৫৯, ২৯২, ৩৩৮, ৪২২, ৮৩৯, ৮৪৫, ১০৩৪, ১০৫৯, ১০৮২, ১০৮৮, ১১০৬, ১১০৭, ১১১৭, ১১৩৩, ১১৪০, ১১৬৯, ১১৭১, ১১৯৪, ১২১৬, ১২২১, ১২৩১, ১২৪০;১২৪১, ১২৬৩, ১২৬৭, ১২৭১, ১২৯৪, ১৩৮৫, ১৪৫৫, ১৪৬৪, ১৪৭১, ১৪৭৩, ১৪৭৯, ১৪৯১, ১৫১৮, ১৫২১, ১৫২৭, ১৫২৯, ১৫৩০, ১৫৩৬, ১৫৪০, ১৫৫৭, ১৫৭৮, ১৫৭৯, ১৬২২, ১৬৫৪, ১৬৮৮৩, ১৬৮৯, ১৬৯১, ১৭০৩, ১৭০৫, ১৭০৬, ১৭১৮, ১৭৫৩॥—অনুবাদক।

[২১৪] ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর রেওয়ায়েতকৃত কিতাবুল আছারের সনদকে তিনি উল্লেখ করেছেন এগারোতম মুসনাদে। আবু নুআইম ইসফাহানী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার সনদ চতুর্থতম মুসনাদে। ইবনে আদী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার সনদ ষষ্ঠতম মুসনাদে। এবং হাফেজ ইবনে আবীল আওয়াম সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার সনদ পনেরোতম মুসনাদে উল্লেখ করেছেন।

[২১৫] (অনুবাদক) 'বাবুল মাশায়েখ' বলতে তিনি নিম্নের পরিচ্ছেদ বুঝিয়েছেন,

الباب الأربعون في معرفة مشائخ هذه المسانيد وذكر أحوالهم وتراجمهم رحمهم الله تعالى على حروف المعجم وفيها فصول

ও ভুল-বিচ্যুতি) রয়েছে।[২১৬] আবু নুআইম ইসফাহানী সংকলিত 'মুসনাদে আবু হানীফা'-কে যদি তিনি আদ্যোপান্ত উল্লেখ করতেন, তাহলে আজ আমাদের তা তাসহীহ (শুদ্ধিকরণ ও সঠিক পাঠোদ্ধার) করতে খুব সহজ হতো।'

এতৎসত্ত্বেও খুওয়ারায্মী সংকলিত 'জামিউল মাসানীদ' গ্রন্থে যেহেতু ইমাম আবু হানীফার বিভিন্ন মুসনাদের অধিকাংশ রেওয়ায়েত এসে গেছে। এজন্য মুতাআখখিরীন আলেদের মধ্যে গ্রন্থটি অনেক সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

'জামিউল মাসানীদ' কিতাবের ভাষ্যগ্রন্থ

১। হাফেজ যায়নুদ্দীন কাসেম ইবনে কুতলুবুগা হানাফী (ওফাত : ৮৭৯ হি.) দুই খণ্ডে এ কিতাবের এক সুবৃহৎ শরাহ লিখেছেন। আল্লামা সাইয়েদ মুরতাযা হাসান যাবীদী রহ. 'উকুদুল জাওয়াহিরিল মুনীফা' কিতাবে হাফেজ কাসেম ইবনে কুতলুবুগার উক্ত শরাহ ও ভাষ্যগ্রন্থ দ্বারা খুবই উপকৃত হয়েছেন।

২। হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী রহ. (ওফাত : ৯১১ হি.)ও التعليقة المنيفة على مسند أبي حنيفة ('আত-তালীকাতুল মুনীফা আলা মুসনাদি আবী হানীফা') নামে এ কিতাবের একটি শরাহ লিখেছেন।

জামিউল মাসানীদ-কে যারা ইখতেছার (সংক্ষেপণ) করেছেন

অনেক মুহাদ্দিস—যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসতত্ত্ববিদ 'জামিউল মাসানীদ' কিতাবকে সংক্ষেপণ করেছেন। আমরা নিম্নে তাঁদের বিবরণ পেশ করছি।

১। ইমাম শরফুদ্দীন ইসমাঈল বিন ঈসা বিন দওলত আগানী আলমক্কী (ওফাত : ৮৯২ হি.) কৃত ইখতেছার। তাঁর এ সংক্ষেপণের নাম—

اختيار اعتماد المسانيد في اختصار أسماء بعض رجال الأسانيد

এ কিতাবের[২১৭] শুরুতে তিনি ইমাম আবু হানীফার মানাকিব নিয়েও আলোকপাত

---

[২১৬] এখানে আবুল ওয়াফা আফগানী রহ. *জামিউল মাসানীদ* কিতাবের হাদীসের মান নিয়ে কোনোরূপ মন্তব্য করেননি। বরং কিতাবটির তথ্যগত ও মুদ্রণগত বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করেছেন মাত্র। অতএব সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।—অনুবাদক।

[২১৭]

اختصر جامع المسانيد للخوارزمي أبي المؤيد محمد بن محمود وسماه اختيار اعتماد المسانيد في اختصار أسماء رجال الأسانيد رأيته بخطه عند صاحبه عبد المعطي المغربي

করেছেন।

২। ইমাম আবুল বাকা আহমদ বিন আবিয যিয়া মুহাম্মাদ আলকুরাশী আল-মক্কীকৃত ইখতেছার। তিনি المستند في مختصر المسند নামক এই কিতাবটিতে সংক্ষেপণ করেছেন। এ কিতাবে মুকাররার (পুনরাবৃত্তি) হাদীস এবং মুসান্নিফ থেকে নিয়ে ইমাম আবু হানীফা পর্যন্ত যে সনদ ছিল তা হযফ করা হয়েছে।

৩। শায়েখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম হানাফী-এর সংক্ষেপণ।

৪। কাশফুয যুনূন কিতাবে জামিউল মাসানীদ কিতাবের আরেকটি ইখতেছারের নামও উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তার সংকলকের নাম জানা যায়নি। জামিউল মাসানীদ কিতাবে কুতুবে সিত্তা থেকে যে অতিরিক্ত রেওয়ায়েত ছিল তা আল্লামা হাফিজুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ কারদারী রহ. (ওফাত : ৭২৮ হি.)—যিনি বাযযাযী নামে পরিচিত— زوائد مسند أبي حنيفة নামে পৃথকভাবে সংকলন করেছেন।

৫। মুহাদ্দিস আবু হাফস যায়নুদ্দীন আশ-শাফেয়ীকৃত ইখতেছারের একটি তাসনীফ বা রচনা— لقط المرجان من مسند أبي حنيفة النعمان-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। যেটা খুব সম্ভব 'জামিউল মাসানীদ' থেকেই সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত। পরবর্তীকালে আল্লামা মুহাদ্দিস সাইয়েদ মুরতাযা যাবীদী হানাফী—ইন্তেকাল ১২০৫ হিজরী—'জামিউল মাসানীদ' থেকে ইমাম আযমের ঐ সকল আহকাম সংক্রান্ত হাদীসকে চয়ন করেছেন যে সকল হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কুতুবে সিত্তার সংকলকগণও ইমাম আবু হানীফার সাথে শরীক রয়েছেন। গ্রন্থটি খুবই মুফীদ ও উপকারী। যা সরু টাইপে খুদে খুদে অক্ষরে দুই খণ্ডে মিশর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে সংকলক প্রত্যেক পরিচ্ছেদে প্রথমে ইমাম আযমের রেওয়ায়েত—যে মাসআলা সম্পর্কে তা বর্ণিত হয়েছে তা—উদ্ধৃতসহ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর কুতুবে সিত্তা এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে যে শব্দে তা বর্ণিত হয়েছে তা উদ্ধৃত করেছেন। গ্রন্থটির নাম—

عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة فيما وافق فيه

وقال إنه اختصره أيضا الجمال بن محمود بن أبي العباس القونوي وأبو البقاء بن الضياء وأبدى في كل منهما علة وفي كتابه أيضا علل. (الضوء اللامع ٢: ٣٠٤، ٣٠٥)

الأئمة الستة أو بعضهم .

এ গ্রন্থের তারতীব ও বিন্যাস ফিকহী পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। প্রথমে আকীদা সংক্রান্ত আলোচনা এরপর আমল সংক্রান্ত।

বেশ আগে, খুওয়ারায্মী সংকলিত জামিউল মাসানীদ দায়িরাতুল মাআরিফ হায়দারাবাদ, দাকান-এর প্রকাশনা থেকে বৃহৎ দুই ভলিয়ামে মুদ্রিত হয়েছে। এ কিতাবে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর প্রায় পাঁচ শত শাগরিদবৃন্দের ঐ সকল রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ আছে, যা তাঁরা সরাসরি ইমাম আবু হানীফা থেকে শুনেছেন।

পরিতাপের বিষয়, জামিউল মাসানীদ ছাড়া ইমাম আবু হানীফার অন্যান্য মুসনাদ যা শীর্ষ পর্যায়ের হাদীসশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ মনীষীবৃন্দ স্বতন্ত্রভাবে সংকলন করেছিলেন এবং যার আলোচনা ইতঃপূর্বে আপনারা পাঠ করেছেন, তন্মধ্যে কোনো মুসনাদ এখনও পর্যন্ত মুদ্রিত হয়ে আলোর মুখ দেখেনি। তা রয়ে গেছে পাণ্ডুলিপির গহ্বরে অসম্পাদিত আকারে। মাজলিসে ইহ্য়াইল মাআরিফিন নুমানিয়া, হায়দারাবাদ দাকান-এ উপরি-উক্ত মুসনাদসমূহের মধ্য থেকে নিম্নোক্ত চারটি মুসনাদের ফটোকপি বিদ্যমান রয়েছে।

১। ইবনে আবীল আওয়াম সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'[২১৮]

২। হারেসী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'

৩। আবু নুআইম আল-আসবাহানী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'

৪। ইবনে খসরূ সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম।'

---

[২১৮] আবুল কাসেম ইবনে আবীল আওয়াম তাঁর *'ফাজায়িলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাকিবুহু'* কিতাবে একটি শিরোনাম এনেছেন। শিরোনামটির নাম হলো—

ذكر ما انتهى إلينا من العلماء والفقهاء والمحدثين الذين أخذوا عن أبي حنيفة الحديث والفقه.

(১৪৩-২২২) পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ অংশে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত মূল্যবান অনেক আছার রয়েছে। কিতাবের এ অংশকেই মুসনাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই মুসনাদ সম্পর্কে আল্লামা যাহেদ আলকাওসারী রহ. বলেন,

ومسند أبي حنيفة له (أي ابن أبي العوام) من أهم المسانيد السبعة عشر...

(ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম, পৃ. ৮১ নং ৪৬)। মুহাদ্দিস খুওয়ারায্মী জামিউল মাসানীদ কিতাবের শুরুতে পনেরোতম মুসনাদে এ কিতাবের তাঁর নিজস্ব সনদ উল্লেখ করেছেন। —আবু মুআজ।

(অধুনা দুষ্প্রাপ্য) এসকল মুসনাদকে মুদ্রণ ও প্রকাশ করা 'মাজলিসে ইহ্য়াইল মাআরিফিন নুমানিয়া'-এর ইচ্ছা ও পরিকল্পনাধীন রয়েছে। দু'আ করি, আল্লাহ তাআলা যেন এ কাজকে দ্রুত আঞ্জাম দেন।

[আলহামদুলিল্লাহ! মুসনাদে হারেসী দারুল কুতুবিল ইলমিয়া-বৈরূত থেকে ২০০৮ সনে আবু মুহাম্মাদ আল উসয়ুতী-এর তাহকীকে মোট ৩৩৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। আর মুসনাদে আবু নুআইম আল-আসবাহানী নযর মুহাম্মাদ আলফারয়াবী-এর তাহকীকে সর্বপ্রথম মাকতাবাতুল কাওসার, রিয়াদ থেকে ১৯৯৪ সনে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি শায়েখ লতীফুর রহমান আলবাহরায়িজী আলকাসেমী-এর তাহকীকে 'মুসনাদে ইবনে খসরূ' ও 'মুসনাদে হারেসী' মক্কা মুকাররামার আলমাকতাবাতুল ইমদাদিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আর হাফেজ ঈসা বিন মুহাম্মাদ বিন আহমদ আস-সাআলেবী আল-জাফরী (ওফাত : ১০৮২ হি.) সংকলিত মুসনাদও শায়েখের তাহকীকে মাকতাবতুল গানেম থেকে প্রকাশিত হয়েছে।—অনুবাদক]

এখন যে কিতাবের (উর্দূ) তরজমা 'মুসনাদে ইমাম আযম' নামে পরিবেশন করা হচ্ছে[২১৯] তা প্রকৃতপক্ষে ইমাম আব্দুল্লাহ হারেসী সংকলিত। আল্লামা হাসকাফী যেটা সংক্ষেপণ করেছেন। আর খাতেমাতুল মুহাদ্দিসীন হাফেজ মুহাম্মাদ মোল্লা আবেদ সিন্ধী (ওফাত : ১২৫৭ হি.) তা ফিকহী পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত[২২০] করেছেন।

পর্যালোচনা

---

[২১৯] অর্থাৎ মাওলানা সাআদ হাসান সাহেবকৃত অনুবাদ ও বিশ্লেষণ যা মুহাম্মাদ সাঈদ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

[২২০] এই মুসনাদকে (ইখওয়ানুল মুসলিমীন-এর প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্নার পিতা) শায়েখ আহমদ আব্দুর রহমান আলবান্না আসসাআতীও (১৩০০ হি.-১৩৭৮ হি.) هداية المكتفي بترتيب مسند الحصكفي؛ নামে বিন্যস্ত করেছেন। নিম্নে তাঁর আরো কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলো :

١. منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود؛ ٢. تهذيب جامع مسانيد أبي حنيفة؛ ٣. تحاف أهل السنة البررة بزبدة أحاديث الأصول العشرة؛ ٤ .تنوير الأفئدة الزكية في أدلة أذكار الوظيفة الزروقية؛ ٥ .الفتح الرباني لشرح وترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني.٦. بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن؛ ٧ ,القول الحسن في شرح بدائع المنن؛

শাবাকা থেকে—অনুবাদক।

[মোল্লা আবেদ সিন্ধী রহ. এ কিতাবের মুকাদ্দিমায় বলেন—

لما كان مسند الإمام الأعظم، والهمام الأقدم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، من رواية الحَصْكَفِيّ مرتبا على أسماء شيوخِه، بحسب ما روى عنهم رحمهم الله تعالى. وكان استخراجُ الحَديثِ منه مُشكِلاً، وخصوصا لمن لا يدرى شيخ الإمام في ذلك الحديث، أردت ان أرتبه على الأبواب الفقهية؛ ليسهل البحث فيه؛ مستعينا بالله، إنه مفيض الخير والجواد.

যখন হাসকাফী বর্ণিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম' হাসকাফীর শায়েখদের নামের ক্রম অনুযায়ী—তাঁদের থেকে বর্ণনা অনুপাতে—বিন্যস্ত ছিল; আর এখান থেকে হাদীস বের করা ছিল কঠিন। বিশেষত সেই হাদীসে হাসকাফীর শায়েখ কে এটা যিনি জানেন না (তার জন্য)। আমি—আল্লাহ পাকের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে—ইচ্ছা করলাম, ফিকহী বিন্যাস অনুযায়ী তা সাজাতে। যাতে হাদীস খুঁজে বের করতে সহজ হয়। আল্লাহ তাআলাই হলেন নেক কাজের তাওফীকদাতা এবং দানশীল।[২২১]—অনুবাদক]

ইমাম হারেসী

ইতিহাসখ্যাত প্রসিদ্ধ হানাফী ইমামদের অন্যতম, মুসনিদুল হিন্দ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ. (ফার্সি ভাষায় রচিত) আলইন্তিবাহ্ মিন ছালাছিলি আওলিয়ায়িল্লাহ ওয়া আসানীদি ওয়ারিছী রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম[২২২] গ্রন্থে তাঁকে 'আসহাবুল উজুহ'দের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং লিখেছেন যে, তিনি তাঁর যুগের হানাফী ফকীহদের মারজা (জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র ও প্রত্যাবর্তনস্থল) ছিলেন। 'আসহাবুল উজুহ' এর স্তর 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' এবং 'মুজতাহিদে মুতলাক মুনতাসেব' এর মাঝামাঝি স্তরের। তিনি আবু হাফস ছগীর (২৬৪ হি.) থেকে ফিকহ অর্জন করেন। আর আবু হাফস ছগীর ফিকহ অর্জন করেছেন তাঁর সম্মানিত পিতা আবু হাফস কাবীর (২১৭

---

[২২১] (পৃ. ২৬৫ মাকতাবাতুল বুশরা, করাচী, পাকিস্তান, ১৪৩৪ হি.)

[২২২] এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে খ্যাতনামা আওলিয়ায়ে কেরামের সিলসিলার সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে হাদীসের সনদসমূহ ও ফিকহ-শাস্ত্র সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্যাবলি। হাদীস ও ফিকহের উপর শাহ ছাহেব রহ. গ্রন্থটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। [—অনুবাদক]

হি.) থেকে, যিনি ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর প্রসিদ্ধ শাগরিদদের অন্যতম। হাদীস অন্বেষণে ইমাম হারেসী খোরাসান, ইরাক, হিজায প্রভৃতি দেশ পায়ে হেঁটে সফর করেন এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ অনেক শায়েখদের থেকে এ শাস্ত্র অর্জন করেন। হাফেজ সামআনী রহ. 'কিতাবুল আনসাবে' লেখেন—

رحل إلى خراسان والعراق والحجاز وأدرك الشيوخ.

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের বিশালতা এবং এ শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ও পারঙ্গমতা শীর্ষ মুহাদ্দিসগণ অকপটে স্বীকার করেছেন।

হাফেজ খলীলী বলেন,

يعرف بالأستاذ له معرفة بهذا الشان.

'তিনি (আব্দুল্লাহ) 'আলউস্তায' নামে প্রসিদ্ধ এবং হাদীসশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।'

হাফেজ সামআনী লেখেন,

كان شيخا مكثرا من الحديث

'তিনি বিপুল হাদীসবর্ণনাকারী শায়েখ [২২৩] ছিলেন।'

জীবনচরিত-বিশেষজ্ঞ ও রিজালশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম হাফেজ শামছুদ্দীন যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফফাজ কিতাবে ইমাম, হাফেজ, মুহাদ্দিসুল উন্দুলুস কাসেম বিন আসবাগ (ওফাত : ৩৪০ হি.)-এর তরজমায় হিজরী ৩৪০ সনের অধীনে তাঁর আলোচনা মর্যাদাপূর্ণ ও গৌরবজনক শব্দে উল্লেখ করেছেন—

وفيها مات عالم ما وراء النهر ومحدثه الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثي البخاري الملقب بالأستاذ جمع مسند أبي حنيفة الإمام وله اثنتان وثمانون سنة،

'মাওয়ারাউন্নাহারের [২২৪] আলেম এবং মুহাদ্দিস, ইমাম আল্লামা আবু

[২২৩] হাদীসশিক্ষাদাতা রাবীকে শায়েখ বলে।

[২২৪] জায়হান/আমুদরিয়া নদীর উত্তর পূর্ব অঞ্চলীয় এলাকাকে মাওয়ারাউন্নাহার এলাকা বলা হয়। আধুনিক মানচিত্রে উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান এখানে রয়েছে। বোখারা, সমরকন্দ, তাশখন্দ, তিরমিয প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানসমূহ এই মাওয়ারাউন্নাহারের অন্তর্ভুক্ত। —অনুবাদক।

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব বিন হারেস আলহারেসী[২২৫] আলবুখারী (হানাফী)—যিনি 'উস্তায' উপাধিতে ভূষিত এবং যিনি ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন[২২৬]—এ বছরই ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল বিরাশি বছর।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'তাযীলুল মানফাআ' কিতাবে তাঁকে হাফিজুল হাদীস হিসেবে মেনে নিয়েছেন।[২২৭] শীর্ষ পর্যায়ের হাফেজে হাদীসগণ, যেমন—হাফেজ ইবনে মানদা, হাফেজ ইবনে উকদা, হাফেজ আবু বকর জি'আবী হাদীসশাস্ত্রে তাঁর শাগরিদ ছিলেন। হাফেজ হারেসী সংকলিত 'মুসনাদুল ইমামিল আযম-এর (শাস্ত্রীয় মান) কী পর্যায়ের ও কোন ধরনের সে সম্পর্কে মুহাদ্দিস খুওয়ারাযমী 'জামিউল মাসানীদে' নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন :

ومن طالع مسنده الذي جمعه للإمام أبي حنيفة علم تبحره في علم الحديث وإحاطته بمعرفة الطرق والمتون.

'যে কেউ তাঁর 'মুসনাদ' অধ্যয়ন করবে—যাতে তিনি ইমাম আবু হানীফার বর্ণিত হাদীসগুলোকে একত্র করে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন—সে ইলমে হাদীসে ইমাম হারেসীর জ্ঞানের গভীরতা, তুরুক (সনদ) ও মতনের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞানের বিশাল ব্যাপ্তি সম্পর্কে অবগত হবে।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাযীলুল মানফাআ কিতাবের ভূমিকায়

---

[২২৫] আফসোস! এত উচ্চ মরতবার হাফেজে হাদীস এবং যুগের ইমামও বৈরী ও বিরোধী মনোভাবাপন্ন লোকদের আক্রমণ থেকে বাঁচেননি। কোনো কোনো মুতাআসসিব (পক্ষপাতপ্রবণ) মুহাদ্দিস যারা হানাফীদের তানকীছে (শান ও মর্যাদা খাটো করে প্রগাঢ়) তৃপ্তি অনুভব করে থাকেন। তাঁর উপরও জরাহ্ করে বসেছেন। বরং ইবনে জাওযী তো আবু সাঈদ রওয়াস থেকে তাঁর ব্যাপারে খুবই কঠিন মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে হাফেজ আব্দুল কাদের কুরাশীকে লিখতে হয়েছে যে, عبد الله بن محمد أكبر وأجل من أبي سعيد الرواس ইমাম আব্দুল্লাহ-এর মর্যাদা ইবনুল জাওযী এবং আবু সাঈস রওয়াস উভয় থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। (সামআনীকৃত *কিতাবুল আনসাব*, *তাযকিরাতুল হুফফাজ*, *লিসানুল মীযান*, *আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যা*, *আলফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ*, বরাতে ইমাম ইবনে মাজাহ্ আওর ইলমে হাদীস, পৃ. ২৩)

[২২৬] হাফেজ যাহাবী রহ. সিয়ারু আলামিন নুবালা (১৫/৪২৫) কিতাবে বলেন,

قلت : قد ألف (مسندا) لأبي حنيفة الإمام، وتعب عليه، ولكن فيه أوابد ما تفوه بها الإمام، راجت على أبي محمد.

[২২৭] হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. *'আলমুজামুল মুফাহ্রাস'* কিতাবে (পৃ. ৩৭৭ নং ১১২৯) ইমাম হারেসী সংকলিত *'মুসানাদুল ইমামিল আযম'*-এর নিজস্ব সনদ উল্লেখ করেছেন।

লিখেছেন যে,

وقد اعتنى الحافظ أبومحمد الحارثي وكان بعد الثلاثمائة بحديث أبي حنيفة فجمعه في جلدة ورتبه على شيوخ أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

'হাফেজ আবু মুহাম্মাদ হারেসী ৩০০ হিজরীর পরে ইমাম আবু হানীফার বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে যত্নবান হন এবং একখণ্ডে তা সংকলন করেন।[২২৮] তিনি এ হাদীসগুলোকে ইমাম আবু হানীফার শায়েখভিত্তিক বিন্যস্ত করেছেন।'[২২৯] (অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফার একেক শায়েখের সকল বর্ণনাকে [আলাদা আলাদা শিরোনামে] এক জায়গায় জমা করে দিয়েছেন।)

ইমাম হারেসীর মুসনাদকে যাঁরা সংক্ষেপণ করেছেন

ইমাম হারেসীর মুসনাদকে নিম্নোক্ত মনীষীগণ সংক্ষেপণ করেছেন। উক্ত সংক্ষেপণে ইমাম আবু হানীফা থেকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত হাদীসের যে (গৌরবময়) সনদ রয়েছে তা হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হারেসী থেকে নিয়ে ইমাম আবু হানীফা পর্যন্ত যে সনদ ছিল তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

১। ইমাম আল্লামা কাজী ছদরুদ্দীন মুসা বিন যাকারিয়া আলহাসকাফী। তিনি ৫৮০ হিজরী কিংবা ৫৮১ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্তেকাল করেন ৬৫০ হিজরীতে। তিনি সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। মিশর এবং হলবে হাদীসের দরস প্রদান করেন। হাফেজ দিময়াতী হাদীসশাস্ত্রে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হাফেজ দিময়াতী নিজ 'মু'জামে' তাঁর জীবন-চরিত ও আলোচনাও লিখেছেন। হাফেজ আব্দুল কাদের কুরাশীও এক মধ্যস্থতায় তাঁর গৌরবময় শাগরিদ। তাঁর সংক্ষেপণটা مسند أبي حنيفة للحصكفي নামে প্রসিদ্ধ। মুহাদ্দিস মোল্লা আলী

---

[২২৮] শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. (ওফাত : ৭৪৮ হি.) 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' কিতাবে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হারেসীর আলোচনায় ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে তাঁর আরেকটি কিতাবের কথা বলেছেন। কিতাবটির নাম *ওয়াহামুত তবাকাতিয যালামাতি আবা হানীফা।*

[২২৯] তিনি মুসনাদে হারেসীতে যেভাবে হাদীস বর্ণনা করেন তার নমুনা উল্লেখ করা হলো :

ما أسنده الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، عن عطاء بن بن أبي رباح رضى الله عنه وأرضاه... ما أسنده الإمام أبو حنيفة ، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ... ما أسنده الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، عن عمرو بن دينار...

কারী হানাফী (মৃ. ১০১৪ হি.) এ কিতাবের বিস্তৃত একটি শরাহ লিখেছেন। যার নাম— سند الأنام في شرح مسند الإمام। মাওলানা আবুল ওয়াফা আফগানী (মা. আ.) ৭৫ হিজরী ২৪ ই জিলকদ তারিখের (এক শিরোভূষণ) চিঠিতে আমায় লিখেছিলেন,

مسند امام للحصكفي ، مسند حارثي ہی کا خلاصہ ہے ، لیکن چونکہ انہوں نے التزام کیا ہے ، کہ امام حماد نے جس حدیث کو امام صاحب رح سے روایت کیا ہے اس روا یت کو ضرور اپنے مسند میں لائیں گے اس لئے ایسی حدیثیں جن کی روایت حارثی نے نہیں کی ہو ، ان کو ابن خسرو سے لے لیا ہے اور وہ معدود ے چند ہے۔

'হাসকাফীকৃত মুসনাদে ইমাম আযম, হারেসী সংকলিত মুসনাদে ইমাম আযমেরই সারনির্যাস। কিন্তু যেহেতু হাসকাফী এই নীতি অবলম্বন করেছেন যে, ইমাম হাম্মাদ যে সকল হাদীসকে ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে রেওয়ায়েত করেছেন সেসব রেওয়ায়েতকে অবশ্যই (মুসনাদে হারেসীর ইখতেছারকৃত) নিজ মুসনাদে উদ্ধৃত করবেন (তথা অতিরিক্তি সংযোজন করবেন।) এজন্য এমন হাদীস যা ইমাম হারেসী রেওয়ায়েত করেননি তা তিনি ইবনে খসরূ থেকে গ্রহণ করেছেন। তবে তা স্বল্প।'

(অর্থাৎ হাসকাফী মুসনাদে হারেসীর যে ইখতেছার করেছেন, তাতে তিনি হাম্মাদ সূত্রে আবু হানীফা রহ. থেকে যে সকল রেওয়ায়েত অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন সে সকল রেওয়ায়েত তিনি মুসনাদে ইবনে খসরূ থেকেই গ্রহণ করেছেন। তবে তা সংখ্যায় স্বল্প।)

২। ইমাম আল্লামা ছদরুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ আলখিলাতী [২৩০] আলহানাফী (ওফাত : ৬৫২ হি.)। শীর্ষ পর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থ লিখেছেন।[২৩১] হাদীসশাস্ত্রে তিনি জামালুদ্দীন হাছীরী-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইমাম আবু হানীফার মুসনাদের যে

---

[২৩০]

قال الجامع : ذكر القاري أن الخلاطي بكسر الخاء نسبة إلى بلد بالروم .كذا في الفوائد البهية ص ٢٢٥ -

[২৩১] গ্রন্থটির নাম تعليق على صحيح مسلم। গ্রন্থটি সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন 'আলফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ' (জীবনী : ৩৬১, পৃ. ২২৪)। 'আলজাওয়াহিরুল মুযীআ'- মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ আলখিলাতীর তরজমা। —অনুবাদক।

সংক্ষেপণ করেছেন তার নাম مقصد المسند । 'কাশফুয যুনূন' প্রণেতা এটাকে 'জামিউল মাসানীদ'-এর সংক্ষেপণ বলে মন্তব্য করেছেন, যেটা বাহ্যত সঠিক নয়। তাঁর ইন্তেকালের সময় মুহাদ্দিস খুওয়ারাযমী জীবিত ছিলেন। এজন্য যুক্তির দাবি এটাই যে, مقصد المسند কিতাবটি জামিউল মাসানীদের নয়, বরং মুসনাদে হারেসীর সংক্ষেপণ।

৩। কাজীউল কোজাত মুহাম্মাদ বিন আহমদ বিন মাসউদ আলকুনাবী, আদ দিমাশকী—যিনি ইবনুস সাররাজ নামে পরিচিত—৭৭০ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন। উঁচু মাপের প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত মুসান্নিফ। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আলফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ কিতাবে তাঁর নাম মাহমুদ বিন আহমদ লেখা আছে। তাঁর (মুসনাদে হারেসীর) সংক্ষেপণটা তেত্রিশ পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত। ফিকহী পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ কিতাবের নাম المعتمد في أحاديث المسند।[২৩২] পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেই المستند في شرح المعتمد নামে এ কিতাবের একটি শরাহ লিখেছিলেন।

৪। আমার কাছেও মুসনাদে আবু হানীফার একটি কলমী নুসখা (পাণ্ডুলিপি) রয়েছে। যা আহমদ বিন ইবরাহীম নামীয় একজন আলেম ১২৪৩ হিজরীতে সংকলন করেছেন। এ নুসখাকে ক্বারী মুহাম্মাদ সিদ্দীক আফগানী মিশরের খিদীবিয়া কুতুবখানা থেকে নকল (কপি) করেছেন। মাওলানা আবুল ওয়াফা আফগানীকে এ নুসখা দেখালে তিনি মন্তব্য করেন,

'এটা মুসনাদে ইবনে খসরু এবং মুসনাদে হারেসীর সংক্ষেপণ। প্রথমে তাতে ইবনে খসরু থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এর পরে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন হারেসী থেকে। পাণ্ডুলিপিটি এক শ বিরানব্বই পাতার। পাণ্ডুলিপিটির উপর পেন্সিলের লেখা রয়েছে।'

ইমাম হারেসী সংকলিত মুসনাদুল ইমামিল আযমের পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদভিত্তিক সংকলন

১। হাফেজ যায়নুদ্দীন কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ. (৮০২ হি.-৮৭৯ হি.) ইমাম হারেসীর আসল মুসনাদকে পরিচ্ছেদভিত্তিক বিন্যস্ত করেছিলেন।

---

[২৩২] অবশ্য এরও আগে হাফেজ কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ. হারেসী সংকলিত মুসনাদুল ইমামিল আ'যমকে ফিকহী পরিচ্ছদে বিন্যস্ত করেন। (আব্দুল হাফীজ মক্কী রহ.-এর মুসনাদুল হারেসীর প্রাক্কথন, পৃ. ১৪) —আবু মুআজ।

২। পরবর্তী যুগে খাতিমাতুল হুফ্‌ফাজ মোল্লা আবেদ সিন্ধী (ওফাত : ১২৫৭ হি.) মুসনাদে হাসকাফীকেও—যেটা মুসনাদে হারেসির সংক্ষেপণ এবং হারেসীর অনুসরণে মু'জামে শুয়ুখ তথা উস্তাযগণের ধারাবাহিকতা অনুসারে বিন্যস্ত—ফিকহী অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে সুন্দররূপে সাজিয়ে দেন। এ কিতাবই আজকাল মুসনাদে ইমাম আযম নামে প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচলিত।

প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ মুসনাদে ইমাম আযমের দুটি উর্দূ তরজমা

১। বিশ্বখ্যাত মুহাক্কিক মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী রহ. (ওফাত : ১২৯৭ হি.)-এর সাহেবজাদা মুহাদ্দিস মাওলানা হাবীবুর রহমান কিতাবটি উর্দূতে ভাষান্তর করেছিলেন এবং জায়গায় জায়গায় তাতে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক সংযোজনও ছিল। তাঁর অনূদিত এই কিতাব ১৩০৮ হিজরীতে মুদ্রিত হয়।

২। আল্লাহর শোকর, পুনরায় এই কিতাবের উর্দূ তরজমা এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণে সজ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। যেটা আমাদের উর্দূ ভাষা পরিজ্ঞাত শ্রেণির লোকদের জন্য এক অপ্রতীক্ষিত নিয়ামত। এই ব্যাখ্যামূলক সংযোজন ও অনুবাদ আমাদের উস্তায মাওলানা হায়দার হাসান খান রহ.-এর সাহেবজাদা ও আমাদের পীরযাদা (শায়েখপুত্র) মাওলানা সা'দ হাসান খান—টোংকির মুহাদ্দিস এবং বিশ্বখ্যাত মাদরাসা দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার মুহতামিম—কর্তৃক লিখিত। যিনি প্রখ্যাত আলেম ঘরানার একজন কৃতীসন্তান ও প্রিয়পাত্র। এ অনুবাদ কর্মটির উৎকর্ষ, সৌন্দর্য এবং শরাহের ফলোদয় ও উপকারিতার জন্য অনুবাদকের নামই যথেষ্ট।

মুসনাদে হাসকাফীর ভাষ্যগ্রন্থ

১. আলমাওয়াহিবুল লাতীফা : মূল আরবী পাঠের উপর সংকলক নিজেই একটি অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও সুবৃহৎ শরাহ লিখেছেন। যার নাম—

المواهب اللطيفة في الحرم المكى على مسند أبي حنيفة للإمام الحصكفي.

মোল্লা আবেদ সিন্ধির এই নাতিক্ষুদ্র শরাহ কলেবরের দিক থেকে বৃহৎ দুই ভলিয়মে সন্নিবেশিত। এই কিতাবের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি হায়দারাবাদ জেলার সিন্ধের 'পীরঝাণ্ডু' পুস্তকালয়ে, এবং হায়দারাবাদের আসিফিয়া গ্রন্থালয়ে আমার

দৃষ্টিগোচর হয়েছে।[২৩৩]

ফাতহুল বারীর বৈশিষ্ট্য

যদি বলি যে, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিখিত সহীহ বুখারীর (সর্বোত্তম ও বিশ্বস্ততম) ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'। এরপর হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থের মধ্যে এ মানের কোনো শরাহ লেখা হয়নি। তাহলেও তা অতিশয়োক্তি হবে না। মুতাবাআত ও শাওয়াহেদ (সমার্থক বর্ণনা), হাদীসের তাখরীয (সূত্রনির্দেশ), মুশকিল তথা জটিলও দুর্বোধ্য জায়গার স্পষ্টকরণ, মুরছালকে মারফুকরণ, মুনকাতেকে মাওছুলকরণ, ইখতেলাফী বর্ণনাসমূহ মোটকথা, এ ভাষ্যগ্রন্থে প্রত্যেক বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত তথ্য-উপাত্ত ও মাওয়াদের সমন্বয় ঘটেছে।

২. 'তানসীকুন নিযাম ফি মুসনাদিল ইমাম'

তাঁর (মোল্লা আবেদ সিন্ধীর) পর মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ হাসান সাম্ভলী (ইন্তেকাল ১৩০৫ হিজরি) 'তানসীকুন নিযাম ফি মুসনাদিল ইমাম' নামে এ কিতাবের একটি অত্যন্ত ব্যাপক, বিস্তৃত ও উপাদেয় শরাহ লিখেছেন, যা 'আসাহহুল মাতাবে লাখনৌ' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই উপাদেয় ভাষ্যটি ব্যাপকতা, কল্যাণকারিতা ও ফায়দার দিক থেকে তাঁর যুগের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ লাখনোবী আলেম মাওলানা আব্দুল হাই ফিরিঙ্গী মহল্লীকৃত 'মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদ'-এর

---

[২৩৩] **'আলমাওয়াহিবুল লাতীফা ফিল হারামিল মক্কী' গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য** : আলহামদুলিল্লাহ! কিতাবটি তকীউদ্দীন নদবীর তাহকীকে সাত জিলদে দারুন নাওয়াদের থেকে ২০১৩ সনে প্রকাশিত হয়েছে। আবেদ সিন্ধী রহ. যেহেতু মক্কা মুকাররমায় এ গ্রন্থ রচনার শুভ সূচনা করেছিলেন এজন্য এ কিতাবের নামে الحرم المكي শব্দটি যুক্ত করেছেন। এ কিতাবের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তন্মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য হলো—১. তিনি হাদীস থেকে আহরিত মাসায়েলের ক্ষেত্রে দলিল উল্লেখসহ ফকীহদের ইখতেলাফ উল্লেখ করেন; বিশেষত হানাফী ফকীহদের। ২. কুতুবে সিত্তার সংকলকদের মধ্যে কে কে হাদীসটি তাখরীয (বর্ণনাসমূহের সূত্র-নির্দেশ) করেছেন তা তিনি হাদীসের শরাহের মধ্যে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। প্রসিদ্ধ ইমামগণ যদি হাদীসটি তাখরীয না করে থাকেন, তাহলে তিনি সাধ্যমতো ইমাম আবু হানীফার মুতাবাআত উল্লেখ করার চেষ্টাচরিত্র করেছেন। মুতাবাআতও না পেলে শাওয়াহেদ উল্লেখ করেছেন। ৩. কিতাবটি সম্পর্কে 'আলইয়ানিউল জানী' গ্রন্থে (পৃ. ৭২) মন্তব্য করা হয়েছে, إنه كتاب نفيس فيه أشياء يكثر نفعها للفقيه والمحدث. 'এটি মূল্যবান এক গ্রন্থ। এতে এমন সব বিষয়াবলি সন্নিবেশিত হয়েছে যা ফকীহ ও মুহাদ্দিসের জন্য খুবই উপকারী।' মোল্লা আলী কারী রহ. এবং হাসান সাম্ভলী রহ. কৃত উভয় শরাহেরই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, কিন্তু মোল্লা আবেদ সিন্ধী রহ.-এর শরাহ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উক্ত উভয় হযরতের শরাহ-এর চেয়ে উচ্চাঙ্গের। (মুকাদ্দিমাতুল মুহাক্কিক থেকে—আবু মুআজ।)

শরাহ, যার নাম التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد এর চেয়ে গুণ ও মানগত দিক থেকে উচ্চাঙ্গের।[২৩৪]

ইসলামে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ইলমী মাকাম—জ্ঞানগত বৈশিষ্ট্য

ইসলামের মৌলিক ও বুনিয়াদি দশটি আকর গ্রন্থ

মালেকী মাযহাবের অনুসারী মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ বিন জা'ফর কাত্তানী রহ. তাঁর 'আর রিসালাতুল মুস্তাতরাফা লিবায়ানি মাশহুরি কুতুবিস সুন্নাতিল মুশাররাফা' কিতাবে—এটি হাদীসের কিতাবসমূহের পরিচিতিমূলক আলোচনা ও অবস্থার ব্যাপারে একটি অনুপম রচনা—কুতুবে সিত্তা, (হুসাইন বিন মুহাম্মাদ খসরু সংকলিত) মুসনাদুল ইমামিল আযম, মুআত্তায়ে মালেক, মুসনাদুশ শাফেয়ী এবং মুসনাদে আহমদের বিস্তারিত আলোচনা করার পর লেখেন,

فهذه كتب الأئمة الأربعة وبإضافتها إلى الستة الأولى تكمل الكتب العشرة التي هي أصول الإسلام وعليها مدار الإسلام .

'এগুলো হলো আয়িম্মায়ে আরবাআ তথা ইমাম চতুষ্টয়ের কিতাব। এগুলোকে প্রথমোক্ত ছয় কিতাব তথা কুতুবে সিত্তার সাথে মিলালে দশ কিতাব পূর্ণ হয়। যা ইসলামের মৌলিক ও বুনিয়াদি আকর গ্রন্থ।

---

[২৩৪] **আব্দুল হাই লাখনোবী রহ. ও হাসান সাম্ভলী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় :** উল্লেখ্য যে, আব্দুল হাই লাখনোবী রহ. (১২৬৪ হি.-১৩০৪ হি.) ও হাসান সাম্ভলী রহ. (১২৬৪ হি.-১৩০৫ হি.) উভয়ে পরস্পর বন্ধু ছিলেন। উভয়েই ইন্তেকাল করেছেন জীবনের মধ্যলগ্নে একেবারে যুবক বয়সে। উভয়ের মাঝে অধিক কিতাব রচনা ও বয়সের স্বল্পতার দিক দিয়েও রয়েছে মিল। তবে আব্দুল হাই লাখনোবীর চেয়ে মুহাদ্দিস হাসান সাম্ভলীর হানাফিয়্যাত ছিল বেশি মজবুত ও পরিপক্ব। হাসান সাম্ভলী রহ. শতাধিক কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কিছু রয়েছে যা বড় বড় ভলিউমের। যেমন সুবিখ্যাত হিদায়া গ্রন্থের উপর তাঁর লিখিত হাশিয়া (টীকা-টিপ্পনী)। তাঁর লিখিত 'তানসীকুন নিযাম' কিতাবটি হাদীস ও রিজালশাস্ত্রের উপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং ইলালুল হাদীসের উপর তাঁর প্রজ্ঞার প্রমাণ বহন করে। তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন 'নুযহাতুল খাওয়াতির' (৩/১৩৫৪)—আবু মুআজ।

আর এসব গ্রন্থের উপর দ্বীন ইসলামের ভিত্তি।'

হাফেজ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হামজা হুসাইনী দিমাশকী التذكرة برجال العشرة কিতাবের ভূমিকায় (যা উক্ত দশ কিতাবের রিজাল ও রাবীদের উপর একটি বিশদ কিতাব। যে কিতাব থেকে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة কিতাবটি সংকলন ও সন্নিবেশিত করেছেন। 'তা'জীলুল মানফাআ' গ্রন্থটি আয়িম্মায়ে আরবাআর তথা ইমাম চতুষ্টয়ের উল্লিখিত কিতাবসমূহের রিজালের উপর তাঁর প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত রচনা।) বলেন,

مسند الشافعي موضوع لأدلته على ما صح عنده من مروياته وكذالك مسند أبي حنيفة.

'ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর 'মুসনাদ' ঐ সকল দলিল-প্রমাণের উপর সন্নিবেশিত, যা ইমাম শাফেয়ীর রেওয়ায়েত ও বর্ণনাসমূহের মধ্য থেকে তাঁর নিকট সহীহ। মুসনাদে আবু হানীফারও একই অবস্থা।'

হানাফী মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থ

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. (ফার্সি ভাষায় বিরচিত) তাঁর 'কুররাতুল আইনাইন ফী তাফযীলিশ শাইখাইন' গ্রন্থে মুসনাদে আবু হানীফাকে হানাফী মাযহাবের মৌলিক ও বুনিয়াদি কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করে[২৩৫] উদ্ধৃত করেছেন,

مسند ابی حنیفہ وآثار محمد بنائے فقہ حنفیہ است ۔

'হানাফী মাযহাবের মূলভিত্তি হলো আবু হানীফা রহ.-এর মুসনাদ এবং ইমাম মুহাম্মাদেও রেওয়ায়েতকৃত কিতাবুল আছার।'[২৩৬]

হাফেজ হুসাইনীর সুস্পষ্ট বক্তব্য ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। যেখানে তিনি এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, মুসনাদে ইমাম শাফেয়ীর মতো

---

[২৩৫] কুররাতুল আইনাইন, পৃ. ১৮৫ মুজতবায়ী এর প্রকাশনা, দিল্লী।

[২৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১ ॥

মুসনাদে আবু হানীফাও ঐ সকল দলিলের উপর সন্নিবেশিত, যা ইমাম আবু হানীফার বর্ণনাসমূহের মধ্য থেকে তাঁর নিকট 'সহীহ' ছিল। এই (আসমাউর রিজাল-বিশারদ) হাফেজ হুসাইনী হানাফী মাযহাব অবলম্বী নন; বরং শাফেয়ী মাযহাব অবলম্বী। তিনি সাধারণ মুহাদ্দিসদের পর্যায়ভুক্ত নন; বরং তিনি যুগশ্রেষ্ঠ হাফেজে হাদীস এবং হাদীস-বিচারকদের অন্তর্ভুক্ত।[২৩৭]

শাফেয়ী মাযহাবের আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী রহ.-এর দৃষ্টিতে মুসনাদে আবু হানীফার মান ও মাকাম

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাসানীদ সম্পর্কে অপর এক মনীষী, কালের সেরা আরেফ—আহলে দিল আলেম বা দিল ও আত্মাচালিত সূফী তত্ত্বজ্ঞ, যুগশ্রেষ্ঠ আল্লামা, শাফেয়ী মাযহাব অবলম্বী ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী রহ. (৮৯৮-৯৭৩ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আলমীযানুল কুবরা'[২৩৮]-তে যে বিশাল ভাষ্য তুলে ধরেছেন তা নিম্নরূপ—

وقد من الله تعالى علي بمطالعة مسانيد الإمام أبي حنيفة رح الثلاثة من نسخة صحيحة عليها خطوط الحفاظ آخرهم الحافظ الدمياطي، فرأيته لا يروي حديثا إلا عن خيار التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأسود وعلقمة وعطاء ومجاهد ومكحول والحسن البصري وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين. فكل الرواة الذين هم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ثقات أعلام أخيار ليس فيهم كذاب ولا متهم بكذب، وناهيك يا أخي بعدالة من ارتضاهم الإمام أبوحنيفة رضي الله عنه لأن يأخذ عنهم أحكام دينه مع شدة تورعه وتحرزه وشفقته على الأمة المحمدية.

[২৩৭] তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে জানতে হাফেজ ইবনে ফাহাদ ও হাফেজ সুয়ূতী রহ. ইমাম যাহাবী রহ. রচিত তাযকিরাতুল হুফফাজ-এর উপর যে যাইল (পরিশিষ্ট) লিখেছেন সেখানে তাঁর আলোচনা দেখুন। এই যাইল দিমাশক থেকে মুদ্রিত হয়েছে। (গ্রন্থকার)

[২৩৮] ১/৬৪ মিশর, ১৩৪৪ হি.॥

'আল্লাহ তাআলা আমার উপর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফার তিনটি মুসনাদকে তার সহীহ নুসখা (নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ কপি)[২৩৯] থেকে পড়ার তাওফীক দান করেছেন। ঐ সকল নুসখাসমূহের উপর হুফফাজে হাদীসদের কলমের লেখা—দস্তখত ও স্বাক্ষর ছিল,[২৪০] যার মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি হলেন হাফেজ দিময়াতী। (উক্ত মুসনাদত্রয়) অধ্যয়ন করে দেখলাম যে, ইমাম আবু হানীফা কেবল ঐ সকল তাবেয়ীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, যারা ছিলেন নিজ নিজ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ, আদেল এবং সিকাহ (বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য)। যারা হাদীসে নববীর ভাষ্য অনুযায়ী খয়রুল কুরুনের মানুষ ছিলেন। যেমন : আসওয়াদ, আলকামা, আতা, মুজাহিদ, মাকহুল, হাসান বসরী প্রমুখ ইমাম ও মনীষীগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ীন। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে যে সকল রাবী রয়েছেন, তাঁরা সকলে আদেল, সিকাহ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যিনি মিথ্যাবাদী কিংবা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম আবু হানীফা রহ. বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার বিবেচনায় যাদের থেকে দ্বীনের বিধি-বিধান গ্রহণ করেছেন তোমার জন্য তা-ই যথেষ্ট। সাথে সাথে এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু, সচেতন ও উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতি দরদি। (সুতরাং দ্বীনের বিধান গ্রহণে তাঁর থেকে অসচেতনতা বা অসাবধানতা থাকার কথা নয়।)

---

[২৩৯] **বিশুদ্ধ নুসখা যাচাই করার ৪টি পদ্ধতি :** কোনো কিতাব তাঁর মুসান্নেফ-এর কিনা বা তা বিশুদ্ধ নুসখা কিনা তা যাচাই করার ৪টি পদ্ধতি রয়েছে। ১. تواتر الطبقة (তাওয়াতুরে তবকা তথা শাস্ত্রজ্ঞদের মাঝে প্রতি শতকেই তা প্রসিদ্ধি ও সমাদৃত হওয়া। এ পদ্ধতিতে প্রমাণিত কিতাব সনদ-সূত্রে প্রমাণিত কিতাবের চেয়েও শক্তিশালী।) ২. التصديق من أهل الفن (কপিটি সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হওয়া।) ৩.سند متصل صحيح مسلسل بالقراءة والسماع (পাঠক থেকে গ্রন্থকার পর্যন্ত বিশুদ্ধ সনদভিত্তিক সংযুক্তি থাকা। অর্থাৎ স্বয়ং গ্রন্থকার থেকে তার শিষ্যগণ সরাসরি পড়ে, শুনে কিংবা ইজাযত নিয়ে কিতাবটি সংগ্রহ করেছেন। যাতে শায়েখের কাছ থেকে উক্ত কিতাব পাঠ ও শ্রবণের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে।) ৪. কোনো وجادة صحيحة বা 'নির্ভরযোগ্য বিজাদা' বিদ্যমান থাকা। অর্থাৎ কোনো মুহাদ্দিসের লিখিত হাদীস পাওয়া, যার কপি নির্ভরযোগ্য। নুসখা সহীহ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ নুসখা সহীহ না হলে তা মুসান্নিফের দিকে নিসবত করা যায় না। তখন তা হয়ে যায় প্রকাশকের কিতাব, মুসান্নিফের নয়। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা কিতাবুল আছারের ব্যাপারেও নিঃসংশয়ে বলতে পারি তা উপরি-উক্ত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। (—অনুবাদক)

[২৪০] উক্ত ইবারতের উদ্দেশ্য হলো, তাঁদের সামনে কিরাআত ও সামা তথা পঠন ও শ্রবণ-পদ্ধতিতে এ নুসখা যে পড়া হয়েছে তার দস্তখত ও স্বাক্ষর। অর্থাৎ এই নুসখাকে তাঁরা তাসদীক ও তাসহীহ তথা তার বিশুদ্ধতার সত্যায়ন করেছেন। —আবু আমাতুল্লাহ।

তিনি আরো লেখেন—

كل حديث وجدناه في مسانيد الإمام الثلاثة فهو صحيح.

'ইমাম আযম রহ.-এর তিনও মুসনাদে আমরা যে হাদীসই পেয়েছি তা সহীহ।'

এটাও সুস্পষ্ট যে, এ আলোচনার পূর্বে ইমাম শারানী রহ. এ কথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে,

إني لم أجب عن الإمام أبي حنيفة وغيره بالصدر وإحسان الظن كما يفعل ذلك غيري وإنما أجيب عنه بعد التتبع والفحص. ج١ ص ٦٣

'আমি ইমাম আবু হানীফা এবং অন্যান্যদের ব্যাপারে শুধু হৃদয়ের প্রশস্ততা এবং সুধারণার ভিত্তিতে কোনো আত্মপক্ষ সমর্থন করব না, যেমনটি আমি ছাড়া অন্যরা করে থাকেন। বরং যা কিছু মন্তব্য করব তা সব রকমের (যাচাই-পরখ), অনুসন্ধান ও গবেষণার ভিত্তিতেই করব।'

ইমাম শা'রানী রহ.-এর উপরি-উক্ত বক্তব্য থেকে আপনি অনুমান করতে পারেন যে, ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ সম্পর্কে তিনি যে প্রাজ্ঞোচিত মন্তব্য করেছেন, তা পরিপূর্ণ গবেষণা ও অনুসন্ধান এবং সমীক্ষা করেই বলেছেন।

[আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. কর্তৃক মুসনাদে ইমাম আযমের শুরুতে লিখিত মুখবন্ধের অনুবাদ এখানে সমাপ্ত হলো। এখন আমরা নুমানী রহ.-এর ইজাযতপ্রাপ্ত মাসানীদে আবু হানীফার সনদ উল্লেখ করব।]
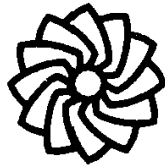
মাসানীদে আবু হানীফার সনদ

মুহাদ্দিস আবুল ওয়াফা আফগানী রহ.-এর মধ্যস্থতায় আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর ইজাযতপ্রাপ্ত মাসানীদে আবু হানীফার সনদ[২৪১] নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد: فقد التمس مني الأخ الصالح والفتى الرابح المحدث الفقيه المولوي محمد عبد الرشيد بن محمد عبد الرحيم النعماني أن أجيزه برواية مسانيد الإمام الأجل فقيه الأمة وسراجها الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه وشرح معاني الآثار للإمام الحافظ الحجة، الفقيه المجتهد أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي رحمه الله رحمة الأبرار فأجزته بذلك وبمؤطا الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه وبآثاره خصوصا وإن كنت لست أهلا لذلك وأوصيه بتقوى الله جل شأنه وبالدعاء لهذا العاجز المذنب القاصر في خلواته وجلواته، فأقول وبالله تعالى أحول:

أما مسانيد الإمام : فأجازني بها العلامة شيخنا الشيخ محمد بن أحمد الشهير بألفا هاشم الفوتي التجاني المدني المالكي في المسجد النبوي عليه ألف ألف صلاة وتحية وعلى آله وصحبه . وهو رواها عن شيخه الفالح الرابح الشيخ فالح المالكي عن الشيخ محمد بن علي السنوسي

---

[২৪১] আল্লমা রুহুল আমীন ফরীদপুরী (দা. বা.) রচিত 'আলকালামুল মুফীদ ফি তাহরীরিল আসানীদ', পৃ. ১৩৩-১৩৫॥

الخطابي الشريف الحسني عن المازوني عن إبراهيم الكردي الكوراني أبي إسحاق عن الصفي أحمد المدني، عن أبي المواهب الشناوي، عن عبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد، عن عمه جار الله بن عبد العزيز بن فهد، عن أبي القاسم عبد الكريم بن الجلال أبي السعادت محمد بن ظهيرة القرشي المخزومي، عن القاضي حميد الدين الفرغاني، عن والده القاضي تاج الدين أحمد بن محمد الفرغاني، عن المشايخ الثلاثة القاضي حميد الدين حيدر بن أبي الفداء العباس وحسام الدين حامد بن أحمد ونور الدين عبد الرحمن بن موسى فالأولان عن صالح بن عبد الله الصباح والثالث عن علي بن أبي القاسم، عن الخطيب الخوارَزْمي أبي المؤيد محمد بن محمود جامع المسانيد الخمسة عشر، عن تاج الدين أحمد بن أبي الحسن بن أحمد، عن الأشياخ الثلاثة أبي علي عبد السلام وأبي بكر عتاب بن الحسن وأبي محمد عبد الله بن أحمد عن محمد بن عبد الباقي، عن أبي الخطيب البغدادي، عن أبي العلاء الواسطي، عن علي بن الحسين الجزري، عن محمد بن عمر، عن جعفر بن علي، عن أحمد بن محمد، عن ابن سماعة، عن بشر بن الوليد، عن القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، عن الإمام أبي حنيفة.

قلت: وأسانيد باقي المسانيد مذكورة في جامع المسانيد ذكرها أبو المؤيد مفصلة .

قلت: وأرويها أيضا عن الأستاذ العلامة الشيخ عبد القادر الحواري بن الشيخ محمد الحواري المدني الحنفي، عن الشيخ العلامة محمد علي ظاهر الوِتري المدني، عن العلامة الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد المجددي الفاروقي النقشبندي الدهلوي ثم المدني ، عن العلامة الحافظ الشيخ محمد عابد الأنصاري السندي المدني وأسانيده

مذكورة في ثبته "حصر الشارد"

قلت: وأجازني بها أيضا العلامة الإمام محمد زاهد الكوثري[২৪২] المصري رحمة الله عليه قال : أما مسانيد أبي حنيفة السبعة عشر عند الشمس بن طولون في "الفهرست الأوسط"، وعند محمد بن يوسف الصالحي في "عقود الجمان". فالأولى إلى صالح الجينيني عن أبي المواهب عن أيوب بن أحمد الخلوتي عن إبراهيم بن محمد بن الأحدب عن ابن طولون بأسانيده فيه، وأما الثاني فبالسند إلى صالح بن إبراهيم الجينيني عن أبيه عن خير الدين الرملي عن محمد بن عمر الحانوتي عن الصالحي بأسانيده اهـ[২৪৩]

[২৪২] আল্লামা যাহেদ আলকাওসারী রহ. তাঁর ছাবাতের কিতাব *আততাহরীরুল ওয়াযীয ফিমা ইয়াবতাগীহিল মুসতাজিয* (পৃ. ১৩) কিতাবে ইমাম আবু হানীফার মুসনাদসমূহের সনদ বর্ণনা করেছেন।

[২৪৩] আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.-এর দীর্ঘদিনের সংস্রবপ্রাপ্ত শাইখুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমীন ফরিদপুরী (দা. বা.)—আমেরিকা প্রবাসী—গত ২৩ ই-জমাদাস সানী, ১৪৪১ হি. ৬/২/২০২১ ঈ. তারিখে অধমকে লিখিতভাবে মাসানীদে ইমাম আযমসহ আরো অনেক কিতাবের ইজাযত প্রদান করে ধন্য করেছেন। এ ছাড়া নুমানী রহ.-এর আরেক শাগরিদ, বহু মৌলিক গ্রন্থপ্রণেতা, মুফতী হিফজুর রহমান কুমিল্লায়ী (দা. বা.)-এর মাধ্যমে অধমাধম অনুবাদককেও আল্লাহ তাআলা মাসানীদে আবু হানীফার উক্ত সনদের সিলসিলায় যুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের মুকাদ্দিমা

খাজা আব্দুল ওয়াহীদ ছাহেব মুআত্তায়ে মুহাম্মাদের উর্দূ তরজমা করেন। সাথে বিভিন্ন ফাওয়ায়েদও যুক্ত করেন। এই মুআত্তা মুহাম্মাদের উর্দূ তরজমার শুরুতে বিদগ্ধ হাদীস-বিশারদ আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. (১৩৩৩ হি.-১৪২০ হি.) উর্দূ ভাষায় অত্যন্ত তাহকীক ও দলিলসমৃদ্ধ একটি মুখবন্ধ লিখেছেন। যে মুখবন্ধে উঠে এসেছে মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসহ মুআত্তা-সংশ্লিষ্ট নানান দিক। হানাফী মাযহাবের গোড়ার কথাও স্থান পেয়েছে এ আলোচনায়। অনেক দুর্লভ তথ্যে সমৃদ্ধ এই মুখবন্ধ। এটি মুহাম্মাদ সাঈদ এন্ড সন্স, তাজেরানে কুতুব, কোরআন মহল করাচী থেকে প্রকাশিত হয়। পাঠকের খেদমতে তা *ইমাম মুহাম্মাদ বর্ণিত মুআত্তায়ে মালেক : পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য* নামে অনূদিত আকারে পেশ করা হলো।— মুহসিনুদ্দীন খান।

ইমাম মুহাম্মাদ বর্ণিত মুআত্তায়ে মালেক
পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য

['মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদ' কিতাবের ভূমিকা]

ফিকহ ও বিধি-বিধানের গ্রন্থাবলির মধ্যে মুআত্তার যে অপরিসীম মাকাম ও গুরুত্ব রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হাফেজ যাহাবী রহ. মুআত্তার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধান্বিত মনোভাবকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

وإن (للموطأ) لوقعا في النفوس، ومهابة في القلوب لا يوازنها شيء.

'নিঃসন্দেহে মুআত্তার প্রতি অন্তরে যে শ্রদ্ধা ও গ্রহণযোগ্যতার আসন রয়েছে এবং হৃদয়ে যে ভাবগাম্ভীর্য রয়েছে কোনো কিছু এর সমপর্যায়ের নয়।'[২৪৪]

এতৎসত্ত্বেও আহলে ইলম ও গবেষকদের মাঝে এ বিষয়ে ইখতেলাফ রয়েছে যে, মুআত্তার প্রকৃত মাকাম কী? ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর অভিমত হলো,

ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك.

'পৃথিবীতে কুরআন মাজীদের পরে মুআত্তার চেয়ে অধিক সহীহ কোনো কিতাব নেই।'[২৪৫]

হাফেজ আবু যুরআ রাযী রহ. বলেন,

لو حلف رجل بالطلاق على أحاديث مالك في الموطأ أنها صحاح لم يحنث.

---

[২৪৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা [১৮/২০৩] এর উদ্ধৃতিতে মাওলানা আব্দুল হাই লাখনোবী রহ. লিখিত আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুআত্তাল ইমাম মুহাম্মাদের মুকাদ্দিমা।

[২৪৫] ইমাম সুয়ূতী রহ. লিখিত তানবীরুল হাওয়ালেকের মুকাদ্দিমা।

> ‘যদি কেউ হলফ করে এ কথা বলে যে, মুআত্তায়ে মালেকে যত হাদীস রয়েছে তা যদি সহীহ না হয় তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। তাহলে সে ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে না।’[২৪৬]

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. তাঁর বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন নামক কিতাবে ইমাম আবু যুরআ রহ.-এর উক্ত বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন,

وایں وثوق واعتماد بر کتب دیگر نیست

> ‘এরূপ আস্থা ও নির্ভরতা অন্য কিতাবের উপর নেই।’[২৪৭]

পরবর্তী ইমাম ও আলেমদের মধ্যে হাফিজুল মাগরিব আল্লামা ইউসুফ বিন আবদুল বার মালেকী রহ. (ওফাত : ৪৬৩ হি.) লিখেছেন,

المؤطا لامثيل له ولاكتاب فوقه بعد كتاب الله عز وجل.

> ‘কিতাবুল্লাহর পরে না আছে মুআত্তার মতো কোনো কিতাব, আর না আছে তার চেয়ে বড় মাকামের কোনো গ্রন্থ।’[২৪৮]

মালেকী মাযহাবের আরেক বরেণ্য আলেম, হাফেজ আবু বকর ইবনুল আরাবী (ওফাত : ৫৪৩ হি.) লিখেছেন,

إن كتاب الجُعْفي (أي البخاري) هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطّأ هو الأول واللباب وعليهما بناء الجميع كالقُشَيْري والتِّرْمِذِي...

> ‘ইমাম বুখারীর কিতাব এই বিষয়ের দ্বিতীয় উৎস। আর মুআত্তা হলো প্রথম উৎস ও সারবস্তু। এ দুই কিতাবের উপরে সকলেই ভিত্তি রেখেছেন। যেমন কুশাইরী (ইমাম মুসলিম) ও ইমাম তিরমিযী।’[২৪৯]

---

[২৪৬] ইমাম সুয়ূতী রহ. লিখিত তাযয়ীনুল মামালিক বিমানাকিবিল ইমাম মালেক, পৃ. ২৪৷ খায়রিয়্যাহ প্রকাশনা, মিশর, ১২২৫ হি.।

[২৪৭] বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ৮ মুহাম্মাদী প্রকাশনা, লাহোর।

[২৪৮] হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রহ. লিখিত التقصي في سند حديث المؤطا ومرسله কিতাবের মুকাদ্দিমা।

[২৪৯] ইবনুল আরাবী রহ. লিখিত তিরমিযীর শরাহ আরিজাতুল আহওয়াযীর মুকাদ্দিমা।

আমাদের পাক-ভারত উপমহাদেশের পরবর্তী মুহাদ্দিসদের মধ্যে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এবং তাঁর বড় সাহেবজাদা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ.ও এরূপ মতামত ও চিন্তাধারার প্রকাশ করেছেন।

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. 'উজালায়ে নাফেআ' [পৃ. ৪] কিতাবে লিখেছেন,

موَطا گویا اصل و ام صحیین است... و صحیح بخاری و صحیح مسلم ہر چند دربسط وکثرت احادیث ده چند موطا باشند لیکن طریق روایت احادیث وتمیز رجال وراه اعتبار واستنباط از موطا آموختہ اند۔

'মুআত্তা বুখারী ও মুসলিম শরীফের উৎসমূলের ন্যায়। ...সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম যদিও বিশদতা ও হাদীসের সংখ্যাধিক্যের বিবেচনায় মুআত্তার চেয়ে দশগুণ; কিন্তু হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি, রিজালের মান নির্ণয়, মাসআলার ইস্তিদলাল ও ইস্তিম্বাত তথা দলীল প্রমাণের প্রায়োগিক পদ্ধতি ও মাসাইল আহরণের নীতিমালা (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ.) মুআত্তা থেকে আহরণ করেছেন।'

কিন্তু শাফেয়ী মুহাদ্দিসদের নিকট মুআত্তার মাকাম বুখারী ও মুসলিমের চেয়ে বেশি হওয়া তো দূরের কথা বুখারী ও মুসলিমের বরাবরও নয়। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর উল্লিখিত মন্তব্য সম্পর্কে ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. তাঁর মুকাদ্দিমাতু উলূমিল হাদীস কিতাবে লেখেন,

وأما ما روينا عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال : ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم.

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর যে বক্তব্য আমাদের নিকট পৌঁছেছে, তিনি বলেছেন, 'ভূ-গর্ভের উপরিভাগে এ শাস্ত্রে মুআত্তার চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ কোনো কিতাব নেই।' কেউ কেউ ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর এ কথাটি তাঁর থেকে ভিন্ন শব্দেও বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর এ মন্তব্য বুখারী ও মুসলিম সংকলিত হওয়ার পূর্বের।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর ফতহুল বারীর মুকাদ্দিমায় লিখেছেন যে,

أن الشافعي إنما أطلق على الموطأ أفضلية الصحة بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه كجامع سفيان الثوري ومصنف حماد بن سلمة وغير ذلك.

'ইমাম শাফেয়ী রহ. যে মুআত্তাকে বিশুদ্ধতার বিবেচনায় সর্বোত্তম বলেছেন, তা ছিল তাঁর যুগে বিদ্যমান হাদীসের কিতাব তথা জামে সুফিয়ান সাওরী, মুসান্নাফে হাম্মাদ ইবনে সালামা ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থাবলির বিবেচনায়।'

এর ভিত্তিতে এসব ইমামদের তাহকীকমতে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থাবলির উপর মুআত্তার যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে তা বিশুদ্ধতার বিবেচনায় নয়। বরং তা মুসনাদ ও জামে[২৫০]গ্রন্থসমূহের বিবেচনায়। হাফেজ সুয়ূতী রহ. তাদরীবুর রাবী কিতাবে লিখেছেন,

صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد

'খতীব বাগদাদী রহ. ও অন্যরা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে, মুআত্তা জামে' ও মুসনাদ শিরোনামের সব হাদীস গ্রন্থাবলির উপর অগ্রগণ্য।'

এ বক্তব্যের ভিত্তিতে হাফেজ সুয়ূতী রহ.-এর মতে মুআত্তার মাকাম মুস্তাদরাকে হাকেমের পরে। (فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم)[২৫১]

এখন মুতাআখখিরীন আলেমদের মধ্যে এটি আলোচনা ও পর্যালোচনার বিষয় যে, কুতুবে সিত্তার মধ্যে বুখারী, মুসলিম, সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী ছাড়া ষষ্ঠ কিতাব হিসেবে মুআত্তাকে গণনা করা হবে না সুনানে ইবনে মাজাহকে গণ্য করা হবে। শাফেয়ী মাযহাবের আল্লামা ইবনুল আসীর জাযারী রহ. (ওফাত : ৬০৬ হি.) তাঁর জামিউল উসূল মিন আহাদিসির রাসূল

---

[২৫০] এখানে 'জামে' বলতে সেসব হাদীসের কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যেখানে মুসনাদ ও মাওকুফ সব রকম রেওয়ায়েতই জমা করা হয়েছে। —গ্রন্থকার।

[২৫১] তাদরীবুর রাবী, পৃ. ৩২ মিশরী ছাপা, ১৩০৭ হি.। তাদরীবুর রাবীতে মুদ্রণগত প্রমাদের কারণে بعد শব্দের বদলে بعض ছাপা হয়েছে।

কিতাবে (আত-তাজরীদ লিস সিহাহ ওয়াস সুনান গ্রন্থকার) মালেকী মাযহাবের মুহাদ্দিস রাযীন বিন মুআবিয়া আবদারীর (ওফাত : ৫২৫ হি.)[২৫২] অনুসরণে ষষ্ঠ কিতাব মুআত্তাকেই গণনা করেছেন।[২৫৩] কিন্তু অধিকাংশ মুতাআখখিরীন আলেমদের নিকট কুতুবে সিত্তার ষষ্ঠ কিতাব মুআত্তার বদলে সুনানে ইবনে মাজাহ। মুহাদ্দিস আবুল হাসান সিন্ধী রহ. শরহে সুনানে ইবনে মাজাহের মুকাদ্দিমায় লিখেছেন,

غالب المتأخرين على أنه سادس الستة.

'অধিকাংশ মুতাআখখিরীন (পরবর্তী) আলেম এ মত পোষণ করেছেন যে, কুতুবে সিত্তার ষষ্ঠ কিতাব হলো সুনানে ইবনে মাজাহ।'

যাইহোক কুতুবে সিত্তার মধ্যে এ কিতাবকে গণ্য করা হোক বা না হোক এতটুকুন বিষয় তো এ সকল জ্ঞানবৃদ্ধ আলেমগণ মেনে নিয়েছেন যে, হাদীসের

[২৫২]

رزين بن معاوية بن عمار أبو الحسن العبدري الأندلسي. سرقسطي، جاور بمكة أعواما، وحدث بها عن أبي مكتوم : عيسى بن أبي ذر الهروي، وغيرهم ذكره السلفي وقال: شيخ عالم ، ولكنه نازل الإسناد: وله تآليف، منها: كتاب جمع فيه ما في الصحاح : كان رجلا صالحا، عالما، الخمسة، والموطأ، وكتاب في أخبار مكة. وقال ابن بشكوال فاضلا، عالما بالحديث، وغيره. توفي بمكة سنة خمس وعشرين، وقيل: سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وكان إمام المالكية بمكة، ذكره ابن الحباب والفاسي في العقد الثمين- (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون-برقم : ٢٢٩)

[২৫৩] তায়সীরুল উসূল ও মিশকাতুল মাসাবীহ প্রভৃতি গ্রন্থে যে رواه رزين উল্লেখ আসে তা থেকে এটা বুঝা সঠিক নয় যে, মুহাদ্দিস রাযীনও বুখারী ও মুসলিমের মতো নিজস্ব সনদে কিছু হাদীস বর্ণনা করেন। বরং বিষয়টি হলো মুহাদ্দিস আমীর ইয়ামানী তাঁর তাওযীহুল আফকারে (১/৮২, ৮৩) যেমনটি লিখেছেন, এটা মুআত্তার বিভিন্ন নুসখার রেওয়ায়েত। (গ্রন্থকারের টীকা সমাপ্ত)। নিম্নে তাওযীহুল আফকারের ভাষ্য উল্লেখ করা হলো :

أن في لفظ خطبة رزين في كتابه ما لفظه واعلم أني أدخلت من اختلاف نسخ الموطأ لابن شاهين والدار قطني ومن رواية معن للموطأ أحاديث تفردت بها بعض النسخ عن بعض وكلها صحيحة وقال أيضا في موضع آخر إنه ظاهر ما اتفق عليه النسائي والترمذي واتفق عليه أحدهما مع بعض نسخ الموطأ بأحاديث يسيرة ثبتت له سماعها وهي مروية من طريق أهل البيت عليهم السلام عن علي وابن عباس رضي الله عنهما هذا صريح في أنه أخرج أحاديث من غير الستة الأصول وعزاها إلى .وغيرهما انتهى من ذكره وإن ما زاده خاص برواية الموطأ لا غير. ....أن رزينا ليس من المخرجين للأحاديث على ما ذكره في خطبته.

জগতে মুআত্তা এরূপ শানদার ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাব যে, এর প্রতি সবিশেষ মনোযোগী হওয়া জরুরি। ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. তাঁর মুকাদ্দিমাতু উলূমিল হাদীস কিতাবে معرفة آداب طالب الحديث এর পরিশিষ্টে যেসব কিতাবের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হওয়ার জন্য দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তন্মধ্যে মুআত্তা একটি। নিম্নে তাঁর ভাষ্য তুলে ধরা হলো :

وليقدم العناية بالصحيحين ، ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي، ضبطا لمشكلها، وفهما لخفي معانيها ، ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيهقي ، فإنا لا نعلم مثله في بابه .ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد كمسند أحمد، ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها، وموطأ مالك هو المقدم منها.

'সর্বপ্রথম সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। এরপর সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে তিরমিযীর। এর পদ্ধতি হলো, এসব কিতাবের দুর্বোধ্য শব্দসমূহকে যবত করা, লুক্কায়িত মর্মকে বুঝে নেওয়া। ইমাম বায়হাকীর আস-সুনানুল কুবরা কিতাবের বিষয়ে উদাসীন হওয়া কাম্য নয়। কেননা আমাদের জানার পরিধিতে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর এ কিতাবের নযীর ও দৃষ্টান্ত নেই। এরপর মুহাদ্দিসদের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। তথা মুসনাদ-বিষয়ক হাদীসগ্রন্থসমূহ যেমন : মুসনাদে আহমদ। জামে শিরোনামের হাদীস গ্রন্থসমূহ—যা আহকাম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাসনীফ করা হয়েছে। তাতে মুসনাদ ও গায়রে মুসনাদ (মারফু ও মারফু নয়, মুত্তাসিল ও গায়রে মুত্তাসিল বা সনদগত অবিচ্ছিন্ন ও সনদগত বিচ্ছিন্ন) সব ধরনের রেওয়ায়েতই রয়েছে। যেক্ষেত্রে ইমাম মালেকের মুআত্তা সবচেয়ে অগ্রগামী।'

ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন সেহেতু তিনি মুসনাদে ইমাম আহমদ ও মুআত্তায়ে ইমাম মালেকেরও পূর্বে ইমাম বায়হাকীর 'আস-সুনানুল কুবরা'র প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

যাহেরীদের ইমাম, মুহাদ্দিস ইবনে হায্‌ম যাহেরী (ওফাত : ৪৫৬ হি.) মুআত্তার মাকাম ও স্তরকে অনেক নিচে নামিয়ে এনেছেন। তিনি মারাতিবুদ দিয়ানা নামক কিতাবে—যারা মুআত্তাকে এ শাস্ত্রের শীর্ষ সংকলন সাব্যস্ত করেন তাদের খণ্ডন করতে গিয়ে— লিখেছেন,

أَولى الكتب الصحيحان ثم صحيح ابن السكن والمنتفى لابن الجارود والمنتفى لقاسم بن أصبغ ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم بن أصبغ ومصنف الطحاوي ومسانيد أحمد والبزار وابني أبي شيبة أبي بكر وعثمان وابن راهويه والطيالسي والحسن بن سفيان والمسندي وابن سنجر ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني وابن أبي غَرَزَة وما جرى مجراها التي أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه و سلم صرفا ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف أبن أبي شيبة ومصنف بقي بن مخلد وكتاب محمد بن نصر المرزوي وكتاب ابن المنذر ثم مصنف حماد بن سلمة ومصنف سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف الفريابي وموطأ مالك وموطأ ابن أبي ذئب وموطأ ابن وهب ومسائل ابن حنبل وفقه أبي عبيد وفقه أبي ثور.

'সব কিতাবের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান কিতাব হলো সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সহীহ সাঈদ ইবনুস সাকান, ইবনে জারুদকৃত আলমুনতাকা, কাসেম ইবনে আসবাগকৃত আলমুনতাকা। এসব কিতাবের পরে সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, কাসেম ইবনে আসবাগের মুসান্নাফ, ইমাম আবু জাফর আতত্বহাবীর শরহু মাআনিল আছার, মুসনাদে বায্‌যার, মুসনাদে আবু বকর ইবনে আবী শাইবা, মুসনাদে উসমান বিন আবী শাইবা, মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে ইসহাক বিন রাহওয়াইহি, মুসনাদে তয়ালিসী, মুসনাদে

হাসান বিন সুফিয়ান, মুসনাদে আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মুসনাদী, মুসনাদে ইবনে সাঞ্জার, মুসনাদে ইয়াকুব বিন শাইবা, মুসনাদে আলী ইবনুল মাদিনী, মুসনাদে ইবনে আবী গারাজা[২৫৪] এবং এজাতীয় সেসব কিতাব যা কেবল নবীর হাদীসের জন্য সুনির্দিষ্ট। এরপর সেসব কিতাব, যাতে হাদীসের পাশাপাশি সাহাবী ও তাবেয়ীদের বাণীও রয়েছে। এরপর এগুলোর মধ্যে সেসব কিতাব বেশি সুউচ্চ মাকামসম্পন্ন যেগুলোতে কেবল সহীহ বর্ণনা আনা হয়েছে। (হাদীসের পাশাপাশি সাহাবী ও তাবেয়ীদের বাণীও আনা হয়েছে যেসব কিতাবে) যেমন : মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, মুসান্নাফে বাকী বিন মাখলাদ, মুহাম্মাদ বিন নছর আলমারওয়াঝির কিতাব, ইবনুল মুনযিরের কিতাবুল আকবার ও কিতাবুল আসগার, মুসান্নাফে হাম্মাদ ইবনু সালামা, সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর, মুসান্নাফে ওয়াকী, মুসান্নাফে ফিরয়াবী, মুআত্তায়ে মালেক, মুআত্তা ইবনে আবী যিব, মুআত্তা ইবনে ওয়াহাব, মাসায়িলে আহমদ, ফিকহে আবী উবাইদ, ফিকহে আবী সাওর।'[২৫৫]

হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবে ইবনে হায্মের উক্ত অভিমত উল্লেখ করে লেখেন,

ما أنصف ابن حزم؛ بل رتبة (الموطأ)أن يذكر تلو (الصحيحين) مع (سنن أبي داود والنسائي)

'আমার মন্তব্য হলো, ইবনে হায্ম ইনসাফ করেননি। বরং মুআত্তার মাকাম ও মর্যাদা তো এরূপ যে, বুখারী ও মুসলিমের পরে সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে নাসায়ীর সাথে তা উল্লেখ করা হবে।'[২৫৬]

হাফেজ যাহাবীর এ মন্তব্যের আলোকে মুআত্তার ব্যাপারে খতীব বাগদাদী,

---

[২৫৪] তিনি হলেন কুফার মুহাদ্দিস, হাফেজ আবু আমর আহমদ বিন হাযেম বিন আবী গারাজা আলগিফারী (মৃ. ২৭৬ হি.)।

[২৫৫] তাদরীবুর রাবী দ্রষ্টব্য।

[২৫৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা ও তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, ইবনে হাজমের জীবনী, বরাতে আত-তালীকুল মুমাজ্জাদের ভূমিকা।

ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন, তার উপরও মতামত পেশ করার সুযোগ রয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, মুআত্তা কিতাবে যেহেতু মুরছাল[২৫৭], মুনকাতি এবং বালাগ বর্ণনাও রয়েছে এজন্য যারা মুরছাল হাদীসকে প্রামাণ্য মনে করেন না মুআত্তাকে তারা সহীহ হাদীসের কিতাব মানতে প্রস্তুত নন। শাফেয়ী মাযহাবের হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী রহ. (ওফাত : ৮০৬ হি.) তাঁর আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ কিতাবে লিখেছেন,

أن مالكا رحمه الله لم يفرد الصحيح بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر فلم يفرد الصحيح إذا . والله أعلم.

'ইমাম মালেক রহ. কেবল সহীহ হাদীসকে পৃথকভাবে সংকলন করেননি। বরং তাতে মুরছাল, মুনকাতি, বালাগ বর্ণনাও নিয়ে এসেছেন। তাঁর 'বালাগ' বর্ণনার মধ্যে এমন কতিপয় হাদীস রয়েছে, যা তাখরীয বা বর্ণনা-সূত্রের অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটন করা যায় না। যেমনটি হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রহ. উল্লেখ করেছেন। অতএব ইমাম মালেক রহ. কেবল সহীহ হাদীসকে পৃথকভাবে সংকলন করেননি।'

ইমাম হাফেজ মুগলতাঈ হানাফী রহ. (ওফাত : ৭৬২ হি.) ইরাকী রহ.-এরও আগে লিখেছেন যে,

ولا فرق بين الموطأ والبخاري في ذلك لوجوده أيضا في البخارى من التعاليق ونحوها.

'এ ব্যাপারে মুআত্তা ও বুখারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা মুআল্লাক[২৫৮] এবং এ-জাতীয় বর্ণনা তো বুখারী শরীফের মধ্যেও

---

[২৫৭] মুরছাল হাদীস বলতে বুঝায় যা তাবেয়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেন। আর মাঝখানে সাহাবী বা অন্য কোনো রাবীর উল্লেখ করেন না। মুনকাতি বলা হয় সনদের মাঝখানে কোনো রাবী বাদ পড়ে যাওয়া। বালাগ হাদীস বলা হয় এরূপ হাদীসকে যে হাদীসে রাবী সনদ উল্লেখ করেন না। বরং এভাবে বলেন যে, এ রেওয়ায়েতটি আমার কাছে পৌঁছেছে। (গ্রন্থকার)

[২৫৮] মুআল্লাক হাদীসের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো, যে হাদীসের সনদের শুরুতে এক বা

রয়েছে।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইমাম মুগলতাঈ রহ.-এর উক্ত মন্তব্যের উপর নিম্নোক্ত পর্যালোচনা পেশ করেছেন :

كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما لا على الشرط الذي استقر عليه العمل في حد الصحة والفرق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في البخاري أن الذي في الموطأ هو كذلك مسموع لمالك غالبا وهو حجة عنده والذي في البخاري قد حذف إسناده عمدا للأغراض قررت في التعاليق.

'ইমাম মালেকের কিতাব (মুআত্তা) তাঁর এবং তাঁর মুকাল্লিদদের নিকট সহীহ গ্রন্থ। কেননা তাঁর দৃষ্টিতে মুরছাল, মুনকাতি (যার সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে) প্রভৃতি হাদীস প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য। সহীহ হাদীসের যে সংজ্ঞার উপর (পরবর্তীকালে) আমল স্থির হয়েছে সে সংজ্ঞা অনুযায়ী তা সহীহ গ্রন্থ নয়। মুআত্তা ও বুখারী উভয় কিতাবের মুনকাতি বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুআত্তার মধ্যে যেসব রেওয়ায়েত এসেছে এর অধিকাংশই এমন যে, ইমাম মালেক রহ. তা এভাবেই (মুনকাতিরূপেই) শুনেছেন। পক্ষান্তরে বুখারী শরীফে যেসব মুনকাতি বর্ণনা এসেছে ইমাম বুখারী রহ. ইচ্ছাকৃতভাবেই তার সনদ—সেসব কারণে যা আমি মুআল্লাক সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখ করেছি—হযফ করে দিয়েছেন।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর উক্ত পর্যালোচনার উপর মুহাদ্দিস সালেহ আলফালানী রহ. আলফিয়াতুস সুয়ূতী-এর হাশিয়ায় নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন :

وفيما قاله (الحافظ) من الفرق بين بلاغات الموطأ ومعلقات البخاري

একাধিক রাবী বিচ্যুত হয়েছে তাকে মুআল্লাক বলে। (মুকাদ্দিমায়ে ফতহুল মুলহিম : পৃ. ৮৭) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর 'তাগলীকুত তালীক' নামক কিতাবে বুখারীর মুআল্লাক বর্ণনার তাখরীয ও সূত্র-নির্দেশ করেছেন। (অনুবাদক)

نظر، فلو أمعن النظر في الموطأ كما أمعن النظر في البخاري لعلم أنه لا فرق بينهما، وما ذكره من أن مالكاً سمعها كذلك غير مُسَلَّم، لأنه يذكر بلاغا في رواية يحيى مثلا، أو مرسلا، فيرويه غيره عن مالك موصولا مسندا. وما ذكر من كون مراسيل الموطأ حجة عند مالك ومن تبعه، دون غيرهم، مردود بأنها حجة عند الشافعي وأهل الحديث، لاعتضادها كلها بمسند، كما ذكره ابن عبد البر والسيوطي وغيرهما.

وما ذكره العراقي: أن من بلاغاته ما لا يعرف مردود بأن ابن عبد البر ذكر: أن جميع بلاغاته ومراسيله, ومنقطعاته كلها موصولة بطرق صحاح، إلا أربعة، وقد وصل ابن الصلاح الأربعة بتأليف مستقل، وهو عندي وعليه خطه فظهر بهذا أنه لا فرق بين الموطأ والبخاري.

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. মুআত্তার 'বালাগ' বর্ণনা এবং বুখারীর 'মুআল্লাক' বর্ণনার মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন তাতে আপত্তি রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. যেরূপ গভীরভাবে বুখারী অধ্যয়ন করেছেন তদ্রুপ গভীরভাবে যদি তিনি মুআত্তাও অধ্যয়ন করতেন, তাহলে তিনি জানতে পারতেন যে, প্রকৃতপক্ষে উভয় কিতাবের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আর যারা এ কথা বলেন যে, ইমাম মালেক রহ. এসব রেওয়ায়েতকে এভাবেই শুনেছেন, তা স্বীকৃত নয়। কেননা মুআত্তার একটি হাদীস—উদাহরণস্বরূপ ইয়াহইয়ার রেওয়ায়েতে যদি 'বালাগ' কিংবা 'মুরছাল'রূপে থাকে তখন অন্য কোন রাবী এই হাদীসকেই ইমাম মালেক থেকে মাওসূলান ও মুসনাদানও (সনদসহ কিংবা অবিচ্ছিন্ন সনদে) রেওয়ায়েত করেন। আর হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেছেন যে, মুআত্তার মুরছাল বর্ণনা ইমাম মালেকের নিকট প্রামাণ্য, অন্যদের নিকট নয়। এটাও গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য যে, এসব মুরছাল বর্ণনা ইমাম শাফেয়ী রহ. ও অন্যান্য মুহাদ্দিসদের নিকটও প্রামাণ্য। কেননা মুসনাদ হাদীসসমূহে এসবের সমর্থক বর্ণনা রয়েছে। যেমনটি ইমাম ইবনে

> আব্দুল বার রহ., ইমাম সুয়ূতী রহ. ও অন্যরা উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইরাকী রহ. যে মন্তব্য করেছেন, মুআত্তার কিছু 'বালাগ' বর্ণনা এরূপ রয়েছে যে, যার বর্ণনাসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তা এ কারণে প্রত্যাখ্যানযোগ্য যে, ইবনে আব্দুল বার রহ. চারটি রেওয়ায়েত ছাড়া মুআত্তার 'বালাগ', 'মুরসাল' ও 'মুনকাতি' বর্ণনাগুলোকে সহীহ সনদে মাওসূলরূপে উল্লেখ করেছেন। আর অবশিষ্ট চারটি বর্ণনার মাওসূল হওয়ার ব্যাপারে ইবনুস সালাহ রহ. একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছেন। পুস্তিকাটি আমার কাছে রয়েছে। এ পুস্তিকার উপর খোদ ইবনুস সালাহ রহ-এর হাতের লেখা হরফ রয়েছে। এ কারণে এটা সুস্পষ্ট হলো যে, মুআত্তা ও বুখারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

মজার ব্যাপার হলো, মুআত্তার বিষয়ে খোদ হাফেজ ইবনে হাজারের বক্তব্য হলো,

> فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم.

> 'ইমাম মালেক রহ. মুআত্তা তাসনীফ করেন এবং হিজাযীদের শক্তিশালী হাদীস ও রেওয়ায়েতকে অনুসন্ধান করে এর সাথে সাহাবীদের মতামত এবং তাবেয়ী ও পরবর্তী আলেমদের ফাতওয়াসমূহকেও লিপিবদ্ধ করেন।'

কিন্তু শুধু এতটুকু কথার উপর যে, সবখানে এসব শক্তিশালী রেওয়ায়েতের সনদ বর্ণনা করার নীতি গ্রহণ করেননি, কিছু বর্ণনাকে তিনি মুরছাল, মুনকাতি ও বালাগরূপেও উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. মুআত্তার সিহহাত ও (ফন্নী) বিশুদ্ধতার বিষয়ে দ্বিধায় পড়েছেন। অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে রেওয়ায়েত যখন শক্তিশালী তখন সনদ উল্লেখ করা বা না করার কারণে তার শক্তিমত্তা ও বিশুদ্ধতার উপর কী প্রভাব পড়তে পারে! এ কারণেই মুহাক্কিক আলেমদের নিকটে বিশুদ্ধতার বিবেচনায় মুআত্তা ও সহীহ বুখারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বরং চিন্তা-ফিকির ও গবেষণার দৃষ্টিতে নিম্নোক্ত দিক বিচারে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের উপর মুআত্তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

মুআত্তার সেসব বৈশিষ্ট্য যা বুখারী ও মুসলিম শরীফে নেই

১. ইলমী শান ও মর্যাদাগত দিক থেকে কুতুবে সিত্তার সংকলকদের কেউ ইমাম মালেকের সমকক্ষ নন।

২. ইমাম মালেক থেকে মুআত্তা বর্ণনাকারীগণ যে মাপের ও মাকামের ইমাম, কুতুবে সিত্তার বর্ণনাকারীদের একজনও সে পর্যায়ের নন। নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী ইমাম বুখারীর শাগরিদ ফিরাবরির বর্ণনামতে ইমাম বুখারী রহ.-এর কাছ থেকে সহীহ বুখারী শ্রবণ করেছেন নব্বই হাজার মানুষ। কিন্তু জনসাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের পার্থক্যের বিবেচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, এসব শীর্ষ ইমামদের—যাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই ইলমী জগতের সূর্য ও চন্দ্রতুল্য—বিপরীতে নব্বই হাজার জনসাধারণের বিপুল সংখ্যার অবস্থান ও মর্যাদা কতটুকু?

৩. মুআত্তার সংকলন হয়েছে খয়রুল কুরুনের শেষ যুগের দিকে। যখন বর্ষীয়ান তাবে তাবেয়ীদের এক বিরাট জামাআত বেঁচে ছিলেন। খোদ তাবে তাবেয়ীগণ—তন্মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.ও[২৫৯] রয়েছেন—তা ইমাম মালেক থেকে শ্রবণ করেছেন। কুতুবে সিত্তার সংকলকদের কেউ তাবে তাবেয়ী হওয়ার গৌরব লাভ করেননি। তাঁদের শাগরিদদের কথা আর কী বলব?

৪. ইমাম মালেক রহ.-এর নিকটে অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কাছেও রাবীর থেকে হাদীস গ্রহণের জন্য জরুরি হলো, তিনি যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করবেন তা তাঁর স্মৃতিতে অটুট ও জবানিভাবে স্মরণ থাকতে হবে। কিন্তু ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ.-এর নিকট জবানি ইয়াদ রাখা জরুরি নয়।

৫. ইমাম মালেক রহ. কোনো বিদআতী থেকে—সে বিদআতী যতই পবিত্রতা ও নির্মলতার অধিকারী হোক না কেন—হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুদার ও

---

[২৫৯] মুহাদ্দিস হাকিম নিশাপুরী রহ. তাঁর *মারিফাতু উলূমিল হাদীস (পৃ. ৪৭)* নামক কিতাবে—

ذكر النوع الخامس عشر من معرفة علوم الحديث: "أتباع التابعين"

—শিরোনামের অধীনে লিখেছেন,

ومحمد بن الحسن الشيباني ممن روى الموطأ عن مالك وقد أدرك جماعة من التابعين،

যাঁরা ইমাম মালেক রহ. থেকে মুআত্তা শ্রবণ করেছেন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী রহ. তাঁদের একজন। তাবেয়ীদের এক জামাআতকে তিনি পেয়েছেন।—গ্রন্থকার।

কঠোর ছিলেন। কিন্তু এর বিপরীতে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে অধিকহারে বিদআতীদের রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তবে শর্ত হলো সিকাহ এবং বচনে সত্যবাদী হওয়া।

মুআত্তা সংকলনের কারণ

মুহাদ্দিস কাজী ইয়াজ রহ. তাঁর মাদারেক গ্রন্থে হাফেজ আবু মুসআব যুহরী—যিনি ইমাম মালেকের বিশিষ্ট শাগরিদ এবং তাঁর মুআত্তার সর্বশেষ রাবীদের একজন—থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, খলীফা মানসূর আব্বাসী ইমাম মালেকের কাছে এ মর্মে প্রস্তাব পেশ করেন যে,

ضع كتابا للناس أحملهم عليه.

> 'আপনি মানুষের জন্য এমন একটি কিতাব সংকলন করে দিন, যার উপর আমল করতে আমি (গোটা মুসলিম জাহানের) লোকদেরকে বাধ্য করব।'

ইমাম মালেক রহ. এ বিষয়ে কিছু বলতে চাইলে খলীফা মানসূর পীড়াপীড়ি করে বলেন,

ضعه فما أحد اليوم أعلم منك.

> 'আপনি লিখে ফেলুন। কেননা আপনিই এখন সবচেয়ে বড় আলেম।'

অবশেষে ইমাম মালেক রহ. মুআত্তা সংকলন করা শুরু করেন; কিন্তু তা পরিসমাপ্ত হওয়ার আগেই ৬ই যিলহজ্জ ১৫৮ হিজরীতে মানসূরের ইন্তেকাল হয়ে যায়। তাঁর জায়গায় তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ আল-মাহদী সমাসীন হন। তাঁর খেলাফতের শুরুলগ্নে মুআত্তা সংকলনের কাজ সমাপ্ত হয়।

মুআত্তা সংকলনে ইমাম আযমের অনুসরণ

ইমাম মালেকের সমসাময়িক, প্রসিদ্ধ ফকীহ আব্দুল আযীয আলমাজিশুন (ওফাত : ১৬৪ হি.) ইমাম মালেকের আগেই একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যাতে মদীনাবাসীদের ইজমা ও সর্ববাদীসম্মত ফিকহী মতামত ও মাসআলা-মাসায়েলের উল্লেখ ছিল। কিন্তু তাতে হাদীসের উল্লেখ ছিল না। যে কারণে

কিতাবটি ইমাম মালেকের পছন্দ হয়নি। তিনি কিতাবটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন, তিনি (আব্দুল আযীয আলমাজিশুন) কাজ তো সুন্দর করেছেন। অবশ্য তাঁর জায়গায় আমি হলে প্রথমে হাদীস উল্লেখ করতাম। এরপর তৎসংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করতাম।[২৬০]

পরবর্তীসময় যখন ইমাম মালেক রহ. মুআত্তা সংকলনের ইচ্ছা করলেন তখন ইমাম আবু হানীফার রচনাবলি সবখানে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিল। ইমাম মালেকও তা মুতালাআ করতেন এবং তা থেকে উপকৃত হতেন।[২৬১]

সমগ্র মুজতাহিদদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা রহ. এ বিষয়ে প্রথমত্বের মহাসম্মাননা লাভ করেছেন যে, তিনিই সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইলমে শরীয়তের আহকাম ও মাসায়েলকে অনুচ্ছেদভিত্তিক সংকলন করেছেন। পরবর্তীকালে আগত সকলেই তাদের তাসনীফাতের ভিত্তি তাঁরই রেখে যাওয়া মূলের উপর দাঁড় করিয়েছেন। এ কারণেই ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন,

الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه.

> 'মানুষ ফিকহ তথা ইসলামের ব্যাপক ও সামগ্রিক বিধানাবলির ক্ষেত্রে আবু হানীফা রহ.-এর মুখাপেক্ষী।'[২৬২]

তাঁর একটি প্রসিদ্ধ তাসনীফ হলো কিতাবুল আছার। যাতে তিনি আহকাম-সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহকে ফিকহী তারতীব অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছেন। কিতাবটি সুনির্বাচন, সুবিন্যাস, উৎকৃষ্ট সনদ, রেওয়ায়েতের শক্তিমত্তা এবং সালাফদের

---

[২৬০] তানবীরুল হাওয়ালেকের ভূমিকা৷

[২৬১] মুহাদ্দিস কাজী আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবিল আওয়াম (ওফাত : ৩৩৫ হি.)—ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সীরাত ও ফাযাইল এবং জীবন ও বৈশিষ্ট্যের উপর লিখিত প্রাচীনতম শীর্ষস্থানীয় কিতাব—'ফাযায়িলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাকিবুহু' গ্রন্থে মুত্তাসিল তথা অবিচ্ছিন্ন সনদে (আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস) আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ দারাওয়ার্দী (ওফাত : ১৮৭ হি.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

كان مالك بن أنس ينظر في كتب أبي حنيفة وينتفع به.

'ইমাম মালেক রহ. ইমাম আবু হানীফার রহ.-এর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতেন এবং এগুলো থেকে উপকৃত হতেন।' [ইবনে আবীল আওয়াম, ফাযাইলে আবী হানীফা : ৪৯৫] (গ্রন্থকার)

[২৬২]. ইমাম যাহাবী রহ., মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা, পৃ. ১৯ মিশর [তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৭৪]

মাঝে মুতালাক্কা বিল কবুল হওয়ার বিবেচনায় অনুপম। এ কারণে ইমাম মালেক রহ. মুআত্তার তারতীব ও বিন্যস্তকরণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার অনুসরণ করেছেন। হাফেজ সুয়ূতী রহ. তাবয়ীযুস সহীফা ফী মানাকিবি আবী হানীফা কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন,

من مناقب أبي حنيفة التي انفرد بها أنه أول من دون علم الشريعة ورتبه أبوابا، ثم تبعه مالك بن أنس في ترتيب الموطأ ولم يسبق أبا حنيفة أحد.

‘ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর একক, স্বতন্ত্র ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি হলো, তিনিই সর্বপ্রথম শরীয়তের ইলমকে সংকলিত করেছেন এবং বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদভিত্তিক বিন্যস্ত করেছেন। এরপর—ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ইন্তেকালের পর হিজরতের পবিত্র ভূমির মহান ইমাম—ইমাম মালেক রহ. ‘মুআত্তা’ বিন্যস্তকরণে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার চেয়ে কেউ অগ্রবর্তী নন।’

মুআত্তা নামকরণের তাৎপর্য

ইমাম মালেক রহ. যখন মুআত্তা সংকলনের কাজ শেষ করলেন তখন তা মদীনা শরীফের সত্তরজন ফকীহের সামনে পেশ করেন। তিনি বলেন—সবাই আমার সাথে এ কিতাবের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। এ কারণে আমি তার নামই রেখে দিয়েছি মুআত্তা। যার অর্থ এমন কিতাব যাকে সমতল ও মসৃণ এবং পরিমার্জন করা হয়েছে।

মুআত্তার আলোচ্য বিষয়

মুআত্তার আলোচ্য বিষয় হলো ফিকহী আহকাম-সংশ্লিষ্ট হাদীস। এজন্য মুহাদ্দিসদের পরিভাষা অনুযায়ী একে সুনানের কিতাব বলাই কাম্য। কিন্তু যেহেতু এ কিতাবে মুসনাদ (মারফুয়ে মুত্তাসেল) এবং মুসনাদ ছাড়া অন্যান্য হাদীসও (যেমন : মাওকুফ, মাকতু, বালাগাত ও মুরছাল) রয়েছে এ কারণে ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. ও অন্যরা এ কিতাবকে ‘জামে’ শিরোনামের হাদীসের

কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম মালেক রহ. মুআত্তা কিতাবে কিতাবুল আছারের মতো সহীহ হাদীসসমূহকে প্রথম ভিত্তি এবং আছারে সাহাবা ও তাবেয়ীদের ফাতওয়াকে দ্বিতীয় ভিত্তি বানিয়েছেন। (অর্থাৎ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী ও তৃতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকের প্রায় হাদীসের কিতাবের রীতি মোতাবেক তিনি হাদীসের সঙ্গে এসব আছার সংকলন করেছেন। যা সে যুগে দায়িত্ব ও কৃতিত্ব মনে করা হতো।)

মুআত্তার নুসখাসমূহ

সে যামানায় কিতাব সংকলনের পদ্ধতি আর পরবর্তী যামানার কিতাব সংকলনের পদ্ধতি এক ছিল না। পরবর্তী যামানায় মুসান্নিফ নিজেই নিজের কিতাব বিন্যস্ত আকারে মানুষের কাছে পেশ করতেন। বরং ইমাম মালেক রহ.-এর যামানায় 'শ্রবণ পদ্ধতির' প্রচলন ছিল। সংকলক স্মৃতিস্থ রাখার জন্য—যাতে শাগরিদবৃন্দের কাছে পেশ করতে গিয়ে তিনি ভুলের শিকার না হন—একটি কপি তৈরি করে তা লোকদেরকে লিখিয়ে দিতেন। এ কারণে কখনও কখনও নযরে ছানী বা পুনর্নিরীক্ষণের সময় কিতাবের তারতীব পরিবর্তন হয়ে যেত। পরিচ্ছেদসমূহের মধ্যে অগ্র-পশ্চাত, কিংবা রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে মাওকুফ, মুরছাল এবং মারফু ও মুত্তাসিলের পার্থক্য ঘটে যায়। আবার কোনো কোনো বাব ও অনুচ্ছেদে কম-বেশি ঘটে। সারকথা, সে যুগের হাদীসের কিতাবসমূহে যে নুসখাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার মূল ব্যাপার এটাই। মুআত্তা কিতাবকে ইমাম মালেক থেকে অনেক শাগরিদই বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করেছেন। এজন্য এ কিতাবের নুসখাসমূহের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক।

ইমাম মালেক থেকে যাঁরা মুআত্তার বর্ণনা করেছেন, হাফেজ ইবনে নাসিরুদ্দীন দিমাশকির উদ্ধৃতি অনুযায়ী তাঁদের সর্বমোট সংখ্যা ৭৯ জন। হাফেজ নাসিরুদ্দীন রহ. তাঁর ইতহাফুস সালেক বিরুওয়াতিল মুআত্তা আনিল ইমাম মালেক কিতাবে তাঁদের নামধাম নসবসহ গণনা করেছেন।[২৬৩] এঁদের মধ্যে যাঁদের নুসখার বর্ণনা পরবর্তীকালেও চালু থাকে তাঁরা চব্বিশজন। যাঁদের হাদীস ও রেওয়ায়েতের সিলসিলা মুহাদ্দিসদের 'সাবাত' গ্রন্থে পাওয়া যায়। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তাঁর বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন কিতাবে তন্মধ্যে ১৬টি নুসখার বিবরণও দিয়েছেন। মুহাদ্দিস রযীন আবদারী তাঁর

---

[২৬৩] তাযয়ীনুল মামালেক, পৃ. ৫২, ৫৩॥

আত-তাযরীদ লিস-সিহাহ ওয়াস সুনান[২৬৪] কিতাবে হাফেজ ইবনে শাহীন[২৬৫] (ওফাত : ৩৮৫ হি.) ও দারাকুতনী (ওফাত : ৩৮৫ হি.) ইখতেলাফু নুসাখিল মুআত্তা নামে যে কিতাব লিখেছেন তা থেকে তিনি মুআত্তার বিভিন্ন নুসখার রেওয়ায়েতসমূকে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। আর এটাই হলো সেসব রেওয়ায়েত যা তাইসীরুল উসূল [২৬৬] ও মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবে রযীনের উদ্ধৃতিতে লিপিবদ্ধ আছে। এসব রেওয়ায়েত সহীহ এবং মুআত্তার বিভিন্ন নুসখায় তা উল্লিখিত হয়েছে।[২৬৭]

এসবের অধিকাংশ নুসখা এখন দুর্লভ। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব-এর বর্ণিত মুআত্তার পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলের ফয়জুল্লাহ কুতুবখানায় ও ওলীউদ্দীন কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে। সুওয়াইদ বিন সাঈদ ও আবু মুসআব যুহরী উভয়ের বর্ণিত মুআত্তার পাণ্ডুলিপি দিমাশকের যাহিরিয়্যাহ কুতুবখানায় আজও সংরক্ষিত আছে। মুআত্তার এসব নুসখার মধ্যে দুটি নুসখা সবচেয়ে বেশি সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ। ১. ইমাম মুহাম্মাদের বর্ণিত মুআত্তা। ২. ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া মাসমূদী লাইসীর বর্ণিত মুআত্তা। মুহাদ্দিসে নাকেদ (হাদীস-পরখবিদ ও বিজ্ঞ মুহাদ্দিস) শায়েখ যাহেদ আলকাওসারী রহ. লেখেন,

وأشهر روايات في هذالعصر رواية محمد بن الحسن بين المشارقة

---

[২৬৪] রযীন রহ. সংকলিত 'আত-তাযরীদ লিস-সিহাহ ওয়াস সুনান' কিতাবকে ইবনুল আসীর আলজাযারী রহ. (ওফাত : ৬০৬ হি.) *জামিউল উসূল মিন আহাদিসীর রাসূল* নামে উত্তমরূপে তারতীব দিয়েছেন।

[২৬৫]

قال ابن شاهين: صنفتُ ثلاثمائة مصنف وثلاثين مصنفًا، منها التفسير الكبير ألف جزء، ومنها المسند ألف وثلاثمائة جزء، والتاريخ مائةوخمسون جزءًا، والزهد مائة جزء. (تذكرة الحفاظ للذهبي)

[২৬৬] **তাইসীরুল উসূল কিতাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :** ইবনুল আসীর আলজাযারী রহ. (মৃ. ৬০৬ হি.) *জামিউল উসূল মিন আহাদিসীর রাসূল* নামে হাদীসের একটি কিতাব গ্রন্থনাবদ্ধ করেছেন। এ কিতাবে তিনি বুখারী, মুসলিম, মুআত্তা, আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযীর হাদীসসমূহ এক জায়গায় করেছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুদ-দায়বা (৮৬৬ হি.-৯৪৪ হি.) تيسير الوصول إلى جامع الأصول নামে এ কিতাবের সংক্ষেপণ করেছেন। শায়েখ হামেদ ও শায়েখ আব্দুল কাদের আরনাউতের তাহকীকে এটি তিন খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। (অনুবাদক)

[২৬৭] তাওযীহুল আফকার লি-মাআনী তানকিহিল আনযার ১/৮২, ৮৩॥ মিশর, ১৩৬৬ হি.।

ورواية يحيى الليثي بين المغاربة. فالأولى تمتاز ببيان ما أخذ به أهل العراق من أحاديث أهل الحجاز المدونة في الموطأ مما لم يأخذوا به لأدلة أخرى ساقها محمد في موطئه وهي نافعة جدا لمن يريد المقارنة بين آراء أهل المدينة وآراء أهل العراق وبين أدلة الفريقين والثانية تمتاز عن نسخ الموطأ كلها باحتواها على آراء مالك البالغة نحو ثلاث آلاف مسئلة في أبواب الفقه وهاتان الروايتان في غاية الكثرة في خزانات العالم شرقا وغربا.

এ যুগে আহলে মাশরিক বা মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলীয়দের মধ্যে মুআত্তার প্রসিদ্ধতম রেওয়ায়েত হলো ইমাম মুহাম্মাদের রেওয়ায়েত; আর আহলে মাগরিব বা পশ্চিমাঞ্চলীয়দের মধ্যে ইয়াহইয়া লাইসীর রেওয়ায়েত। প্রথম রেওয়ায়েত তথা মুআত্তায়ে মুহাম্মাদের বৈশিষ্ট্য হলো—এতে সংকলিত যেসব হাদীস ইরাকীরা গ্রহণ করেছেন, আর যেসব হাদীস ভিন্ন দলিলের কারণে—যেসব দলিল ইমাম মুহাম্মাদ রহ. তাঁর মুআত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করে দিয়েছেন—তারা গ্রহণ করেননি তার বিবরণ রয়েছে। যাঁরা মাদানী ও ইরাকী চিন্তা-শিবিরের ইজতিহাদী মাসআলা-মাসায়েল এবং উভয় মাকতাবে ফিকির বা চিন্তা-শিবিরের মাঝে পারস্পরিক মুওয়াযানা ও তুলনা করে দেখতে চান এটি তাঁদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। মুআত্তার অন্যান্য বর্ণনার উপর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত তথা ইয়াহইয়ার রেওয়ায়েতের বৈশিষ্ট্য হলো— এখানে প্রায় ইমাম মালেকের তিন হাজার ইজতিহাদী মাসায়েলের উল্লেখ রয়েছে, যা ফিকহের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর মুআত্তার এ উভয় বর্ণনা পৃথিবীর গ্রন্থাগারসমূহে (পূর্ব-পশ্চিম) অধিকহারে পাওয়া যায়। এ যুগে আহলে মাশরিক—পূর্ব অঞ্চলবাসীদের মধ্যে (খুরাসান, হিন্দ প্রভৃতি অঞ্চল) মুআত্তার প্রসিদ্ধতম রেওয়ায়েত হলো ইমাম মুহাম্মাদের বর্ণিত মুআত্তা। আর আহলে মাগরিব—পশ্চিম অঞ্চলবাসীদের মধ্যে (আন্দালুস বা স্পেন) ইয়াহইয়া লাইসীর বর্ণনা।[২৬৮]

[২৬৮] মাকালাতুল কাওসারী, পৃ. ৭৯, ৮০॥

বাস্তবতা হলো এই যে, ইমাম মালেকের যুগ পর্যন্ত খোদ মদীনা মুনাওয়ারাই দারুল উলূম বা ইলম চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল। এ কারণে ইমাম মালেক রহ. ইলম অন্বেষণের জন্য কখনও অন্য দেশে সফর করেননি। যেরূপ ইমাম মালেকের সমসাময়িক ইমাম মিসআর বিন কিদাম কুফী রহ. (ওফাত : ১৫৫ হি.) হাদীস অন্বেষণের জন্য কখনও কুফার বাইরে পা রাখেননি।[২৬৯] কেননা তৎকালে কুফা নগরীতেও হাদীস ও রেওয়ায়েতের সুবিপুল ভাণ্ডার ছিল। যদিও সে সময় সব মুসলিম নগরীতেই বিশেষজ্ঞ মুফতী ও হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস বিদ্যমান ছিলেন, তথাপি ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মদীনা ও কুফা নগরী ছিল মারকায ও প্রাণকেন্দ্র। হাফেজ ইবনে আবদুল বার রহ. অবিচ্ছিন্ন সূত্রে ইমাম মালেকের বিশিষ্ট শাগরিদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব রহ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, একবার কেউ ইমাম মালেকের কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার জবাব প্রদান করেন। প্রশ্নকারী বলল, শামবাসীরা তো এ মাসআলায় আপনার সাথে ইখতেলাফ করে এবং তারা বিষয়টি এভাবে বলে থাকে। ইমাম মালেক রহ. উত্তর দিলেন,

> ومتى كان هذا الشأن بالشام، إنما هذا الشأن وقف على أهل المدينة والكوفة. (جامع بيان العلم وفضله، باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض)

> 'শামবাসীদের এরূপ মাকাম ও মর্যাদা কবে থেকে হলো? এ শান তো কেবল মদীনা ও কুফাবাসীদের।'

এ কারণেই মৌলিকভাবে ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে দুটি ঘরানা বা চিন্তা শিবিরকেই গণ্য করা হয়। একটি হলো ইরাকী, আরেকটি হলো হিজাযী চিন্তাশিবির। ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. প্রথম ঘরানার চিন্তাধারার ভাষ্যকার।

---

[২৬৯] হাফেজ যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ কিতাবে তাঁর জীবনীতে ইমাম ইয়াহ-ইয়া বিন মাঈন থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, لم يرحل مسعر في حديث قط. মিসআর কখনও একটি হাদীসের জন্যও সফর করেননি। (গ্রন্থকার)

ইমামু দারিল হিজরাহ ইমাম মালেক বিন আনাস রহ. মদীনার চিন্তাশিবিরের ভাষ্যকার। প্রথম ঘরানার সিলসিলা হযরত আলী রা. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. থেকে চলে আসছে। যা মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানেই তাঁদের ইলম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ইমাম মালেক রহ. যেহেতু হাদীস অন্বেষণের জন্য সফর করেননি এজন্য এ ধারার দিকপালদের থেকে তাঁর হাদীস গ্রহণ ও উপকৃত হওয়ার সুযোগ খুব কমই এসেছে। এ কারণেই মুআত্তা কিতাবে মাদানী শায়েখ ছাড়া অন্যান্য শহরের শায়েখদের বর্ণনা রয়েছে নামেমাত্র। খলীফা হারুনুর রশীদ একবার এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার কিতাবে হযরত আলী রা. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত আমাদের নজরে আসেনি। (অর্থাৎ সংখ্যা খুবই কম।) ইমাম মালেক রহ. বলেন,

لم ي ونا ببلدي ولم ألق رجالهما.

‘এ দুই সাহাবী আমার শহর তথা মদীনার অধিবাসী ছিলেন না এবং তাঁদের শাগরিদ ও সহচরবৃন্দের সাথেও আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি।’[২৭০]

এটি সুস্পষ্ট যে, মুআত্তা কিতাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা.-এর রেওয়ায়েত ও বর্ণনা আলী ও ইবনে আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়েত থেকেও কম। এর কারণ এটাই যা ইমাম মালেক রহ. হযরত আলী রা.-এর রেওয়ায়েতের ব্যাপারে বলেছেন। তবে হাঁ, আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ কিতাবে আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস আল-আওদী আল-কুফী—যিনি ইমাম আযমের শাগরিদ—এর তরজমায় হাফেজ আবদুল কাদের কুরাশী রহ.-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি আমরা পেয়েছি :

وقد قيل إن جميع ما يرويه مالك في الموطأ فيما بلغني عن علي فيرسلها أنه سمعها من ابن إدريس.

---

[২৭০] ইমাম সুয়ূতী রহ.,‘তায়য়ীনুল মামালিক বিমানাকিবিল ইমাম মালেক’। ‘তায়য়ীনুল মামালিকের পূর্ণ ইবারত নিচে তুলে ধরা হলো :

لما قدم الرشيد استقبله الناس مشاة وأخرج الخطيب: عن أبي بكر بن أبي بكر الزبيري قال: واستقبله مالك في محمل فقال له : مرحبا بك يا أبا عبد الله، وردت علينا كتبك، فأمرنا فتياننا بالنظر فيها، إلا أنا لم نر فيها ذكرا لعلي وابن عباس، فقال: لم يكونا ببلدي، ولم ألق رجالهما.

(অনুবাদক)

'বলা হয় যে, সেসব রেওয়ায়েত যা ইমাম মালেক রহ. মুআত্তা কিতাবে بلغني عن علي বলে মুরছালরূপে রেওয়ায়েত করেন সেসব বর্ণনা তিনি ইবনে ইদরীস (ওফাত : ১১৫ হি.-১৯২ হি.) থেকে শুনেছেন।'

কাজী ইয়াজ রহ.-এর উদ্ধৃতি মোতাবেক হযরত আলী রা.-এর যত 'বালাগ' বর্ণনা রয়েছে সেসব বর্ণনাও তিনি ইবনে ইদরীস থেকেই শুনেছেন।[২৭১] মোটকথা, মুআত্তা কিতাবে ইরাকীদের বর্ণনা লিপিবদ্ধ না হওয়ার এটিই কারণ। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ রহ. তাঁর বর্ণিত মুআত্তার রেওয়ায়েতে এই শূন্যতাকে পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণিত মুআত্তার নুসখায় প্রত্যেক রেওয়ায়েতের সাথে নিজের এবং তাঁর উস্তায ইমাম আবু হানীফার মাসলাক ও মতামত উল্লেখ করার নীতি অবলম্বন করেছেন। এবং যেখানে ইখতেলাফী মাসআলা-মাসায়েলের আলোচনা আসে সেখানে তিনি ইরাকীদের দলিল-প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। এ কারণে তাঁর বর্ণিত মুআত্তার নুসখায় ইমাম মালেক ছাড়া আরো অন্যান্য শায়েখ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ কিতাব মুআত্তায়ে ইমাম মালেকের স্থলে মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদ নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার এটিই কারণ। শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. তাঁর শরহু সিফরিস সাআদা কিতাবে লিখেছেন,

واز موطائے امام محمد نیز احادیث آوردہ شد وآں حکم موطائے مالک دارد کہ کل او است، چہ امام محمد، مؤطا از امام مالک شنیدہ وآنچہ متعلق بمذہب حنفیہ است جدا نوشتہ، موطائے امام محمد کہ گویند ایں است۔

'মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদ থেকেও এ (শরহু সিফরিস সাআদা) কিতাবে হাদীস আনা হয়েছে। আর এটি মুআত্তায়ে ইমাম মালেকেরই হুকুম রাখে। কেননা মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের পূর্ণটাই ইমাম মালেকের কিতাব। তা এভাবে যে, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. মুআত্তা কিতাবকে ইমাম মালেক থেকে শুনেছেন। এবং যেসব বিষয় হানাফী মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত তা পৃথকভাবে লিখেছেন। মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদ বলতে যা বুঝায় তা মূলত এটাই।'[২৭২]

---

[২৭১] ইমাম সুয়ূতী রহ. লিখিত ইসআফুল মুবাত্তা বি-রিজালিল মুআত্তা।
[২৭২] শরহু সিফরিস সাআদা, নওল কিশোর, লাখনৌ।

এ কিতাব সংকলনের ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার বিবরণ নিম্নরূপ :

অনুচ্ছেদ শিরোনাম কায়েম করে তরজমাতুল বাব সংলগ্ন সর্বপ্রথম তিনি ইমাম মালেকের বর্ণনা নিয়ে আসেন। এরপর وبهذا نأخذ 'এ মতকেই আমরা গ্রহণ করি' বলে কখনও সে রেওয়ায়েত আমলযোগ্য হওয়ার বিষয়ে অতিরিক্ত বিবরণ পেশ করেন। আবার কখনও এ শব্দের উপরই ক্ষান্ত হন। এ বাক্য—যেমনটি ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন—রেওয়ায়েতটি মুফতাবিহী বা ফাতওয়াগ্রাহ্য হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। বিষয়টি ইখতেলাফী হলে অন্যান্য শায়েখদের হাদীস পেশ করে সে রেওয়ায়েতের উপর আমল না করার কারণ বর্ণনা করেন।

নিজ শায়েখদের থেকে হাদীস বর্ণনার সময় ইমাম মুহাম্মাদ রহ. সব সময় أخبرنا শব্দ ব্যবহার করেন। سمعتবা حدثنا শব্দ ব্যবহার করেন না। এটা মুতাকাদ্দিমীন আলেমদের পদ্ধতি। তাঁদের কাছে কিরাত ও ছামা (শাগরিদরা উস্তায থেকে 'পঠন-পদ্ধতি' ও 'শ্রবণ-পদ্ধতি'-তে গ্রহণ) উভয় ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহার হত। কিন্তু মুতাআখখিরীন আলেমদের নিকটে আমভাবে কিরাতের জন্য أخبرنا এবং ছামা বা শ্রবণের ক্ষেত্রে سمعت ও حدثنا শব্দ প্রচলিত।

প্রত্যেক মাসআলায় ইমাম আবু হানীফার মতামত উল্লেখ করার নীতি গ্রহণ করেছেন। আর যেখানে প্রয়োজন মনে করেছেন সেখানে ইমাম আবু হানীফার মতামত উল্লেখ করার পর والعامة من فقهائنا বাক্যটিও যুক্ত করেন। অর্থাৎ আমাদের আম ফকীহদেরও এরূপ বক্তব্য। এখানে ফুকাহা শব্দ দ্বারা ইরাকী ফকীহগণ উদ্দেশ্য। আর العامة দ্বারা উদ্দেশ্য অধিকাংশ। এক্ষেত্রে তিনি কখনও কখনও কেবল ইবরাহীম নাখায়ীর মাযহাব উল্লেখ করার উপর ক্ষান্ত হন। ইরাকীদের মধ্যে ইবরাহীম নাখায়ীর মাকাম ঠিক তেমন, হিজাযীদের মধ্যে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের মাকাম যেমন। আবার কখনও মুনাসেব মনে করলে ইমাম আবু হানীফার বক্তব্যের সাথে ইমাম মালেক ও অন্যদের বক্তব্যও উল্লেখ করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. কোথাও কোথাও এ কিতাবে কোনো কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে هذا جميل বা هذا أحسن ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন। এর দ্বারা মুস্তাহাব বুঝানো তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বরং ওয়াজিব না হওয়াটা বুঝানো উদ্দেশ্য।

চাই তা সুন্নাতে মুআক্কাদা কিংবা সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা হোক। অনুরূপভাবে لا بأس দ্বারা এ কিতাবে কেবল বৈধতা বুঝানো উদ্দেশ্য। মাকরূহে তানযিহী বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। তারাবীহের আলোচনায় ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এ শব্দই ব্যবহার করেছেন। অথচ তা সুন্নাতে মুআক্কাদা। অনুরূপভাবে তিনি ينبغي শব্দটিও ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুআক্কাদা উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন। যাইহোক, কিতাবটির পাঠকদের এসব পরিভাষা নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হওয়া কাম্য। মুতাআখখিরীন আলেমদের পরিভাষায় এসব শব্দ যে অর্থে ব্যবহার হয় ইমাম মুহাম্মাদ রহ. সে অর্থে এসব শব্দ ব্যবহার করেননি। অনুরূপভাবে أثر শব্দটিও মুতাকাদ্দিমীনদের নিকট মারফু, মাওকুফ ও মাকতু সব রকম রেওয়ায়েতের জন্যই আম ও ব্যাপক। লক্ষণীয় যে, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. শব্দটিকে আম অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মুতাআখখিরীন আলেমদের কেউ কেউ মারফু হাদীসের জন্য আছার শব্দটি ব্যবহার করেন না।

মুআত্তায়ে মুহাম্মাদের হাদীস সংখ্যা

এ কিতাবে সর্বমোট ১১৮০টি রেওয়ায়েত রয়েছে। এ সংখ্যার মধ্যে মারফু, মাওকুফ, মুসনাদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা), গায়রে মুসনাদ (বিচ্ছিন্ন বর্ণনা) সবকিছুই শামিল রয়েছে। এর মধ্যে ১০০৫টি বর্ণনা এনেছেন ইমাম মালেক থেকে। আর অন্যান্য শায়েখদের থেকে এনেছেন ১৭৫টি। যার মধ্যে ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে এনেছেন ১৩টি বর্ণনা। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে এনেছেন ৪টি বর্ণনা।

মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদে কোনো মাওযূ হাদীস নেই

এটা সুস্পষ্ট যে, এ কিতাবে কোনো মাওযূ হাদীস নেই। অবশ্য হাফেজ ইবনে হায্ম যাহেরী রহ. তাঁর মারাতিবুদ দিয়ানা কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, মুআত্তার মধ্যে সত্তরের অধিক এরূপ হাদীস রয়েছে, যার উপর ইমাম মালেক রহ. নিজেও আমল করেননি এবং তাতে যয়ীফ হাদীসও রয়েছে। যাকে জমহুর আলেমগণ দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু যেহেতু এসব বর্ণনা অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এজন্য এরূপ দুর্বলতা ক্ষতিকারক নয়। বাকি থাকলো, কোনো হাদীসের উপর মুজতাহিদের আমল না করার ব্যাপারটি। এর বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যেমন : হতে পারে হাদীসটি মানসুখ ও রহিত কিংবা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কিংবা অন্যান্য শক্তিশালী রেওয়ায়েতের মোকাবেলায় তা

অগ্রগণ্য নয়। ইমাম আবু হানীফা রহ. মুআত্তার যেসব বর্ণনা অনুপাতে আমল করেননি তার সংখ্যাও কম-বেশি আশি'র কাছাকাছি। এসব হাদীসের উপর আমল না করার কারণ এ মুআত্তা কিতাবেই অনুসন্ধানী পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। (অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মাদ রহ. মুআত্তায় বর্ণিত কোনো হাদীসের উপর আমল না করলে তার কারণ ও প্রয়োগক্ষেত্র বলে দেন।)

মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের মুদ্রিত নুসখার দুটি প্রমাদপূর্ণ জায়গা

১. এটি সুস্পষ্ট যে, মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের মুদ্রিত নুসখার একটি বাবের নাম হলো : باب صلاة القاعد (উপবিষ্ট ব্যক্তির নামাজ অনুচ্ছেদে)। এ অনুচ্ছেদে নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত এসেছে,

قال محمد : حدثنا بشر حدثنا أحمد أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يؤمن الناس أحد بعدي جالسا فأخذ الناس بهذا.

এ রেওয়ায়েতে (নম্বর : ১৫৯) আহমদ ও ইসরাঈল নামক রাবীদ্বয়ের মাঝে (ইমাম) মুহাম্মাদ শব্দটি বাদ পড়েছে। মূল সনদটি হবে এরূপ :

قال محمد : حدثنا بشر حدثنا أحمد حدثنا محمد أخبرنا إسرائيل الخ

দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাতে (নম্বর : ৪৪০) মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের যে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে তাতে মুহাম্মাদ শব্দ বর্ধিত রয়েছে। সনদের শুরুতে যে মুহাম্মাদ রয়েছেন তিনি হলেন হিজরী চতুর্থ শতকের আবু আলী আস-সওয়াফ। যিনি উক্ত নুসখার রাবী। তাঁর শায়েখ বিশর বিন মূসা আসাদী প্রসিদ্ধ হাফিজুল হাদীস। হাফেজ যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ নামক কিতাবে তাঁর বিস্তারিত জীবনী লিখেছেন। বিশরের শায়েখ আহমদ। তিনি হলেন আহমদ বিন মেহরান নাসাবী, যিনি ইমাম মুহাম্মাদের শাগরিদ এবং তাঁর থেকে মুআত্তার বর্ণনাকারী। এ পুরো সনদের সিলসিলা মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের গ্রহণযোগ্যতা শিরোনামের আলোচনায় সামনে আসছে।

২. অনুরূপভাবে মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের মুদ্রিত নুসখায় باب القراءة في

الصلاة خلف الإمام নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতের (হাদীস : ১১৮) প্রতি লক্ষ করুন :

قال محمد: حدثنا الشيخ أبو علي، قال: حدثنا محمود بن محمد المروزي قال: حدثنا سهل بن العباس الترمذي قال : أخبرنا إسماعيل بن علية، عن أيوب عن ابن الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة.

এখানে সনদের শুরুর মুহাম্মাদ দ্বারা ইমাম মুহাম্মাদ উদ্দেশ্য নয়। বরং আবু আলী আস-সওয়াফের শাগরিদ উদ্দেশ্য। হাদীসটি তারীখে বাগদাদে রয়েছে। এ বর্ণনাটি মূলত শায়েখ আবু আলী আস-সওয়াফ-এর বর্ণিত নুসখায় হাশিয়াতে রয়েছে। ভুলক্রমে কোনো কাতেব তা মূল পাঠে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। দারুল কুতুবে (নম্বর : ৪২৯) মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের যে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে এবং সেটি মুহাদ্দিস আমীর কাতেব ইতকানীর নুসখা থেকে উদ্ধৃত, সেখানে এ হাদীস হাশিয়াতেই লিখা আছে।

মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদ ও মুআত্তায়ে ইয়াহইয়া : তুলনামূলক পর্যালোচনা

ইমাম মালেক রহ. থেকে মুআত্তা কিতাব যদিও বড় বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন; তন্মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, আব্দুর রহমান বিন মাহদী, মাআন বিন ঈসা, আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ তিননীসি, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া নিশাপুরী, আব্দুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাবী, কুতাইবা বিন সাঈদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আজ এঁদের কারো নুসখার কোনো অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। শত বছর ধরে যাঁদের রেওয়ায়েত পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধ লাভ করেছে এবং ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে তাঁরা হলেন :

১। ইমাম মুহাম্মাদ।

২। মালেকী মাযহাবের ফকীহ ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আন্দালুসী। বর্তমানে মুআত্তায়ে ইমাম মালেক বললে যে কিতাবের দিকে সবার মন-মস্তিষ্ক ধাবিত হয় তা হলো কেবল এই ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আন্দালুসীর বর্ণিত মুআত্তা।

মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের শ্রেষ্ঠত্বের কিছু মৌলিক দিক

ইমাম মুহাম্মাদের বর্ণনা ফকীহ ইয়াহইয়ার বর্ণনার চেয়ে নিম্নোক্ত দিক বিচারে অগ্রগণ্য :

১. সুমহান মাকাম ও মর্যাদা এবং ফাকাহাতের বিবেচনায় মুআত্তার সকল রাবীর মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদের সমকক্ষ কেউ নন।

২. ইমাম মুহাম্মাদ রহ. কেবল মুহাদ্দিস ছিলেন না। বরং ইমাম দারাকুতনীর সুস্পষ্ট ভাষ্য মোতাবেক তিনি হাফিজুল হাদীসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ফকীহ ইয়াহইয়া যদিও সিকাহ এবং বিচক্ষণ ছিলেন; কিন্তু এ ময়দানের ঘোড়সওয়ার ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে খোদ মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রহ.-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো,

لم يكن له بصر بالحديث

'ইলমে হাদীসে তাঁর কোনো বাসীরাত ও প্রজ্ঞা ছিল না।'

৩. মুআত্তা বর্ণনার ক্ষেত্রে ইয়াহইয়া থেকে বিভিন্ন জায়গায় প্রমাদ ঘটেছে। মুহাদ্দিস আব্দুল বাকী যুরকানী মালেকী তাঁর তরজমায় লিখেছেন,

فقيه قليل الحديث له أوهام.

তিনি ফকীহ, সিকাহ এবং স্বল্প হাদীসের অধিকারী ছিলেন।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর থেকে কিছু বিচ্যুতিও প্রকাশ পেয়েছে। এর বিপরীতে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. সম্পর্কে হাফেজ যাহাবী রহ. তাঁর মীযানুল ইতেদাল কিতাবে লিখেছেন,

وكان من بحور العلم والفقه قويا في ما يروي عن مالك.

'তিনি ইলম ও ফিকহের সমুদ্র ছিলেন। ইমাম মালেক থেকে তিনি যা বর্ণনা করেন সে বিষয়ে তিনি শক্তিমান।'

৪. ইমাম মুহাম্মাদ রহ. তবকার বিবেচনায় ইয়াহইয়া থেকে উচ্চস্তরের। কেননা মুহাদ্দিস হাকেম নিশাপুরী রহ.-এর ভাষ্য মোতাবেক তিনি তাবে-তাবেয়ীন ছিলেন। এবং তিনি তাবেয়ীদের এক বিরাটসংখ্যক থেকে দীক্ষা ও ফয়েজ লাভ করেছেন। ফকীহ ইয়াহইয়া লাইসী এ মর্যাদা লাভ করেননি।

৫. ফকীহ ইয়াহইয়া ইমাম মালেক থেকে পরিপূর্ণ মুআত্তা পড়ার সুযোগ লাভ করেননি। কেননা যে বছর তিনি ইমাম মালেকের খেদমতে হাজির হন সে বছরই ইমাম মালেক রহ. ইন্তেকাল করেন। এজন্য ইয়াহইয়ার নুসখার সব বর্ণনা عن مالك (মালেক থেকে। এটি শ্রবণ করা বুঝায় না।) শব্দ যোগে শুরু হয়। কিন্তু ما جاء في এবং باب خروج المعتكف للصيد , قضاء الاعتكاف ليلة القدر প্রভৃতি বাবের মাঝে তিনি حدثني زياد عن مالك (যিয়াদ আমাকে বর্ণনা করেছেন মালেক থেকে) বলেছেন। অর্থাৎ এসব বাব তিনি ইমাম মালেক থেকে নয় বরং তাঁর শাগরিদ যিয়াদ থেকে পড়েছেন। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ রহ. পরিপূর্ণ মুআত্তাই ইমাম মালেক থেকে শুনেছেন।

৬. ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ইমাম মালেকের খেদমতে ধারাবাহিকভাবে তিন বছর অবস্থান করেন। আর ইমাম ইয়াহইয়া ইমাম মুহাম্মাদের বিবেচনায় ইমাম মালেকের সান্নিধ্যে খুব কমই থাকার সুযোগ পেয়েছেন। আর এটা সুস্পষ্ট যে, দীর্ঘ সোহবত লাভকারীর রেওয়ায়েত অপেক্ষাকৃত কম সোহবত লাভকারীর রেওয়ায়েতের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

৭. ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট দরসের সাধারণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি ছিল শাগরিদ পড়ত আর তিনি নিজেই শুনতেন। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর বেলায় ঘটেছে এর ব্যতিক্রম। এ ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী যে, ইমাম মালেকের হাদীসসমূহ খোদ তাঁর জবান থেকেই (ধীর-স্থিরভাবে) তিনি শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর *তাযীলুল মানফাআ বি-যাওয়ায়িদি রিজালিল আয়িম্মাতিল আরবাআ* কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদের তরজমায় লেখেন,

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول قال لي محمد بن الحسن أقمت على باب مالك ثلاث سنين وسمعت من لفظه سبعمائة حديث انتهى. وكان مالك لا يحدث من لفظه إلا قليلا

فلولا طول إقامة محمد عنده وتمكنه منه ما حصل له عنه هذا وهو أحد رواة الموطأ عنه وقد جمع حديثه عن مالك وأورد فيه ما يخالفه فيه وهو الموطأ المسموع من طريقه.

'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাকাম বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ীকে বলতে শুনেছি, আমাকে ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান বলেছেন, আমি তিন বছর পর্যন্ত ইমাম মালেকের সান্নিধ্যে অবস্থান করেছি। আমি খোদ তাঁর জবানিতে সাতশ'র অধিক হাদীস শুনেছি। (হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,) ইমাম মালেক রহ. নিজের জবানিতে হাদীস বর্ণনা করতেন কম। এজন্য ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যদি তাঁর সোহবতে দীর্ঘকাল অবস্থান না করতেন এবং তাঁর থেকে (হাদীস শ্রবণের) সুযোগ না পেতেন তাহলে এ দৌলত তাঁর অর্জিত হতো না। ইমাম মুহাম্মাদও মুআত্তার একজন রাবী। তিনি ইমাম মালেকের হাদীসগুলোকে একত্র করেছেন। আর যেসব মাসআলায় তিনি ইমাম মালেকের সাথে একমত নন, সেসব বিষয়ের বর্ণনাও তিনি নিয়ে এসেছেন। আর এটিই সেই মুআত্তা যা তাঁর তরীক ও সূত্রেই শ্রুত হয়েছে। (যা মুআত্তায়ে মুহাম্মাদ নামে পরিচিত।)

৮. ফকীহ ইয়াহইয়ার বর্ণনায় অনেক বাব ও অনুচ্ছেদ এমন রয়েছে, যাতে কোনো হাদীসের উল্লেখ নেই। তাতে কেবল ইমাম মালেকের ইজতিহাদী মাসআলা-মাসায়েলের উল্লেখ রয়েছে;[২৭৩] কিন্তু মুআত্তায়ে মুহাম্মাদের কোনো

[২৭৩] ফকীহ ইয়াহইয়া বর্ণিত মুআত্তায় যে সকল বাবে কেবল ইজতিহাদী মাসআলা-মাসায়েল উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো আছার উল্লেখ করা হয়নি, আমাদের ত্বরিত অনুসন্ধানে তা নিম্নরূপ :

باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة، باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر، باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة، باب النكاح في الاعتكاف، باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا، باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول، باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته، باب جامع الفدية، باب ما لا يجب فيه الخمس، باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس، باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه، باب العمل في المشي إلى الكعبة، باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة، باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب، باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل، باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها، باب الشرط في العتق، باب الحمالة في الكتابة، باب جراح المكاتب، باب بيع المكاتب، باب الشرط في المكاتبة، جامع ما جاء في عتق المكاتب، باب القضاء في ولد المدبر، جامع ما جاء في التدبير، باب جراح أم الولد،

অনুচ্ছেদ এমন নেই, যাতে কোন হাদীস বা আছার বিদ্যমান নেই।

৯. ফকীহ ইয়াহইয়ার নুসখা কেবল ইমাম মালেকের রেওয়ায়েত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদের মুআত্তায় ইমাম মালেক ছাড়াও অন্যান্য শায়েখের বর্ণনাও স্থান পেয়েছে।

১০. ইমাম মুহাম্মাদের সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো, তিনি এ কিতাবে মুআত্তার সব হাদীসের কোনটি মামুলবিহী (আমলযোগ্য) এবং কোনটি মামুলবিহী নয় (আমলযোগ্য নয়) তা বলে দেন। আর ইখতেলাফী মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে ইরাকী ও হিজাযী মাকতাবায়ে ফিকির বা চিন্তাশিবিরের মাঝে দলিলগত তুলনামূলক আলোচনা করেন। মুআত্তার অন্যান্য নুসখায় এমনটি করা হয়নি। মুহাদ্দিস কাওসারী রহ. বলেন,

إن عمل محمد في "الموطأ" يعد عملا جليلا جدا عند من يعني بأحاديث الأحكام على أن أحاديث الحجاز كانت مشتركة بين علماء الأمصار معلومة لهم مروية عندهم لكثرة حجهم وزيارتهم ولا يفوتهم شيء منها في الغالب إنما المهم معرفة ما إذا كا نوا أخذوا بتلك

باب ما جاء في بيع الفاكهة، باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. باب بيع اللحم باللحم، باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن، باب بيع المرابحة، باب البيع على البرنامج، باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة، باب ما لا يجوز من القراض، باب ما لا يجوز من الشرط في القراض، باب القراض في العروض، باب الكراء في القراض، باب التعدي في القراض، باب ما يجوز من النفقة في القراض، باب ما لا يجوز من النفقة في القراض، باب البضاعة في القراض، باب السلف في القراض، باب المحاسبة في القراض، باب جامع ما جاء في القراض، باب الشرط في الرقيق في المساقاة، باب ما لا تقع فيه الشفعة، باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد، باب القضاء في الرهن من الحيوان، باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين، باب القضاء في جامع الرهون، باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها، باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره، باب القضاء في ميراث الولد المستلحق، باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب، باب القضاء في الحمالة والحول، باب القضاء فيما يعطى العمال، باب القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم ، باب ما يجوز من العطية، باب الاعتصار في الصدقة، باب القضاء في استملاك العبد اللقطة.، باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا، باب ميراث الإخوة للأب والأم. باب ميراث ولاية العصبة، باب من لا ميراث له. باب عقل الجراح في الخطإ، باب العفو في قتل العمد، باب ما جاء في المغتصبة، باب القسامة في العبيد، باب الميراث في القسامة، باب القسامة في قتل الخطإ.

(অনুবাদক)

الأحاديث أم تركوها لأدلة أخرى وقام محمد في "موطئه" بتعريف ذلك حيث بين مواطن الأخذ كما بين مواضع الترك بأدلته.

'যেসব লোক আহকাম-সংশ্লিষ্ট হাদীসের ব্যাপারে বিশেষ যত্নশীল তাদের কাছে মুআত্তা কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদের এ কারনামা ও কৃতিত্ব উজ্জ্বল কীর্তিরূপে বিবেচিত। যদিও হিজাযের হাদীসসমূহ ইসলামী দেশসমূহের আলেমদের কাছে যৌথভাবে ছিল এবং এসব হাদীসের ব্যাপারে তাঁদের অবগতিও ছিল। তাঁদের মাঝে এসব রেওয়ায়েতের বর্ণনাভিত্তিক ধারাও চালু ছিল। হজ ও যিয়ারতের জন্য অধিকহারে আলেম-উলামার আনাগোনাই ছিল এর কারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের হিজাযী বর্ণনা ছুটত না। গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি বাকি ছিল তা হলো এটা জানা যে, তাঁরা (আলেমগণ) এসব হাদীস গ্রহণ করেছেন নাকি অন্য দলিলের আলোকে তা পরিত্যাগ করেছেন? ইমাম মুহাম্মাদ রহ. মুআত্তা কিতাবে ঠিক এই মহতী কাজটিই করেছেন যে, যেসব রেওয়ায়েত তিনি গ্রহণ করেছেন সেসব জায়গা উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন। আর যেসব জায়গায় তিনি কোনো রেওয়ায়েত গ্রহণ না করে অন্য দলিলের ভিত্তিতে তা ছেড়ে দিয়েছেন তাও বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন।'[২৭৪]

---

[২৭৪] বুলুগুল আমানী ফী সিরাতিল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী, পৃ. ১০॥

মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের গ্রহণযোগ্যতা

ইমাম মালেক রহ.-এর ইন্তেকালের পরে যখন কুফাতে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. মুআত্তার দরস দিতেন তখন উপস্থিতির সংখ্যা এত অধিক হতো যে, তাঁর কাছে আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে যেত।[২৭৫] ইরাকে মুআত্তার এরূপ মাকবুলিয়াত দেখে সা'দুন মালেকী বলেছিলেন,

ومما به أهل الحجاز تفاخروا   أن الموطأ في العراق محبب

'হিজাযীদের গর্ব করার মতো একটি বিষয় হলো—ইরাকে মুআত্তা কিতাবটি জনপ্রিয়।'[২৭৬]

মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের রেওয়ায়েতের সিলসিলা স্পেন থেকে নিয়ে খোরাসান ও মা-ওয়ারাউন নাহার পর্যন্ত চালু ছিল। স্পেনের প্রসিদ্ধ আলেম হাফেজ আবুল ওয়ালীদ বাজী মালেকী (ওফাত : ৪৭৪ হি.) তাঁর মুআত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে লেখেন,

أخذ عنه محمد بن الحسن "الموطأ" وهو مما أرويه عن أبي ذر عبد بن أحمد.

'ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইমাম মালেক থেকে মুআত্তা গ্রহণ করেন। আর আমি তা হাফেজ আবু যর আবদ ইবনে আহমদ থেকে রেওয়ায়েত করি।'

খুরাসান ও মা-ওয়ারাউন নাহারের প্রসিদ্ধ ইমাম, হিদায়ার গ্রন্থকার শাইখুল ইসলাম আলী বিন আবী বকর মারগিনানী রহ. (ওফাত : ৫৯৩ হি.) মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদকে নিম্নোক্ত সনদে রেওয়ায়েত করেন :

عن الإمام نجم الدين (أبو حفص) عمر النسفي الحنفي شارح البخاري
عن الإمام أحمد بن محمد بن منصور الحارثي عن أبي الفضل أحمد

---

[২৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬, মাআলিমুল ঈমান ফী তারীখিল কায়রাওয়ান এর উদ্ধৃতিতে।
[২৭৬] হাফেজ সুয়ূতী রহ. তানবীরুল হাওয়ালেকের মুকাদ্দিমায় সা'দুন মালেকীর এ কাসীদা নকল করেছেন। এ মুকাদ্দিমাটি মুআত্তার পরিচিতিমূলক। এ কবিতাটি সেই কাসীদারই অংশ বিশেষ। (গ্রন্থকার)

بن خيرون عن أبي طاهر عبد الغفار المؤدب عن أبي علي الصواف عن أبي علي بشر بن موسى عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن مهران عن محمد بن الحسن الإمام.

মুহাদ্দিসদের মধ্যে মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদকে আলী সনদে বর্ণনা না করাকে সুনজরে দেখা হয় না। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর আদ-দুরারুল কামেনা কিতাবে মুহাদ্দিস আমীর কাতেব ইতকানীর (হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ গয়াতুল বায়ানের লেখক) উপর এ আপত্তি করেছেন যে,

وحدث بالموطأ برواية محمد بإسناد نازل جدا.

'তিনি মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদকে খুবই নাযিল সনদে (তুলনামূলক বেশি মধ্যস্থতাসম্পন্ন সনদ) বর্ণনা করেছেন।'

মুআত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ

মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী রহ. (ওফাত : ১০১৪ হি.), মক্কার মুফতী আল্লামা ইবরাহীম বীরি যাদাহ (ওফাত : ১০৯৯ হি.), শায়েখ উসমান বিন ইয়াকুব আলকামাখী (ওফাত : ১১৭১ হি.)[২৭৭] ও লাখনৌর মাওলানা আব্দুল হাই ফিরিঙ্গি মহল্লী[২৭৮] (ওফাত : ১৩০৪ হি.) মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের শরাহ

[২৭৭] কিতাবটির নাম المهيأ في كشف أسرار الموطأ (উমর রেযা কাহ্হালাকৃত মু'জামুল মুআল্লিফীন)

[২৭৮] **'ফিরিঙ্গি মহলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:** 'ফিরিঙ্গি মহল' ছিল একটি বিশাল এলাকার নাম, যা সম্রাট জাহাঙ্গীর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দিয়ে দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনেক ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করেও সফল হতে পারল না। অবশেষে এক ইংরেজ ডাক্তারের চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। তখন তিনি নিদারুণ খুশি হয়ে ঐ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী চাও? ইংরেজরা সব সময় স্বজাতির অনুগত হয়ে থাকে। সে ডাক্তার বলল, আমাদের দেশের কিছুসংখ্যক লোক এখানে লাখনৌতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে এসেছে। তারা বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে। আপনি তাদেরকে ব্যবসার অনুমতি দিয়ে দিন এবং তাদেরকে কোন সার্টিফিকেট বা অনুমতিপত্র ইস্যু করে দিন। জাহাঙ্গীর ফরমান জারি করে দিলেন এবং লাখনৌতে একটি বড় মহল বা কুঠি তাদেরকে দিয়ে দিলেন। ইংরেজদের কারণে সে কুঠি 'ফিরিঙ্গি মহল' নামে খ্যাত হয়। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের শাসনামলে তিনি কোনো সূত্রে খবর পেলেন যে, ইংরেজরা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কৃত চুক্তির খেলাফ করছে এবং এমন কিছু কাজ করছে যা রাষ্ট্রীয় পলিসির পরিপন্থী। আওরঙ্গজেব সেই কুঠি তাদের থেকে ছিনিয়ে নিলেন এবং মোল্লা নিজামুদ্দীন সাহলভীকে দিয়ে দিলেন, যাকে দিয়ে তিনি ফাতওয়ায়ে আলমগীরী সংকলন করিয়েছিলেন। আর নিজামুদ্দীন সাহলভীকে বলে দিলেন, আপনি এখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। সুতরাং ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আলেমরা 'ফিরঙ্গি মহল্লী' নামে খ্যাতি লাভ করেন। তন্মধ্যে মাওলানা জামাল মিয়া ফিরিঙ্গি মহল্লী, আবদুল ওয়াহহাব ফিরিঙ্গি মহল্লী, আব্দুল বারী ফিরিঙ্গি মহল্লী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, বাগদাদের সেলজুক আমীর নিযামুল মুলকের একাদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী নিযামিয়া মাদ্রাসা ভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এটি দজলার তীরে অবস্থিত। এ মাদ্রাসায় ইমাম

লিখেছেন। মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী রহ.-এর শরাহের নাম ফাতহুল মুগাত্তা বিশরহিল মুআত্তা। পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের বিভিন্ন কুতুবখানায় এটি আমাদের নযরে এসেছে।[২৭৯] আল্লামা বীরী-যাদা এর শরাহটি অত্যন্ত বিস্তৃত। দুই খণ্ডে আনুমানিক এক হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী। এ পাণ্ডুলিপির ফটোকপি—যা ইস্তাম্বুল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা—মাজলিসে ইহইয়াউল মাআরিফিন নুমানিয়া হায়দারাবাদ দাকানে সংরক্ষিত আছে। আব্দুল হাই লাখনোবী রহ.-এর শরাহের নাম التعليق الممجد على مؤطا الإمام محمد খুবই প্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত শরাহ। এটি বারবার মুদ্রিত হয়েছে। মুআত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদে যাঁদের সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাঁদের বৃত্তান্ত ও অবস্থার ব্যাপারে হাফেজ কাসেম বিন কুতলুবুগা হানাফী (ওফাত : ৭৮৯ হি.) একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন।

গাযালীর মতো দার্শনিকবৃন্দ ও পণ্ডিতবর্গ অধ্যয়ন করেছেন। ফিরিঙ্গি মহল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ইসলামী বিশ্বকোষ : ১৫/১৪৪, ১৪৫।

[২৭৯] দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, লেবানন থেকে এটি ২০১৮ সনে এটি মুদ্রিত হয়েছে। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২১।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. : সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনী

নাম মুহাম্মাদ। কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ। সিলসিলায়ে নসব হলো : মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন ফারকাদ আশ-শাইবানী। কোনো কোনো আলেম মনে করেন, শাইবানী তাঁর নসলী বা বংশগত নিসবত। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো, এটা ওয়ালা বা গোত্রীয় বন্ধুত্বের সূত্রে সম্পর্কিত নসব। তাঁর খান্দান ছিল জাযীরায়। তাঁর পিতা জন্মভূমি ছেড়ে শামী ফৌজে শামিল হন এবং হারাস্তা নামীয় গ্রামে—যা দিমাশকের উপকণ্ঠে বা আশপাশে ছিল—বসবাস শুরু করেন। এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিরাট ঐশ্বর্য দান করেন। উমাইয়া শাসনামলের শেষের দিকে তিনি ইরাকে স্থানান্তরিত হন। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ১৩২ হিজরীতে ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর ওয়াসেতে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর এখান থেকে তাঁর পিতা তাঁকে কুফাতে নিয়ে আসেন এবং এ শহরেই তিনি বেড়ে ওঠেন। ইমাম মুহাম্মাদের ভাষ্য :

خلف أبي ثلاثين ألف درهم فأنفقت خمسة عشر ألفا على النحو والشعر، وخمسة عشر ألفا على الحديث والفقه.

'আমার পিতা ত্রিশ হাজার দিরহাম রেখে ইন্তেকাল করেন। আমি তো পনেরো হাজার দিরহাম খরচ করেছি নাহব (আরবী ব্যাকরণ) ও কবিতা শিক্ষার পিছনে। আর পনেরো হাজার দিরহাম ব্যয় করেছি হাদীস ও ফিকহ শিক্ষার পিছনে।'

বড় বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে তিনি ইলম অর্জন করেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাযীলুল মানফাআ কিতাবে লেখেন,

ولازم أبا حنيفة وحمل عنه الفقه والحديث وسمع أيضا من سفيان الثوري وقيس بن الربيع وعمر بن ذر ومسعر وغيرهم وسمع بالشام من الأوزاعي وغيره وبالمدينة من مالك وغيره.

'তিনি ইমাম আযমের সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁর থেকে ফিকহ ও হাদীস গ্রহণ করেন। তিনি সুফিয়ান সাওরী, কায়েস বিন রাবী, উমর বিন যর, মিসআর ও অন্যদের থেকেও হাদীস শ্রবণ

করেন। তিনি শামে আওযায়ী ও অন্যদের থেকে হাদীস শুনেন। আর মদীনাতে শুনেন মালেক ও অন্যদের থেকে।'

ইমাম আবু হানীফার ইন্তেকালের পর তিনি ইমাম আবু ইউসুফের খেদমতে থেকে ফিকহের অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিশেষত্ব অর্জন করেন। হাফেজ যাহাবী রহ.-এর ভাষায়,

ثم لازم أبا يوسف من بعده حتى برع في الفقه.

'ইমাম আবু হানীফার পরে ইমাম আবু ইউসুফের সান্নিধ্যে গমন করেন। একপর্যায়ে ফিকহে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আল-ঈছার বি-মারিফাতি রুওয়াতিল আছার কিতাবে লেখেন,

كان من أفراد الدهر في الذكاء.

জামালুদ্দীন আবুল মাহাসেন ইউসুফ বিন তাগরী আল-আতাবেকী (৮১৩ হি.-৮৭৪ হি.) তাঁর *আন-নুজুমুঝ ঝাহেরা ফী মুলুকি মিস্‌র ওয়াল কাহেরা* কিতাবে লেখেন,

وكان إماما فقيها محدثا مجتهدا ذكيا.

'তিনি ইমাম—ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ ও তীক্ষ্ণতম মেধাবী ছিলেন।'[২৮০]

হাফেজ যাহাবী রহ. লেখেন,

انتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف وتفقه به أئمة وكان من أذكياء العالم.

'ইমাম আবু ইউসুফের পরে ইলমে ফিকহের নেতৃত্ব তাঁর উপরই পরিসমাপ্ত হয়। অনেক ইমামই তাঁর থেকে ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর সেরা মেধাবীদের একজন।'

তাঁর থেকে ফিকহ শিক্ষালাভকারী ইমামদের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু

[২৮০] আন-নুজুমুঝ ঝাহেরা ২/১৩১॥

হাফস কাবীর বুখারী, আবু উবাইদ কাসেম বিন সাল্লাম, হিশাম বিন উবায়দুল্লাহ রাযী, আবু সুলাইমান জুযাজানী ও ঈসা বিন আবান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাদীসশাস্ত্রে ইমাম মুহাম্মাদের যে মাকাম তা এ বিষয় থেকে অনুমান করা যায় যে, মুহাদ্দিস দারাকুতনী রহ. হানাফী ইমামদের বিষয়ে কঠিন আসাবিয়্যাতের শিকার হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বীকার করেছেন যে, من الثقات الحفاظ (অর্থাৎ তিনি সিকাহ মুহাদ্দিসদের একজন। যাঁকে হাফেজে হাদীসদের মধ্যে গণ্য করা হয়।)[২৮১] হাফেজ আলী ইবনে মাদীনী রহ.—যিনি নকদে রিজাল বা রাবী পরখের ইমাম—তাঁকে صدوق (নির্ভরযোগ্য ও ভাল স্মৃতিশক্তির অধিকারী) বলে মন্তব্য করেছেন।[২৮২] হাফেজ যাহাবী রহ. মানাকিবে আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহি কিতাবে লিখেছেন,

> وأما الشافعي رحمه الله فاحتج بمحمد بن الحسن في الحديث.
>
> 'ইমাম শাফেয়ী রহ. মুহাম্মাদ বিন হাসানকে হাদীসের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য জ্ঞান করেছেন।'

মুহাদ্দিস হাকেম নিশাপুরী রহ. তাঁর আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন কিতাবে (পৃ. ৫৯) ইমাম শাফেয়ীর সনদে ইমাম মুহাম্মাদের নিম্নোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন,

> حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عودا على بدء ، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب"

এরপর হাকেম রহ. হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (হাদীসটির সনদ সহীহ; কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেননি।) এ মন্তব্যের উপর হাফেজ যাহাবী রহ. তাঁর তালখীসুল মুস্তাদরাক কিতাবে লিখেন, [২৮৩]قلت : صحيح بالدَّبُّوس (এটি

[২৮১] নাসবুর রায়াহ ১/৪০৮, ৪০৯॥
[২৮২] আল-ঈছার বি-মারিফাতি রুওয়াতিল আছার।
[২৮৩]

সহীহ, আমার মতে তা নির্ভেজাল ও অকাট্য সহীহ)[২৮৪]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাযীলুল মানফাআ কিতাবে লেখেন,

وكان الشافعي يعظمه في العلم وكذلك أحمد

'ইমাম শাফেয়ী রহ. ও অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ রহ. ইলমের ক্ষেত্রে তাঁকে অত্যন্ত কামেল ও অনেক বড় মনে করতেন।'

ইমাম মুহাম্মাদের মামুল ও অভ্যাস ছিল, তিনি প্রতিদিন দশ পারা করে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতেন। বকর আল-আম্মী বলেন, 'মুহাম্মাদ বিন সামাআ ও ঈসা বিন আবান মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের কাছ থেকেই নামাজ পড়া শিখেছিলেন।' তিনি ১৮৯ হিজরীতে খলীফা হারুনুর রশীদের সাথে রায় গমন করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। সেদিন নাহব শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম কিসায়ীও ইন্তেকাল করেন। খলীফা হারুনুর রশীদ এতে খুব ব্যথিত হন এবং আফসোসের সাথে মন্তব্য করেন, আজ আমরা ফিকহ ও নাহব উভয়টাই দাফন করলাম।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর বক্তব্যের পর্যালোচনা

ইমাম শাফেয়ী রহ. যেহেতু 'ফকীহুন নফস' ছিলেন এজন্য তিনি ইমাম মুহাম্মাদকে যথাযথভাবে তারীফ ও মূল্যায়ন করতে পেরেছেন। কখনও তিনি বলেছেন, ইমাম মুহাম্মাদ দিল ও চোখ জুড়িয়ে দেন। (কেননা তিনি খুব সুদর্শন ছিলেন এবং ইলমও ছিল তেমন।) কখনও তিনি বলেছেন, যখন ইমাম মুহাম্মাদ কথাবার্তা বলতেন তখন মনে হতো যেন ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। আরেকবার বলেন, আমি তাঁর কাছ থেকে দুই উট বোঝাই পরিমাণ ইলম অর্জন করেছি।

যেসকল মুহাদ্দিসরা ফকীহ ছিলেন না, তাঁরা ইমাম মুহাম্মাদের মাকাম ও

(م) أي هو حديث صحيح جزما وقطعا، رغم أنوف الشانئين المتعصبين، بضرب الدَّبُّوس على رؤوسهم إذا أبوا أو تعنتوا! والدَّبُّوس بفتح الدال وضمها من آلات القتال القريب، وهو مِقْمَعة يضرب بها، وهي عصاً غليظة صُلبة تتخذ من خيزران-أو حديد- برأسها كُتلة كُرويَّة من الزفت أو الحديد، وإذا كان برأسها كُتلة زفتٍ يغرس فيها مَسَامر من حديد، فتصير أقوى إيلاما وقد تقتل. كذا شرحه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في حاشيته على كتاب الكسب ص ٨٨.

[২৮৪] মুসতাদরাকে হাকেম, কিতাবুল ফারায়েজ ৪/৩৪১, দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দারাবাদ, দাকান।

মরতবা সম্পর্কে তেমন অবগত ছিলেন না। এজন্য এ-জাতীয় মুহাদ্দিসদের থেকে ইমাম মুহাম্মাদের ব্যাপারে তারীফমূলক বক্তব্য বর্ণিত হয়নি।

মুহাদ্দিসগণ ইমাম মুহাম্মাদ ও তাঁর অবদানকে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে মূল্যায়ন করতে না পারার আরেকটি কারণ হলো, ইমাম মুহাম্মাদ-ই হলেন প্রসিদ্ধ ইমামদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি ফিকহকে হাদীস থেকে পৃথক করেছেন। তাঁর পূর্বে তাসনীফের আন্দাজ ছিল হাদীস ও ফিকহকে একসাথে মিশ্রিত করে যৌথভাবে উল্লেখ করা। যেহেতু তিনি মুহাদ্দিসদের আন্দায ও রীতির খেলাফ করেছেন এজন্য তারা তাঁকে এ ব্যাপারে 'তআন' (বিরূপ সমালোচনা) করেছেন। অথচ পরবর্তীকালে চারও মাযহাবের সবাই তাঁকে অনুসরণ না করে পারেননি। তাঁর পদ্ধতিই তাঁরা অবলম্বন করেছেন। —ফয়যুল বারীর টীকা, আলবদরুস সারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু ফযলি মান ইসতাবরাআ লি দ্বীনিহী ১/২৩০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ॥—অনুবাদক]
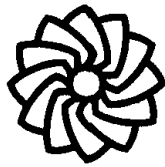
পঞ্চম অধ্যায়

মুসনাদে হযরত আলী রা. কিতাবের মুকাদ্দিমা

সাইয়েদ জামীল আহমাদ নাকবী ছাহেব হযরত আলী রা.-এর বর্ণিত যত হাদীস মিশকাতুল মাসাবীহে রয়েছে তা তিনি 'মুসনাদে হযরত আলী রা.' নামে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। এই মুসনাদের শুরুতে বিদগ্ধ হাদীসবিশারদ আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. (১৩৩৩ হি.-১৪২০ হি.) উর্দূ ভাষায় অত্যন্ত তাহকীক ও দলিলসমৃদ্ধ একটি মুখবন্ধ লিখেছেন। সে মুখবন্ধে উঠে এসেছে হযরত আলী রা.-এর ফাযায়িল ও মানাকিবসহ হানাফী মাযহাবের গোড়ার কথা। তা ছাড়া এতে স্থান পেয়েছে মুসনাদে বাকী বিন মাখলাদ, মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসী, মুসনাদে হুমাইদী, মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে ইয়াকুব বিন শাইবা সাদুসী— প্রভৃতি মুসনাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং এসব মুসনাদে হযরত আলী রা.-এর রেওয়ায়েতের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান। অনেক দুর্লভ তথ্যে সমৃদ্ধ এই মুখবন্ধটি মুহাম্মাদ সাঈদ এন্ড সন্স, তাজেরানে কুতুব, কোরআন মহল করাচী থেকে প্রকাশিত হয়। পাঠকের খেদমতে তা হযরত আলী রা. : হানাফী মাযহাবের গোড়ার কথা নামে অনূদিত আকারে পেশ করা হল।— মুহসিনুদ্দীন খান।

হযরত আলী রা.

হানাফী মাযহাবের গোড়ার কথা

['মুসনাদে হযরত আলী রা.' কিতাবের ভূমিকা]

হযরত আলী মুরতাযা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার ছেলে। তাঁর জামাতা। অগ্রজ সাহাবীদের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রথম (কিশোর) মুসলমান। আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম ব্যক্তি।[২৮৫] খেলাফতে

---

[২৮৫] আশারায়ে মুবাশশারা অর্থ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী। অনেকে ধারণা করেন সকল সাহাবীর মধ্য হতে কেবল দশজন সাহাবীই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি এরূপ নয়। বরং এ দশজন ছাড়াও আরো অনেক সাহাবী নবী-জী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন। নবী-জীর নাতি হাসান-হুসাইন রা. জান্নাতের যুবকদের সরদার হবেন এবং তাঁদের মা নবীকন্যা ফাতেমা রা. জান্নাতের নারীদের সরদার হওয়ার ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আ-লাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ফাতেমা হবে জান্নাতী নারীদের সরদার। আর হাসান-হুসাইন হবে জান্নাতের যুবকদের সরদার।' (জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৭৮১) হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত আরেক হাদীসে খাদিজা রা.-এর জন্য জান্নাতে একটি মুক্তা-প্রাসাদের সুস-ংবাদের কথাও রয়েছে।-সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮২০॥

বদর যুদ্ধের শহীদ হারেছা ইবনে সুরাকা রা.-এর ব্যাপারে তো নবীজী জান্নাতুল ফিরদাউসের সুসংবাদ দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন, 'আরে সে তো জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে।'-সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৯৮২॥

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রা.-কে বলেছেন, 'আজ রাতে আমি জান্নাতে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।' -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৫৮॥ আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. ইহুদী পণ্ডিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর একবার নবীজী তাঁর ব্যাপারে বলেছেন-'নিশ্চয় সে জান্নাতে যাবে।'-সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৮৩॥

কারো কারো অনুসন্ধানমতে এ রকম সহীহ হাদীসেই ২৮ জন সাহাবীর কথা পাওয়া যায়, যাদের ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এ ছাড়াও আরো ২০ জন সাহাবীর নাম পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলোর সূত্র নির্ভরযোগ্য নয়। (দ্র. মান বুশশিরা বিল জান্নাহ মিন গাইরিল আশারাহ, পৃ. ১০৫)

সারকথা হলো, আশারায়ে মুবাশশারা নামে যে দশজন সাহাবী প্রসিদ্ধ, কেবল তাদেরকেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন—বিষয়টি এমন নয়; বরং এ দশজন সাহাবীকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে

রাশেদার চতুর্থ স্তম্ভ। তাঁর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি এবং কামালতের কেউ আর কী-বা বর্ণনা দেবে! হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর ভাষ্যমতে,

مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة

'তিনি চল্লিশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ঐকমত্যে তৎকালে পৃথিবীতে যত মানুষ জীবিত ছিলেন তন্মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন হযরত আলী রা.।'[২৮৬]

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. কত সুন্দর কথাই না বলেছেন,

إن الخلافة لم تزين عليا بل علي زينها.

'খেলাফাত হযরত আলী রা.-কে সুশোভিত করেনি; বরং হযরত আলী রা.-ই খেলাফতকে সুশোভিত করেছেন।'[২৮৭]

এ ভিত্তিতে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো :

من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله.

'যে হযরত আলী রা.-কে চতুর্থ খলীফা হিসেবে মানে না, সে গাধার চেয়েও বড় বেকুব।'[২৮৮]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তাঁর ওজস্বী গ্রন্থ কুররাতুল আইনাইন ফি তাফদীলিশ-শাইখাইন কিতাবে হযরত আলী রা.-এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধানী বিবরণ তুলে ধরেছেন, যা পাঠকের খেদমতে তুলে ধরা হলো।

জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁরা প্রথম সারির সাহাবী, ফলে তাঁদের বিষয়টি খুব বেশি প্রসিদ্ধ হয়েছে; আর এখান থেকেই কিছু মানুষের মাঝে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল এ দশজন সাহাবীকেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। (অনুবাদক)

[২৮৬] [তাকরীবুত তাহযীব : ৪৭৫৩]

[২৮৭] তারীখে বাগদাদ, ড. বাশশার আওয়াদ মারূফ সম্পাদিত ১/৪৬২॥

[২৮৮] [মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/৪০২]

১। তিনিই হলেন প্রথম হাশেমী,[২৮৯] যিনি এক হাশেমী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। (হযরত আলী রা.-এর পিতা আবু তালিব নিজের চাচাত বোনকে বিবাহ করেছিলেন। তাই হযরত আলী রা. পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক দিয়ে হাশেমী।)

২। তাঁর জন্ম হয়েছে খানায়ে কাবায়।[২৯০] এটি এমন এক ফযীলত, যা তাঁর পূর্বে কেবল এক ব্যক্তিরই নসীব হয়েছে। মুস্তাদরাকে হাকেমের বর্ণনা অনুযায়ী এ সৌভাগ্য ও ফযীলতের অধিকারী ছিলেন হযরত হাকীম বিন হিযাম রা.।

৩। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। (ইসলামের প্রথম দিন থেকেই তিনি ছায়ার মতো নবীজীর পাশে পাশে থেকেছেন।)

৪। এক বর্ণনামতে, তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৯১] অন্য বর্ণনামতে, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.।[২৯২]

৫। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা হিসেবেও তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে সম্পর্কিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান ও বংশের ধারাবাহিকতা তাঁর ঔরসের মাধ্যমেই এ ধরাধামে বাকি থাকে।

৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের রাতে তাঁর শয্যায় হযরত আলী রা. (প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে) শুয়ে থাকেন। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে চলে গেছেন তা কাফেররা সন্দেহ করতে না পারে। (তাঁর যৌবনের শুরুর দিকে নিজের জীবনকে কুরবানীর জন্য

---

[২৮৯] হাশেমী পরিবার ছিল আরব দেশ ও কুরাইশ বংশে বিপুল মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কাবাগৃহের সেবা ও তার ব্যবস্থাপনার সমস্ত দায়িত্ব বনি হাশেমের উপর অর্পিত ছিল। এই বিশিষ্ট মর্যাদার কারণে সমগ্র আরবে তাঁরা ধর্মীয় নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন। (অনুবাদক)

[২৯০] ইমাম হাকেম রহ. বলেন,

فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة.

(মুসতাদরাকে হাকেম ৩/৩৮৪, হাদীস : ৬০৪৪)—অনুবাদক।

[২৯১] (খাসায়িসু আমিরিল মুমিনীন আলী বিন আবী তালেব রা., ইমাম নাসায়ী, পৃ. ২২, মাকতাবাতুল মুআল্লা, কুয়েত।)

[২৯২] (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/৯৬, ড. আব্দুল্লাহ বিন আবদুল মুহসিন আত-তুরকি সম্পাদিত।)

পেশ করার এ ঘটনা ত্যাগ ও উৎসর্গের এক বিরল দৃষ্টান্ত।)

৭। মদীনা শরীফে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার সময় তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভ্রাতৃত্বের পরশে আসার সুযোগ লাভ হয়। (অর্থাৎ তাঁকে নিজের ভাই বানালেন।[২৯৩]

৮। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী প্রথমে একক মোকাবেলার জন্য যখন বদর যুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষ থেকে তিনজন শ্রেষ্ঠ বীর এগিয়ে এসে সম্মুখ সমরে লড়ার জন্য দ্বৈরথ যুদ্ধের আহ্বান জানায় তখন হযরত আলী রা., হযরত হামযা রা., হযরত উবাইদা রা. প্রমুখ সাহাবীগণ এ ডাকে সাড়া দিয়ে সম্মুখে আসেন এবং বিজয়ী হন।[২৯৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুসংবাদের গর্বিত অংশীদার হওয়ার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছেন। সুসংবাদটি নিম্নরূপ :

'কিয়ামতের দিন যখন মুমিনদের সাথে কাফেরদের বিবাদ শুরু হবে (কাফিররা দাবি করবে, তারা–হযরত আলী রা. ও হযরত হামযা রা. প্রমুখ–অন্যায়ভাবে আমাদেরকে হত্যা করেছে।) তখন সর্বপ্রথম হযরত আলী মুরতাযা রা. উল্লিখিত

---

[২৯৩] হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরতের পর মদীনাতে এসে) তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেন। (অর্থাৎ সাহাবীদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আরেকজনের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেন।) তখন হযরত আলী রা. এমন অবস্থায় আসলেন যে, (বিষণ্নতায়) তাঁর নয়নযুগলে অশ্রু বিগলিত হচ্ছিল। আরজ করলেন, আপনি আপনার সব সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করলেন। অথচ আমার সাথে অন্য কারোর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করলেন না। (অর্থাৎ আমাকে কারোর এবং অন্যকে আমার ভাই বানালেন না।) তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, أنت أخي في الدنيا والآخرة *তুমি দুনিয়াতেও আমার ভাই। আর আখেরাতেও আমার ভাই।'* (তিরমিযী : ৩৭২০)—অনুবাদক।

[২৯৪] কায়েস ইবনে আব্বাদ রা. থেকে বর্ণিত, আমি আবু যর রা.-কে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে শপথ করে বলতে শুনেছি, (هذان خصمان اختصموا في ربهم) সূরা হাজ্জ-১৯॥ বদর যুদ্ধের দিন যারা কাতার ভেদ করে সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে হামযা, আলী এবং উবাইদা ইবনুল হারিস রাযিআল্লাহু আনহুম এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে রবীআর দুই পুত্র উতবা ও শাইবা এবং ওয়ালীদ ইবনে উতবা সামনে অগ্রসর হয়ে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। (সহীহ মুসলিম : ৭৭৪৭) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বদর যুদ্ধে হযরত আলী রা.-এর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, هذا أول مبارزة وقعت في الإسلام এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম দ্বৈরথ যুদ্ধ। (ফতহুল বারী ৭/২৯৬)—অনুবাদক।

দুইজন সাহাবী (হযরত হামযা রা. ও হযরত উবাইদা রা.)-এর সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে যাবেন বা বিতর্কের ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসবেন।' (তিনি একথা প্রমাণ করবেন যে, আমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করেছি।)—বুখারী, হাদীস : ৩৯৬৫)[২৯৫]

৯। উহুদের রণাঙ্গনে যাঁরা দৃঢ়পদ ছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম এবং এ যুদ্ধে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন।

১০। আহযাব বা খন্দক যুদ্ধে হযরত আলীর (রা.) জুলফিকারের অজেয় শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। এ যুদ্ধে তিনি কুরাইশ গোত্রের কিংবদন্তি আরব যোদ্ধা আমর বিন আবদে 'উদ'-এর জীবনলীলা সাঙ্গ করে জাহান্নামে পৌঁছে দেন।

১১। খায়বার যুদ্ধে চোখের পীড়ার কারণে প্রথম দিকে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু পরে আল্লাহ পাকের তাওফীকে তিনি চোখের পীড়া সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআর বরকতে চোখের পীড়া থেকে শিফা লাভ করেন। এবং খায়বার দুর্গ তাঁর হাতেই বিজিত হয়। সেখানে তিনি এরূপ পরিপূর্ণ ফযীলত লাভ করেন যে, জবানে নবুওয়াত থেকে উৎসারিত হয় নিম্নোক্ত বাক্য :

«لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه ، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله».

'আমি আগামীকাল এমন ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য প্রেরণ করব, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (প্রচণ্ড কূলছাপানো) মুহাব্বত করেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে মুহাব্বত করেন।'[২৯৬]

---

[২৯৫] কিয়ামতের দিন এ উম্মতের মুজাহিদদের মাঝে হযরত আলী রা. সর্বপ্রথম কাফিরদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আল্লাহ তাআলার সম্মুখে বিতর্কের ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসবেন। কেননা কাফিররা দাবি করবে যে, তারা (হযরত আলী রা. ও হযরত হামযা রা. প্রমুখ) অন্যায়ভাবে আমাদেরকে হত্যা করেছে। যেহেতু বদর যুদ্ধ ন্যায় ও অন্যায়ের প্রথম সংঘাত ছিল এবং এ সংঘাতে অনেক কাফের মৃত্যুবরণ করেছিল, তাই কাফিরগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে হত্যার অভিযোগ পেশ করবে। তখন তাদের বিরুদ্ধে হযরত আলী রা. এবং হযরত হামযা রা. প্রমুখ মুজাহিদগণ এ কথা প্রমাণ করবে যে, আমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করেছি।—অনুবাদক।

[২৯৬] সহীহ বুখারী : ৩০০৯।

[এদিন তিনি খায়বারের দুর্গের দরজা ভেঙে ঢাল বানিয়েছিলেন। তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে খায়বারের দুর্জয় কা'মূস দুর্গের পতন ঘটে।]

১২। (তাঁর হায়দারী হাঁক ও জুলফিকারের ভয়ে কাফেরকুল থরথর করে কাঁপত। তাই) নবীজীর বহু যুদ্ধে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৩। নবম হিজরীতে সূরা বারাআতে উল্লিখিত চুক্তির বিষয়সমূহ ঘোষণা প্রদানের সুযোগ ও সৌভাগ্য তাঁর ভাগেই পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا يبلغه إلا أنا ورجل مني.

'এটার প্রচার হয়তো আমি করতে পারি কিংবা প্রচার করতে পারবে আমার খান্দানের কেউ।' (মুসনাদে আহমদ : ৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুম প্রচারের দায়িত্ব আলী রা.-কেই প্রদান করেন।[২৯৭]

১৪। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি মদীনাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপস্থিতিতে জানেশীন—তাঁর পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধায়ক এবং মদীনার শাসক নিযুক্ত হন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

---

[২৯৭] আল্লামা ফজলুল্লাহ তূরে-পুশতী বলেন,

كان من دأب العرب إذا كان بينهم مقاولة في نقض وإبرام وصلح ونبذ عهد ألا يؤدي ذلك إلا سيد القوم، أو من يليه من ذوي قرابته القريبة، ولا يقبلون ممن سواهم، ولما كان العام الذي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر- رضي الله عنه- أن يحج بالناس، رأى بعد خروجه أن يبعث عليا- رضي الله عنه- خلفه لينبذ إلى المشركين عهدهم ويقرأ عليهم سورة (براءة) وفيها: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} إلى غير ذلك من الأحكام، فقال قوله هذا تكريما له بذلك، فلما حضر الموسم بعث معه أبو بكر- رضي الله عنه- أبا هريرة في آخرين، ليبلغ علي- رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم وينادي به المبعوثون معه في الناس.

আরব সমাজের নিয়ম ছিল, কারো সাথে কোনো বিষয়ে ওয়াদাবদ্ধ কিংবা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হলে অথবা চুক্তি ভঙ্গ করতে হলে কওমের নেতা বা সরদার স্বয়ং তা সম্পাদন করবে অথবা তার নিকটতম আপন খান্দানের কেউ তা করতে পারবে। নতুবা তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এই রীতি অনুযায়ী নবম হিজরীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা.-কে 'আমীরুল হজ' নিযুক্ত করে পাঠালেও সূরা বারাআতে উল্লিখিত চুক্তির বিষয়সমূহ ঘোষণা দেওয়ার জন্য পরক্ষণে হযরত আলীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। (আলমুয়াসসার, বাবু মানাকিবে আলী রা.)

أنت مني بمنزلة هارون من موسى.

'হযরত মূসা আ.-এর কাছে হারুনের যে মর্যাদা ছিল আমার কাছে তোমার মর্যাদা সেরূপ।' (সহীহ মুসলিম : ৬৩৭০)[২৯৮]

১৫। হিজরতের শেষ বছর তথা দশম হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনা থেকে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত) ইয়ামানে তাঁকে নিযুক্ত করেন। সেখানকার দুর্গ তাঁর হাতেই বিজিত হয়।

১৬। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ হিসেবে তাঁর হিসসায় এক জন বাঁদি আসে এবং এ ব্যাপারে লোকদের মধ্যে কানাঘুষা শুরু হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধের খাতিরে লোকদেরকে তাঁকে মনে কষ্ট দিতে নিষেধ করেন এবং ইরশাদ করেন, هو مني وأنا منه (তোমরা আলীকে কী মনে করো?) সে আমার। আর আমি তার।[২৯৯]

১৭। গাদীরেখুম নামক স্থানের খুতবায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من كنت مولاه فعلي مولاه.

'আমি যার প্রিয়পাত্র, আলীও তাঁর প্রিয়পাত্র।'[৩০০]

---

[২৯৮] **শিয়াদের অপব্যাখ্যা ও তার জবাব :** এ হাদীস দ্বারা শিয়ারা হযরত আলী রা.-এর খলীফা বিলা ফসল—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত আলী মুরতাযা রা.-কে পরবর্তী সময়ের জন্য খলীফা, স্থলাভিষিক্ত, উম্মতের ধর্মীয়, জাগতিক ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত—হওয়ার উপর প্রমাণ গ্রহণ করে থাকে। তাদের দাবি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খেলাফতের হকদার হলেন হযরত আলী রা.। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরে যাওয়ার সময় হযরত আলী রা.-কে নিজের পরিবার-পরিজনের নেগরানী করার জন্য রেখে যাওয়া যে, আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তাদের দেখা-শোনা ও তত্ত্বাবধান করা—এ ঘটনা দ্বারা তো হযরত আলী রা.-এর আমানত ও দ্বীনদারি, রাসূলের নৈকট্য ও বিশেষ মর্যাদার ব্যাপারটি তো সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে। কিন্তু আমার ওফাতের পর তুমিই আমার খলীফা হবে। এরূপ মাযমূন ও বিষয়বস্তুর সাথে হাদীসের কোনো সম্পর্ক নেই। হযরত আলী রা.-এর এ স্থলাভিষিক্ত হওয়াটা পরিবার-পরিজন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। (সীরাতুল মুস্তাফা ৩/৯৩—অনুবাদক)

[২৯৯]মুসতাদরাকে হাকেম ৩/১১০ হাদীস : ৪৫৭৯॥

[৩০০] মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৪১; মুসতাদরাকে হাকেম ৩/১১০ হাদীস : ৪৫৭৮। ইমাম ত্বহাবী রহ. এই হাদীসের উপর একটি প্রামাণ্য আলোচনার মাধ্যমে একে সহীহ

১৮। নবম হিজরী সনে নাজরানের খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের সাথে মুবাহালার[৩০১] সময় যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে বাইতদেরকে নিজের সাথে নিয়ে তাশরীফ রাখেন তখন হযরত আলী রা.ও সাথে ছিলেন।[৩০২]

১৯। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আলী, ফাতেমা ও হাসান-হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে নিজ চাদর দ্বারা জড়িয়ে নিয়ে এ দুআ করেন : اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا 'ইয়া আল্লাহ! এঁরা (আলী, ফাতেমা ও হাসান-হুসাইন) আমার আহলে বাইত। আপনি তাদের অতি পবিত্রতা (অত্যন্ত তাকওয়া-পরহেজগারী) দান করুন।' (তিরমিযী : ৩২০৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখনিঃসৃত এ দুআয় হযরত আলী রা. কেবল শামিলই ছিলেন না বরং তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন।

২০। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা. সম্পর্কে বলেন,

لايحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن.

'আলীর সাথে না কোনো মুনাফিক মুহাব্বত রাখতে পারে আর না কোনো মুমিন বিদ্বেষ রাখতে পারে।' (তিরমিযী : ৩৭১৭)

২১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে নববীর সব দরজা—যা অনেকে একান্ত ব্যক্তিগত যাতায়াতের জন্য খোলা রেখেছিলেন—বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন তখন হযরত আলী রা.-এর দরজাকে তিনি এ হুকুমের আওতামুক্ত রাখেন। কেননা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পড়শি হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন। এবং তাঁরও নবীজীর নিকট-সান্নিধ্য কাম্য ছিল।[৩০৩]

সাব্যস্ত করেছেন এবং এর অর্থ ও মর্ম স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যা কুরআন-হাদীস, ভাষা ও যুক্তির সাথে পুরোপুরি সাযুজ্যপূর্ণ। শায়েখ শুআইব আরনাউত রহ. মুসনাদে আহমদের টীকায় এ হাদীসকে 'সহীহ লি-গয়রিহী' বলে মন্তব্য করেছেন। (অনুবাদক)

[৩০১] ঈমান ও কুফরের তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে কোনো একপক্ষ যদি দলিল-প্রমাণ না মেনে হঠকারিতা প্রদর্শন করে, তবে সর্বশেষ পন্থা হচ্ছে তাকে মুবাহালার জন্য ডাকা। তাতে উভয় পক্ষ আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করবে যে, আমাদের মধ্যে যারাই মিথ্যা ও বিভ্রান্তির মধ্যে আছে তারাই যেন ধ্বংস হয়ে যায়। (অনুবাদক)

[৩০২] মুবাহালার বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সূরা আল-ইমরান : ৫৯-৬১ তাফসীরসহ।

[৩০৩] তিরমিযী শরীফ : ৩৭৩২; মুসনাদে আহমদ : ১৫১১॥ মুসনাদে আহমদের বর্ণনা

ইলমের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে হযরত আলী রা.-এর অবদান ও উজ্জ্বল কীর্তি

এ একুশটি ফযীলত উল্লেখ করার পর শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন,

وایں بود شرح قیام او بیک جناح نبوت کہ افشائے اسلام است ، ونصرت او در جناح دیگر از جناحین خلافت نبوت کہ افشائے علم است آثار جمیلہ از وے ظاہر شدند۔

ইশাআতে ইসলাম, যা নবুওয়তের একটি ডানা। তা প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চকিত করার জন্য হযরত আলী রা.-এর যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ভূমিকা ছিল এ হলো (উপরের আলোচনা) তার ব্যাখ্যা। আর নবুওয়াতী খেলাফতের দ্বিতীয় ডানার নুসরত তথা ইলমের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও উজ্জ্বল কীর্তি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১। তালীমে কুরআন : হযরত আলী রা.-এর সনদসূত্র ও রেওয়ায়েত এখনও অবশিষ্ট ও সংরক্ষিত রয়েছে। ইলমে কিরাতের বিখ্যাত সাতজন ক্বারী ও ইমামের মধ্যে কেউ কেউ এ কুরআন মাজীদকে তাঁর সূত্রে রেওয়ায়েত ও গ্রহণ করেছেন।[৩০৪]

এরূপ : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في المسجد، وترك باب علي رضي الله عنه" তিরমিযী শরীফের বর্ণনাটি এরূপ : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي

[৩০৪] বিখ্যাত সাতজন ক্বারীর একজন হলেন, আসেম ইবনে আবিন্নাজুদ আলকুফী (ওফাত : ১২৭ হিজরী)। তিনি কুরআন শরীফ পাঠ করেছেন আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী ও যির বিন হুবাইশ থেকে। এঁরা দুজনই পাঠ গ্রহণ করেছেন হযরত আলী রা. থেকে। আর হযরত আলী রা. কুরআন পড়েছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। (আন্নাশরু ফিল কিরাতিল আশর ১/১১৫) আরেকজন হলেন, আবু আমর ইবনুল আলা আলবাসরী (ওফাত : ১৫৪ হিজরী)। তিনি কুরআন পড়েছেন যথাক্রমে নসর ইবনে আসেম এবং ইয়াহয়া ইবনে ইয়ামার রহ.-এর নিকট। তাঁরা উভয়ে আবুল আসওয়াদ রহ.-এর নিকট। তিনি হযরত উসমান রা. এবং হযরত আলী রা.-এর নিকট। তাঁরা উভয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। (আন্নাশরু ফিল কিরাতিল আশর ১/১৩৩) তৃতীয় আরেকজন হলেন হামযা ইবনে হাবীব আলকুফী (ওফাত : ১৫৬ হিজরী)। তিনি কুরআন পড়েন আবু ইসহাক সাবীয়ীর নিকট। তিনি আসেম ইবনে যামরাহ রহ.-এর নিকট; তিনি হযরত আলী রা.-এর নিকট। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। (আন্নাশর ১/১৬৫)—অনুবাদক।

২। হাদীস বর্ণনা : নবীজীর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩। ফিকহ :[৩০৫] তাঁর খিলাফতকালে তাঁর হাতেই অজস্র মাসআলা-মাসায়েলের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে এবং তা উম্মতের মাঝে সংরক্ষিত আছে।

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর ইলমের পাণ্ডিত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন,

أنا مدينة الحكمة وعلي بابها.

'আমি হলাম হেকমত তথা কুরআন ও সুন্নাহ এবং তা থেকে ইস্তেম্বাতকৃত ইলমের শহর। আর আলী হলো তার দরজা।'[৩০৬]

৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসআলা-মাসায়েল ও কাযার ক্ষেত্রে তাঁর সুউচ্চ মাকামের কথাও বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

أقضاكم علي

---

[৩০৫] **ফিকহের বিভিন্ন বিভাগ :** ফিকহের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। প্রথমত, মাসআলার সম্পর্ক যদি পরকালের সাথে হয়, তাহলে তা দুটি শাখায় বিভক্ত। যথা-এক. আকীদা। দুই. ইবাদাত। যেমন, নামায, রোযা ইত্যাদি। আর যদি দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক হয়, তাহলে তা তিনটি শাখায় বিভক্ত। যথা, এক. দাম্পত্য বিষয়ক মাসআলা (Islamic Domestic relations Jurisprudence)। দুই. আর্থিক কায়-কারবার সম্পৃক্ত মাসআলা (Islamic Commercial Jurisprudence)। তিন. দণ্ড বিষয়ক মাসআলা (Islamic Punishments Jurisprudence)। (মাজাল্লাতু আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ০১) এগুলো প্রত্যেকটি ফিকহের অংশ। (অনুবাদক)

[৩০৬] হাদীসটি কাছাকাছি আরো বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলী রা. থেকে এক বর্ণনায় এটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে : «أنا دار الحكمة وعليّ بابها». ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. তাঁর তাহযীবুল আছার কিতাবে (হাদীস : ৮) এর সনদকে সহীহ বলেছেন। তাছাড়া ইমাম হাকেম, ইবনে হাজার, আলায়ী, ছাখাবী, সুয়ূতী, সালেহী, যুরকানী, মুনাবী, শাওকানীসহ পনের জনের বেশি ইমাম এই হাদীসকে সহীহ বা হাসান বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকেও কাছাকাছি শব্দে এটি বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের বিষয়ে হাফেজ আহমদ বিন মুহাম্মাদ সিদ্দীক আলগুমারী রহ. *ফাতহুল মালিকিল আলী বিসিহহাতি হাদীসি বাবু মদীনাতিল ইলমী আলী* নামে স্বতন্ত্র বিশদ কিতাব লিখেছেন। তবে এ হাদীসের মান নিয়ে ইমামদের ভিন্নমতও রয়েছে। ইমাম ইবনে মায়ীন, আহমদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, উকাইলী, ইবনে আরাবী, ইবনুল জাওযী, নববী, ইবনে তাইমিয়া, যাহাবীসহ অনেক ইমামই এই হাদীসকে জাল বা ভিত্তিহীন বলেছেন। (অনুবাদক)

'তোমাদের ভেতরে সবচেয়ে বড় বিচারক (মাসআলা-মাসায়েলের সিদ্ধান্তদাতা) হলো আলী।' [৩০৭]

৬। হযরত উমর রা. হযরত আলী রা.-এর অনুপস্থিতিতে কোনো জটিল-কঠিন মাসআলা তাঁর সামনে উত্থাপিত হওয়া থেকে পানাহ চাইতেন।

৭। হযরত আলী রা. বলতেন,

سلوني عن كتاب الله، فوالله، ما من آية إلا أني أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل.

আমাকে কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো। আল্লাহর কসম! কোনো আয়াত এমন নেই যে সম্পর্কে আমার জানা নেই যে, তা কখন নাযিল হয়েছে। দিনে না রাতে। তা উপত্যকায় নাযিল হয়েছে নাকি পর্বতে।[৩০৮]

৮। হেকমত : যেহেন ও মস্তিষ্ক মাসআলার হাকীকত ও মর্মমূল পর্যন্ত দ্রুত পৌঁছে যাওয়া, যা হেকমতের শাখা-প্রশাখাসমূহের মধ্যে একটি বড় শাখা। হেকমতের ভরপুর অংশ তিনি লাভ করেছিলেন। সুতরাং ফারায়েয ও হিসাব-নিকাশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসআলা-মাসায়েল, এমনকি মাসআলার উৎসের উপর কিতাব ও সুন্নাহ এবং স্বীকৃত ও সুনির্দিষ্ট মূলনীতির আলোকে তামবীহ করার বিষয়ে অজস্র ঘটনা তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে।

যুহদ এবং বাইতুল মালের সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সতর্কতা : হযরত আলী রা. খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনে সাদাসিধা আভিজাত্য লালন করতেন। এ ছাড়া বাইতুল মালের সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে নিজের আত্মীয়-

---

[৩০৭] হাদীসটির বর্ণনাসূত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আলমাকাসিদুল হাসানাহ, পৃ. ১৩৫, হাদীস : ১৪২॥ উক্ত হাদীসের তাখরীযের চুম্বকাংশ তুলে ধরা হলো :

روى البخاري في البقرة من صحيحه، وأبو نعيم في الحلية، كلاهما من جهة حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علي أقضانا، وأبي أقرأنا، ونحوه عن أبي وآخرين، وللحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي، وقال: إنه صحيح، ولم يخرجاه، قلت: ومثل هذه الصيغة حكمها الرفع على الصحيح.

[৩০৮] (আল-ইস্তেআব ৩/১১০৭; আল-ফকীহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ ২/৩৫২)

স্বজনের বিশেষ বিবেচনা না করার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনেক উঁচু স্তরের মানুষ। তিনি এ-জাতীয় আরো অজস্র বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির ধারক-বাহক ছিলেন।

লক্ষণীয় যে, শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. হযরত আলী রা. সম্পর্কে কুররাতুল আইনাইন গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর অনুপম আরেক গ্রন্থ ইযালাতুল খফা আন খিলাফাতিল খুলাফা কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে হযরত আলী রা.-এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি (পৃ. ২৫১-২৭৪) পাঠ করলেই এর সৌন্দর্য বুঝা যায়।

হযরত আলী রা.-এর ইলমী খেদমত : একটি পর্যালোচনা

হযরত আলী রা.-এর ইলমী খেদমতের বিষয়ে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তাঁর ইযালাতুল খফা কিতাবে যা কিছু লিখেছেন তার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ونصیب او از احیاء علوم دینیه آنست که جمع او کرد قرآن را بحضور آنحضرت صلی الله علیه وسلم۔ (ص ۳۷۲)

> 'দ্বীনী উলূমের পুনরুত্থান বা সজীবতা দানের ক্ষেত্রে তাঁর অর্জন ও অবদান হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই তিনি কুরআন মাজীদ হিফজ করেন।'

তাবেয়ীদের এক জামাআত তাঁর থেকে কুরআন মাজীদ বর্ণনা করেছেন এবং এ রেওয়ায়েতের ধারাবাহিকতা এখনও পর্যন্ত বাকি আছে। ইমাম আসেম ইবনে আবিন্নাজুদ আলকুফী (ওফাত : ১২৭ হি.), যাঁর শাগরিদ ইমাম হাফস আল-কুফীর কিরাত সমস্ত পৃথিবীতে প্রচলিত ও সমাদৃত। পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরাও এ কিরাত অনুযায়ীই কুরআন পাক তেলাওয়াত করে থাকেন। এ ইমাম হাফসের সনদের সিলসিলাও হযরত আলী রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এবং হযরত যায়েদ বিন ছাবেত রা.-এর উপরই গিয়ে পরিসমাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে পাক কালামের বিখ্যাত সাত ক্বারীর এক ক্বারী ইমাম হামযা ইবনে হাবীব আলকুফী রহ. (ওফাত : ১৫৬ হি.)-এর কিরাতের সনদও হযরত উসমান রা. ও হযরত আলী রা.-এর উপর পরিসমাপ্ত হয়। আর এ সকল সাহাবীগণ খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে

কুরআন মাজীদের পাঠ গ্রহণ করেছেন। এ থেকে জানা গেল যে, আজ আমরা যে কুরআন তেলাওয়াত করি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও তা হুবহু মানুষের সিনায় সংরক্ষিত ও স্মৃতিতে অটুট ছিল।[৩০৯]

وے رضی اللہ عنہ از حفاظ حدیث واز مکثرین صحابہ است۔در بادی النظر قریب شش صد حدیث در کتب معتبرۃ از احادیث مرفوعہ وے رضی اللہ عنہ مذکور است وفی الحقیقت مرفوعات او از ہزار بیشتر میتواں یافت۔(ص ۳۷۲)

'হযরত আলী রা. হাদীসের হাফেজ এবং অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয় যে, প্রায় ছয় শ মারফু হাদীস বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবে তাঁর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সূত্রে বর্ণিত মারফু হাদীসের সংখ্যা এক হাজারের বেশি।'

তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহের একটি বিশেষ বিশেষত্ব—যেদিকে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—নিম্নরূপ :

وبعض ابواب حدیث کہ پیش از وے روایات نکردہ بودانذ فاتح اول آں باب است۔(ص ۳۷۲)

'হাদীসের এরূপ কিছু অনুচ্ছেদ, যা তাঁর পূর্বে রেওয়ায়েত করা হয়নি। এরূপ বাব বর্ণনা করার সূচনা তাঁর থেকেই হয়েছে।' (অর্থাৎ কিছু বিষয়ের হাদীস যেগুলো আলী রা. ছাড়া পূর্বে কেউ বর্ণনা করেননি। আলী রা. প্রথম বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে হয়তো কারো রেওয়ায়েত সামনে এসেছে। বাকি আলী রা.-এর আগে সে বিষয়ে কারো রেওয়ায়েত দেখা যায়নি।)

এ ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বিশেষভাবে যেসব হাদীসের নিশানদিহি করেছেন তা নিম্নরূপ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুলিয়া মোবারক তথা দৈহিক গঠন এবং দিন-রাত যাপনের নানান চিত্র ও অবস্থা, যা শামায়েলে তিরমিযীতে উল্লিখিত হয়েছে।

---

[৩০৯] জানা গেল যে, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের তাহরীফ কিংবা হ্রাস-বৃদ্ধির মত পোষণ করে সে মুসলমান নয়। (গ্রন্থকার)

নবীজীর নামাজের মুনাজাত, যা অভ্যন্তরীণ নূরানিয়াতে চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্রিয়াশীল ছিল। জামে তিরমিযীতে যার বিবরণ এসেছে।

দৈনন্দিন নফল আমল, যেমন ইশরাক ও চাশতের নামাজ, যা তাসাওউফের বিশেষ অনুষঙ্গ। এর বিবরণ এসেছে মুসনাদে আহমদের বর্ণনায়।

واز مسائل فتاوی واحکام بسیارے نقل کردہ شد۔ خصوصا در کتب امام شافعی اور مصنف عبد الرزاق ودر مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ حصہ وافرہ مذکور است۔ (ص ۴۷۲)

তাঁর থেকে অনেক ফাতওয়া, মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর গ্রন্থাবলিতে। এ ছাড়া মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ও মুসান্নাফে ইবনে শাইবাতেও এর বিরাট অংশ উল্লিখিত হয়েছে।[৩১০]

ودر بحث توحید وصفات زبانے داشت فصیح وآن مبحث در خطب وے رضی اللہ عنہ یافتہ می شود ، وازمیان صحابہ کبار وے کرم اللہ وجہہ بآن زبان متفرد است گویا در باب توحید وصفات از فن کلام متکلم اول است ووے در آں مقامات از اصل سنت سنیہ انبیاء بیروں نہ رفتہ (ص ۴۷۲)

আল্লাহ পাকের তাওহীদ ও সিফাতের ব্যাপারে তাঁর ভাষা ছিল ফাসাহাত ও প্রাঞ্জলতায় পরিপূর্ণ। এসব বিষয় তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় পাওয়া যেত। বর্ষীয়ান সাহাবীদের মধ্যে হযরত আলী রা. এ সম্পর্কে তাঁর তেজোময় বর্ণনায় একক ও অনন্য ছিলেন। যেন কালামশাস্ত্রে যে তাওহীদ ও সিফাতের বাব ও আলোচনা রয়েছে উম্মতের মধ্যে এর সর্বপ্রথম মুতাকাল্লিম ও প্রবক্তা হলেন তিনি। এসব আলোচনা করতে গিয়ে তিনি নবীদের মূল সুন্নাহ থেকে সরে আসেননি।

তিনি তো ইলমে তাসাওউফের এক বিশাল সমুদ্র। জুনাইদ বাগদাদী রহ. বলেন, (তাসাওউফের) উসূল ও বিভিন্ন মারহালায় বিভিন্ন রকমের পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার পর সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের শায়েখ হলেন হযরত আলী রা.। (অর্থাৎ তিনি আধ্যাত্মিকতার শিরোমণি ও মিলনকেন্দ্র।)

---

[৩১০] ইমাম আবু হানীফা রহ. ও তাঁর শাগরিদবৃন্দ তাঁদের রচনাবলিতে হযরত আলী রা. থেকে যত অধিকহারে বর্ণনা এনেছেন, ইমাম শাফেয়ী রহ. তাঁর রচনাবলিতে হযরত আলী রা.-এর সে পরিমাণ রেওয়ায়েত আনতে পারেননি। (গ্রন্থকার)

বক্তৃতায় ফাসাহাত (প্রাঞ্জলতা ও মনোজ্ঞ ভঙ্গি) ও বালাগাতের পদ্ধতি তাঁরই চালু করা। পূর্ববর্তী খলীফাগণ এতে মশগুল হননি।[৩১১] হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ও হযরত উমর ফারুক রা.-এর যুগে তিনি ছিলেন দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েলের মুশীর ও নির্দেশক এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে অন্যতম কর্তাব্যক্তি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ও হযরত উমর ফারুক রা.ও তাঁকে অনেক সম্মান ও তাযীম করতেন। এবং তাঁর মানাকিব ও বৈশিষ্ট্যের কথা দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করতেন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তাঁর কুররাতুল আইনাইন কিতাবে এ কথাও লিখেছেন যে,

اعتماد بر فتاوی عبد اللہ بن مسعود در غالب حال وبر قضایائے مرتضی در بعض احوال بآں شرط کہ اصحاب عبد اللہ مسعود روایت کردہ باشند واثبات نمودہ وبعد ازاں بر تحقیقات ابراہیم نخعی وشعبی وتخریجات ایشاں اصل مذہب ابی حنیفہ است کہ سبب آں صورت خاص مذہب او پیدا شد۔(ص۲۷۱)

‘ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের উসূল হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ফাতওয়ার উপর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হযরত আলী রা.-এর ফয়সালার উপর নির্ভর করা। তবে শর্ত হলো তা হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর শাগরিদবৃন্দ থেকে বর্ণিত ও প্রমাণিত হওয়া।[৩১২] এরপরে ইবরাহীম নাখায়ী ও

---

[৩১১] হযরত আলী রা.-এর আগ পর্যন্ত খুতবার মধ্যে বালাগাত-ফাসাহাতের চেয়ে নসীহতের বিষয়টিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো। হযরত আলী রা. তো নিজেও ফসীহ-বালীগ ও কবি ছিলেন। তাঁর যামানায় খুতবা ও বক্তৃতায় নসীহাতের বিষয়টি থাকতো। তবে তিনি ফাসাহাত-বালাগাতের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিতেন। (অনুবাদক)

[৩১২] এ শর্ত বিশেষভাবে বিবেচনায় আনার কারণ খোদ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ.ই বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর শাগরিদবৃন্দ নির্ভরযোগ্য এবং ফকীহ। আর হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনাকারীগণ হলেন তাঁর লশকরের সেসব ব্যক্তি যাদের হালত ও অবস্থা সুস্পষ্ট নয়। সুতরাং হযরত আলী রা. থেকে কেবল সেসব বর্ণনায় বিশুদ্ধতার স্তরে পৌছায় যেসব বর্ণনা তাঁর থেকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর শাগরিদবৃন্দ করে থাকেন। (কুররাতুল আইনাইন, পৃ. ১৭১) [গ্রন্থকার] আবু বকর ইবনে আয়্যাশ বলেন, আমি মুগীরাকে বলতে শুনেছি :

لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود

(সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমা)

শা'বীর তাহকীকসমূহ সামনে রাখা। আর এভাবেই আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাবের একটি অবয়ব তৈরী হয়েছে।'[৩১৩]

এ থেকে অনুমিত হয় যে, হানাফী মাযহাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর পরে সবচেয়ে যার প্রভাব বেশি তিনি হলেন হযরত আলী রা.। এটা সুস্পষ্ট যে, হযরত আলী রা.-এর সমস্ত ফিকহী মাসআলা-মাসায়েল স্বতন্ত্র কিতাব আকারে সংকলন করা হয়েছে।

ইমাম লালিকায়ী রহ. ও হযরত আলী রা.-এর আছার

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. লিখেছেন,

لالکائی از محدثین اہل سنت مذہب علی مرتضی را در فقہیات از کتاب الطہارۃ تا کتاب القضاء بہ ترتیب جمع کردہ کتابے مستقل در فقہ ساختہ است۔ہر کسے کہ خواہد بطرف آں کتاب رجوع کند۔

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মুহাদ্দিসদের মধ্যে ইমাম লালিকায়ী রহ. ফিকহী মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে হযরত আলী রা.-এর মাযহাব ও মতামতসমূহকে কিতাবুত তহারাত থেকে নিয়ে কিতাবুল কাযা পর্যন্ত জমা করে একটি স্বতন্ত্র ফিকহের কিতাব রচনা করেছেন। চাইলে যে কেউ তা অধ্যয়ন করে দেখতে পারেন।'[৩১৪]

হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. তাঁর তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ গ্রন্থে মুহাদ্দিস লালিকায়ীর তরজমা লিখেছেন। যার শুরুটা এ রকম :

---

[৩১৩] **উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামগণ এবং তাঁদের সংকলিত ফিকহি মাযহাবসমূহ কী দায়ী?**

উসতাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেবের ভাষায় : সুন্নাহর অনুসরণ যে দ্বীনের বিধান, উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা এবং বিভেদ ও অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকাও সেই দ্বীনেরই বিধান। এ কারণে এ দুইয়ের মাঝে বিরোধ ও সংঘাত হতেই পারে না এবং একটির কারণে অপরটি ত্যাগ করারও প্রশ্ন আসে না। কিন্তু এখন আমরা এই দুঃখজনক বাস্তবতার সম্মুখীন যে, হাদীস ও সুন্নাহর অনুসরণ নিয়ে উম্মাহর মাঝে বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি হচ্ছে। উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামগণকে এবং তাঁদের সংকলিত ফিকহী মাযহাবসমূহকে দায়ী করা হচ্ছে। অথচ ফিকহের এই মাযহাবগুলো হচ্ছে কুরআন সুন্নাহর বিধানেরই ব্যাখ্যা এবং তার সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপ। মূলত তা ফকীহ ও মুজতাহিদ সাহাবীগণের মাযহাব, যা উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মপরম্পরা তথা তাওয়ারুসের মাধ্যমে চলে এসেছে। (উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা, পৃ. ৮) —অনুবাদক।

[৩১৪] ফাতওয়ায়ে আজিজী ১/৮০; মাতবায়ে মুজতাবায়ী, ১৩৪১ হি.॥

اللالكائي الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الحافظ الفقيه الشافعي محدث بغداد.

'ইমাম লা-লিকায়ী আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ বিন হাসান মানসূর আত-তবারী, আর-রাযী, হাফিজুল হাদীস, শাফেয়ী ফকীহ, বাগদাদের মুহাদ্দিস।'

অনেক মুহাদ্দিস থেকেই তিনি হাদীস শ্রবণ করেছিলেন। তিনি ফিকহের তা'লীম পেয়েছেন আবু হামেদ ইসফারায়েনী থেকে। মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রহ. হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর শাগরিদ ছিলেন। ৪১৮ হিজরীর রমজান মাসে ইন্তেকাল করেন। তাঁর রচনাবলির তালিকায় উল্লিখিত কিতাব ছাড়াও—শাহ আব্দুল আযীয রহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী—কিতাবুস সুন্নাহ নামে একটি কিতাব রয়েছে। রিজালুস সহীহাইন বা বুখারী ও মুসলিম শরীফের রাবীদের উপরও তাঁর একটি কিতাব রয়েছে।[৩১৫]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. পরিবেশিত তথ্যমতে হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে মুহাদ্দিস ইমামগণ সংকলন করেছেন।

মুসনাদে বাকী বিন মাখলাদ ও হযরত আলী রা. বর্ণিত হাদীস সংখ্যা

হাদীস গ্রন্থাবলির একটি স্বতন্ত্র শিরোনাম হলো মুসনাদ। এ নামে হাদীসের যত কিতাব সংকলন করা হয়েছে তাতে প্রত্যেক সাহাবীর নামের অধীনে সে সাহাবীর সব বর্ণনাকে বিষয়বস্তু বিবেচনায় না এনে এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়। ইসলামে মুসনাদ গ্রন্থসমূহ অধিকহারে বিন্যস্ত হয়েছে। শত-সহস্র কিতাব এ শিরোনামে লেখা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃত গ্রন্থ হলো ইমাম শাইখুল ইসলাম আবু আবদুর রহমান বাকী বিন মাখলাদ আল-কুরতুবী রহ. (২০১ হি.-২৭৬ হি.) সংকলিত আলমুসনাদুল কাবীর। হাফেজ ইবনে হায্‌ম উন্দুলুসী রহ.-এর বর্ণনা মতে এ মুসনাদে তেরোশ'র অধিক সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। আবার প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণনা ফিকহী

---

[৩১৫] শরহু ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কিতাবের মুহাক্কিক ড. আহমদ বিন সাআদ বিন হামদান কিতাবটির নাম 'আসমাউ রিজালিস সহীহাইন' বলে উল্লেখ করেছেন। (শরহু ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ১/১১৩ পৃ.)—অনুবাদক।

অনুচ্ছেদ অনুযায়ীও বিন্যস্ত আছে। এ বিবেচনায় এ কিতাব মুসনাদও আবার মুসান্নাফও।[৩১৬] অন্য কোনো হাদীস সংকলক ইমামের কিতাবে এরূপ সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নেই।[৩১৭] শাইখুল ইসলাম বাকী বিন মাখলাদ রহ. হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের সমপর্যায়ের ছিলেন। ইমাম ইবনে হায্ম লিখেছেন,

كان بقي ذا خاصة من أحمد ابن حنبل وجاريا في مضمار البخاري ومسلم والنسائي.

'ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের কাছে বাকী বিন মাখলাদের বিশেষ অবস্থান ছিল। তিনি বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ীর সম-পাল্লার ছিলেন।'[৩১৮]

হাফেজ যাহাবী রহ. লিখেছেন, দুই শ আশিজনের অধিক হাদীসের শায়েখ থেকে তিনি ইলমে হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইলমে হাদীস অন্বেষণে তিনি মুসলিম বিশ্বের পূর্ব-পশ্চিমে পায়দল সফর করেন।[৩১৯] কখনও কোনো বাহনে সওয়ার হননি।[৩২০]

---

[৩১৬] মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় মুসান্নাফ বলতে বুঝায়, যে কিতাবে ফিকহী তারতীব অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করা হয়। এবং এতে মারফু, মাওকুফ ও মাকতু সব রকম আছারই থাকে। (অনুবাদক)

[৩১৭] *কাশফুয যুনূন* কিতাবে মুসনাদে বাকী বিন মাখলাদ শিরোনামের লেখা দ্রষ্টব্য। অধমের বক্তব্য হলো, শাইখুল ইসলাম বাকী বিন মাখলাদের সমসাময়িক ইমাম ইবনে জারীর তবারীর *তাহযীবুল আছার* কিতাবটিও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, এ কিতাব মুসান্নিফের জিন্দেগীতে পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারেনি। শাইখুল ইসলাম বাকী বিন মাখলাদের মুসনাদ, যা আজ পৃথিবীতে অপ্রকাশিত, কিন্তু ইমাম ইবনে জারীর তবারীর কিতাবের কিছু অংশ মুদ্রিত হয়ে আলোর মুখ দেখেছে। (গ্রন্থকার)

[৩১৮] (দ্র. তাযকিরাতুল হুফফাজ, বাকী বিন মাখলাদের তরজমা।)

[৩১৯] তিনি বিশ বছর বয়সে স্পেন থেকে পায়ে হেঁটে বাগদাদে পৌঁছান। ইলমের সন্ধানে ব্যাপৃত এ ইমাম মিশর, শাম, হিজায ও বাগদাদে সফর করেন। তাঁর সফরের প্রথম পর্ব ছিল চৌদ্দ বছর। আর দ্বিতীয় পর্ব ছিল বিশ বছর। বহু রিহলার পদযাত্রী জ্ঞানবৃদ্ধ এ ইমাম বলেন, كل من رحلت إليه فماشيا على قدمي আমি ইলমের জন্য যাঁর কাছে রিহলাহ করে গিয়েছি, পায়ে হেঁটেই গিয়েছি। (সফহাত মিন সবরিল উলামা, পৃ. ৫৫-৬০)

[৩২০]

وقال أبو عبد الملك المذكور في (تاريخه): كان بقي طوالا أقنى، ذا لحية مضبرا قويا جلدا على المشي، لم ير راكبا دابة قط، وكان (بقي بن مخلد) يقول: وسمعت من كل من سمعت

হাফেজ যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফফাজ কিতাবে লিখেছেন,

وكان إماما علما قدوة مجتهدا لا يقلد أحدا ثقة حجة صالحا عابدا متهجدا أواها عديم النظير في زمانه،

'তিনি ইমাম, বিশিষ্ট ও অনুসৃত ব্যক্তি ও মুজতাহিদ ছিলেন। (মুজতাহিদ হওয়ায়) কারো তাকলীদ করতেন না।[৩২১] সিকাহ, হুজ্জাহ (প্রামাণ্য), নেককার, তাহাজ্জুতগুযার, (দোয়া-মোনাজাতে) বিলাপকারী ও যুগের অনুপম ব্যক্তি ছিলেন।'

মুতাআখখিরীন মুহাদ্দিসগণ, যারা সাধারণত কোন সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা বর্ণনা করেন, তাঁরা মুসনাদে বাকী ইবনু মাখলাদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যাই বর্ণনা করেন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. হযরত আলী রা.-এর বর্ণিত মারফু হাদীসের সংখ্যা ছয় শ'র কাছাকাছি বলে উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইবনুল জাওযী রহ. লিখিত ও সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইউসুফ টোংকী সম্পাদিত 'তালকীহু ফুহুমি আহলিল আছার ফী উয়ূনিত তারীখি ওয়াস সিয়ার' (تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير.) কিতাবের যে নুসখা দিল্লীর জাইয়েদ বারকী প্রেস থেকে প্রকাশিত আমাদের সামনে রয়েছে। সেখানে (ছয় শ'র) কাছাকাছি কথাটিকে সুনির্দিষ্টভাবে ৫৩৬ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। أصحاب المئين শিরোনামের অধীনে তিনি লিখেছেন,

علي ابن أبي طالب خمسمائة حديث وستة وثلاثون وقال أبو نعيم الأصبهاني أسند أربعمائة ونيفا من المتون سوى الطرق وقال البرقي الذي حفظ لنا عنه نحو مائتي حديث.

'আলী ইবনে আবী তালেব রা.-এর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৩৬টি। হাফেজ আবু নুআইম আল-আসবাহানী রহ. বলেছেন যে, চার শতাধিক হাদীসের মতন (মূল পাঠ) তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ হিসাব হাদীসের সনদ ও সূত্র ছাড়াই।

منه في البلدان ماشيا إليهم على قدمي.(سير أعلام النبلاء١٩٢:٣١)

[৩২১] আসলে তাকলীদের বিষয়টি যে মুজতাহিদ নয় তার জন্য। মুজতাহিদ হলে তার জন্য তাকলীদ লাগে না এটা স্বীকৃত বিষয়। (অনুবাদক)

হাফেজ বারকী বলেন, হযরত আলী রা.-এর বর্ণিত যেসব হাদীস আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে তা দুই শ'র কাছাকাছি।'

হাফেজ ইবনুল জাওযী রহ. সাহাবীদের হাদীস গণনার হিসাব মুসনাদে বাকী বিন মাখলাদ থেকেই গ্রহণ করেছেন। বরং এক্ষেত্রে হাফেজ আবু বকর বারকীর তারীখের কিতাব এবং হাফেজ আবু নুআইম আল-আসবাহানীর কিতাব থেকেই তিনি অতিরিক্ত তথ্য উল্লেখ করেন। যেমনটি হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি করেছেন।

আমাদের গবেষণামতে تلقيح فهوم أهل الأثر কিতাবে ستة وثلاثون শব্দটি ভুলক্রমে মুদ্রিত হয়েছে। মূলত শব্দটি হবে ستة وثمانون (অর্থাৎ ৫৮৬টি।) এরূপ প্রমাদ মূল পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে না মুদ্রিত পাণ্ডুলিপিতে হয়েছে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। হাফেজ ইবনে হায্মের সামনেও মুসনাদে বাকী বিন মাখলাদ-ই ছিল। তিনিও এ বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা লিখেছেন। যা তাঁর লিখিত জাওয়ামিউস সীরাহ কিতাবের সাথে পরিশেষে একীভূতভাবে মুদ্রিত হয়েছে। সেখানে হযরত আলী রা.-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৮৬ উল্লেখ রয়েছে। আর এ সংখ্যাই তিনি তাঁর আরেক কিতাব আলফিসাল ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়ান নিহাল-এর মাঝে লিখেছেন। তাঁর ইবারত নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ولم يرو عن علي إلا خمس مائة وست وثمانون حديثا مسندة يصح منها نحو خمسين وقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزيد من ثلاثين سنة وكثر لقاء الناس إياه وحاجتهم إلى ما عنده لذهاب جمهور الصحابة رضي الله عنهم وكثر سماع أهل الآفاق منه مرة بصفين وأعواما بالكوفة ومرة بالبصرة والمدينة.

'হযরত আলী রা. থেকে ৫৮৬টি মুসনাদ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটি হাদীস সহীহ। হযরত আলী রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর ত্রিশ বছরের অধিক জীবিত ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) বিরাট এক জামাতের ইন্তেকাল হওয়ার ফলে লোকজন অধিকহারে তাঁর খেদমতে হাজির হতে থাকে এবং তাঁর কাছে যে ইলম সংরক্ষিত

ছিল তার প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং দূর-দূরান্তের লোকজন তাঁর কাছ থেকে অধিকহারে হাদীস শুনেন। কখনও সিফফীনে, কুফায় কিছু বছর, আবার কখনও বসরা ও মদীনায়।'[৩২২]

হাফেজ ইবনে হায্ম রহ. যে সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, এ সংখ্যাই ইমাম সুয়ূতীর তারীখুল খুলাফা এবং আল্লামা খাযরাজীর খুলাসাতু তাযহিবি তাহযিবিল কামাল কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। খাযরাজী এ কথাও লিখেছেন যে, এর মধ্যে বিশটি হাদীস হলো মুত্তাফাক আলাইহি। অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. উভয়ে তাঁদের স্ব-স্ব গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারী রহ. কেবল নয়টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন পনেরোটি। খুব সম্ভব এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম ইবনে হায্ম হযরত আলী রা. বর্ণিত সহীহ হাদীসের সংখ্যা পঞ্চাশের কাছাকাছি লিখেছেন। কিন্তু স্মর্তব্য যে, এ সংখ্যা সহীহ লি-যাতিহী পর্যায়ের, যা মুহাদ্দিসদের নিকট সহীহ হাদীসের সর্বোচ্চ প্রকাররূপে বিবেচিত। অন্যথায় প্রমাণিত হওয়ার দিক বিচারে হাদীস চার প্রকার। ১. সহীহ লি-যাতিহী। ২. সহীহ লি-গয়রিহী। ৩. হাসান লি-যাতিহী। ৪. হাসান লি-গয়রিহী। হাদীসের এ চারও প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে মাকবুল ও প্রামাণ্য। এটাও সুস্পষ্ট বিষয় যে, এ সংখ্যা সেসব হাদীসের যা মুসনাদে বাকী বিন মাখলাদে হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে। তাঁর বর্ণিত সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা এটি নয়।

মুসনাদে বাকী বিন মাখলাদ : একটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে এরূপ ভুল ধারণার শিকার হয়েছেন যে, মুসনাদে বাকী বিন মাখলাদে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে এর চেয়ে বেশি সে সাহাবী থেকে আর অতিরিক্ত হাদীস বর্ণিত হয়নি। এটা একেবারে ভুল ধারণা।

হাফেজ ইবনুল জাওযী রহ. তাঁর তালকীহু ফুহুমি আহলিল আছার কিতাবে লিখেছেন,

وقد كان أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد جمع في مسند حديثا كثيرا
عن جمهور الصحابة فعد منه بعض رواية الأحاديث التي يرويها كل

---

[৩২২] আলফিসাল ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়ান নিহাল ৪/১৩৭॥

صحابي فتوهم بعض المتأخرين أن الصحابي لا يروي سوى ذلك وليس كما توهم وإنما هو قدر ما وقع إلى المصنف.

'আবু আব্দুর রহমান বাকী বিন মাখলাদ তাঁর মুসনাদে জমহুর সাহাবাদের হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন। সে ভিত্তিতে প্রত্যেক সাহাবী যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে কারো কারো বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এ কিতাবকে সামনে রেখেই বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ এ ভুল ধারণার শিকার হয়েছেন যে, এ সাহাবীর বর্ণিত হাদীস কেবল এতগুলোই। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়। বরং এটা তো বাকী বিন মাখলাদ রহ. পর্যন্ত যে বর্ণনা পৌঁছেছে তার বিবরণ ও পরিসংখ্যান।'

মুসনাদে বাকী বিন মাখলাদ তো আজকাল দুষ্প্রাপ্য।[৩২৩] কিন্তু অন্য যে সকল মুসনাদ মুদ্রিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

১। হযরত আলী রা. ও মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসী : মুসনাদে ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন দাউদ তয়ালিসী (ওফাত : ২০৪ হি.)। এ মুসনাদকে ইসলামের প্রাচীনতম মুসনাদের মধ্যে গণ্য করা হয়; বরং কেউ কেউ এ মুসনাদকে সর্বপ্রথম সংকলিত মুসনাদ বলেও মনে করেন। এ মুসনাদটি দায়েরাতুল মাআরেফ হায়দারাবাদ, দাকান থেকে ১৩২১ হিজরীতে মুদ্রিত হয়েছে। এতে পনেরো পৃষ্ঠা থেকে নিয়ে ছাব্বিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হযরত আলী রা.-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ স্থান পেয়েছে। তবে মাঝখানে হযরত উমর রা.-এরও কিছু বর্ণনা এসেছে। এ কিতাবের মুসনাদে আলী অংশের উপর আমার প্রিয়পুত্র মুহাম্মাদ আব্দুশ শহীদ কাজ করছেন। ইমাম ছাখাবীর তারতীব ও বিন্যাস করা মুসনাদে তয়ালিসীর এক পাণ্ডুলিপির সহযোগিতায় তিনি এই মহতী কাজটি

---

[৩২৩] ইমাম বাকী বিন মাখলাদ তাঁর সংকলিত কিতাবটিতে মুসনাদে আহমদসহ আরো অনেক মুসনাদের হাদীসকে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। কেননা বাকী বিন মাখলাদ এসব মুসনাদ সংকলকদের পরের মানুষ। ফলে এসব মুসনাদ সংকলক ইমামদের থেকে সহযোগিতা নিয়ে এবং ইলমীভাবে উপকৃত হয়েই তিনি এ মুসনাদ সংকলন করেছিলেন। অতএব, মুসনাদে বাকী বিন মাখলাদ দুষ্প্রাপ্য কিংবা মাফকুদ হলেও এ মুসনাদের হাদীসসমূহ অন্যান্য মুসনাদ গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে; তা বিনষ্ট হয়নি। —অনুবাদক।

করছেন। এ কিতাবের একটি অংশ তাঁর হস্তগত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা দ্রুত তাঁকে এ কাজ সমাপন করার তাওফীক দান করুন।

২। হযরত আলী রা. ও মুসনাদে হুমাইদী : মুসনাদে ইমাম আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের হুমাইদী (ওফাত : ২১৯ হি.)। কিতাবটি মজলিসে ইলমী করাচী থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এর সম্পাদনা ও টীকা সংযোজনের কাজ করেছেন বিদগ্ধ হাদীস-বিশারদ মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী রহ.। কিন্তু এ মুসনাদে হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ২৩টি।

৩। হযরত আলী রা. ও মুসনাদে আহমদ : মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. (ওফাত : ২৪১ হি.)। এ যুগে যেসকল মুসনাদ গ্রন্থসমূহ পাওয়া যায় এটি তন্মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড়। খুদে খুদে অক্ষরে লেখা এ মুসনাদ বিরাটায়তন ছয় ভলিয়ামে প্রথমে মিশর এরপর বৈরূত থেকে মুদ্রিত হয়।[৩২৪] এ মুসনাদে হযরত আলী রা.-এর বর্ণিত হাদীস ৭৫ পৃষ্ঠা থেকে ১৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

কুতুবে সিত্তার মধ্যে হযরত আলী রা.-এর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৩২২টি। ১৫৩ জন সাহাবী ও তাবেয়ী, যারা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। এসব হাদীসের সূচি হাফেজ জামালুদ্দীন মিযযী রহ. তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ তুহফাতুল আশরাফ বি-মারিফাতিল আতরাফ কিতাবে রাবীদের নামসমূহকে আরবী অক্ষরের ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন। এবং প্রত্যেক হাদীসের ব্যাপারে এটা চিহ্নিত করে দিয়েছেন যে, কুতুবে সিত্তার কোন বাবে কোন রাবীর সনদে তা বর্ণিত হয়েছে।

কুতবে সিত্তার সংকলকগণের অন্যতম কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ইমাম আহমদ বিন শুআইব নাসায়ী (ওফাত : ৩০৩ হি.), যিনি ইমাম বাকী বিন মাখলাদের মতো ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের সমপাল্লার। বরং কোনো কোনো মুহাক্কিক হাফেজে হাদীস তো তাঁকে ইমাম মুসলিমের উপরেও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তিনি স্বতন্ত্রভাবে হযরত আলী রা.-এর হাদীসসমূহকে সংকলন করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। এবং তা মুসনাদে আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবী তালেব নামক স্বতন্ত্র এক কিতাবে সংকলন করেছেন।

---

[৩২৪] শায়েখ শুআইব আরনাউত রহ.-এর তাহকীককৃত মুসনাদে আহমদ ফাহারিস বাদে পঁয়তাল্লিশ খণ্ডে পরিসমাপ্ত হয়েছে। মুআসসাসাতুর রিসালা থেকে প্রকাশিত তাঁর তাহকীককৃত এ মুসনাদের হাদীস সংখ্যা—সাতাশ হাজার ছয় শ সাতচল্লিশ (২৭৬৪৭) —অনুবাদক।

ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন শাইবা সাদুসী সংকলিত মুসনাদ পরিচিতি ও হযরত আলী রা.-এর বর্ণনা

এ কালেরই আরেক জ্ঞানবৃদ্ধ মহান মনীষী হাফেজ ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন শাইবা সাদুসী, বসরী (ওফাত : ২৬২ হি.)। পরবর্তীকালে বাগদাদে অবস্থানকারী। যিনি শাইখুল ইসলাম বাকী বিন মাখলাদ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন জারীর তবারী এবং ইমাম নাসায়ী প্রমুখ ইমামদের চেয়ে বয়সে ও তবকায় বড় ছিলেন। তিনিও হাদীসে এক বিরাট মুসনাদ সংকলন করেছিলেন। হাফেজ যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজে কিতাবটির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

ما صنف مسند أحسن منه ولكنه ما أتمه.

'এর চেয়ে উত্তম কোনো মুসনাদ সংকলিত হয়নি। কিন্তু তিনি তা পরিপূর্ণ করতে পারেননি।'

ইমাম যাহাবী রহ. তাঁর প্রসিদ্ধ আরেকটি তাসনীফ সিয়ারু আলামিন নুবালা গ্রন্থে এ কিতাবের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

الحافظ الكبير العلامة الثقة، أبو يوسف، السدوسي، البصري ثم البغدادي، صاحب المسند الكبير، العديم النظير المعلل، الذي تم من مسانيده نحو من ثلاثين مجلدا. ولو كمل لجاء في مئة مجلد.

'...তিনি অনেক বড় মুসনাদ সংকলক। যে মুসনাদটি মুআল্লাল ও তুলনা রহিত। যার মধ্যে প্রায় ত্রিশ জিলদের মতো তিনি পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। অন্যথায় যদি এ কিতাব পূর্ণতা লাভ করত তাহলে তা শত খণ্ড হয়ে যেত।'

মুআল্লাল কথাটির মর্মার্থ হলো, হাদীসের সনদের পাশপাশি তার ইলালের (ছিকা রাবীর বর্ণিত হাদীসের সূক্ষ্ম দোষ) উপরও আলোচনা করা হবে। মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, কোনো মুআল্লাল কিতাব পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারেনি। কেননা কিতাব শেষ হওয়ার আগেই মুসান্নিফের জীবন-পর্বের ইতি ঘটে। ইয়াকুব বিন শাইবা ছিলেন খুবই উঁচু মাপের মুহাদ্দিস। হাফেজ যাহাবী রহ. লিখেছেন,

وكان من كبار علماء الحديث.

আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইলমের প্রাচুর্যের পাশাপাশি বৈষয়িক প্রাচুর্যও দান করেছিলেন। এ মুসনাদের তাবয়ীয বা ফ্রেশ কপি তৈরির কাজে তিনি দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছিলেন। তাঁর বাড়িতে এ কাজে নিয়োজিতরা নিয়মিত রাত্রি যাপন করতেন। তিনি তাঁদের জন্য চল্লিশটি লেপ প্রস্তুত রাখতেন।[৩২৫]

বর্ণিত আছে, এ কিতাবের মুসনাদে আবু হুরায়রা অংশ, যা মিশরবাসীদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা দুই শ জুযয়ে সন্নিবেশিত ছিল। এ ছাড়া মুসনাদে ইয়াকুবের যেসব জুয ফ্রেশ কপি তৈরি হয়ে জনসমক্ষে এসেছে তা মুসনাদে আশারায়ে মুবাশশারা, মুসনাদে ইবনে মাসউদ, মুসনাদে আম্মার, মুসনাদে আব্বাস এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কোনো মাওয়ালির মুসনাদ। এর মধ্যে কেবল হযরত আলী রা.-এর মুসনাদ পাঁচ জিলদে।[৩২৬]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত আলী রা.-এর সতর্ক নীতি : হযরত আলী রা. হাদীসে নববী বর্ণনার ক্ষেত্রে যে সতর্ক নীতি অবলম্বন করতেন ইমাম যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফফাজ কিতাবে তা আলী রা.-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

وكان إماما عالما متحريا في الأخذ بحيث أنه يستحلف من يحدثه بالحديث،

১। 'হযরত আলী রা. ছিলেন ইমাম, আলেম। রেওয়ায়েত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সতর্ক নীতি অবলম্বন করতেন। যে কেউ তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করলে তিনি

---

[৩২৫] নিম্নে তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাযের উল্লিখিত অংশের ইবারত উল্লেখ করা হলো :

قال الخطيب: نا الأزهرى قال بلغني أنه كان في منزل يعقوب أربعون لحافا أعدها لمن كان يبيت عنده من الوراقين الذين يبيضون المسند. قال ولزمه على ما خرج منه عشرة آلاف دينار، قال: وقيل إن نسخة بمسند أبي هريرة عنه شوهدت بمصر فكانت مائتي جزء.قال: والذي ظهر له من المسند : بلغني أن مسند علي له خمس مسند العشرة وابن مسعود وعمار والعباس وبعض الموالي. قلت مجلدات.

(তাযকিরাতুল হুফফাজ ২/৫৭৭)—অনুবাদক।

[৩২৬] বিস্তারিত জানতে দেখুন, ইমাম যাহাবী রহ. লিখিত *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ* কিতাবে ইয়াকুব বিন শাইবা সাদুসী-এর জীবনী অংশ।—গ্রন্থকার।

তার থেকে হলফ নিতেন।[৩২৭]

অবশ্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ছিলেন এ নীতির ব্যতিক্রম। তিনি হলফ করানো ছাড়াই হাদীস গ্রহণ করতেন।

২। হযরত আলী রা. বলেন,

حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله،

'লোকদেরকে জানাশোনা হাদীস বর্ণনা করো। যেসব হাদীস (বিলকুল) চেনাজানা নয়, তা বর্ণনা করো না। তোমরা কি এটা চাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে।'

হযরত আলী রা.-এর এ মন্তব্য উল্লেখ করে ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

فقد زجر الإمام علي رضي الله عنه عن رواية المنكر وحث على التحديث بالمشهور وهذا أصل كبير في الكف عن بث الأشياء الواهية والمنكرة من الأحاديث في الفضائل والعقائد والرقائق ولا سبيل إلى معرفة هذا من هذا إلا بالإمعان في معرفة الرجال.

'নিঃসন্দেহে হযরত আলী রা. মুনকার (আপত্তিকর) রেওয়ায়েত বর্ণনা করতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন এবং প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহ বর্ণনা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। আর এটা ফাজায়েল, আকায়েদ ও মাওয়ায়েযের ক্ষেত্রে ওয়াহী ও মুনকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে বড় কার্যকারী উসূল। কোনটি মুনকার আর কোনটি মুনকার বর্ণনা নয় তা শনাক্ত করা রিজালশাস্ত্রের অগাধ পাণ্ডিত্য ছাড়া সম্ভব নয়।'

৩। হযরত আলী রা.ও সেই মুষ্টিমেয় সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁর নববী যুগে হাদীস লিপিবদ্ধ করার সৌভাগ্য নসীব হয়েছিল। হাফেজ যাহাবী রহ. লিখেছেন,

---

[৩২৭] হযরত আলী রা.-এর তরজমা।

عن علي قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة.

'হযরত আলী রা. বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন মাজীদ ব্যতীত এবং যা কিছু এ সহীফাতে বিদ্যমান আছে (যা তোমাদের সম্মুখেই রয়েছে) তা ছাড়া আর কিছুই লিপিবদ্ধ করিনি।'

এ সহীফার উল্লেখ হাদীসের কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। এসব হাদীস কিছু ফিকহী আহকামের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। হাফেজ যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ কিতাবে এ কথাও লিখেছেন যে, হযরত আলী রা.-এর মানাকিব অসংখ্য। আমি তাঁর ফাজাইল ও মানাকিবের উপর স্বতন্ত্র এক খণ্ড কিতাব প্রণয়ন করেছি। কিতাবটির নাম فتح المطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب (ফাতহুল মাতালিব ফী মানাকিবে আলী বিন আবী তালেব)

হাদীসের উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ উদঘাটনের ক্ষেত্রে হযরত আলী রা.-এর নির্দেশনা : হাদীসে নববীর উদ্দেশ্য ও মর্মার্থের ক্ষেত্রে হযরত আলী রা.-এর এ পথ নির্দেশক অমীয় বাণীও স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো।

"إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فظنوا به الذي هو أهدى، والذي هو أهنأ، والذي هو أتقى.

'যখন তোমাদের সম্মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস বর্ণনা করা হয়, তখন তোমরা সে অর্থ গ্রহণ করো, যা সর্বোত্তম। সবচেয়ে বেশি হেদায়েতের নিকটবর্তী। সবচেয়ে বেশি তাকওয়াপূর্ণ।'[৩২৮]

মুহাদ্দিসগণ রেওয়ায়েতের মাঝে ইখতেলাফ দেখা দিলে অগ্রগণ্য নির্ণয় করার অনেক মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। হাফেজ আবু বকর হাযেমী রহ. তাঁর প্রসিদ্ধ আল-ইতিবার ফিন-নাসেখ ওয়ালমানসুখ মিনাল আছার কিতাবে প্রায় পঞ্চাশটি অগ্রগণ্যতার কারণ উল্লেখ করেছেন। এ কিতাব মিসর ও হিন্দুস্তান উভয় দেশে

---

[৩২৮] মুসনাদে আহমদ ১/১৩০ : ৯৮৫॥

মুদ্রিত হয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চাশতম নীতি এরূপ : 'যখন এমন কোনো মাসআলায় দুটি ইখতেলাফপূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়, যার সম্পর্ক কাযার সাথে তাহলে হযরত আলী রা.-এর বর্ণনা করা হাদীস প্রাধান্য লাভ করবে।'

হযরত আলী রা.-এর সাথে হানাফী মাযহাবের বিশেষ নিসবত ও ঘনিষ্ঠতা আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের মধ্যে হযরত আলী রা.-এর সাথে হানাফী মাযহাবের একটি বিশেষ নিসবত ও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। এ মাযহাব মূলত তাঁর পবিত্র আত্মার বিশেষ বরকতের ধারক। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, ইমাম আযমের দাদা একবার তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র ছাবেতকে নিয়ে হযরত আলী রা.-এর খেদমতে হাজির হন। তখন হযরত আলী রা. তাঁর জন্য এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বরকতের বিশেষ দুআ করেছিলেন। সেই দুআরই বরকতের আছর ও প্রতিক্রিয়া হলো, পৃথিবীব্যাপী ফিকহে হানাফীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আজও মুসলিম বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুসারী এ মাযহাব পরিপালন করে চলেন। ফিকহে মুরতাজা বা হযরত আলী রা.-এর ফিকহের আসল তরজুমান ও ভাষ্যকার হলো হানাফী মাযহাব। দূরে যাওয়ার কী দরকার! নামাযের প্রসিদ্ধ মাসআলাসমূহ—আস্তে আমীন বলা, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রফয়ে ইয়াদাইন না করা, নাভির নিচে হাত বাঁধা, (শরয়ী) গ্রামে জুমআ ও ঈদের নামায না পড়া, বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়া—ফিকহে হানাফীতে এসব মাসআলায় হযরত আলী রা.-এর ফাতওয়ার উপরই আমল হয়ে থাকে।

সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমায় মুগীরা বিন মিকসাম দব্বী রহ.—যিনি কুফার অন্যতম প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস এবং ইমাম আবু হানীফার উস্তাযও—থেকে বর্ণিত আছে যে,

لم يكن يصدق على علي-رضي الله عنه-في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود.

'হযরত আলী রা.-এর বর্ণনাসমূহের মধ্যে কেবল সেসব রেওয়ায়েতই সঠিক মনে করা হয় যেসব রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা.-এর শাগরিদবৃন্দ তাঁর থেকে বর্ণনা করেন।'

ইমাম আবু হানীফা রহ. সেই ইলমী মসনদের প্রধান ধারক-বাহক, যার ধারাবাহিকতা হযরত ইবনে মাসঊদ রা.-এর শাগরিদবৃন্দ থেকে যুগপরম্পরায় তাঁর কাছে পৌঁছেছে। এ কারণে হানাফী মাযহাবে হযরত আলী রা.-এর যে ইলম স্থানান্তরিত ও স্থাপিত হয়েছে তা বিলকুল সঠিক পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। তাছাড়া হানাফী মাযহাবে যে হারে সূফীবাদী ওলীগণ বিগত হয়েছেন অন্য কোন মাযহাবে এরূপ হয়নি। সমস্ত সূফী-ওলীদের সিলসিলা আধ্যাত্মিকতার শিরোমণি ও মিলনকেন্দ্র হযরত আলী রা.-এর উপরে তা পরিসমাপ্ত হয়।

ইমাম শামছুদ্দীন যাহাবী রহ. (ওফাত : ৭৪৮ হি.)—যাঁকে ইলমুত তারীখ ও আসমাউর রিজালের এক স্তম্ভ মনে করা হয়—তাঁর প্রসিদ্ধ ও বে-নযীর কিতাব সিয়ারু আলামিন নুবালায় বলেছেন,

فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود، وأفقه أصحابهما علقمة، وأفقه أصحابه إبراهيم—النخعي-، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد، وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق، وأفقههم محمد—بن الحسن-، وأفقه أصحاب محمد أبو عبد الله الشافعي، رحمهم الله تعالى.

'কুফা নগরীতে যেসব সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন আলী ইবনে আবী তালিব রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা.। তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন আলকামা রহ. (ওফাত : ৬২ হি.)। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ইবরাহীম নাখায়ী (ওফাত : ৯৬ হি.)। ইবরাহীম নাখায়ীর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান রহ. (ওফাত : ১২০ হি.)। হাম্মাদ রহ.-এর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ আবু হানীফা রহ. (৮০ হি.-১৫০ হি.) এবং আবু হানীফার শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন আবু ইউসুফ রহ. (ওফাত : ১৮৩ হি.)। আবু ইউসুফ রহ.-এর শিষ্যগণ (দ্বীন ও ইলমের প্রচার-প্রসারের জন্য) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনুল

হাসান। আর ইমাম মুহাম্মাদের শাগরিদবৃন্দের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন আবু আব্দুল্লাহ আশশাফেয়ী। (অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী রহ. (১৫০ হি.-২০৪ হি.)।[৩২৯]

আমাদের মুহতারাম দোস্ত সাইয়েদ জামীল আহমদ নাকবী ছাহেবের এক বিরাট সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তাআলার তাওফীকে তিনি হযরত আলী রা.-এর বর্ণিত যত হাদীস প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত হাদীসগ্রন্থ মিশকাতুল মাসাবীহে রয়েছে তা গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। এই মহতী কাজটি আলেমদের করার কথা। কিন্তু আলেম না হয়েও আল্লাহ্ পাকের অসীম কৃপায় তিনি তা সুসম্পন্ন করেছেন। তাই কবির ভাষায় বলতে হয়,

داد اورا قابلیت شرط نیست

بلکہ شرط قابلیت داد اوست۔

আল্লাহ পাক যাকে দান করেন তার মধ্যে যোগ্যতা থাকা শর্ত নয়। বরং যোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য তাঁর দান জরুরি।

---

[৩২৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/২৩৬ (হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান-এর জীবনী)

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাবীলুর রাশাদের মুকাদ্দিমা

[ফকীহুন নফস রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. লিখিত সাবীলুর রাশাদ মাযহাব ও তাকলীদের হাকীকত সম্পর্কে একটি ওজস্বী পুস্তিকা। এর শুরুতে ওজনদার ভূমিকা লিখেছেন, পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যতম বিদগ্ধ হাদীস-বিশারদ আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ.। সংক্ষিপ্ত এ ভূমিকা ও মুখবন্ধে উঠে এসেছে ঐতিহাসিক গুরুত্বে মহীয়ান উপমহাদেশের ইতিহাসের আলোকিত অনেক দিক। আকাশের নক্ষত্রের মতো অনেক উজ্জ্বল দীপ্তিমান আধ্যাত্মিক মনীষীদের আগমনে উপমহাদেশের যে পরিবর্তিত চিত্রপট নির্মিত হয়েছে এখানে তা তুলে ধরা হয়েছে সুন্দর উপস্থাপনায়। এখানে বিখ্যাত শায়েখ, ইমাম আবুল কাসেম আব্দুল করীম বিন হাওয়াযেন আলকুশাইরী রহ.-এর আধ্যাত্মিক রাহবার আবু আলী আদ-দাক্কাক রহ. (ওফাত : ৪০৫ হি.)-এর একটি উক্তি উল্লেখ করা শোভনীয় বলে মনে হচ্ছে। তিনি বলেন,

لو أن ولياً من أولياء الله مر ببلدة لنال بركة مروره أهل تلك البلدة حتى يغفر الله لهم.

> যদি কোনো আল্লাহর ওলী ও প্রিয়ভাজন বান্দা কোনো এলাকা ও জনপদের উপর দিয়ে অতিক্রম করেন, তাহলে সে জনপদবাসী তাঁর শুভ পদচারণার বরকত লাভে ধন্য হন। এমনকি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।[৩৩০]

এই যদি হয় কোনো জনপদে আল্লাহ তাআলার কোনো মাকবুল বান্দার পদধূলি লাগার ফযীলত, তাহলে কোনো ভূখণ্ডে নবীদের শুভাগমন ঘটলে কী অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

এই উপমহাদেশে নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) আগমন ও তাঁদের রওযা শরীফের সন্ধান লাভের এক বিস্ময়কর ইতিহাস রয়েছে। হযরত আদম আ.-এর ব্যাপারটি তো প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া কেউ কেউ ভারতীয় চল্লিশজন নবীর কবরের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের ফতেহগর সাহিব জেলায় অবস্থিত বরাস গ্রামে অবস্থিত টিলার উপর ১৩ জন নবীর কবর রয়েছে।

---

[৩৩০] মিরকাতুল মাফাতীহ ৫/১৯১; দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, লেবানন।

সিরহিন্দ (যেখানে হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানীর মাজার শরীফ অবস্থিত) থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রাস গ্রামের দূরত্ব ১৫/২২ কিলোমিটার। (দেখুন : আপবীতি ২/৪৮৮, হাকীমুল উম্মাত প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।)

যাইহোক, সাবীলুর রাশাদের মুকাদ্দিমায় পাক-ভারত উপমহাদেশে হানাফী মাযহাবের ইতিকথা এবং লা-মাযহাবীদের অপতৎপরতার জন্মলগ্ন ইতিহাস নিয়েও উঠে এসেছে অনেক দুর্লভ তথ্য। এদের খণ্ডনে উলামায়ে দেওবন্দের ভূমিকাও উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনাটি পাঠ করলে উপমহাদেশে ইসলাম কারা এনেছেন, হানাফীরা নাকি কথিত নব আবিষ্কৃত আহলে হাদীসরা তা পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে। পাঠকের খেদমতে গুরুত্বপূর্ণ সেই ভূমিকাটির বাংলা অনুবাদ তুলে ধরা হলো।-মুহসিনুদ্দীন খান।]

উপমহাদেশে ইসলাম

হানাফীদের অবদান ও ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়

ভূ-স্বর্গ হিন্দুস্তান পৃথিবীর সেই গর্বিত ভূ-খণ্ড যেখানে সর্বপ্রথম আদি-পিতা ও পয়লা পয়গম্বর হযরত আদম আ. অবতরণ করেন। নবুওয়তের ওহী (ইসলাম) সর্বপ্রথম হিন্দুস্তানেই এসেছে। হাসসানুল হিন্দ আল্লামা গোলাম আলী আযাদ বিলগিরামী (ওফাত : ১২০০ হি.)[৩৩১] তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ سبحة المرجان فى آثار هندوستان (সিবহাতুল মারজান ফী আছারি হিন্দুস্তান-The rosary of the coral in the monuments of Hindustan)-এর প্রথম অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা একত্রে উল্লেখ করেছেন।

এ ভিত্তিতে বিশ্বজগতে ঐশী তালীমের সূচনা এ ভূ-খণ্ড থেকেই হয়েছে। কিন্তু এটা ছিল মানবসভ্যতার শৈশবকাল। এরপর যখন এই সুন্দর ধরিত্রী মানুষ দ্বারা আবাদ হতে লাগলো তখন মানুষের সংশোধন ও তালীমের জন্য যুগে যুগে আল্লাহ পাকের মনোনীত বান্দা আসতে লাগলেন এবং তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিতে লাগলেন। আল্লাহ তাআলা পাক কালামে ইরশাদ করেন :

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

> 'এমন কোনো জাতি নেই, যাদের কাছে কোনো সতর্ককারী আসেনি।' (সূরা ফাতির : ২৪)

এ ধারাবাহিকতা এভাবেই চলতে থাকে। এটি কেবল হিন্দুস্তানের বৈশিষ্ট্য নয়। বরং যেখানেই মানব-সমাজ তৈরি হয়েছে সেখানেই আল্লাহ তাআলার নবী, হাদী ও সতর্ককারী বারবার এসেছেন। মানুষদেরকে হক দ্বীনের প্রতি আহ্বান করেছেন এবং তাদেরকে তালীম দিয়েছেন। তবুও তালীম-তাআল্লুম, হকের

---

[৩৩১] যিরিকলী রচিত 'আল-আলাম' গ্রন্থে (৫/১২১) তাঁর জীবনকাল উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে : [১১১৬ হি.-১১৯৪ হি.]

প্রতি দাওয়াতের এ সিলসিলা অঞ্চলগত, সময়গত ও বংশগত ছিল। কেননা বিশ্বজগত ও মানব সভ্যতা তখনো ছিল শৈশব থেকে যৌবনের অভিযাত্রী। পৃথিবী বিভিন্ন বংশ, জনগোষ্ঠী এবং ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর যখন মানবজগৎ যৌবনে পা রাখল এবং তার ইলমী ও আমলী শক্তিতে বসন্ত আসা শুরু হয়। এমন সময় এসে গেল যে, সে এক উম্মত হয়ে দ্বীনের পূর্ণতা এবং আল্লাহ পাকের নিআমতের পূর্ণতা সাধনের মহাসম্পদ দ্বারা সৌভাগ্যবান হবে। তখন আল্লাহ তাআলা শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করে মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও রূহানী প্রয়োজনকে—প্রেক্ষাপটের দাবিতে মানবজাতি যে রূহানী প্রয়োজনের প্রত্যাশী ছিল—পূর্ণ করেন এবং ঘোষণা করেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিআমত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চিরদিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম।' (সূরা মায়েদা : ৩)

এটি একটি বাস্তবতা ও প্রবলভাবে সত্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে যত নবী-রাসূলই এসেছেন, তাঁরা বিশেষ কওম ও গোত্র এবং বিশেষ স্থানের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য। এতে কালো, সুন্দর, লাল, কৃষাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ, হলদে বর্ণের মানুষের কোনো বিশেষত্ব নেই। এ কারণে রূমী, শামী, ফিরিঙ্গি, হাবশী, তুর্কী, তাতার, তাজীক দায়লাম, চীনা, জাপানি, হিন্দী, আফগানী, মোটকথা সমস্ত আরব ও অনারব এবং সব কওম ও সব শ্রেণির লোক তথা মানবজাতি তাঁর কাছে সমান।

ইরশাদে রব্বানী :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ.

'এবং (হে নবী) আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের জন্য এমন রাসূল

বানিয়ে পাঠিয়েছি।' (সূরা সাবা : ২৮)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا.

(হে রাসূল, তাদেরকে) বলো, হে মানুষ, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। (সূরা আরাফ : ১৫৮)

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার পূর্বে যেসব নবীদের পাঠানো হয়েছে তাদেরকে বিশেষ করে আপন কওমের নিকট পাঠানো হয়েছে। আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য।[৩৩২] এ অর্থবোধক বর্ণনা হাদীসের কিতাবসমূহে অধিকহারে বর্ণিত হয়েছে। এর আমলী বা প্রায়োগিক দলিল জানতে চাইলে সমস্ত নবীর জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করে দেখুন। সব নবীর অনুসারীদেরকে সেই দেশ ও সেই কওমের ভেতরেই সীমাবদ্ধ পাবেন, যে দেশ ও কওমের জন্য তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে খোদ তাঁর জীবদ্দশাতেই আমরা বিলাল হাবশী, সুহাইব রূমী এবং সালমান ফারসী রা.-এর নামও দেখতে পাই। বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের নামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দাওয়াতনামা পাঠিয়েছিলেন তাও নবীজীর আম ও ব্যাপক দাওয়াতের এক ওজনদার আমলী দলিল। কবির ভাষায় বলা যায়,

بہار عالم حسنش جہاں را تازہ می دارد

برنگ اصحاب صورت را بہ بو ارباب معنی را.

'আপনার সৌন্দর্যের বসন্ত পৃথিবীকে সতেজ করে তোলে।

রং দিয়ে সৌন্দর্যপূজারিকে আর ঘ্রাণের মাধ্যমে বাস্তববাদীকে।'

এ ভিত্তিতে দ্বীনে ইসলাম হলো সেই রহমতী মেঘ, যা এই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ যোগ্যতা অনুসারেই সেখান থেকে উপকৃত হয়েছে। বিষয়টি কবির কলমে ধরা দিয়েছে এভাবে :

---

[৩৩২] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ। হাদীসটি মূলপাঠ এরূপ :
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة

باران که در لطافت طبعش خلافت نیست
در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

'বৃষ্টির স্বভাব-তবীয়তে বৈরিতা নেই। বরং মাটির কারণে বাগিচায় মুক্তার বিকাশ (ঘটে) ও লোনা ভূমিতে কিছুই হয় না।'

আমাদের উপমহাদেশের সৌভাগ্যের সিতারায়ও সেই রহমতের বারিধারা দ্বারা উপকৃত হওয়া তাকদীরে লিপিবদ্ধ ছিল।

গযওয়াতুল হিন্দের ফযীলত

হিন্দুস্তানের গাযী ও যোদ্ধাদেরকে হিন্দুস্তান বিজয়ের কয়েক শতাব্দী পূর্বেই সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار: عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم.

'আমার উম্মতের দুটি দল এমন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দোযখের আগুন থেকে বাঁচিয়েছেন। একটি দল হলো, যারা হিন্দুস্তানের যুদ্ধে শরীক হবে। আরেকটি দল হলো, যারা ঈসা আ.-এর সঙ্গ দেবে।'[৩৩৩]

রেওয়ায়েতটি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে, ইমাম নাসায়ী রহ. তাঁর সুনান গ্রন্থে, হাফেজ জিয়া আল-মাকদেসী রহ. তাঁর আলমুখতারাত কিতাবে, তবারানী রহ. জায়্যেদ সনদে[৩৩৪] হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

---

[৩৩৩] (মুসনাদে আহমদ : ২২৩৯৬; শায়েখ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান।)

[৩৩৪] হাফেজ নুরুদ্দীন হায়সামী রহ. মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থের কিতাবুল জিহাদে বাবু গযওয়াতুল হিন্দে এ রেওয়ায়েতকে তবারানীর আল-মুজামুল আওসাতের উদ্ধৃতিতে নকল করেছেন। এটা আশ্চর্য ব্যাপার যে, হাফেজ হায়সামী রহ. এ রেওয়ায়েতকে যাওয়ায়েদের মাঝে শামিল করেছেন। অথচ এ রেওয়ায়েত হুবহু এভাবেই সুনানে নাসায়ীতে বিদ্যমান রয়েছে। আর এ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে সেসব রেওয়ায়েত আনা হয়, যা কুতুবে সিত্তায় উল্লিখিত হয়নি। তাছাড়া হাওয়ালার ক্ষেত্রে কেবল আল-মুজামুল আওসাতের উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমদের উল্লেখ করেননি। অথচ মাজমাউয যাওয়ায়েদ কিতাবে মুসনাদে আহমদের যাওয়ায়েদকেও তিনি একত্র করেছেন। আর এ রেওয়ায়েত মুসনাদে আহমদেও রয়েছে। (গ্রন্থকার)

হযরত আবু হুরায়রা রা. ইরশাদ করেছেন,

وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الهند، فإن استُشهدْتُ، كنتُ من خير الشهداء، وإن رجعتُ، فأنا أبو هريرة المحرَّر.

'আমাদের তথা মুসলমানদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন। আমি যদি তাতে শহীদ হয়ে যাই তাহলে সর্বোত্তম শহীদরূপে বিবেচিত হব। আর যদি সহীহ সালামতে ফিরে আসি তাহলে আমি হব দোযখ থেকে মুক্ত আবু হুরায়রা।'[৩৩৫]

সুনানে নাসায়ীতে হাদীসটি এভাবে বিধৃত হয়েছে :

وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي، فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء، وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر.

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে গযওয়ায়ে হিন্দের ওয়াদা করেছেন। সুতরাং যদি আমার সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ এসে যায়, তাহলে তাতে আমি আমার জান-মাল কুরবান করব। এতে যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদরূপে বিবেচিত হব। আর যদি জীবিত ফিরে আসি তাহলে আমি হব দোযখ থেকে মুক্ত আবু হুরায়রা।'

এটা সুস্পষ্ট যে, যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি আমভাবে উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য ছিল। বিশেষ ব্যক্তির জন্য ছিল না। এ জন্য হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর দোদুল্যমানতা ছিল যে, আল্লাহ মালুম এ যুদ্ধে আমার শরীক হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয় কি না। চিন্তা করে দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ভবিষ্যদ্বাণী ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. (ওফাত : ২৪১ হি.)-এর মুসনাদে বিধৃত হয়েছে, যা ৩৯২ হিজরীতে সংঘটিত সুলতান মাহমুদ গযনবী রহ.-এর 'গযওয়ায়ে হিন্দ'-এর প্রায় দুইশত বছর পূর্বের সংকলন। মুসনাদে আহমদেরই আরেক বর্ণনায়—যা হযরত আবু

[৩৩৫] মুসনাদে আহমদ : ৭১২৮॥

হুরায়রা রা.-এর সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে—'হিন্দ' এর সাথে 'সিন্দ' শব্দও উল্লিখিত হয়েছে। রেওয়ায়েতটি ইমাম আহমদ রহ. ইয়াহ্ইয়া বিন ইসহাক-বারা-হাসান-আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا البراء، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال : حدثني خليلي الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند، فإن أنا أدركته فاستشهدت فذاك، وإن أنا فذكر كلمة رجعت وأنا أبو هريرة المحرر قد أعتقني من النار"

'আমার খলীল, সত্যবাদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, এ উম্মতের সিন্দ ও হিন্দের প্রতি সৈন্য অভিযান পরিচালিত হবে। সুতরাং যদি আমি সেই যামানা পাই এবং শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমার উদ্দেশ্য কামিয়াব। আর যদি (এরপরে তিনি কিছু বলেছেন) আমি জীবিত ফিরে আসি তাহলে এমন অবস্থায় ফিরে আসব যে, আমি হব আযাদ আবু হুরায়রা। আল্লাহ তাআলা আমাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেবেন।' (মুসনাদে আহমদ : ৮৮২৩)

হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. তাঁর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া নামক গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, تفرد به أحمد অর্থাৎ হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ একাই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি কোনো আপত্তিকর কথা নয়। ইমাম আহমদের তো রয়েছে সুউচ্চ মাকাম ও মরতবা। কোনো সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবীর একক বর্ণনা হাদীসের বিশুদ্ধতায় কোনো কদর্যতা সৃষ্টি করে না।

বারা বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে ইমামদের মতামত

তবে এ হাদীসের সনদে বারা বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল-গানাবী আলবসরী আলকাজী নামে এক রাবী রয়েছেন। যিনি হাসান বসরী থেকে এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাকে যয়ীফ বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তার ব্যাপারে জরাহ-তাদীলশাস্ত্রের ইমামদের বক্তব্য সামনে রাখলে বুঝা যায় যে, তিনি অতি মাত্রার দুর্বল রাবী নন। ইমাম ইবনে আদী তার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে, هو عندي أقرب إلى الصدق منه

إلى الضعف. 'আমার নিকট তিনি দুর্বল হওয়ার মতের পরিবর্তে সিদকের অতি কাছকাছি।' ইমাম বায্‌যার রহ. বলেন, ليس بالقوي وقد احتمل حديثه তিনি যদিও শক্তিশালী রাবী নন; তবুও তার বর্ণিত রেওয়ায়েত চলনযোগ্য। ইমাম বাযযার আরেকবার বারা বিন আব্দুল্লাহ-এর ব্যাপারে এও মন্তব্য করেছেন যে, ليس به بأس তার মধ্যে কোনো খারাবি নেই। ঠিক হুবহু শব্দে একই মন্তব্য করেছেন ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানীও।[৩৩৬] খুব সম্ভব এ কারণেই হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. বারা সম্পর্কে কোনো মতামত পেশ করেননি। তবুও তার দুর্বলতার উপর ভিত্তি করে সম্ভবত কারো মনে এরূপ সংশয় আসতে পারে যে, উক্ত রেওয়ায়েতে 'সিন্দ' এর বর্ধিত অংশ রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাজনিত বর্ণনা। কিন্তু ('সিন্দ' এর ব্যাপারে) পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। বরং হিন্দুস্তানের পূর্বেই তো সিন্ধুতে মুসলিম বাহিনী আক্রমণ চালিয়েছে।

গযওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসের মান

যাইহোক গযওয়ায়ে হিন্দের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী সহীহ সনদে হযরত সাওবান রা. ও হযরত আবু হুরায়রা রা. উভয়ের রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। আর সিন্ধুর গযওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী হাসান সনদে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে প্রমাণিত। রেওয়ায়েতের দুর্বলতা এত বেশি নয় যে, যার ভিত্তিতে তা একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যায়। বরং হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তো জামউল জাওয়ামে কিতাবের ভূমিকায় এ কথাও সুস্পষ্টরূপে লিখেছেন,

> وكل ما كان في «مسند أحمد» فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن.

> 'মুসনাদে আহমদে বিধৃত সব হাদীস গ্রহণযোগ্য। কেননা তাতে যেসব যয়ীফ রেওয়ায়েত আছে তা হাসান হাদীসের কাছাকাছি।'

গযওয়াতুল হিন্দ সংগঠিত হওয়ার সময়কাল

সামাজিক বিভিন্নতার এই বৈচিত্র্যময় লীলাভূমি হিন্দুস্তান সম্পর্কে যবানে নবুওয়াত থেকে যা কিছু উচ্চারিত হয়েছিল তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত

---

[৩৩৬] তাহযীবুত তাহযীব, বারা বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল-গানাবী আলবসরী-এর তরজমা।

হয়। খলীফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালেকের যুগে ৯২ হিজরীতে মুহাম্মাদ বিন কাসেম সাকাফীর নেতৃত্বে[৩৩৭] মুসলিম বাহিনী সিন্ধু আক্রমণ করে বিজয় করেন। আর ৯৫ হিজরীতে ইসলামের বিজয়ডঙ্কা সিন্ধুর সীমানার চতুষ্পার্শ্বও অতিক্রম করে। যে কারণে সিন্ধুর সমস্ত এলাকা ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[৩৩৮]

[৩৩৭] হিন্দুস্তানে মুসলমানদের নিয়মতান্ত্রিক আনাগোনা শুরু হয় হযরত উমর ফারুক রা.-এর যুগে। প্রায় পঁচিশজন সাহাবী ও বিশজন তাবেয়ীর হিন্দুস্তানে তাশরীফ রাখা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। (ফিরকায়ে আহলে হাদীস পাক ও হিন্দ কা তাহকীকী জায়েযা, পৃ. ৫) আমভাবে এ কথাটা প্রসিদ্ধ যে, হিন্দুস্তানে সর্বপ্রথম ইসলাম এসেছে সিন্ধুতে। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো, হিন্দুস্তানে সর্বপ্রথম ইসলাম এসেছে মালাবর, সরনদ্বীপ ইত্যাদি দ্বীপ এলাকায়। কিন্তু দ্বীনের এ প্রচার যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমে হয়নি। বরং আরব বণিকদের মাধ্যমে হয়েছে। নিঃসন্দেহে সিন্ধুতেই জিহাদের মাধ্যমে বিজয়বেশে ইসলাম প্রবেশের সূচনা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই সিন্ধুকে ইসলামের প্রথম প্রবেশস্থল বলা হয়। (মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. লিখিত ফুতুহুল হিন্দ, পৃ. ৯) মোটকথা, মুহাম্মাদ বিন কাসেমের সিন্ধু বিজয়ের আগেই সরনদীপ ও মালাবরে ইসলাম পৌঁছেছিল। (অনুবাদক)

[৩৩৮] **গযওয়াতুল হিন্দ কি আপনার দুয়ারে কড়া নাড়ছে?**

উপরের তথ্যমতে আমরা জানতে পারলাম যে, বিভিন্ন হাদীসে গযওয়ায়ে হিন্দের সুসংবাদ এসেছে। এবং ইতঃপূর্বে হিন্দুস্তানে বিভিন্ন গযওয়া সংগঠিত হয়েছে। যার মধ্যে মাহমুদ গযনবীর গযওয়াগুলো বেশ প্রসিদ্ধ। একাধিক বড় বড় মুহাদ্দিস এসব গযওয়াকে মিসদাকুল হাদীস এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন যাহাবী, ইবনে কাসীর প্রভৃতি ইমামগণ। সুতরাং নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ ও বাস্তবায়িত হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর রহ. তাঁর *আন-নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম* (পৃ. ১২, দারুল হাদীস) কিতাবে আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন,

وقد غزا المسلمون الهند في سنة أربع وأربعين في إمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فجرت هناك أمور، وقد ذكرناها مبسوطة.

وقد غزاها الملك الكبير السعيد المحمود محمود بن سبكتكين صاحب بلاد غزنة وما والاها في حدود أربعمائة ففعل هنالك أفعالاً مشهودة، وأموراً مشكورة، وكسر الصنم الأعظم المسمى بسومنات، وأخذ قلائده وسيوفه، ورجع إلى بلاده سالما غانما.

বাকি রইল ভবিষ্যতে আরো কোনো গযওয়ায়ে হিন্দ সংগঠিত হবে কিনা? এটি তো সম্পূর্ণ গায়বি বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। আমরা এটাকে সাব্যস্ত ও প্রমাণিত করি না আবার অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যানও করি না। হতেও পারে নাও হতে পারে। গযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কে মূলত দুই প্রকারের বর্ণনা এসেছে। প্রথম প্রকার হলো, মুখতাসার ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অর্থাৎ যেখানে গযওয়া এর কথা আছে; কিন্তু গযওয়া কোন যামানায় হবে তার উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় প্রকার হলো, তাফসীলি বা বিস্তারিত বর্ণনা। অর্থাৎ যেখানে গযওয়া কোন যামানায় হবে তার উল্লেখ রয়েছে। তাফসীলী বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি সংঘটিত হবে কিয়ামতের একদম নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জালের খুরুজের সামান্য আগে ইমাম মাহদীর সময়কালে। তো তাফসীলি বর্ণনাগুলো

ইতিহাসের একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সিন্ধুতে উমাইয়া ও আব্বাসী খলীফাদের

একেবারে নেহাত দুর্বল পর্যায়ের। অর্থাৎ যয়ীফে মা'লুল ও মুনকার। তাফসীলি বর্ণনার মাঝে দুটি ইল্লত বা সূক্ষ্মদোষ রয়েছে। এক. সনদগত মারাত্মক দুর্বলতা। এর মধ্যে যয়ীফ রাবী আছে। দুই. মুখালাফাতুস সিকাহ বা সিকাহ রাবীর রেওয়ায়েতের বিরোধিতা। তো এই দুই ইল্লতের কারণে তাফসীলি বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। মুখতাসার হাদীসই গ্রহণযোগ্য। যেহেতু গযওয়ায়ে হিন্দের এসব বর্ণনা ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত, তাই এখানে এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে যে, কোনো রাবীর কাছে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসের সাথে গযওয়ায়ে হিন্দের রেওয়ায়েতটা মুলতাবিছ (এক রেওয়ায়েতের সাথে আরেক রেওয়ায়েতের মিশ্রণজনিত ভুল) হয়ে গিয়ে এমন দাঁড়িয়েছে যে, এটি কিয়ামতের আগে ঘটবে। অর্থাৎ এটা রাবীর কোনো খলত ও ইলতেবাছ (মিশ্রণ বিভ্রান্তি)-জনিত ব্যাপার। এক দিকে সনদের দুর্বলতা, আরেক দিকে সিকাহ রাবীর রেওয়ায়েতের মুখালাফাত। এই দুই কারণে তাফসীলি হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, যয়ীফ হাদীস ফাযায়েলের ক্ষেত্রে মাকবুল এ কথাও এখানে প্রযোজ্য নয়। কারণ গযওয়ায়ে হিন্দ ঘটবে কি ঘটবে না এটি ফযীলতের কোনো বিষয় নয়। এটা আকীদাগত বিষয়। ভবিষ্যদ্বাণী তো আকীদার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। আর আকীদাগত ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বর্ণনায় এটা আছে যে, যারা এই গযওয়ায় যোগদান করবে তাদের ফযীলত এরূপ এরূপ। কিন্তু এটা তো একটি ভবিষ্যদ্বাণী যে, নবীজী বলে গেছেন এ রকম একটা গযওয়া সংঘটিত হবে। যয়ীফ হাদীসের ভিত্তিতে গযওয়া কখন সংগঠিত হবে তার উপর বিশ্বাস কায়েম করা যায় না। গযওয়ায়ে হিন্দ সংগঠিত হয়েছে কি হয়নি এবং এ সংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসা নিয়ে শরণাপন্ন হয়েছিলাম, মারকাযুদ দাওয়ার সুনামধন্য উস্তায, প্রচারবিমুখ নীরব গবেষক, প্রাণপ্রিয় উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ আহমদ বিন গিয়াসুদ্দীন ছাহেব দা. বা.-এর কাছে। উস্তাযে মুহতারাম আমাকে যে উত্তর দিয়ে কৃতার্থ করেছেন, তা-ই আমি পাঠকের খেদমতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।

উপসংহারে এসে কিছু খোলাছা কথা পেশ করা হলো।

১। এক শ্রেণির মানুষ, যারা মনে করেন, গযওয়াতুল হিন্দ বলতে কেবল ইমাম মাহদী ও ঈসা আ.-এর আগমনের কিছুকাল আগে অথবা সমাসাময়িক সময়ে এই পাক-ভারত-বাংলাদেশে মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধকে বুঝায়। তাদের মতে গযওয়াতুল হিন্দ অদ্যাবধি সংঘটিত হয়নি। এ শ্রেণি ভুলের উপর আছেন।

২। গযওয়ায়ে হিন্দের মানদণ্ডের বিষয়ে যারা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত, প্রমাণ হিসেবে তারা নুআইম বিন হাম্মাদ (ওফাত : ২৮৮ হি.) লিখিত কিতাবুল ফিতানের 'গযওয়াতুল হিন্দ' অনুচ্ছেদের কিছু বর্ণনা তুলে ধরেন। কিতাবটির ব্যাপারে ইমামদের প্রাজ্ঞ মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি না। অধমেরও কিতাবের উক্ত অনুচ্ছেদটি দেখার সুযোগ হয়েছে। হাদীসশাস্ত্র নিয়ে যাদের প্রাথমিক পর্যায়ের পড়াশোনা রয়েছে তারাও এসব বর্ণনার যয়ীফে মা'লুল ও মুনকার হওয়ার বিষয়টি চিহ্নিত করতে পারবেন। সমস্যাপূর্ণ কিছু তাফসীলি রেওয়ায়েতকে পুঁজি করে এ শ্রেণির লোক মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের অভিযানকে গযওয়াতুল হিন্দ বলার উপর মারাত্মক বিদ্রূপাত্মক আপত্তি করে থাকেন। আর সুলতান মাহমুদ গযনবীর ভারত অভিযানকে 'গযওয়াতুল হিন্দ' বলে মন্তব্য করলে তারা তাদেরকে চরম ভ্রান্তির শিকার বলে মনে করেন! (ইন্নালিল্লাহ)

৩। ত্রুটিপূর্ণ কোনো বর্ণনায় শামের যুদ্ধের পাশাপাশি 'গযওয়াতুল হিন্দ'-এর আলোচনা থাকায় উভয় যুদ্ধ একেবারে সমসাময়িক হওয়ার বিষয়টি তারা এমন দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন, যা

পক্ষ থেকে গভর্নরও নিযুক্ত করা হয়।[৩৩৯] এরপর হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে সবুক্তগিনের কনিষ্ঠতম পুত্র সুলতান মাহমুদ গযনবী ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন। আর (৬ জানুয়ারি ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে) সোমনাথ মন্দিরের মূর্তিকে অপসারণ করে তাঁর বৃহৎ অভিযানের সমাপ্তি টানেন।[৩৪০] গজনি থেকে লাহোর পর্যন্ত ইসলামী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সুলতান মাহমুদ গযনবী রহ.-এর ওফাতের পরে তাঁর উত্তরাধিকারী প্রায় দুই শ বছর ধরে গজনি থেকে লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন।

গজনিদের শাসনামলে পাকিস্তানের বিখ্যাত বুযুর্গ ও আল্লাহর ওলী হযরত আলী বিন উসমান হুজবীরি রহ. (ওফাত : ৪৬৫ হি.)[৩৪১] গজনি থেকে লাহোরে

শাস্ত্রীয়ভাবে আপত্তিকর।

৪। যারা গযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কিত তাফসীলি দুর্বল বর্ণনা বা যয়ীফে মা'লুল ও মুনকার বর্ণনাকে আকীদাগত বিষয়ে প্রমাণ হিসেবে পেশ করছেন তারা শাস্ত্রীয়ভাবে মারাত্মকভাবে ভুলে নিপতিত। কারণ আকীদাগত বিষয়ে দুর্বল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

৫। মুখতাছার হাদীসগুলোতে যখন 'গযওয়াতুল হিন্দ'-কে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি, তখন কিছু অতি ও নেহাত পর্যায়ের দুর্বল মুফাসসাল বর্ণনার ভিত্তিতে এটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন তাদের নির্ধারণকৃত সেই 'গযওয়াতুল হিন্দ'-ই ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর ব্যতিক্রম কোনো মতই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়াও তারা যেসব কথা দিয়ে দলিল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তা ওজনদার মনে হয়নি বলে আজ এখানেই ক্ষান্ত হলাম। আমাদের দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্তভাবে জানতে দেখুন, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া (৯/২১৮) [অনুবাদক]

[৩৩৯] ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া বংশের পতনের পর আব্বাসীগণ ক্ষমতা লাভ করেন। দিমাশকের পরিবর্তে বাগদাদে খেলাফতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। আব্বাসী খলীফাগণ ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সিন্ধুদেশে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। (অনুবাদক)

[৩৪০] তিনি ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নিয়ে ১০২৭ খ্রিষ্টাব্দের মাঝে ভারতবর্ষে সর্বমোট ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। ফলে এই উপমহাদেশের বহুসংখ্যক অঞ্চল তার করতলগত হয়। কিন্তু এ অধিকৃত অঞ্চলসমূহের উপর তিনি তার শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেননি। একমাত্র পাঞ্জাব ব্যতীত বিজিত অঞ্চলগুলোর কোনোটিই তিনি নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। কিছুসংখ্যক লেখক মন্দির ধ্বংসের জন্য মাহমুদকে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু তারা ভুলে যান যে, একমাত্র যুদ্ধের সময় মন্দির ধ্বংস হয়েছিল, শান্তি ও স্থিতিশীল সময়ে তিনি কখনও কোনো মন্দির ধ্বংস করেননি। (সিন্ধু থেকে বঙ্গ, ১/২৬৬, ২৬৮, প্রকাশকাল : জুলাই ২০২২)

[৩৪১] হযরত আবুল হাসান আলী বিন উসমান বিন আবী আলী আলজুল্লাবী আলহুজবীরি আলগযনবী রহ. (ওফাত : ৪৬৫ হি.) হিজরী পঞ্চম শতকের সূফীকুল শিরোমণি আলেম ছিলেন। উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের অগ্রজ ও প্রথম সারির দায়ী। আফগানিস্তানের গজনিতে তাঁর শিক্ষাজীবনের প্রথম পর্ব শেষ করে সারা পৃথিবীব্যাপী ইলমী রিহলতে বেরিয়ে পড়েন। সিরিয়া, তুর্কিস্তান, হিন্দুস্তান, ইরাক, খোজেস্তান, ফারেস (পারস্যদেশ), শাম, আযারবাইযান, জুরজান, খোরাসান, মা-ওয়ারাউন নাহার প্রমুখ দেশ ও অঞ্চলে চল্লিশ বছর ক্রমাগত রিহলতের মাধ্যমে

তাশরীফ আনেন। তাঁর বরকতপূর্ণ আগমনে ধন্য হয় লাহোর। হযরত তাঁর প্রসিদ্ধ তাসনীফ 'কাশফুল মাহযুব' নামক কিতাবে—যা তাসাওউফের জগতে অতি উচ্চাঙ্গের কিতাব—এ ভূখণ্ড সম্পর্কে তাঁর যে 'সত্য স্বপ্নে'র কথা উল্লেখ করেছেন, তা পড়বার মতো। তিনি বলেন,

ومن که علی بن عثمان الجلابی ام "وفقنی الله" بدمشق شام بودم بر سر گو مؤذن رسول خدائے صلی الله علیه وسلم خفته خود را بمکه دیدم اندر خواب که پیغمبر صلی الله علیه وسلم از باب بنی شیبة اندر آمد و پیرے را دربر گرفته، چنانکه اطفال را در بر گیرند بشفقتے ، من پیش رویدم ، بردست وپایش بوسه دارم، ودر تعجب بودم تا آں کیست وآں حالت چیست! وے بر باطن واندیشه من مشرف شد ، مرا گفت ایں امام تو وه اہل دیار تست یعنی ابو حنیفه ، مرابدان خواب امید بزرگست وبا اہل دیار خود ہم، ودرست گشت ازیں خواب مرا که وے یکے از آناں بوده است که از اوصاف طبع فانی بودند وباحکام شرع باقی و بدان قائم ـ چنانکه برنده وے پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوده است واگر وے خود رفتے باقی الصفات بودے ، وباقی الصفات یا مخطی بود یا مصیب چوں برنده وے پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود فانی الصفات باشد ببقائے صفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ، وچوں بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطا صورت نگیر وبر آنکه بدو قائم بود نیز صورت نگیر دو ایں رمز بطیف است۔ [342]

'আমি আলী বিন উসমান জুল্লাবী। আল্লাহ তাআলা আমাকে নেক ও কল্যাণের তাওফীক দান করুন। শামের একটি শহর দিমাশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল রা.-এর কবরের শিয়রে শুয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমি মক্কা শরীফে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বাবে বনী শাইবা' (ইসলামপূর্ব যুগ থেকেই মসজিদে হারামের অন্যতম প্রবেশদ্বার) থেকে এক বয়স্ক ব্যক্তিকে আপন কোলে তুলে নিয়ে সে অবস্থাতেই ভেতরে তাশরীফ আনছেন যেভাবে বাচ্চাদেরকে আদর-সোহাগ করে কোলে

ইলমের বিরাট সম্পদ নিজের মধ্যে গড়ে তোলেন। ইমাম আবুল কাসেম আব্দুল করীম বিন হাওয়াযেন আলকুশাইরী রহ.-সহ তৎকালীন বহু ইমাম ও মনীষীর সোহবত লাভ করেন। অসংখ্য অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। ড. ইসআদ আব্দুল হাদী কিনদীল 'কাশফুল মাহযুব' কিতাবটি ফার্সী থেকে আরবীতে অনুবাদ করেছেন। যা মিশর থেকে মুদ্রিত হয়েছে। এ কিতাবের শুরুতে তিনি হুজবীরি রহ.-এর জীবনী ও অনুষঙ্গ মিলিয়ে এক বিস্তৃত মুকাদ্দিমা লিখেছেন। যা ১৮৮ পৃষ্ঠাব্যাপী। (অনুবাদক)

[৩৪২] কাশফুল মাহযুব, পৃ. ১৩১, সমরকন্দের মুদ্রণ ১৩০৩ হিজরী, পৃ. ৮৬; লাহরের মুদ্রণ ১৩৯৮ হি.।

তোলা হয়। আমি দৌড়ে হুজুরের খেদমতে হাজির হলাম এবং তাঁর হস্ত-পদ চুম্বন করতে লাগলাম। খুব বিস্ময়ভরা মুগ্ধতার ভেতর ডুবে ছিলাম। মনে মনে জানতে চাচ্ছিলাম, ইনি কে? আর তাঁর এরূপ সৌভাগ্যপূর্ণ অবস্থা কেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ভেতরগত কৌতূহল ও চিন্তা জেনে ফেললেন। আমাকে বললেন, ইনি আবু হানীফা। যিনি তোমাদেরও ইমাম এবং তোমাদের ভূখণ্ডেরও ইমাম। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় নিজের ও আমার স্বদেশ সম্পর্কে আমি বড় আশাবাদী। (তাঁর এই আশা পূর্ণ হয়েছে। এই ভূখণ্ড হানাফীদের মারকায ও কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।) এ স্বপ্ন থেকে আমার কাছে এটাও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইমাম আযম রহ. নিজের তবয়ী আওছাফ বা স্বভাবগত গুণাবলির বিবেচনায় 'ফানা' বা স্বীয় রায় ও অস্তিত্ব বিলুপ্তি এর স্তরে উপনীত এবং শরয়ী আহকামের বিবেচনায় বাকী এবং এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত।[৩৪৩] ...[৩৪৪]

---

[৩৪৩] অর্থাৎ যে নিজেকে যত বেশি মিটাতে পারে সে পৃথিবীতে অমর ও স্থায়ী হয়। ইমাম আবু হানীফা রহ. নবীজীর আদর্শ ও মামুলবিহী হাদীসের সামনে নিজেকে মিটিয়ে ইজতিহাদ করেছেন বলে তাঁর ইস্তেমবাতকৃত ফিকহে হানাফী এখনও পৃথিবীতে অমর এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা বাকি থাকবে ইনশাআল্লাহ। (অনুবাদক)

[৩৪৪] **স্বপ্নের ব্যাখ্যার সারকথা :** যে ব্যক্তি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় সে পদে পদে ভুলে নিপতিত হয়। আর যে যোগ্য রাহবারের পরামর্শে জীবন পরিচালনা করে সে কদাচিৎ ভুলে নিপতিত হলেও তার পরিমাণ অতি নগণ্য। আর সেই রাহবার সুন্নাহ রেখে যাবার মাধ্যমে যদি হন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহলে তার পথ চলা কীরূপ নির্ভুল হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আমাদের ইমাম আযম রহ. মুসতাকিল বিয-যাত নন। স্বপ্নের তাবীরে এ মূল ব্যাপারটিকে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাবের হক্কানিয়াত, দালিলিক ভিত্তি ও শক্তিমত্তা বুঝানোর জন্য এ মাযহাবের সুবিশাল গ্রন্থসম্ভারই এর সুস্পষ্ট সাক্ষী। মৌলিক সব বিষয় সঠিক থাকলে মুবাশশিরাত হিসাবে সত্য স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কেননা এ-জাতীয় স্বপ্নের ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে : الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. (বুখারী : ৬৯৮৩) তবে তা দলিল হিসেবে নয়। সে হিসাবেই এখানে সত্য স্বপ্নের অবতারণা করা হয়েছে। যাইহোক, যখন কেউ মুজতাহিদ বলে বিবেচিত হন তখন এ কথার অর্থ হলো, হাজার হাজার মাসআলার সমাধানের মধ্যে তিনি দু-একটি মাসআলায় ভুলের শিকারও হতে পারেন। কোনো ইমাম নিজেকে নগণ্য এমন ভুল থেকে মুক্ত বলেননি। স্বপ্নের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এখানে যে ভুল থেকে মুক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে এর দ্বারা হয়তো তিনি উসূলগত নির্ভুলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিংবা আগলাবের বিবেচনায় বলেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম যাহেদ আল-কাওসারী রহ.-এর বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

إنه لا بد لغير المجتهد من اتباع أحدِهم لضرورة العمل، يختار أحدَهم بسبب يلوح له فيتابعه. وأما ادعاء أن إمامه هو المصيب في المسائل كلها في نفس الأمر، فرجم بالغيب، وكفى في صحة العمل غلبة الظن، واستيلاد اليقين من الظن شأن العامة. ومن أقررنا له بأنه مجتهد فقد اعترفنا

তখনো মুসলিম সাম্রাজ্য লাহোর পর্যন্ত ছিল। ৫৮৯ হিজরীতে সুলতান মুইজউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বাহাউদ্দীন সাম[৩৪৫] হিন্দুস্তানের হিন্দু রাজত্বের সর্বশেষ শক্তিশালী শাসক পৃথ্বিরাজের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটকে পরাজিত করে দিল্লীকে রাজধানী নির্বাচনপূর্বক ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন।[৩৪৬]

له بأنه يخطئ ويصيب مأجورا في الحالتين، بعد بذله الوسع، فيكون القول في أحد المجتهدين بأنه مجتهد مطلقا، مجازفة يبرأ منها أهل العلم المنصفون، لأنه يؤدي إلى رفعه لمقام العصمة، وإنما العصمة لأنبياء الله ورسله عليهم السلام. (تأنيب الخطيب ص ٢١، الطبعة الجديدة ١٤١٠هـ) وقال أيضا في موضع آخر: إن كل واحد من الأمة، فيه ما يؤخذ أو يرد، فمحك الحق هو الحجاج في كل موقف، ومنزلة كل عالم إنما تتبين بقرع الحجة بالحجة لا بذكر أسماء رجال غير معصومين من الزلل، ولا عصمة لغير الأنبياء عند أهل الحق. (تأنيب الخطيب ص٦٨٣)
قال الراقم: فحاصل كلام الكوثري رحمه الله: أن مذهب الحنفي صواب ويحتمل الخطأ، دين الله ليس بوقف على أحد من المجتهدين. وما من أحد من الفقهاء أبو حنيفة أو غيره إلا وفي كلامه ما يؤخذ منه أو يرد. إلا صاحب القبر في المدينة المنورة.

(অনুবাদক)

[৩৪৫] শিহাবুদ্দীন ঘুরী রহ. (মুহাম্মাদ ঘুরি রহ., ওফাত : ৬০২ হিজরী)

[৩৪৬] মুইজউদ্দিন ঘুরি সাম্রাজ্যের অন্যতম মহান শাসক ছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম শাসনের ভিত্তি তিনি স্থাপন করেছেন। তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলসমূহের মধ্যে রয়েছে বর্তমান আফগানিস্তান, ইরান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত। তিনি ১১৭৫-৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মুলতান অধিকার করেন। এরপর তিনি উচ জয় করেন। তিন বছর পর তিনি গুজরাট আক্রমণ করেন। তবে হিন্দু রানি নাইকিদেবী তাকে পরাজিত করেন। মুইজউদ্দিন পেশাওয়ার ও শিয়ালকোট জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মুইজউদ্দিন ও গিয়াসউদ্দিন একত্রে গজনি সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটান। সারকথা, ষষ্ঠ শতাব্দী হিজরী সনের ইসলামের বিজয় ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, *একদিকে সুলতান মুইজউদ্দিন ঘুরি রহ. হিন্দুস্তানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করছিলেন অপরদিকে সুলতান নুরুদ্দীন মুহাম্মাদ যানকি রহ. (ওফাত : ৫৬৯ হি.) ক্রুসেডারদের কবল থেকে মসজিদে আকসাকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণ লড়াই শুরু করেছিলেন। ৫৮৭ হিজরীতে সুলতান ঘুরি রহ. আজমীর শরীফ বিজয় করেন। আর ৫৮৮ হিজরীতে নুরুদ্দীন যানকি রহ.-এর জানেশীন সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহ. (ওফাত : ৫৮৯ হি.) মসজিদে আকসাকে মুক্ত করেন। সুলতান নুরুদ্দীন যানকি রহ. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী ও হানাফী ছিলেন।* হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. তাঁর 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে (১২/৫০৫) বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন। আর সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ. ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী ও শাফেয়ী। মসজিদে আকসাকে মুক্ত ও আজমীরকে বিজয় করার জন্য নির্দিষ্ট মাযহাবের মুকাল্লিদ মর্দে মুমিনের মাধ্যমে মহাখেদমত নেওয়া—চাই তিনি হানাফী বা শাফেয়ী হোন—ছিল কুদরতের অপার মহিমা। (দেখুন, মাওলানা মুহাম্মাদ

তখন থেকে নিয়ে ১২৭৩ হিজরী পর্যন্ত এ পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের শাসন ও কর্তৃত্ব বজায় থাকে। উল্লিখিত সহীহ হাদীস ও সত্য স্বপ্নের আলোকে এ হিন্দুস্তানের সব বিজেতা ও যোদ্ধাদের ইতিহাস এবং তাঁদের বৃত্তান্ত পাঠ করুন। মাহমুদ গযনবী থেকে নিয়ে আওরঙ্গজেব আলমগীর বরং সাইয়েদ আহমাদ শহীদ বেরেলবী রহ. পর্যন্ত হিন্দুস্তানের সকল বিজেতা ও যোদ্ধা হানাফী ছিলেন। হানাফী মাযহাবের বাইরে কেউ ছিলেন না। এ উপমহাদেশের প্রথম সারির যোদ্ধাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর সঠিক মানদণ্ড ও প্রয়োগক্ষেত্র। এসব বীর মুজাহিদদের বরকতে ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত হিন্দুস্তান ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। হিন্দুস্তানে এসব বিজেতাদের আগমনের পাশাপাশি আহলে দিল (দিল ও আত্মাচালিত সূফী তত্ত্বজ্ঞ) সূফী-দরবেশ এবং আলেমদের আগমনও শুরু হয়। আর হিন্দুস্তানের লোকজন দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। আম-খাস সবাই আকীদা ও আমলের বিবেচনায় হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, যা শরীয়তে মুহাম্মাদীর সর্বপ্রথম তাশরীহ (ব্যাখ্যামূলক ও বিধিবদ্ধ সংকলন) এবং সমস্ত মাযহাবের মধ্যে সুন্নাতের অধিক নিকটবর্তী। আর মানুষের ঈমান ও আমলের ইখলাসের দৌলত সূফীদের বদৌলতেই নসীব হয়েছে। কাশ্মীর সম্পর্কে মুহাম্মাদ কাসেম ফেরেশতা লিখেছেন,

رعایای آن ملک کلہم اجمعین حنفی مذہب اند

'এ দেশের প্রজাসাধারণ সকলেই হানাফী মাযহাবের অনুসারী।'

এর পূর্বে তারীখে রশীদির উদ্ধৃতিতে তিনি লিখেছেন,

مرزا حیدر در کتاب رشیدی نوشتہ کہ مردم کشمیر تمام حنفی مذہب بودہ اند

'মির্জা হায়দার তারীখে রশীদিতে লিখেছেন যে, কাশ্মীরের সব লোকজন হানাফী মাযহাবের অনুসারী।'

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ. মোঘল সাম্রাজ্যের শাসক ও বাদশাহদের সম্পর্কে লিখেছেন,

سلطان وقت خودرا حنفی مذہب می گیرد واز اہل سنت میداند

ইলিয়াস ঘুম্মান লিখিত *ফিরকায়ে আহলে হাদীস পাক ও হিন্দ কা তাহকীকী জায়েযা*, পৃ. ১০)

তৎকালীন বাদশাহরা নিজেদেরকে হানাফী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত জানতেন।

হযরত শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তাঁর *তাহসীলুত-তাআররুফ ফিল ফিকহি ওয়াত-তাসাওউফ* কিতাবে লিখেছেন যে,

واہل الروم و ما وراء النہر والہند حنفیون

> 'রোমবাসী, মা-ওয়ারাউননাহার-বাসী ও হিন্দুস্তানবাসী সকলেই হানাফী।'

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন,

روزے در حدیث لو کان الدین عند الثریا لنالہ رجال إو رجل من ھولاء یعنی اہل فارس ، وفی روایۃ ، لنالہ رجال من ھولاء بلا شک مذاکرۃ می کردیم۔

فقیر گفت ، امام ابو حنیفۃ دریں حکم داخل ہست کہ خدائی تعالی علم فقہ را بر دست دی شائع ساخت وجمعے از اہل اسلام را بآن فقہ مہذب گردانید خصوصا در عصر متاخر کہ دولت ہمیں مذہب است وبس ، در جمیع بلدان وجمیع اقالیم بادشاہان حنفی اند وقضاۃ واکثر مدرسان واکثر عوام حنفی۔

> 'একদা আমরা সে হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, যে হাদীসে বিধৃত হয়েছে যে, যদি দ্বীন সুরাইয়া তারকার উপরও থাকে, তাহলে ফারেস অধিবাসী কিছু লোক কিংবা এক ব্যক্তি অবশ্যই তা হাসিল করবে। অন্য এক বর্ণনায় কোনো রকম সন্দেহ ছাড়াই ھولاء শব্দই বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ ফারেসদের কতিপয় ব্যক্তি অবশ্যই তা অর্জন করবে। অধম বললাম, ইমাম আবু হানীফা এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত যে, আল্লাহ তাআলা ইলমে ফিকহকে তাঁর হাতেই প্রচার ঘটিয়েছেন এবং মুসলমানদের এক জামাআতকে এই ফিকহের মাধ্যমে সজ্জিত করেছেন। বিশেষ করে বিগত যুগে, এই মাযহাবেরই বিশেষ অবদান যে, সব দেশ ও ভূখণ্ডের কর্ণধার ও বাদশাহগণ হানাফী। কাজী, অধিকাংশ মুদাররিস এবং অধিকাংশ জনসাধারণও হানাফী মাযহাবের অনুসারী।'

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তাফহীমাতে ইলাহিয়্যাহ নামক

কিতাবে আরো লেখেন,

وجمهور الملوك و عامة البلدان متمذهبين بمذهب ابي حنيفة

'অধিকাংশ সুলতান ও রাষ্ট্রের জনসাধারণ ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের অনুসারী।'

পর্যালোচনা :

হিজরী দ্বিতীয় শতকে ফিকহে হানাফীর প্রচলন ও প্রচার-প্রসার ঘটে। হিন্দুস্তানে হিজরী তৃতীয় শতকের শুরুতে হানাফী মাযহাবের আগমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দুস্তানের অধিকাংশ আলেম-উলামা এবং সাধারণ মুসলমান হানাফী মাযহাবের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহর মুজতাহাদ ফীহ আহকামের উপর আমল করে আসছেন। ২২৮ হিজরীতে যখন খলীফা ওয়াসেক বিল্লাহ আলআব্বাসী সাদ্দে সিকান্দারী বা যুলকারনাইন প্রাচীরের অবস্থা জানা ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য কিছু লোক পাঠান। তারা সেখানকার লোকদের হানাফী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে পান। নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভুপালী তাঁর 'রিয়াজুল মুরতায' নামক গ্রন্থে আবুল কাসেম ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আলফারেসী আলকারখী লিখিত 'মাসালিকুল মামালেক' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে লিখেছেন, এখানকার বাসিন্দারা আরবী ও ফারসী ভাষায় কথা বলতেন। তবে তারা আব্বাসী সালতানাত সম্পর্কে বে-খবর ছিলেন। (আল-কালামুল মুফীদ ফী ইসবাতিত তাকলীদ, পৃ. ১০৭) আল্লামা মাকদেসী তার 'আহসানুত তাকাসীম ফী মারিফাতিল আকালিম' কিতাবে লেখেন, (৩৭৫ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে) মুলতান এলাকায় ইমাম আবু হানীফার মুকাল্লিদ অধিকহারে ছিলেন। (আবে কাওসার, পৃ. ৩৮, বরাতে ফিরকায়ে আহলে হাদীস পাক ও হিন্দ মে, পৃ. ৫, ৬)—অনুবাদক।]

পরকালীন মুক্তির মানদণ্ড ও হানাফীদের বিশেষত্ব

পরকালীন চিরস্থায়ী মুক্তির জন্য তিনটি জিনিস জরুরি। এক, ইলম। দুই, আমল। তিন, ইখলাস (কোনো কাজে নফসকে দখল না দেওয়া। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করা।)

ইলম আবার দুই প্রকার :

১। যে ইলমের উদ্দেশ্য কেবল ইতেকাদ ও ইয়াকীনে কলবী। (অকাট্য প্রমাণভিত্তিক বিষয়াবলির প্রতি দৃঢ় ও মজবুত ঈমান) যার উপর ঈমান ভিত্তিশীল। ইলমে আকীদা ও ইলমুল কালামে যার উপর বিশদ আলোচনা রয়েছে।

২। যে ইলমের উদ্দেশ্য আমল। ইলমে ফিকহেই যা মূলত আলোচিত হয়।

হিন্দুস্তানবাসীরা আকীদা ও ফিকহ উভয় ক্ষেত্রে ইমাম আযমের মাসলাকের অনুসারী। ইমাম আযম রহ. আকীদা ও ফিকহ উভয় দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশের অনুসৃত ব্যক্তি। আকীদা বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বিভিন্ন রচনাবলি উল্লেখযোগ্য। ১. আল-ফিকহুল আকবার। ২. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম। ৩. কিতাবুর রিসালাহ ইলা উসমান আল-বাত্তী। এসব কিতাব মুদ্রিত ও সমাদৃত।

ইমাম ত্বহাবী রহ. হানাফী ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর বিশ্বাস ও মতাদর্শ অনুযায়ী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদাসমূহকে (আকীদাতুত ত্বহাবী নামক) স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংকলন করেছেন। ইমামুল হুদা ইমাম আবু মানসুর আলমাতুরীদী রহ. (ওফাত : ৩৩৩ হি.) ছিলেন ইমাম ত্বহাবী রহ.-এর সমসাময়িক। ইমাম মাতুরীদী রহ. আকীদাতুত ত্বহাবী কিতাবে উল্লিখিত এসব আকীদাকে বর্ণনা ও যুক্তির নিরিখে বিশদভাবে সংকলন করেছেন এবং এ বিষয়ে খুব সুন্দর সুন্দর রচনা জাতিকে উপহার দিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ; বিশেষ করে হানাফী চিন্তা-শিবিরের লোকজন এ ব্যাপারে তাঁর কাছে ঋণী। ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী রহ. যেমনিভাবে তাঁর আহকামুল কুরআন, শরহু মাআনিল আছার, শরহু মুশকিলুল আছার ইত্যাকার অতি মূল্যবান গ্রন্থাবলির মাধ্যমে ফিকহে হানাফীর খেদমত করেছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে তা চমৎকারভাবে দলিলসমৃদ্ধ করেছেন, ঠিক আকীদার ক্ষেত্রে একই কাজ করেছেন ইমাম আবু মানসুর আলমাতুরীদী রহ.। তিনি তাঁর তাবীলাতুল কুরআন, কিতাবুল মাকালাত, কিতাবুত তাওহীদ ইত্যাকার ওজনদার ও মূল্যবান গ্রন্থাবলির মাধ্যমে সালাফ এবং ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর আসহাবদের আকীদাকে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে এবং যুক্তির নিরিখে

সুন্দররূপে দলীলসমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়কে আমাদের ও সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। হিন্দুস্তান, মা-ওয়ারাউন্নাহার ও রোমের সমস্ত অঞ্চল বরং সমস্ত হানাফী আকীদাগত দিক দিয়ে মাতুরীদী। এটা সুস্পষ্ট যে, আকীদাগত দিক দিয়ে যদিও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের (ইমামদের) মধ্যে মৌলিকভাবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইখতেলাফ নেই।[৩৪৭]তবুও ইমাম মাতুরীদী রহ.-এর সংকলিত আকীদা এ দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে, এ আকীদার সংকলন ফালসাফার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং এর ভিত্তি নিরেট কিতাব ও সুন্নাহের উপর। মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ.—যিনি ইলমে আকীদা ও ইলমুল কালামে ইমাম ও মুজতাহিদ পর্যায়ে উপনীত—বলেন,

بریں فقیر ظاہر ساختہ اندکہ در خلافیات کلام حق بجانب حنفی است ، تکوین را از صفات حقیقیہ می داند ، ہر چند بظاہر رجوع بقدرت ارادت می نماید ۔ لیکن بدقت نظر ونور فراست معلوم می گردد کہ صفت علیحدۃ است علی ہذا لقیاس ، ودر خلافیات فقہی در اکثر مسائل حق بجانب حنفی است ودر اقل متردد وایں فقیر را در توسط احوال حضرت پیغامبر علیہ وعلی آلہ الصلوت والتسلیمات در واقعہ فرمودہ بودند کہ تو از مجتہدان علم کلامی ، ازاں وقت در ہر مسئلہ از مسائل کلامیہ ایں فقیر را رای خاص است وعلم مخصوص ، در اکثر مسائل خلافیہ کہ ماتریدیہ واشاعرہ در انجا متنازع اند در ابتداء ظہور آن مسئلہ حقیقت بجانب اشاعرہ مفہوم می گردو وچوں بہ نور فراست حدت نظر نمودہ می آید واضح میگر دو کہ حق بجانب ماتریدیہ است۔

'এই অধমের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, ইলমে কালামের ইখতেলাফী

[৩৪৭] দারুল উলূম দেওবন্দের সুদীর্ঘকালের মুহতামিম হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব ছাহেব রহ. আশআরী ও মাতুরীদীদের মধ্যকার ইখতেলাফের ধরন নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে আলোচনার শেষ পর্যায়ে বলেন,

أن القضايا الكلامية يبدو مختلفا فيها شديد الاختلاف بين الأشعرية والماتريدية في بداية الأمر، ولكن الاختلاف يتلاشى مع الوصول إلى النتائج.

'আশআরী ও মাতুরীদীদের মধ্যকার কালামী মাসায়েলের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গিগত পর্যালোচনামূলক আলোচনায় তো বিরাট ইখতেলাফ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উপসংহার বা সমাধানের দিকে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তা নিঃশেষ হয়ে যায়।' ('উলামায়ে দেওবন্দ কা দ্বীনী রুখ আওর মাসলাকী মিযাজ, পৃ. ১৭৩। শায়েখ নূর আলম খলীল আলআমীনী *উলামাউ দেওবন্দ ইত্তেজাহুহুমুদ্দিনী ওয়া মিঝাযুহুমুল মাযহাবী* নামে এটি আরবীতে অনুবাদ করেছন।) –অনুবাদক।

মাসআলাসমূহের মধ্যে হক্ব হানাফীদের পক্ষে। সুতরাং 'তাকবীন'কে আমরা আল্লাহ তাআলার হাকীকী সিফাত মনে করি। যদিও বাহ্যিকভাবে সিফাতে তাকবীন (আল্লাহ পাকের সত্তাবাচক গুণ) কুদরত (শক্তি) ও ইরাদা বা ইচ্ছার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।[৩৪৮]

---

[৩৪৮] **সিফাত সংক্রান্ত আলোচনা :** আল্লাহ তাআলার সত্তা তাঁর গুণাবলি বর্জিত নয়; কেননা গুণই সত্তার মাহাত্ম্য ও পূর্ণতা প্রকাশ করে। আল্লাহ পাকের সাতটি যাতী বা সত্তাগত সিফাত রয়েছে। এগুলো কাদীম বা অনাদি ও অনন্ত। এ সিফাতগুলো আল্লাহ পাকের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। একে 'সিফাতে লাযিমাহ'ও বলা হয়। আল্লাহ পাকের সেই সিফাতে যাতী বা সত্তাবাচক গুণাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

এক. হায়াত বা জীবন। যার হায়াত নেই তিনি তো অস্তিত্বহীন। **দুই.** ইলম। (ইলম না থাকলে তিনি তো অজ্ঞ।) **তিন.** শ্রবণ। (শ্রবণ শক্তি না থাকলে তিনি তো বধির হবেন।) **চার.** বাসার বা দর্শন। (দৃষ্টিশক্তি না থাকলে তিনি তো অন্ধ।) **পাঁচ.** ইরাদা বা ইচ্ছা। (ইচ্ছা শক্তি না থাকলে সে তো মূর্তি।) **ছয়.** কুদরত বা ক্ষমতা। (যিনি ক্ষমতাবান নন, তিনি অক্ষম।) **সাত.** কালাম বা কথা। (মুতাকাল্লিম এর বিপরীত হলো বোবা।) আমাদের আলোচিত এই সাত সিফাতে মাআনির প্রত্যেকটির বিপরীত অর্থ আল্লাহ পাকের উলূহিয়াতের শানের পরিপন্থী। এজন্য সাত মা'নবী সিফাত ইলাহ সত্তার জন্য আবশ্যক। এই সিফাতগুলো সিফাতে যাতী ও কদীম। যেমন : হায়ওয়ানিয়াত ও নাতিকিয়্যাত (প্রাণসত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও বাক্শক্তি) মানুষের আবশ্যকীয় সত্তা।

বাকি থাকলো অষ্টম সিফাত, সিফাতে তাকবীন নিয়ে আলোচনা। তাকবীন শব্দের অর্থ তাখলীক বা সৃষ্টি। (সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগত পরিচালনা সংক্রান্ত আদেশ-নির্দেশকে আমরে তাকবীনী বলা হয়।) এই সিফাত কী সিফাতে যাতী বা হাকীকি নাকি সিফাতে ফেলী? এর জবাব হলো, এটি দু-মুখী সিফাত। অর্থাৎ এই সিফাতের দুটি দিক রয়েছে। এই সিফাতের যে দিকটি আল্লাহ পাকের সাথে সম্পৃক্ত সেটি কদীম। আর মাখলুকের সাথে সম্পৃক্ত দিকটি হলো, হাদেস বা সৃষ্ট। অন্যান্য সিফাতে ফেলী সম্পর্কেও একই কথা। যেমন আল্লাহ পাকের রাযযাক বা রিযিকদাতা হওয়া সিফাতে ফেলী। এর যে দিকটি আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত সেটি কদীম। আল্লাহ তাআলা রিযিক গ্রহণকারীদের অস্তিত্বের পূর্বেও রাযযাক ছিলেন। তবে রিযিক গ্রহণকারীর সাথে আল্লাহ্ তাআলার সম্পর্কটা হাদেস ও নতুন। এজন্য রিযিক পৌঁছানোটা হাদেস। এর নযীর ও দৃষ্টান্ত হলো তাকদীর। তাকদীরের যে দিকটি আল্লাহপাকের সাথে সম্পৃক্ত সেটি মুবরাম বা অকাট্য। কেননা তা আল্লাহ তাআলার ব্যাপক ইলমের শামিল ও অন্তর্ভুক্ত। আর যে দিকটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত সেটি হলো মুআল্লাক (পরিবর্তনযোগ্য)। কেননা তা বান্দার অজানার অন্তর্ভুক্ত। আর খোদ তাকদীরটা আযালী। অনুরূপভাবে সিফাতে তাকবীনও আযালী (চিরন্তন ও অবিনশ্বর)। কেননা مكوِّن হলেন আযালী। আর مكوَّن হলো হাদেস বা সৃষ্ট। ইমাম বুখারী রহ. এই মূল ব্যাপারটিকে এভাবে তুলে ধরেছেন :

باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق : وهو فعل الرب تبارك وتعالى

وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه وهو الخالق المكون غير مخلوق وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق.

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. ফয়জুল বারী কিতাবে বলেন,

واعلم أن المصنِّفَ أشار في تلك الترجمة إلى أمرين: الأوَّل إلى إثبات صفة التكوين، القائل بها علماؤنا المَاتُرِيدِيَّة، حتى صرَّح به الحافظ مع أنه ممكن، لا يُرْجَى منه أن يتكلَّمَ بكلمةٍ يكون فيها نفعٌ للحنفية. وأنْكَرَهَا الأشاعرةُ.

পক্ষান্তরে আশআরী মতাদর্শীগণ সিফাতে তাকবীনকে স্বতন্ত্র সিফাত হিসেবে মানেন না। তাকবীন সিফাতের অধীনের বিষয়গুলোকে তারা আল্লাহ পাকের সিফাতে কুদরত ও সিফাতে ইরাদার অধীনে সাব্যস্ত করেন।

নোট : ১। সিফাতে যাতী : আমাদের আলোচিত প্রথম সাতটি সিফাতকে সিফাতে যাতী বা সত্তাবাচক গুণাবলি বলা হয়; যার বিপরীতটা আল্লাহ্ তাআলার জন্য অসম্ভব বলে প্রমাণিত। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সর্বদা এসব গুণে গুণান্বিত থাকেন। এবং এগুলোর বিপরীত গুণাবলি থেকে পবিত্র।

২। সিফাতে ফেলী : এমন সিফাত, যা লাযেমে যাত নয়; বরং যাতের কামালাতের উপর দালালাত করে এবং এর বিপরীত অর্থের সাথে আল্লাহ পাকের যাতের মুত্তাসিফ বা গুণান্বিত করা জায়েজ আছে। যেমন : الرحمة ও الرأفة এর বিপরীত হলো : السخط والغضب। আরেকটু সহজ করে বললে, সিফাতে ফেলী আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহর যখন ইচ্ছা হয় তা সম্পাদন করেন, আর ইচ্ছা না হলে তা সম্পাদন করেন না। সিফাতে ফেলীকে 'সিফাতে ইখতিয়ারিয়া'ও বলা হয়। ইমাম আবু হানীফা রহ. সিফাতে যাতী ও সিফাতে ফেলীর হুকুমের মাঝে পার্থক্য করেন না। সবটাই তাঁর মতে কদীম। সালাফরাও এমনটি মনে করতেন। সারকথা, ইমাম আযম রহ. ও মাতুরীদীদের মতে সিফাতে আযালী আটটি। এর মধ্যে একটি তথা সিফাতে তাকবীনের অধীনে সমস্ত সিফাতে ফেলী শামিল রয়েছে। অন্যভাবে বললে অষ্টম নম্বরের অধীনের সিফাতগুলোকে সিফাতে ফেলী বা কর্মবাচক গুণাবলী বলা হয়। যার বিপরীতটাও আল্লাহ তাআলার জন্য প্রমাণিত। যেমন : আল্লাহ্ তাআলা এক সময় কাউকে মৃত্যু দেন আবার কাউকে মৃত্যু দেন না। কিন্তু সিফাতে যাতি ও সিফাতে ফেলী উভয়টাই কদীম।

খোলাছা কথা হলো, আশআরীদের মতে আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলি ও কর্মগত গুণাবলির মধ্যে তফাত করা হয়। সত্তাগত গুণ কদিম ও অবিনশ্বর, কিন্তু কর্মগত গুণ তা নয়। মাতুরীদীদের নিকট আল্লাহর সমস্ত সিফাতই কদিম ও অবিনশ্বর।

(ড. আইয়ূব আলী লিখিত 'আকীদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমাম মাতুরীদী', পৃ. ৩৮০, ৩৮১, তুহফাতুল কারী ১২/২৯৭, ২৯৮; রহমাতুল্লাহিল ওয়াসেআ ১/৬৫৪, আনওয়ারুল বারী ১১/১১২)

সিফাতে তাকবীন যে স্বতন্ত্র সিফাত সে বিষয়ে ড. আইয়ূব আলী তাঁর 'আকীদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমাম মাতুরীদী' কিতাবে (পৃ. ৩৮২ ,৩৮১) সুন্দর দালিলিক আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ তা দেখে নিতে পারেন। (অনুবাদক)

> কিন্তু (দালিলিক ভিত্তির পাশাপাশি) সূক্ষ্মদৃষ্টি ও ফিরাসাতের নূর দ্বারা জানা যায় যে, 'তাকবীন' স্বতন্ত্র সিফাত। কালাম সংক্রান্ত অন্যান্য মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে একই কথা। ফিকহী ইখতেলাফের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মাসআলায় হক হানাফীদের পক্ষেই। তবে খুব কম মাসআলা এমন রয়েছে যেখানে অন্যপক্ষের হক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৩৪৯]

এই অধমকে রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ 'হালত'-এ প্রকৃত অর্থেই বলেছেন, তুমি ইলমুল কালামের মুজতাহিদদের অন্তর্ভুক্ত। সে সময় থেকে ইলমুল কালামের সব মাসআলায় অধমের একটি বিশেষ অভিমত এবং বিশেষ ইলম আছে। মাতুরীদী ও আশআরীদের মধ্যকার ইখতেলাফী মাসআলাসমূহের অধিকাংশ হলো এমন যেখানে প্রাথমিক আলোচনায় তো হক ও অগ্রগণ্যতা আশআরীদের পক্ষে বলে অনুমিত হয়। কিন্তু যখন ফিরাসাতের নূর দ্বারা গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন সুস্পষ্ট হয় যে, হক্ব ও অগ্রগণ্যতা মাতুরীদীদের পক্ষে।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ. আরও বলেন,

در جمیع مسائل خلافیہ کلامیہ رای ایں فقیر موافق رائ علماء ماتریدیہ است والحق کہ ایں بزرگوار ان را بواسطہ متابعت سنت سنیہ علی صاحبہا الصلوۃ والسلام والتحیہ شان عظیم است کہ مخالفان ایشان را بواسطہ خلط فلسفیات آن شان میسر نیست اگرچہ ہر دو فریق از اہل حق اند۔

> 'ইলমে কালামের সব ইখতেলাফপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে এই অধমের রায় মাতুরীদী আলেমদের পক্ষে।'

ودرمیان علماء اہل سنت طریق اصحاب شیخ الاسلام شیخ ابو منصور ماتریدی چہ زیبا است کہ اقتصار بہ مقاصد فرمودہ اند واعراض از تدقیات فلسفہ کردہ۔ طریق نظر و استدلال بطریق فلسفی درمیان علماء اہل سنت و جماعت از شیخ ابو الحسن اشعری

---

[৩৪৯] كل مجتهد مصيب প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক। কথাটির অর্থ হলো, ইজতিহাদ কর্ম ও প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষেত্রে সঠিক। যে কারণে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দুই সওয়াবের অধিকারী, আর ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে এক সওয়াবের অধিকারী হবেন। তবে ইজতেহাদের নতীজা ও ফলাফলের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট সঠিক কেবল একজনই। (অনুবাদক)

ناشی شده است، وخواستہ کہ معتقدات اہل سنت را باستدلال فلسفی تمام سازد واین دشوار است ودلیر ساختن است بر طعن اکابر دین وگزاشتن است طریق سلف را ثبتنا اللہ سبحانہ علی متابعتہ آرا اہل الحق المقتبسۃ من انوار النبوۃ علی صاحبہا الصلوۃ والتسلیمات اتمہا واکملہا۔

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলেমদের মধ্যে শাইখুল ইসলাম শায়েখ আবু মানসূর মাতুরীদী রহ.-এর শাগরিদবৃন্দের কর্মপদ্ধতি খুবই সুন্দর! তাঁরা কেবল উদ্দেশ্যাবলির উপর ক্ষান্ত থাকেন। ফালসাফাগত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে যান না। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদের মধ্যে ফালসাফার পদ্ধতিতে আলোচনা পর্যালোচনা ও ইস্তেম্বাতের পদ্ধতি শায়েখ আবুল হাসান আশআরী রহ. শুরু করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদাসমূহকে ফালসাফা পদ্ধতির ইস্তেদলাল দ্বারা পূর্ণ করা। এটা কঠিন ব্যাপার...। আল্লাহ তাআলা আহলে হকের মতামত ও চিন্তাধারার উপর—যা নবুওয়াতী নূর থেকে বিকরিত—আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন।'

ফিকহে হানাফী সম্পর্কে মুজাদ্দিদ আলফেসানী রহ. বলেন,

بے شائبہ تکلف وتعصب گفتہ می شود کہ نورانیات ایں مذہب حنفی بنظر کشفی در رنگ دریائے عظیم می نماید وسائر مذاہب در رنگ حیاض وجداول بنظر می در آیند وبظاہر ہم کہ ملاحظہ نمودہ می آید سواد اعظم از اہل اسلام متابعان ابی حنیفہ اند علیہم الرضوان،

وایں مذہب باوجود کثرت متبعان اصول و فروع از سائر مذاہب متمیز است ودر استنباط طریق علیحدہ دارد، وایں مبنی از حقیقت است۔

'কোনো রকমের কৃত্রিমতা ও আসাবিয়্যাতের সন্দেহ ছাড়াই এ কথা বলা যায় যে, কাশফের[৩৫০] মাধ্যমে এই হানাফী মাযহাবের নূরানিয়াত

[৩৫০] আল্লাহর ওলীগণ জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় যেসব ভেদের কথা জানতে পারেন বা চর্মচক্ষুর অগোচরের জিনিসকে দিলের চোখে দেখতে পারেন, তাকে বলা হয় কাশফ ও ইলহাম। তবে ওলীদের কাশফ ও ইলহামের দ্বারা কোনো আমল প্রমাণিত হয় না। অর্থাৎ তা হুজ্জত ও দলিলরূপে বিবেচ্য নয়। কাশফ ও ইলহাম গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো তা শরীয়ত মোতাবেক হওয়া। শরীয়ত মোতাবেক না হলে তা গ্রহণযোগ্য

একটি বড় সমুদ্রের মতো অনুভূত হয়। আর অন্যান্য মাযহাব হাউজ ও নহরের মতো মনে হয়। বাহ্যিক ও বাস্তবতার আলোকেও দেখা যায় যে, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ—আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রাজি-খুশি থাকুক—ইমাম আবু হানীফার অনুসারী। এ মাযহাবের অনুসারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও উসূল ও ফুরু (মূলনীতিগত ও শাখা-প্রশাখাগত)-এর ক্ষেত্রে তা অন্যান্য মাযহাবের বিবেচনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। ইজতিহাদ ও ইস্তেম্বাতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতির ধারক-বাহক। এ ব্যাপারটিও তা হক ও হক্কানিয়াত হওয়ার বার্তা প্রদান করে।'

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ফুয়ুযুল হারামাইন কিতাবে লেখেন,

عرفني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في المذهب الحنفي طريقة أنيقة هي أوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونقحت في زمان البخاري وأصحابه.

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে (কাশফের মাধ্যমে) অবহিত করেছেন যে, হানাফী মাযহাবে একটি সুন্দর ও চমৎকার তরীকা (রীতি, পথ ও পদ্ধতি) রয়েছে। যে রীতি ও পদ্ধতি প্রসিদ্ধ সুন্নাতের সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।...

হানাফী মাযহাবের হক ও হক্কানিয়াতের আরেকটি কারণ এটাও যে, যখন থেকে এ মাযহাবের প্রচার-প্রসার ঘটেছে মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ জায়গায় জিহাদের পতাকা তাদের হাতেই ছিল। কনস্টান্টিনোপল বিজেতা সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ ছিলেন হানাফী (আবার মাতুরীদীও)। [৩৫১] হিন্দুস্তান

নয়। (অনুবাদক)

[৩৫১] হযরত বিশর বিন সুহাইম রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

"لتُفتحَن القُسطَنطينيةَ، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش".

'অবশ্যই তোমরা কুস্তনতুনিয়্যাহ জয় করবে। তো কতইনা উত্তম সেই আমীর এবং কত-না উত্তম সেই বাহিনী! (মুসনাদে আহমদ : 18957)

উসমানী সালতানাতের অষ্টম সুলতান মুহাম্মাদ-এর হাতেই আল্লাহ তাআলা এ বিজয় সম্পন্ন করেন। কনস্টান্টিনোপল জয় করার সুবাদেই তিনি 'আলফাতিহ'-এর মর্যাদাপূর্ণ

বিজেতাও ছিলেন হানাফী । এ মাযহাবের-ই মাধ্যমে কম-বেশ এক হাজার বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে ইসলামী নেযাম ও বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ফুয়ুযুল হারামাইন কিতাবের একেবারে পরিশেষে হক মিল্লাত ও হক মাযহাবের একটি পরিচয় এটাও লিখেছেন যে,

بأن يكون حفظة المذهب هم القائمون بالذب عن الملة أو يكون شعارهم في قطر من الأقطار هو الفارق بين الحق والباطل. (ص ٣٠١،٤٠١)

> 'এই মাযহাবের রক্ষক ও পাহারাদাররাই মিল্লাতে ইসলামের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে গেছেন। কিংবা রাজ্যের দিগ্-দিগন্তে হক ও বাতিলের পার্থক্য করাই এঁদের শিআর ও প্রতীক।'

এশিয়া মহাদেশের পূর্ণ ইতিহাস পাঠ করে দেখুন, ইসলামী শান-শওকত ও কর্তৃত্বের ঝাণ্ডাধারী আপনি হানাফীদেরকেই খুঁজে পাবেন। বারো শ বছর ধরে এ মহাদেশে জিহাদী ঝাণ্ডা তাঁদের হাতেই রয়েছে। তাঁরাই দ্বীনে হকের ও মুসলিম মিল্লাতের রক্ষক ও পাহারাদার হিসেবে রয়েছেন। বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশে, রোম ও মা-ওয়ারাউন নাহারের সর্বত্র কুফরের সাথে যুদ্ধ করা তাদের শিআর ও প্রতীক। অনারব কাফেরদের মোকাবেলায় সর্বাগ্রে তাঁরাই সবসময় বুক টান করে দাঁড়িয়েছেন। হক ও বাতিলের প্রতিটি যুদ্ধে সবখানেই তাঁরা হক ও সত্যের প্রতীক ও ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন।

পরকালীন মুক্তির তৃতীয় শর্ত—ইখলাস : পরকালীন চিরস্থায়ী মুক্তির জন্য তৃতীয় বিষয় ও শর্ত হলো ইখলাস, (কোনো কাজে নফসকে দখল না দেওয়া) যা ইলম ও আমলের জন্য রূহ ও মূলচালিকা শক্তির মতো। এটি অর্জন করা সুলূক ও তাসাওউফের সাথে সম্পর্কিত।

উপমহাদেশে পীর-বুযুর্গদের আগমন এবং তাসাওউফের বিভিন্ন সিলসিলার খেদমত

আলহামদুলিল্লাহ! গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক পাক-ভারতের এ

উপাধি লাভ করেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে, নবীজীর এ হাদীসে পরোক্ষভাবে হানাফিয়্যাত ও মাতুরীদিয়্যার হক্কানিয়াতের পক্ষেরও সুসংবাদ রয়েছে। (অনুবাদক)

ভূমি শুরু থেকেই—যখন থেকে ইসলামের বীর মুজাহিদরা এ দিকে অভিযাত্রা করেন—নির্মল চরিত্রের আধ্যাত্মিক বুযুর্গ ও অকুতোভয় ওলী দরবেশদের আগমনে ধন্য হতে থাকে। গজনি যুগে (৯৭৭-১১৮৬ ঈ.) এসকল রাহবার বুযুর্গদের এরূপ আনাগোনা ছিল যে, একদিকে খোরাসান থেকে লাহোরে আগত ফকীহ ও যাহেদ হযরত হুসাইন যানজানী রহ.-[৩৫২] এর জানাজা (শবদেহ) লাহোর থেকে বের হচ্ছিল। অপরদিকে ইসলাম প্রচারের গভীর উদ্দেশ্যে গজনি থেকে তাসাওউফের বিখ্যাত কিতাব কাশফুল মাহযুব[৩৫৩] প্রণেতা হযরত আলী হুজবিরী (যিনি হযরত দাতাগঞ্জ বখশ [ওফাত : ১০৭২ ঈ] নামে পরিচিত)-এর শুভ আগমন ঘটেছিল।[৩৫৪]

পর্যালোচনা :

গজনি যুগে (৯৭৭-১১৮৬ ঈ.) পাঞ্জাবের যে শহর ইলমী ও তামাদ্দুনী দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি উন্নতি সাধন করেছিল সেটি হলো লাহোর। উপরে কেবল তাসাওউফের আধ্যাত্মিক রাহবারদের আনাগোনার কথা বলা হয়েছে। সেখানকার ইলমী অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কে পাঠকদেরকে একটু ধারনা দিচ্ছি। ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ যখন বাহরুল আনসাব কিতাব লেখা শুরু করেন তখন তিনি সেখানে নসবের মত বিষয়বস্তুর উপর এক হাজার কিতাব

---

[৩৫২]

حسين الزنجاني: الفقيه الزاهد: فخر الدين حسين الزنجاني اللاهوري.كان من المشايخ المشهورين في العلم والطريقة. أخذ عن الشيخ أبي الفضل محمد بن حسن الختلي وصحبه مدة من الزمان، ثم قدم الهند وسكن بلاهور، ومات بها يوم وفد إليها الشيخ علي بن عثمان الهجويري صاحب "كشف المحجوب"، كما في "فوائد الفؤاد". نزهة الخواطر-١: ٧٦

[৩৫৩] অধ্যাপক নিকলসন গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। (অনুবাদক)

[৩৫৪] শায়েখ হুসাইন যানজানী ও শাইখ আলী হুজবিরী উভয়ে একই শায়েখ (আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আলখুতালী)-এর মুরীদ ছিলেন। এক সময় যামানার কুতুব এ শায়েখ শাগরিদ আলী হুজবিরীকে লাহোরে আসার আদেশ করলে শিষ্য বললেন, হুজুর আমার পীর ভাই শায়েখ হুসাইন যানজানী আপনার নির্দেশক্রমে ভারতে ইসলাম প্রচারে নিযুক্ত রয়েছেন। এ কথা শ্রবণের পরও পীর তাঁকে দ্বিতীয়বার ভারতে আসতে আদেশ করেন। স্বীয় পীরের আদেশক্রমে তিনি যখন ভারত অভিমুখে রওয়ানা হয়ে লাহোরে প্রবেশ করছেন, ঐ দিন লাহোরের রাজপথে স্বীয় পীর ভাই শায়েখ হুসাইন যানজানীর জানাযার শোভাযাত্রা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। ফলে পী-রের নির্দেশের মধ্যে কী রহস্য ছিল তা তার কাছে প্রকাশিত হয়ে যায়। (ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ পৃ. ৩৫, বরাতে খলীক আহমদ নিযামী লিখিত হায়াতে শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী, পৃ. ১০) –অনুবাদক।

পেয়ে যান। (তারীখে ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ, পৃ. ৩০ বরাতে খলীক আহমদ নিযামী লিখিত হায়াতে শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, পৃ. ১১)—অনুবাদক]

ঘুরীদের শাসনামলে কুব্বাতুল ইসলাম দিল্লী যখন এখানকার মুসলমানদের শাসনের রাজধানী হল তখন সেসব বুযুর্গ ও হযরতদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেতে লাগল। সোহরাওয়ার্দিয়া তরীকার মাশায়েখ, ফেরদাওসী তরীকার মাশায়েখ, কাদরিয়া ও চিশতিয়া তরীকার হযরত ও বুযুর্গগণ সকলের আগমন একই সূত্রে গাঁথা ও একই ছকে বাঁধা ছিল। কাশ্মীর বিজিত হল, তো হামাদানিয়া তরীকার বর্ষীয়ান মাশায়েখগণের সেখানে আগমন ঘটল। ইতিহাসে দীর্ঘ ছায়া বিস্তারকারী বড় মাপের এসব বুযুর্গদের আগমনে ইখলাসের নূর চমকে উঠলো। (তাঁদের আদর্শের মহিমা দেখে এবং তাঁদের নিষ্কলুষ ব্যক্তিত্বের অদ্ভুত প্রভাবে) উগ্র, কট্টর ও সংরক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে ইসলামের জ্যোতি বিকশিত হল। হিন্দুস্তানের মতো ভূখণ্ডে—যেখানকার বাসিন্দারা নিজেদেরকে পবিত্র আর অন্যদেরকে অপবিত্র মনে করতো।[৩৫৫] যাদের কাছে অন্যদের ধর্ম ও মতাদর্শ গ্রহণ করা তো দূরের কথা, তাদের হাত স্পর্শ করাও মনোঃপুত ও রুচিসিদ্ধ ছিল না। বরং তাদের ছায়া থেকে দূরে থাকাও জরুরী মনে করা হত।[৩৫৬] এসব লোকই ধীরে ধীরে জ্ঞাতিবিরোধে বিরক্ত হয়ে নয়, বরং দ্বীনের প্রতি আকর্ষিত

---

[৩৫৫] হিন্দুরা অন্য ধর্মের বিশেষ করে মুসলমানদের কীরূপ ঘৃণা করত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্মে এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও তার প্রমাণ লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তার সাহিত্যকর্মে 'যবন' শব্দটি মুসলমানদের ব্যঙ্গাত্মক প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'যবন' শব্দের উৎপত্তি, প্রয়োগ ও ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ড. মো. আমীন লিখিত ওয়েব অভিধান শুদ্ধ *বানান চর্চা* (shubach blogspot.com) –অনুবাদক।

[৩৫৬] এখানে হিন্দুদের প্রচলিত জাত-পাত ব্যবস্থার দিকে, হিন্দু-সমাজের জাতি বর্ণপ্রথা বা ছুঁতমার্গের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হিন্দু-সমাজের ধর্মান্ধতা, ছুঁতমার্গ ও জাতিভেদ একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। কোনো মন্দিরের পাশ দিয়ে কোন অস্পৃশ্য হেঁটে গেলে মন্দির অপবিত্র হলো—এই অপবাদে তাকে পুড়িয়ে মারা হবে—বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা অকল্পনীয়। কিন্তু ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের সংবাদ হামেশা মুদ্রিত হতে দেখা যায়। দলিত, অস্পৃশ্য ও অচ্ছুত—সমাজের এক প্রান্তে তাদের বসতি। এক প্রান্তে তারা কোণঠাসা। হিন্দু সমাজের অন্য মানুষরা এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে দেখে নাক কুঁচকে থাকে। ভালো করে কথা বলে না। একসঙ্গে বসে না, হাঁটে না, গায়ের সঙ্গে গা লাগলে থুতু ফেলে একাকার। হিন্দু সমাজে প্রচলিত এই সামাজিক বিভাজন ব্যবস্থা, এই বিষাক্ত বর্ণদর্শনের ফলেও বহু মানুষ ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে তারা অস্পৃশ্যতার বেড়াজাল পেরিয়ে সবার সঙ্গে একই স্রোতধারায় পথ চলতে শেখে। (অনুবাদক)

হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল।

আল্লাহ্ পাকের বিশেষ ফজল ও করমে আজ [১৪০০ হিজরী] ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যে মুসলমানদের সংখ্যা পঁচিশ কোটিতে উন্নীত হয়েছে[৩৫৭] তা এসব বুযুর্গদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফল ও ফসল এবং তাদেরই ইখলাসের বরকত। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে সোহরাওয়ার্দিয়া, ফেরদাওসিয়া, হামদানিয়া, কাদরিয়া সব সিলসিলার বুযুর্গদেরই মেহনতের বিরাট দখল রয়েছে। কিন্তু এটিও প্রবলভাবে সত্য ও বাস্তব যে, সাধনমার্গের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এসব আধ্যাত্মিক বুযুর্গদের বরকত বিশেষ বিশেষ এলাকা ও অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। মুলতান অঞ্চলে সোহরাওয়ার্দী তরীকার প্রভাব ছিল। (মুলতানের পর পশ্চিম-পাঞ্জাবে ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় কেন্দ্র) 'উচ্' এলাকায় কাদরিয়া তরীকার, দিল্লী ও বিহারের আশে-পাশে ফেরদাওসী তরীকার এবং কাশ্মীর অঞ্চলে হামাদানী তরীকার।[৩৫৮] কিন্তু পুরা উপমহাদেশ তো বটেই শুধু দিল্লীতেই ব্যাপকভাবে যেসকল বুযুর্গ রাহবারি ও নেতৃত্ব দান করেছেন তাঁরা হলেন চিশতিয়া তরীকার বুযুর্গগণ। পরবর্তীতে মোঘলদের শাসনামলে তদস্থলে নকশাবন্দিয়া তরীকার আকাবিরগণই সূফী কাফেলার সিপাহসালাররূপে বরিত হন।[৩৫৯] যাঁদের প্রভাব এ উপমহাদেশের

---

[৩৫৭] **ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে মোট মুসলিম জনসংখ্যার একটি পরিসংখ্যান (২০২১ ঈ. সনের হিসাব অনুযায়ী)** : ১. ভারত (২০০,০০০,০০০) ২. পাকিস্তান (২১২,৩০০,০০০) ৩. বাংলাদেশ (১৫৩, ৭০০,০০০) সব মিলিয়ে এ তিন দেশে মোট মুসলিম জনসংখ্যা দাঁড়ায় ছাপ্পান্ন কোটি ষাট লক্ষ। –অনুবাদক।

[৩৫৮] কাশ্মীরে মুসলমানদের আগমনের ধারাবাহিকতা সাত শ হিজরীর দিকে শুরু হয়। কাশ্মীরে ইসলাম প্রচারে শাহ মিরযা খোরাসানী, সোহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার বুযুর্গ হযরত সাইয়েদ শরফুদ্দীন বুলবুল শাহ (ওফাত : ৭২৭ হি.) প্রমুখের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে কাশ্মীরে ইসলাম প্রচার ও বিস্তারে সাইয়েদ আলী হামদানী (৭১৪ হি.-৭৮৬ হি.) ও তাঁর পুত্র মীর মুহাম্মাদ হামদানী (ওফাত : ৭৯৯ হি.)-এর ভূমিকাই ছিল প্রধান। ৭৮১ হিজরীতে সাত শ সাদাতসহ তিনি কাশ্মীরে আসেন। তাঁর দাওয়াতে ৩৭ হাজার কাশ্মীরী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সোহরাওয়ার্দিয়া তরীকার একটি উপতরীকা কুববারিয়া তরীকার সাথে প্রধানত সাইয়েদ আলী হামদানীর সম্পর্ক ছিল। পিতার ইন্তেকালের পর মীর মুহাম্মাদ হামদানী ও তাঁর সাথিবর্গ ২২ বছর যাবৎ কাশ্মীরে দ্বীন প্রচারের কাজ করেন। **এঁরা সকলেই ছিলেন হানাফী**। (ফিরকায়ে আহলে হাদীস পাক ও হিন্দ্ কী তারীখ, পৃ. ১৩, তারীখে ফেরেশতা ৪/৬৯১॥)—অনুবাদক।

[৩৫৯] খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে হিন্দুস্তানে আগত সূফী-সাধকগণের মধ্যে কেবল উত্তর ভারতে চিশতিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া তরীকার সাধকরাই এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং সমগ্র ভারতজুড়ে এই দুই তরীকার বহুল প্রচার হয়। পরবর্তীকালে কাদরিয়া আরও পরে নকশাবন্দিয়া

সীমানা ও গণ্ডি পেরিয়ে রোম, আরব ও মা-ওয়ারা উন নাহার পর্যন্ত পৌঁছেছে। মুসলিম বিশ্বের এক বিরাট অংশ তাঁদের নূরের বিভায় বিভাবিত হয়েছিল। (অর্থাৎ সূফী সাধনমার্গের অনুশীলনে তাঁরা নকশাবন্দীয়া শাখায় দীক্ষিত ছিলেন।) হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রহ. একেবারে যুৎসই মন্তব্য করেছেন, তিনি বলেন,

تخم از بخارا و سمرقند آورده در زمین ہند کہ مایہ اش از خاک یثرب وبطحا است کشتند وبآب فضل سالہا آن را و سیراب داشتند وبربیت احسان آنرا مربے ساختند، چون آن کشت وکار بکمال رسید ایں علوم ومعارف ثمرات بخشید۔

'(এখানকার বুযুর্গরা) বুখারা ও সমরকন্দ থেকে বীজ গ্রহণ করে হিন্দুস্তানের ভূখণ্ডে—যার মূল হলো ইয়াসরিব ও বাতহার মাটি—তা বপন করেছেন। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের বারি সিঞ্চন করেছেন। ইখলাসের তরবিয়াতে তা প্রতিপালন করেছেন। এরপর যখন এ খেত বাড়তে বাড়তে নিজের পূর্ণতায় পৌঁছেছে (পুষ্টি সংগ্রহ করে সতেজ সুঠাম হয়ে ওঠেছে) তখন এসব উলূম ও মাআরেফ (যথাসময়ে) ফল দিতে লাগল।'[৩৬০]

মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ.-এর সাহেবজাদা হযরত খাজা মুহাম্মাদ মাসূম রহ. এ হাকীকত ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন নিম্নোক্ত শব্দে :

مخدومادر ہندوستان ہم ولایت میسرست ...امروز در ہندوستان آی میسرست کہ در اکثر جانیست، از کثرت فیوض وواردات رشک بقاع وبلاداست، واز مزج صحابت و ملاحت وشباہت تام بتربت یثرب وبطحا در حسن ولطافت دارداز انوار وبرکات آن بیش از بیش امیدوارست

'আমাদের হিন্দুস্তানেও বিলায়েতের মাকাম অর্জন করা সহজ।

সূফীমতের প্রভাবও এ দেশে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। (অনুবাদক)

[৩৬০] অর্থাৎ গাছ যেমন মূল দিয়ে, পাতা দিয়ে, মাটি, জল, সূর্যালোক থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে সতেজ সুঠাম হয়ে ওঠে, যথাসময়ে ফল দিতে থাকে। ঠিক গাছের বিকাশের মতোই এতদঞ্চলের বুযুর্গগণ বুখারা সমরকন্দ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে উপমহাদেশের মানুষদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে বিকশিত করে তুলেছেন। বুখারা সমরকন্দ হলো হিন্দুস্তানের সূফী ধারার মূল উৎস। তাই তো আমরা দেখি, যুগ যুগ ধরে অবদমিত ইতিহাসের উষ্ণ নিশ্বাসের মতো এখান থেকে আল্লাহ পাকের মুহাব্বতের আগুন সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। (অনুবাদক)

আজকাল হিন্দুস্তানে সেসব জিনিস সহজ, যা অধিকাংশ জায়গায় সহজ নয়। এটি ফুয়ূজ ও ওযীফার আধিক্যে অন্যান্য দেশের জন্য ঈর্ষার কারণ। এদেশ সৌন্দর্য ও লাবণ্যময়তার যৌথ সংমিশ্রণের বদৌলতে ইয়াসরিব ও বাতহার (মক্কা-মদীনার) মাটির সাথে সৌন্দর্য ও উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য রাখে। বান্দা তার আনওয়ার (জ্যোতিরাশি) ও বরকতের অধিক আশাবাদী।'

মুসলিম উম্মাহর এক মহাসিদ্ধান্তসূচক পথনির্দেশনা : দারুল উলূম দেওবন্দ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট ও তার উজ্জ্বল কীর্তি

এই হলো ভূ-স্বর্গ হিন্দুস্তানে ইসলামের বাতি প্রজ্বলিত হওয়ার সংক্ষিপ্ত আলোকিত ইতিহাস। তবে এ মহাদেশের উপর দিয়ে দু'টি অভিশপ্ত কাল এমন অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যখন শঙ্কা ছিল, ইসলামের এ প্রজ্বলিত বাতি—যা মুজাহিদ ও গাজীরা নিজেদের তাজা রক্ত দিয়ে এবং সূফী ও বুযুর্গরা আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নূরানিয়াতের মাধ্যমে তখনো পর্যন্ত আলোকিত রেখেছিলেন—দুশমনদের চক্রান্তে এ ভূখণ্ডে চিরদিনের জন্য নিভে না যায়।

একটি হলো আকবরী যুগের ভয়াবহ ইরতেদাদ ও ধর্মদ্রোহিতার ফেতনা। যার কু-প্রভাবকে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ. তাঁর বাতিনী তরবিয়াত[৩৬১] এবং শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. (৯৫৮ হি.-১০৫২ হি.) তাঁর ইলমী গবেষণা, লেখনী ও কিতাব-পত্র রচনা করার মাধ্যমে প্রতিহত করেছেন।[৩৬২] তাঁদের উভয়ের মাধ্যমেই এ ফেতনার বিপুল প্রসারী পরিবর্তন

[৩৬১] হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী রহ.-এর শায়েখ হলেন হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ রহ.। 'নকশাবন্দীয়া মুজাদ্দেদিয়া' তরীকাটি পাক-ভারত উপমহাদেশে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচারিত একটি তরীকা। এটি মূলত নকশাবন্দীয়া থেকে উদ্ভূত একটি উপতরীকা। হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী রহ. হলেন এ সূফী মতের প্রবক্তা। এ আধ্যাত্মিক কর্মধারার মাধ্যমেই তিনি মহাশক্তিধর মোঘল সালতানাতের মধ্যে নীরব বিপ্লব সৃষ্টি করেন এবং ক্ষমতাসীন বাদশাহ আকবরের কল্পনা ও স্বপ্নকে ছত্রখান করে দেন। তিনি আকবরের উপর এরপর আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীরের উপরও মেহনত করেছিলেন। যার চূড়ান্ত সুফল দেখা গিয়েছিল জাহাঙ্গীরের বংশধর বাদশাহ আলমগীরের মাধ্যমে। মুজাদ্দিদ রহ.-এর মেহনতের বদৌলতে বাদশাহ আলমগীরের মতো আল্লাহওয়ালা শাসক ভারতবর্ষের ক্ষমতায় এসেছিলেন। —অনুবাদক।

[৩৬২] **শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ও মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ.-এর মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা :** ৯৫৮ হিজরী সনের মুহাররম মাস (১৫৫১ ঈসায়ী সন) ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ মাসে আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. জন্মগ্রহণ করেন।

ঘটেছিল। আকবরের ষড়যন্ত্র-জালের সূক্ষ্মসূত্র ছিন্ন করার সুমহান খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার বদৌলতে এ দুজনকে আল্লাহ তাআলা আমাদের ও সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আরেকটি কাল ও পর্ব হলো, ইংরেজদের অভিশপ্ত যুগ। বিশেষ করে ১২৭৩ হিজরীর বিরাট দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মহাবিপর্যয়কর বিষাদময় ঘটনা[৩৬৩] যাতে

আর এ মাসেই আবুল ফজল ইসলামের শিআর ও প্রতীক অবমাননার হীন কাজে লিপ্ত হয় এবং তার দ্বারা আকবরের নব সৃষ্ট ধর্ম দ্বীনে ইলাহীর মিশন চাঙ্গা হয়। হিন্দুস্তানের শিক্ষাপর্ব শেষ করার পর আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তিন বছর হিজাযে অবস্থান করেন। হাদীসের উচ্চতর শিক্ষা ও ইজাযত লাভ করে হিজরী এক হাজার সনে তিনি হিজায থেকে হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন। তাজদীদে উলূমে ইসলামী ও আকবরী ফেতনা প্রতিরোধকল্পে তিনি গড়ে তোলেন 'দারুল উলূম' নামে দ্বীনী বিদ্যাপীঠ। আজীবন এখানেই তিনি কুরআন ও হাদীসের দরস দানে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ৯৪ বছর হায়াত পেয়েছিলেন। তাসনীফ ও রচনাকার্যে তিনি সমগ্র জীবন ব্যয় করেন। প্রায় সব ইলম ও ফনেই তিনি কিতাব লিখেছেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলির সংখ্যা ৬০। এ সংখ্যায় যদি বিভিন্ন মাকতুবাত ও পত্রাবলি যুক্ত করা হয় তাহলে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৬টি। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো : ১। আখবারুল আখয়ার ফী আহওয়ালিল আবরার, ২। মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আশি-আতুল লুমআত, ৩। তাকমীলুল ঈমান ওয়া তাকবিয়াতুল ঈকান (আকীদা বিষয়ক), ৪। মাদারিজুন নবুওয়্যাহ, প্রমুখ। *ইলমে হাদীসের বিষয়ে তাঁর মনোযোগের বিশেষ কারণ হলো তিনি মনে করতেন বিদআত ও গোমরাহীর সয়লাবের মোকাবেলায় যদি কোনো প্রাচীর দাঁড় করানো সম্ভব হয় তাহলে তা হলো ইলমে হাদীস।* শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহ.-এর রচনাবলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ. যেসব গোমরাহীর বিষয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন শায়েখ দেহলভী রহ. সেসব গোমরাহীর খণ্ডনেই কলম চালিয়েছিলেন। দুজনে একই কথা বলেছেন। তবে আন্দাজ ও পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। তাঁর বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ 'মাদারিজুন নবুওয়্যাহ' রচনার প্রেক্ষাপটও ছিল আকবরী ফেতনা প্রতিরোধ করা। (দেখুন, আলীগড় ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক খলীক আহমদ নিযামী লিখিত 'হায়াতে শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী' নামক জীবনী।) —অনুবাদক।

[৩৬৩] এর দ্বারা ১২৭৩/৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৫৭ ঈসায়ী সনে সংঘটিত সিপাহী যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ যুদ্ধের পরে উপমহাদেশের আলেম-উলামাগণ ইতিহাসের সবচেয়ে লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হন। প্রায় অর্ধলক্ষের চেয়ে বেশি আলেম-উলামাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়। দ্বীপান্তর করা হয় হাজার হাজার আলেম-উলামাকে। বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁদের সহায়-সম্পত্তি। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তাঁদের ঘর-বাড়ি। ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর দিল্লীর জামে মসজিদের আঙ্গিনায় একই দিনে তারা ২৭ হাজার মুসলিমকে হত্যা করে। ১৮৫৭ সাল পরবর্তী চিত্রপট সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা লাভ করতে দেখুন—এক. মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী লিখিত ও মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত *আযাদী আন্দোলন ১৮৫৭।* দুই. *মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭* ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত। তিন. মাওলানা জাফর থানেশ্বরী রহ. লিখিত

এদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতার আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়। এই উপমহাদেশ এক অসহিষ্ণু আবহাওয়ার মধ্যে গুমরাতে থাকে। সর্বত্র শুরু হয় মুসলিম ও আলেম-উলামা নিধনের মহোৎসব। ঝাড়ে বংশে উৎখাত করার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। এদেরই অশুভ শক্তি ও কালো হাতের কারসাজিতে নানা রকমের সুপরিকল্পিত ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইংরেজদের বশংবদ বা অনুগত শ্রেণি—লা-মাযহাবী, ন্যাচারিয়া[৩৬৪] ও কাদিয়ানী ফেতনার জন্ম নিল। বিদআতীরা নানা কাণ্ডকীর্তি করে বেশ আটঘাট বেঁধেই আওয়াম জনসাধারণের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করার প্রয়াস চালাতে থাকে। (বিশেষ করে রেজভীরা ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামী আলেম-সমাজকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে নানা উপায়ে খুঁটিনাটি বিষয়ে অপব্যাখ্যা ও চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে বা বলতে পারেন অসংখ্য ভিত্তিহীন অভিযোগের খসড়া এঁকে দেশবরেণ্য আলেমদের কাফের ফাতওয়া দিতে ব্যস্ত থাকে। তাদের এহেন কর্মকাণ্ড মুসলমানদের জাতীয় জীবনের গন্তব্য অধিকতর ধোঁয়াটে এবং কুয়াশাচ্ছন্ন করে তুলেছিল।)

এভাবে চতুর্দিক দিক দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর সীমাহীন বিপদের দুর্যোগ নেমে আসে। কিন্তু এ উপমহাদেশে ইসলাম বাকি রাখাই ছিল আল্লাহপাকের সিদ্ধান্ত। দিল্লীর এরাবিক কলেজ থেকে দুজন তালিবুল ইলমের অভ্যুদয় ঘটল। একজন হলেন বিদগ্ধ হাদীস-বিশারদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.; আরেকজন হলেন মুতাকাল্লিমে ইসলাম মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী রহ.। এ দুজনকে দিল্লী কলেজের[৩৬৫] সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক

ও আব্দুল্লাহ আল-ফারুক অনূদিত *আন্দামানের দুঃসহ স্মৃতি*। (অনুবাদক)

[৩৬৪] ন্যাচারিয়া ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্যার সৈয়দ আহমদ (ওফাত : ১৩১৫ হি.)। অজস্র কুফরী ও ভ্রষ্ট আকীদা-বিশ্বাসের ধারক-বাহক এ দলটি ইসলামের আসলরূপের বিকৃতি সাধনে কোনো ত্রুটি করেনি। একশ্রেণির আধুনিক শিক্ষিত মানুষকে নিজ ধর্ম, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতি বিদ্বেষী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদের অবদান (!) কম নয়। তার চিন্তাধারা ও মৌলিক বিচ্যুতি সম্পর্কে সামনে কিছু আলোচনা আসছে। (অনুবাদক)

[৩৬৫] **দিল্লীর এরাবিক কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :** দিল্লীর এরাবিক কলেজ সম্পর্কে পাঠকদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া সংগত বলে মনে হচ্ছে। তৎকালীন সময়ে ইসলামী উলূম ও ফুনুন চর্চার ক্ষেত্রে এরাবিক কলেজ ছিল প্রসিদ্ধ। এটাকে প্রথমে মুহাম্মাদ গাজীউদ্দিন খানের মাদরাসা বলা হতো। যা আজমীর শরীফের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। প্রসিদ্ধ আলেমগণ এ মাদরাসায় দরস দিতেন। নবাব গাজীউদ্দিন খান এর ব্যয়ভার বহন করতেন। যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তখন ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে এ প্রতিষ্ঠানকে

মাওলানা মামলুক আলী রহ. (ওফাত : ১২৬০ হি.) ও বিখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ আব্দুল গণী ছাহেব মুজাদ্দেদী রহ. (১২৩৫-১২৯৬ হি.) ইলমী ও জ্ঞানগত তারবিয়াত করেছিলেন।[৩৬৬] আর বাতেনী ও আধ্যাত্মিক তরবিয়াত করেছিলেন

তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। ইংরেজ সরকার একটি বিশেষ পলিসি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এ কলেজকে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়। প্রথম দিকে তাদের এ মতলব ও অভিসন্ধি লুক্কায়িত থাকলেও পরবর্তীকালে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা, বোম্বাই, বেনারস প্রভৃতি স্থানে যেসব স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এসবের পিছনে গভীর উদ্দেশ্য ছিল তাদের চিন্তাধারার একান্ত অনুগত ও প্রশংসাকারী শ্রেণি ও জনগোষ্ঠী তৈরি করা। কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ছিল কেবল হিন্দুদের জন্য। তাই কেবল মুসলমানদের জন্য উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে তারা দিল্লীতে এরাবিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। তারা ইউরোপীয় প্রিন্সিপাল ও স্টাফদের হাতে এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বভার ছেড়ে দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য তারা এমন অধ্যাপক ও শিক্ষক পেল না, যারা হুকুমতের মানশা মোতাবেক কলেজ পরিচালিত করবেন। সর্বপ্রথম আরবীর অধ্যাপক হিসেবে মনোনীত হন শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর শাগরিদ, সূফী ও দরবেশ মাওলানা রশীদুদ্দীন খান রহ.। এরপর মনোনীত হন তাঁরই প্রিয় শাগরিদ মাওলানা মামলুক আলী রহ.। মোল্লা নিজামুদ্দীন সাহালভী প্রণীত দরসে নিজামী নেসাবের শিক্ষিত এ মহাপুরুষ যদিও ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন; কিন্তু ইংরেজরা মুসলমানদের প্রতি যে বর্বরোচিত জুলুম করেছিল এবং ইসলামকে মিটিয়ে খ্রিষ্টবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল সে কারণে তিনি ইংরেজদের তীব্র ঘৃণা করতেন। তাঁর এ ঈমানী ঘৃণা এ পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যায় যে, তিনি তাদেরকে শারীরিকভাবে নাপাক মনে করতেন। এ সম্পর্কে চমকপ্রদ ঘটনাও ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এটা এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, এ এরাবিক কলেজ থেকে মাওলানা মামলুক আলী রহ.-এর শাগরিদবৃন্দের মধ্য থেকে একদিকে যেমন হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ., হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ., মাওলানা মুহাম্মাদ মুনীর নানুতবী রহ. ও মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. (মাওলানা মামলুক আলীর সুযোগ্য পুত্র। যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম সদর মুদাররিস মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯ বছর তিনি এ খেদমত আঞ্জাম দেন।)-এর মতো ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছেন, তদ্রুপ এ কলেজ থেকে মাওলানা মামলুক আলী রহ.-এর শাগরিদবৃন্দের মধ্য থেকে মাওলানা সামীউল্লাহ ও ডা. জিয়াউদ্দীনের মতো লোকও তৈরি হয়েছে। যারা ইংরেজদের উমেদার ও উচ্ছিষ্টভোগী হয়ে এ কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। (আসীর আদরাবী, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী হায়াত আওর কারনামে, পৃ. ২৯, ৩০, ৩৫, ৫১) (অনুবাদক)

[৩৬৬] **কাসেম নানুতবী রহ. ও তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা :** কাসেম নানুতবী রহ. আরবী, ফারসী, ফিকহ, উসূলে ফিকহ এবং মানতেক-হিকমত প্রভৃতি বিষয় তিনি দিল্লীতে মামলুক আলী নানুতবীর নিকট শিক্ষা করেন। আর হাদীস শিক্ষা লাভ করেন (বুখারী শরীফ বাদে) আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী রহ.-এর নিকট। মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর নিকট তিনি বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করেন। রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.ও মামলুক আলী নানুতবীর নিকট উল্লিখিত 'ফুনুনাত' পড়েন। আর হাদীস পড়েন শাহ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী রহ. ও তাঁর ভাই শাহ আহমদ সাঈদ মুজাদ্দেদীর নিকট। উল্লেখ্য যে, কাসেম নানুতবী রহ.-এর সময়কালে এরাবিক কলেজে

তৎকালীন বিখ্যাত বুযুর্গ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. (ওফাত : ১৩১৭ হি.)। তাঁরা ইখলাসের মহাসম্পদ এবং চিশতিয়া ও নকশাবন্দিয়া তরীকার নিসবত লাভ করেছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ রহ.-এর খানকা থেকেই। আর মুজাদ্দেদিয়া তরীকার বরকত এবং ওয়ালী উল্লাহ খান্দানের ইলম ও ফয়জ লাভ করেছিলেন উল্লিখিত দুই বুযুর্গ—মাওলানা মামলুক আলী ও (হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানীর পুত্র খাজা মাসুমের ৫ম অধস্তন পুরুষ) আব্দুল গণী ছাহেব মুজাদ্দেদী রহ.-এর ইলমী দস্তরখান থেকে। (অর্থাৎ এ দুজন ছিলেন তাঁদের ইলমী দস্তরখানের নিয়ামত ভোগী। তাঁদের দীক্ষা লাভ করেই এঁরা তৈরি হন।)

হযরত মুহাদ্দিস মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও মুতাকাল্লিমে ইসলাম মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী রহ.—এ দুজনের দ্বারা তাজদীদি ও যুগান্তকারী খেদমত নেওয়া ছিল কুদরতের অপার মহিমা। পরবর্তীকালে কাসেম নানুতবী রহ.-এর জ্বলন্ত হৃদয়ে এ অনুপ্রেরণা ও জীবন্ত ভাবনা সৃষ্টি হয় যে, নায়েবে রাসূল তৈরির ধারা অব্যাহত রাখার প্রয়াস হিসেবে এমন একটি দরসগাহ ও প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করা হবে, এমন একটি একাডেমিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে যা অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত এ যুগে

ইংরেজি, সংস্কৃত ও আরবীর জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ ছিল। আরবী বিভাগে ইসলামী উলূম ও ফুনুন পাঠদান করা হতো। এ প্রতিষ্ঠানটিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার তিন বছর পর ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজি ক্লাস খোলা হয় এবং জাদীদ উলূমকে নিসাবভুক্ত করা হয়। এর পূর্বে এটা কেবল দ্বীনী ইলম চর্চার বিদ্যাপীঠ ছিল। কাসেম নানুতবী রহ. পাঁচ বছর পর্যন্ত এ এরাবিক কলেজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর শিক্ষাগ্রহণের মূল জায়গা ছিল মামুলক আলী রহ.-এর গৃহ। মামলুক আলী রহ. নিজের গৃহে প্রায় অর্ধরাত পর্যন্ত ছাত্রদের বিশেষভাবে দরস দিতেন। কাসেম নানুতবী রহ. যে বছর এরাবিক কলেজে দাখেলা নেন সে বছরেই এরাবিক কলেজে নিসাবের বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ইতিপূর্বে ইংরেজি ও আরবী আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল। এখন উভয় বিভাগ মিলে একটি নিসাব তৈরী করা হয়। অর্থাৎ আরবী উলূমের পাশাপাশি আধুনিক বিষয়াবলিও নিসাবে বাধ্যতামূলক করা হয়। কাসেম নানুতবী রহ. এসব আধুনিক বিষয়াবলির ক্লাসে অংশগ্রহণ না করলেও সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। **কিন্তু তিনি শেষ বছরের বার্ষিক পরীক্ষায় ইচ্ছাকৃতভাবে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। ইংরেজদের নিযামের অধীনে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ গ্রহণ করে তিনি দুনিয়ার কোনো পদ ও স্বার্থ লাভ করবেন এটা ছিল তাঁর জন্য অকল্পনীয়। তিনি সনদের জন্য নয় বরং দ্বীনী জযবায় এবং মনের ভেতরে একটা ব্যথাবোধ নিয়ে ইলম হাসিল করতে এসেছিলেন।** আর তাঁর এ গভীর উদ্দেশ্য মাওলানা মামলুক আলী রহ.-এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের মাধ্যমে পূর্ণ হয়। (আসীর আদরাবী, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী হায়াত আওর কারনামে)—অনুবাদক।

মুসলমানদের দ্বীন ও শরীয়তের ইলমের প্রচার-প্রসার এবং তাদের ইলমী ও দ্বীনী তরবিয়াতের মারকায ও দুর্গ হয়ে উঠবে। একে কেন্দ্র করে দ্বীনী শিক্ষা নতুন প্রাণ-চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে ইখলাস ও আদর্শগত একনিষ্ঠতার বিরাট ও বিশেষ কদর।[৩৬৭] এটিই সেই ঐতিহাসিক দ্বীনী বিদ্যাপীঠ, ১২৮৩ হিজরীর ১৫-ই মুহাররম তারিখে দেওবন্দ নামক অখ্যাত পল্লিতে এক আদর্শিক রূপরেখা নিয়ে যার শুভ সূচনা ঘটে। ছাত্তাহ মসজিদের ভেতর। ডালিম গাছের নিচে, যার প্রথম মুদাররিস ছিলেন মাওলানা মাহমুদ দেওবন্দী। আর প্রথম ছাত্র ছিলেন মাওলানা মাহমুদ হাসান (শাইখুল হিন্দ)।

(দারুল উলূম দেওবন্দ এভাবে সীমিত পরিমণ্ডলে পূর্ণ দশ বছর ছাত্তাহ মসজিদ ও জামে মসজিদে চলতে থাকে। ১২৯১ হিজরীতে প্রশস্ত ও স্বতন্ত্র জায়গায় বৃহৎ পরিসরে মাদরাসার নতুন ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে নতুন জায়গা খরিদ করা হয়।) ২-রা যিলহজ্জ ১২৯২ হিজরীতে এই নতুন ভিত্তিপ্রস্তর কাজের প্রথম ইট রেখেছিলেন মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (ওফাত : ১২৯৭ হি.)। পরবর্তীকালে জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম ছাহেব নানুতবী, মাওলানা রশীদ আহমদ ছাহেব গাঙ্গুহী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ মাযহার ছাহেব রহ. একেকটি ইট রাখেন।[৩৬৮] (যথারীতি নির্মাণকাজ শুরু হয় ১২৯৩ হিজরী থেকে।) যে প্রতিষ্ঠানের প্রথম বর্ষের অনুদান এসেছিল ছয় শ উনপঞ্চাশ রূপি চার আনা। কেবল দুই মুদাররিস; একজন আরবী ও আরেকজন ফারসী ও রিয়াজী (দর্শনের রিয়াযিয়্যাত বা গণিতশাস্ত্র)-এর জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। শুরুতে মোট বিশজন তালিবুল ইলমের 'ছোট্ট কাফেলা' দিয়ে এর অভিযাত্রা শুরু হয়।

---

[৩৬৭] আরব বিশ্বের খ্যাতিমান আলেম শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা (দা. বা.)-এর একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা সমীচীন বলে মনে হচ্ছে। তিনি বলেন, الإخلاص يصنع العجائب।অর্থাৎ ইখলাস বিস্ময়কর ব্যাপার সৃষ্টি করে। (মুহিউদ্দীন আওয়ামা, সফাহাত মিন হায়াতি সাইয়িদী আল-ওয়ালেদ মুহাম্মাদ আওয়ামা, পৃ. ৭০।)—অনুবাদক।

[৩৬৮] সাওয়ানেহে কাসিমী ২/৩২৫॥

নানুতবী রহ.-এর জীবনের দীর্ঘ সংগ্রামলব্ধ বিজয়মুকুট : কিছু সুরভিত ফুটন্ত ফুল

চিন্তা করে দেখুন, আজ শতবছর পরও বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও চিন্তাধারার সূতিকাগার, ঐতিহ্যমণ্ডিত এ দারুল উলূম দেওবন্দ কীরূপ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। আর এ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা দ্বীন ইসলাম ও হানাফী মাযহাব কীরূপ সজীবতা লাভ করেছে! কীরূপ প্রবল গতি পেয়েছে! বিদগ্ধ পণ্ডিত ও চিন্তানায়ক মানাযির আহসান গিলানী রহ.-এর ভাষায় :

'একটু চিন্তা করে দেখুন, সুদীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দী ধরে দ্বীনের আলেম ও অতন্দ্র প্রহরী হয়ে, নিখুঁত ইসলামী শিক্ষা ও উচুঁ মানের মানবীয় দীক্ষা গ্রহণ করে যাঁরা দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে 'বের' হচ্ছেন এবং দেশের সব দিকে, সব প্রান্তে নবজীবনের মশাল হাতে ছড়িয়ে পড়ছেন—তাঁরা সংখ্যায় কত সুবিপুল। কেবল তা-ই নয়। এটা সর্বজনবিদিত যে, এখানকার ফারেগ ও 'শিক্ষা-সন্তান' অজস্র মনীষী ও মহাপুরুষ এরূপ রয়েছেন যাঁদের অনুসরণকারী, চিন্তাধারা ও প্রভাব গ্রহণকারী একনিষ্ঠ ভক্ত-অনুরক্তদের সংখ্যা লক্ষাধিক। তন্মধ্যে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. (১২৮০-১৩৬২ হি.), শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান (১২৬৮-১৩৩৯ হি.), হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (১২৯২-১৩৫২ হি.), শাইখুল ইসলাম মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী (১৩০৫-১৩৬৯ হি.), হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (১২৯৬-১৩৭৭ হি.), মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (১২৬৯-১৩৪৬ হি.) প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীবর্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেওবন্দী শিক্ষার উজ্জ্বলতম সৃষ্টি এসব রত্ন ও মনীষীর প্রত্যেককে নিজ যুগে এবং নিজ হালকায় স্বতন্ত্র দিকপাল, ইমাম ও মুকতাদা মনে করা হয়।'

মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী রহ. (১২৪৮-১২৯৭ হি.) ছাত্র যামানায় স্বপ্নে দেখেছিলেন :

'কুফার দিকে মুখ করে খানায়ে কাবার ছাদে কোনো উঁচু বস্তুর উপর তিনি বসা।

আর কুফা থেকে একটি নদী এসে তার পায়ে ধাক্কা খাচ্ছে।'

মাওলানা নানুতবী রহ. এ খাব বা স্বপ্নের আলোচনা হযরত শাহ ইসহাক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব ছাহেবের কাছে করেন। মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব ছাহেব এ খাব শুনে মন্তব্য করেন,

یہ خواب دیکھنے والے شخص سے مذہب حنفی کو بہت تقویت ہوگی۔

'এ স্বপ্ন যিনি দেখেছেন তাঁর দ্বারা হানাফী মাযহাবের বিরাট ও মৌলিক খেদমত হবে।'[৩৬৯] (অর্থাৎ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তাঁর মধ্যে জীবনের মহত্তম সম্ভাবনা বিকশিত হয়ে উঠতে দেখেছেন।)

আমীর শাহ খান ছাহেব—এ স্বপ্নের বর্ণনাকারী—বলেন, আমি এ খাব এবং এ ব্যাখ্যা মাওলানা নানুতবীর কাছ থেকে শুনেছি। এ স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার হাকীকত ও তাৎপর্য সূর্যের আলোর চেয়েও দেদীপ্যমান। মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী রহ. এ বিষয়ে সঠিক কথা বলেছেন। তিনি তাঁর বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি তুলে ধরেছেন এভাবে :

تیرھویں صدی کے آخر میں مسلمانان ہند کی اپنی زندگی کی وحدت کو جو شدید خطرہ فتنہ غیر مقلدیت کے طوفان کی وجہ سے پیش آگیا تھا اور قریب تھا کہ یک جہتی کا یہ شیرازہ بکھر کر پراگندہ ہو جائے۔ شتر بے مہاری کے اس سیلاب میں ڈر تھا کہ سلف کے سارے کارنامے شاید تہ وبالا ہو کر رہ جائیں، اس کڑے وقت اور کٹھن گھڑیوں میں درس حدیث کے قاسمی یا دیوبندی طریقہ نے خصوصیت سے کام کیا اور دین کی وہ تشریحی شکل جو امام ابو حنیفہ اور انکے ماننے والے ائمہ وعلماء کی جدوجہد کی بدولت صورت پذیر ہوئی۔یہ ان کا صدقہ ہے کہ دین کا حنفی قالب شکست وریخت ، ٹوٹ پھوٹ کے خطرے سے ہندوستان میں محفوظ رہا۔

'হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে লা-মাযহাবী ফেতনার বিশাল তুফানের ঝাপটায় হিন্দুস্তানের মুসলমানদের জীবনের একতা ও ঐক্যের উপর যে বিরাট শঙ্কা দেখা দেয়, তাতে ঐক্যের এই শৃঙ্খলায় ফাটল ধরার উপক্রম হয়েছিল। লাগামহীন উটের (ফেতনার) এই ঝাপটায় সালফে সালেহীনদের সমস্ত খেদমত ও কারনামার ভিত্তিমূল

---

[৩৬৯] কাসেম নানুতবী রহ.-এর উক্ত স্বপ্নের বিবরণগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। দেখুন : ইবারাতে আকাবির, পৃ. ১১২॥

ধ্বসে যাবে কি না, প্রতিটি শান্তিপ্রিয় মুসলমানের চোখে একটা বেদনার্ত জিজ্ঞাসার চিহ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছিল। এরূপ যুগসন্ধিক্ষণে দরসে হাদীসের কাসেমী বা দেওবন্দী পাঠশালা (লা-মাযহাবিয়্যাতের ভিত্তিমূলে সুশৃঙ্খলভাবে আলোকিত আঘাত হেনে) বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।[৩৭০] আর দ্বীনে ইসলামের সেই ব্যাখ্যামূলক অবয়ব, যা ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং তাঁকে মান্যকারী ইমাম ও আলেমদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার বদৌলতে স্বরূপে মূর্তমান ছিল, কাসেমী পাঠশালার মেহনতের ফলে দ্বীনের সেই হানাফী অবয়ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থেকে হিন্দুস্তানে মাহফুজ ও সংরক্ষিত থাকে।'

পরিশেষে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জনাব আলে আহমদ সুরূর-এর নিম্নোক্ত দাবিও পাঠ করুন, যা তার কলম থেকে নিঃসারিত হয়েছে।

ایک تحریک اپنے اندر مختلف قسم کے اثرات چھپائے رکھتی ہے۔ علیگرھ کی تحریک ایک انقلابی تحریک تھی، یہ ترقی پسند تحریک تھی، یہ بادشاہات کے نشہ کو اتار کر حقیقت کی تصویر دکھانا چاہتی تھی، مذہب میں عقلیت، سماجی زندگی میں رسم و رواسے بیزاری تعلیم و تربیت میں مغربیت اور اجتماعی اخلاق کی تلقین کے ذریعہ سے اس نے انقلابی خدمات انجام دیں۔ مگر ۱۸۹۰ع کے قریب اس تحریک کی مغرب دوستی انگریز پرستی بننے لگی تھی اور اس لحاظ سے یہ ان علماء کے مقابلے میں پیچھے تھی جو دیوبند کے ذریعے سے حریت اور سیاسی جد وجہد کے علمبردار تھے۔

একটা আন্দোলন নিজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লুক্কায়িত রাখে। আলীগড়ের তাহরীক ও আন্দোলন একটা বৈপ্লবিক আন্দোলন। বিষয়গতভাবে এটা ছিল প্রগতিশীল আন্দোলন। এ আন্দোলন ক্ষমতা ও রাজত্বের ঘোর থেকে নেমে বাস্তবতার ছবি দেখাতে চাচ্ছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদিতা, সামাজিক জীবনে

---

[৩৭০] নৌকা যখন ঝড়ে পড়ে, তখনই দৃঢ়ভাবে হাল ধরে ঠাণ্ডা মাথায় তীর লক্ষ্য করে বাইতে হয়। নচেৎ যে বিপদের মধ্যে তরী দুলছে, সে বিপদেই গ্রাসিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তদ্রূপ উলামায়ে দেওবন্দ উম্মতের টলটলায়মান অবস্থায় দৃঢ়ভাবে হাল ধরে তা নিরাপদে কিনারায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যাঁরা হাল ধরেছেন তাঁদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। লা-মাযহাবী ফেতনার খণ্ডনে কিতাব রচনা করে উলামায়ে দেওবন্দ বিশাল এক গ্রন্থসম্ভার গড়ে তুলেছেন।— অনুবাদক।

রসম-রেওয়াজের প্রতি অপ্রসন্নতা, তালীম ও তরবিয়তে পশ্চিমা রীতি ও সংস্কৃতি ও সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষাদানের মাধ্যমে আলীগড় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিয়েছে। কিন্তু ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই তাহরীক ও আন্দোলনের পুরোধা নায়কদের পশ্চিমা প্রীতি (ও সুযোগ-সন্ধানী নীতি) ইংরেজদের সেবাদাসে পরিণত করে। এ দিক বিবেচনায় আলীগড়ে শিক্ষিতরা সেসব আলেমদের মোকাবেলায় পিছনে ছিল, যাঁরা দেওবন্দের মধ্যস্থতায় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন।[৩৭১]

[**পর্যালোচনা** : জনাব আলে আহমদ সুরূর তার গাঢ় অনুভবের কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবির ও সন্তানদের সূর্যের মতো উজ্জ্বল অবদানকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন অকপটে। উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে উলামায়ে দেওবন্দের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা অন্যদের কুঁকড়ে যাওয়া মানসিকতায় শক্তি সঞ্চার করেছে। ফলে মানুষের অন্তরে অতলান্ত মুক্তি পিপাসা সঞ্চিত হয়েছে। দ্বীন ও স্বদেশের উজ্জ্বল চিত্রপট নির্মাণ করতে গিয়ে ইংরেজদের তোয়াজ, তোষামোদ করা একেবারেই তাঁদের ধাঁচের

---

[৩৭১] স্যার সৈয়দ আহমদের দৃষ্টিভঙ্গি

মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করাই ছিল স্যার সৈয়দ আহমদের দৃষ্টিভঙ্গি। তবে এর জন্য তার কাছে ইসলামের হেফাজতের প্রশ্ন ছিল গৌণ ও প্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ আগে মুসলমান তারপর ইসলাম। (নাউযুবিল্লাহ) ইংরেজদের অনুগত ও সেবাদাস হয়ে কেবলই উদরপূর্তি ও উদর পালনের জন্য প্রয়োজনে আদর্শ বিসর্জন দিয়ে হলেও মুসলমানদের পার্থিব উন্নতি করতে হবে এই ছিল তার দৃষ্টিভঙ্গি। মুসলমান সমাজের অনুভূতিকে জখম করে লেখা তার *আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ* বইটিসহ অন্যান্য বহু লেখনী এর প্রমাণ ও সাক্ষ্য বহন করে। তিনি মনে করেছিলেন মুসলিম নেতৃশ্রেণিকে পুঞ্জীভূত হতাশা থেকে উদ্ধার করে ব্রিটিশমুখী করা এবং ব্রিটিশ শাসকদেরকেও সিপাহি যুদ্ধের সংশয় সন্দেহের কুজ্ঝটিকা সরিয়ে মুসলিমমুখী করে তুলতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু মুসলমানদের স্বাবলম্বী হওয়ার বিষয়ে তার চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণ ছিল একদেশদর্শী এবং দুর্ভাগ্যজনক। আলীগড়ীদের মাঝে তাদের এ গুরুর চিন্তাধারার প্রভাবের কথাই উপরে বলা হয়েছে। এর বিপরীতে বর্ষীয়ান উলামায়ে দেওবন্দের কাছে ইসলাম হেফাজতের প্রশ্ন ছিল প্রধান। ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থেকেই মুসলমানদেরকে স্বাবলম্বী হতে হবে এই ছিল তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি। এ কারণে তাঁরা ইংরেজি ভাষা ও জাদীদ উলূম (আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান) শিক্ষালাভ করার বিপক্ষে ছিলেন না। সারকথা, উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও পাকিস্তানকে ইসলামায়ন প্রচেষ্টায় উলামায়ে দেওবন্দের যে অবদান রয়েছে তা অবিস্মরণীয়। (আসীর আদরাবী, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী হায়াত আওর কারনামে, পৃ. ১১৭, ১২২) —অনুবাদক।

মধ্যে ছিল না। তাঁরা ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত চিরবিদ্রোহী। তাঁরা কাতার বেঁধে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন আবার প্রতিরোধও করেছেন।

রাজনৈতিক সংগ্রামের অগ্রগতিতে উলামায়ে দেওবন্দের যে একটা মস্তবড় ভূমিকা ছিল উপরে সে কথাই দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটা ভিন্ন বিষয় যে, তাঁদের এসব আন্দোলনের ফলাফল স্বার্থান্বেষী মহল আত্মসাৎ করেছে। অন্ধকার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে তারা সুকৌশলে এর সুফল লুণ্ঠন করেছে। সর্বশেষ কথা হলো, কূটকৌশলে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটানোর পর সেই ১৭৫৭ সাল থেকে ইংরেজরা দুটি হাতিয়ার বেশ দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়েছে—

এক. বিভাজনের নীতি; দুই. লোভী ও ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে রাখা। লা-মাযহাবী, রেজভী, কাদিয়ানী ও ন্যাচারিয়া প্রভৃতি ফিরকাসমূহের ইতিহাস নিরেপক্ষ দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করলে পাঠক নিজেই বুঝতে পারবেন যে, এসব ফিরকা মূলত কাদের পলিসির শিকার হয়েছে বা কাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে উম্মাহর সীমাহীন ক্ষতি করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা সকলকে সীরাতুল মুসতাকিমের উপর কায়েম ও দায়েম রাখুন।]

সপ্তম অধ্যায়

মুকাদ্দিমায়ে উসূলে বাযদাবী

ফখরুল ইসলাম বাযদাবী রহ.
জীবন ও কর্ম

নাম : আলী বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন আব্দুল করীম বিন মুসা বিন ঈসা বিন মুজাহিদ আবুল হাসান। ফখরুল ইসলাম বাযদাবী নামেই তিনি পরিচিত। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূলে ফিকহ সকল ফনেই তিনি ছিলেন দক্ষ ঘোড়সওয়ার। ছিলেন মা-ওয়ারাউন নাহর অঞ্চলের শীর্ষ ইমাম।

আরবী বাযদাবী শব্দটি লিখতে এক নুকতাহ-বিশিষ্ট বা, তারপর 'যা' এবং নুকতাবিহীন দাল, আর শেষে 'ওয়াও' দিতে হয়। বাযদা হচ্ছে নাসাফ থেকে আঠারো মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি সুরক্ষিত দুর্গ। আর নাসাফ হচ্ছে বুখারার দিকে চলে যাওয়া রাস্তার প্রবেশমুখে অবস্থিত শহর। (এই 'বাযদাহ' নামক কেল্লার দিকে সম্বোধিত করে তাঁকে বাযদাবী বলা হয়।) ইমাম আবদুল কারীম বিন মুহাম্মাদ সাম'আনী রহ. (ওফাত : ৫৬২ হি.) তাঁর 'আলআনসাব' কিতাবে এভাবেই শব্দটির সঠিক উচ্চারণ নির্ণয় করেছেন।

হাফেজ সাইয়েদ মুহাম্মাদ মুরতাযা বিলগিরামী তাঁর 'তাজুল আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস' গ্রন্থে বলেন, بزده কে بزدوه ও বলা হয়। (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর অভিধানশাস্ত্রের দিকপাল) আল-জাওহারী (ওফাত :৩৯৩ হি.) এটিকে উল্লেখ করেননি। আর বাযদা হলো নাসাফ অঞ্চলের একটি শহর। এটি (বাযদা) নাসাফ থেকে ছয় ফারসাখ দূরে অবস্থিত একটি সুরক্ষিত দুর্গ। এর দিকে সম্বন্ধিত করে বাযদী বা বাযদাবী বলা হয়।

'ফখরুল ইসলাম' লকবে অনেক আলেম রয়েছেন। তবে সাধারণত 'বাযদাবী' বললে ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবী রহ.-কেই বুঝানো হয়। হাফেজ আব্দুল কাদের আলকুরাশী রহ. (ওফাত : ৭৭৫ হি.) তাঁর 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ' কিতাবে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর খান্দান ছিল বিভিন্ন ফনের ইলম ও হাদীস চর্চার এক ঐতিহ্যবাহী পরিবার। দীনি ও দুনিয়াবী উভয় দিক দিয়ে যাঁরা ছিলেন নেতৃপুরুষ ও সর্বসেরা। উভয় লাইনে তাঁদের অর্জন ছিল অন্যদের নাগালের বাইরে।

তাঁর পিতা আবুল হাসান মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন আব্দুল করীম বাযদাবী রহ., তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের ফকীহ, শ্রেষ্ঠ ইমাম ও কালাম বা আকায়েদশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ। ইলমে ফিকহ ও ইলমুল কালাম শিক্ষা করেন তাঁর দাদা আবদুল করীম রহ. থেকে, তিনি ইমাম আবু মানসূর মাতূরীদী রহ. থেকে।[৩৭২]

---

[৩৭২] **ইমাম আবু মানসূর মাতূরীদী রহ.-এর রচনাবলি ও আবুল য়ূসর-এর পরিচয় :** ফখরুল ইসলাম বাযদাবীর ভাই সদরুল ইসলাম আবুল য়ূসর মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন আব্দুল করীম বাযদাবী রহ. তাঁর 'উসূলুদ দ্বীন' কিতাবে বলেন,

قد وجدت للشيخ الإمام الزاهد أبي منصور الماتريدي السمرقندى كتابا في علم التوحيد على مذهب أهل السنة والجماعة وكان من رؤساء أهل السنة والجماعة صاحب كرامات. حكى لي الشيخ الإمام والدي رحمه الله من جده الشيخ الإمام الزاهد عبد الكريم بن موسى رحمه الله كراماته، فإن جدنا كان أخذ معاني كتب أصحابنا وكتاب التوحيد وكتاب التأويلات في خلق من الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي.

আমি নিজে ইলমুত তাওহীদের উপর লিখিত শায়েখ, ইমাম, যাহেদ, আবু মানসূর মাতূরীদী সমরকন্দী রহ.-এর একটি কিতাব দেখেছি, যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা ও মতাদর্শ অনুযায়ী রচিত হয়েছে। তিনি ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম। বহু কারামাতের অধিকারী ছিলেন। আমাকে আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা তাঁর দাদা শায়েখ ইমাম যাহেদ আব্দুল করীম বিন মূসা রহ.-এর অনেক কারামত বর্ণনা করেছেন। আমার দাদা আমাদের মাশায়েখগণের কিতাবাদি, কিতাবুত তাওহীদ ও কিতাবুত তা'বীলাতের ইলমসমূহ ইমাম আবু মানসূর মাতূরীদী রহ.-এর কাছ থেকেই গ্রহণ করেছেন। (২-৩ পৃ., কায়রোর ছাপা।)

খালকুল ঈমান তথা ঈমান সৃষ্ট কি-না এ প্রসঙ্গের আলোচনায় তিনি (আবুল য়ূসর বাযদাবী রহ.) বলেন,

لايجوز الإطلاق بأن الإيمان مخلوق ونحن نختار هذا القول، فإن مذهب أبي حنيفة وهو ما رواه نوح بن أبي مريم الجامع عن أبي حنيفة، رواه لنا والدنا الشيخ الإمام أبو الحسن محمد بن الحسين بن عبد الكريم رحمة الله عليه هذا الحديث عن نوح بن أبي مريم.

'নিঃশর্তভাবে 'ঈমান সৃষ্ট' এই কথা বলা যাবে না। এই মতটি আমরা পছন্দ করি। কেননা এ মাসআলায় আবু হানীফার মতামত তা-ই, যা বহু শাস্ত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ নূহ ইবনু আবী মারইয়াম আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন। যা আমাদের কাছে আমাদের পিতা শায়েখ ইমাম আবুল হাসান মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন আব্দুল করীম রহ. নূহ ইবনু আবী মারইয়াম থেকে বর্ণনা করেছেন।'

بعث তথা পুনরুত্থান-সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি (আবুল য়ূসর বাযদাবী রহ.) বলেন,

ইমাম বাযদাবীর পরদাদা

তাঁর ঊর্ধ্বতন দাদা হলেন আব্দুল করীম বিন মূসা বাযদাবী রহ.। তিনিও ছিলেন একজন ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও কালামশাস্ত্রের পণ্ডিত। ইমাম কাফাবী আব্দুল করীম বিন মূসা রহ. সম্পর্কে বলেন,

أخذ عن إمام الهدى أبي المنصور الماتريدي عن أبي بكر الجوزجاني عن أبي سليمان عن محمد رح.

'তিনি ইলম শিক্ষা করেন ইমামুল হুদা ইমাম আবু মানসূর মাতূরীদী

وقد روي لنا الشيخ الإمام محمد بن الحسين بن عبد الكريم حديثا متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من قتل عبده عبثا تحج إلى يوم القيامة فيقول قتلني هذا عبثا.

'আমাদের শায়েখ ইমাম মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন আব্দুল করীম আমাদেরকে মুত্তাসিল সনদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অনর্থক তার দাসকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিবসে ঐ দাস আল্লাহর দরবারে তার ব্যাপারে মামলা করবে যে, এই ব্যক্তি আমাকে অনর্থক হত্যা করেছে।' (১৫৮-১৫৯ পৃ.)

হাফেজ আব্দুল কাদের কুরাশী রহ. 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ' কিতাবের *আল-আলকাব* অধ্যায়ে বলেন,

الصدرين البزدويين : محمد، وعلي. هكذا ذكرهما صاحب "القنية". هما الإمامان الأخوان، تقدما، أبو اليسر، وأبو العسر. فأبو اليسر هو محمد بن محمد، وأبو العسر هو الإمام علي بن محمد.

মুহাম্মাদ ও আলী রহ. দুজনে *'সদরাইন বাযদবিয়্যাইন'* নামে পরিচিত। 'কুনইয়া' প্রণেতা মুখতার বিন মাহমুদ বিন মুহাম্মাদ আয-যাহেদী (ওফাত : ৬৫৮ হি.) এ রকমই উল্লেখ করেছেন। এঁরা হলেন আপন দুই সহোদর ও ইমাম, আবুল ইসর ও আবুল উসর। তো আবুল ইসর হলেন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ এবং আবুল উসর হলেন ইমাম আলী বিন মুহাম্মাদ।

মাওলা আহমদ বিন মোস্তফা—যিনি তাশকুবরি যাদাহ নামে খ্যাত—বলেন,

وللإمام فخر الإسلام البزدوي أخ مشهور "بأبي اليسر" ليسر تصانيفه كما أن فخر الإسلام مشهور "بأبي العسر" لعسر تصانيفه.

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবী রহ.-এর এক ভাই ছিলেন, যিনি আবুল ইসর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারণ তাঁর রচনাবলিও ছিল সহজবোধ্য। যেভাবে তাঁর ভাই তাঁর কিতাবাদি কঠিন হওয়ার কারণে 'আবুল উসর' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ('মিফতাহুস সাআদাহ' ২/৫৫)

রহ. (ওফাত : ৩৩৩ হি.) থেকে, তিনি আবু বকর জূযাজানী র. থেকে, তিনি আবু সুলাইমান থেকে, তিনি (ইমাম) মুহাম্মাদ রহ. থেকে।'

ইমাম আবু সা'দ সামআনী রহ. বলেন,

وأبو محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي جد أبي الحسن، روى عنه أبو عبد الله الغنجار.

'আবু মুহাম্মাদ আব্দুল করীম বিন মূসা বিন ঈসা বাযদাবী—আবুল হাসান-এর দাদা—আবু আব্দুল্লাহ গুনজার তাঁর থেকে (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ আব্দুল কাদের কুরাশী রহ. 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ' কিতাবে লিখেছেন,

عبد الكريم بن موسى بن عيسى أبو محمد الفقيه البزدوي، تفقه على الإمام أبي منصور الماتريدي، سمع وحدث، ذكر في "تاريخ نسف" أنه مات سنة تسعين وثلاث مائة في رمضان.

'ফকীহ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল করীম বিন মূসা বিন ঈসা বাযদাবী ইমাম আবু মানসূর মাতূরীদী রহ.-এর কাছে ফিকহ শিক্ষা করেছেন। তাঁর কাছে হাদীস শুনেছেন এবং তাঁর থেকে বর্ণনাও করেছেন। তারীখে নাসাফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি ৩৯০ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আবুল উসর ও তাঁর ভাই আবুল য়ূসর: ইমাম ফখরুল ইসলাম আবুল উসর ও তাঁর ভাই সদরুল ইসলাম আবুল য়ূসর, তাঁরা দুজনেই ছিলেন বাযদাবী পরিবারের প্রতি আকর্ষণের মূল মাধ্যম। ইলমী নেতৃত্ব তাঁদের দুজনের উপরই পরিসমাপ্ত হয় এবং পূর্ণতা লাভ করে। তাঁরা উভয়ে একত্রে صدرين البزدويَّين 'সদরাইন আল-বাযদাবিইয়াইন' নামে পরিচিত।

(বড় ভাই ফখরুল ইসলাম বাযদাবীকে আবুল উসর বলা হয় তাঁর রচনাবলি কঠিন হওয়ার কারণে। আর তাঁর ভাই সদরুল ইসলামকে আবুল য়ূসর বলা হয়

তাঁর রচনাবলি অপেক্ষাকৃত সহজতর হওয়ার কারণে।—অনুবাদক)

হাফেজ সামআনী রহ. 'কিতাবুল আনসাব' গ্রন্থে বাযদাবী শব্দের নিসবত সম্পর্কে বলেন,

والمشهور بالانتساب إليها أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي، فقيه ما وراء النهر وأستاذ الائمة وصاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، سمع الحديث من...، روى لنا عنه صاحبه أبو المعالي محمد بن نصر بن منصور المديني الخطيب بسمرقند ولم يحدثنا عنه سواه،

বাযদা নামক স্থানের দিকে সম্বন্ধযুক্ত প্রসিদ্ধ আলেমদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন আব্দুল করীম বিন মূসা বিন ঈসা আল-বাযদাবী রহ.। মা-ওয়ারাউন নাহর অঞ্চলের ফকীহ, ইমামদের উস্তায এবং ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাবের উপর ইলমুল জাদালের বিশেষ পদ্ধতিতে দলিল উপস্থাপনকারী। ।[৩৭৩]...তাঁর সনদে তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ আবুল

---

[৩৭৩] **জাদাল ও মুনাযারা-শাস্ত্রের গোড়ার কথা :** এখানে ইমাম সামআনী রহ. 'সাহিবুত তরীকাহ' একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'তরীকা' শব্দটি ইমামগণ মুনাযারা ও তর্কের জন্য যেকল আদব ও নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছেন সেই নিয়ম-নীতি বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে শব্দটি এই শাস্ত্রে প্রণীত প্রত্যেকটি কিতাবের উপরই প্রয়োগ হয়। আল্লামা ইবনু খালদূন তাঁর বিখ্যাত 'মুকাদ্দিমায়ে ইবনে খালদুন'-এ বলেন,

وأما الجدل وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعا وكل واحد من المناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج ومنه ما يكون صوابا ومنه ما يكون خطأ فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول، وكيف يكون حال المستدل والمجيب وحيث يسوغ له أن يكون مستدلا وكيف يكون محجوجا منقطعا ومحل اعتراضه أو معارضته وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال، ولذلك قيل إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمه كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره.

وهي طريقتان طريقة البزدوي وهي خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والإستدلال وطريقة العميدي وهي عامة في كل دليل يستدل به من أي علم كان وأكثره استدلال... وهذا العميدي هو أول من كتب فيها ونسبت الطريقة إليه. وضع الكتاب المسمى بالإرشاد مختصرا

মা'আলী মুহাম্মাদ বিন নসর বিন মানসূর আলমাদীনী রহ.—যিনি সমরকন্দের খতীব ছিলেন—আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তাঁর সূত্রে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেননি।

ফখরুল ইসলাম বাযদাবী রহ. সম্পর্কে ইমামদের বক্তব্য

১। আল্লামা ইয়াকুত আলহামাবী 'মু'জামুল বুলদান' গ্রন্থে এবং ইবনুল আসীর রহ. 'আললুবাব ফি তাহযীবিল আনসাব' গ্রন্থে তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন।

وتبعه من بعده من المتأخرين كالنسفي وغيره ، جاءوا على أثره وسلكوا مسلكه وكثرت في الطريقة التآليف. وهي لهذا العهد مهجورة لنقص العلم والتعليم في الأمصار الإسلامية وهي مع ذلك كمالية وليست ضرورية والله سبحانه وتعالى أعلم.

'জাদাল' বলতে বুঝায় মুনাযারার আদব-সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করা, যা বিভিন্ন ফিকহী মাযহাবের পণ্ডিতদের মাঝে বা অন্যান্যদের মাঝে হয়ে থাকে। কেননা, কোনো মতামত গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে মুনাযারার অঙ্গন যেহেতু প্রশস্ত আর প্রমাণ গ্রহণ ও জবাবদানের ক্ষেত্রেও যেহেতু প্রত্যেক বিতর্ককারীই দলিল পেশ করার ক্ষেত্রে তার লাগাম উন্মুক্ত করে দিত এবং তাদের মধ্যে কারো মতামত হতো সঠিক, কারোটা হতো ভুল। ফলে ইমামগণ এমন কিছু আদাব ও আহকাম প্রণয়নের প্রয়োজন মনে করলেন, যে আহকামের সীমারেখায় এসে সকল বিতর্ককারীই গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে থেমে যাবেন। দলিল গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানে এই সীমারেখা কেউ অতিক্রম করবেন না। দলিল গ্রহণকারী ও জবাবদানকারীর অবস্থাটা কেমন হবে, কোথায় তার জন্য দলিল-পেশকারী হওয়ার অবকাশ থাকবে এবং কীভাবে সে দলিল পেশ করতে বিলকুল অপরাগ হিসেবে বিবেচিত হবে। তার আপত্তিস্থল কিংবা বিরোধিতার মূল জায়গা কোনটি। কোথায় তার জন্য চুপ থাকা আবশ্যক আর তার বিরোধী পক্ষের জন্য কথা বলা এবং দলিল পেশ করা কর্তব্য। (এই বিষয়গুলো যে শাস্ত্র নির্ধারণ করে দেবে।) এই কারণেই বলা হয় যে, ইলমুল জাদাল হলো, এমন সব নিয়ম-নীতি তথা দলিল গ্রহণের সীমা-রেখা ও আদাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, যার মাধ্যমে ব্যক্তি কোনো মতামত বা সিদ্ধান্তকে সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান করা; চাই সেই মতামত ফিকহ বিষয়ক হোক বা অন্য কোনো বিষয়ক হোক।

এই ইলমুল জাদালের দুটি পন্থা রয়েছে। একটি হলো ইমাম বাযদাবী রহ.-এর প্রদর্শিত পন্থা। এটি শুধু শরয়ী দলিল-প্রমাণাদি তথা নস, ইজমা ও ইসতেদলাল বা দলিল গ্রহণের সাথেই খাস। আর অপর পন্থাটি হলো আবু হামেদ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আমীদী রহ. (ওফাত : ৬১৫ হি.)-এর প্রদর্শিত পন্থা। তাঁর এই পন্থাটি যে কোন শাস্ত্রের দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক।... এই আমীদী রহ.-ই সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে কলম হাতে নেন এবং এই তরীকা ও পদ্ধতিকে তাঁর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়। এ বিষয়ে তিনি সংক্ষেপে 'আলইরশাদ' নামে একটি কিতাব রচনা করেন। ইমাম নাসাফী রহ.-সহ পরবর্তী আলেমগণ এ ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করেছেন। পরবর্তীরা তাঁর দেখানো পন্থা অনুকরণ করেছেন। ফলে এই শাস্ত্রে আমীদী পন্থায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শহরগুলোতে জ্ঞানচর্চার অভাব এবং ইলমের ক্রমবর্ধমান হ্রাসের কারণে হাল যামানায় এসে এই আমীদী পন্থা বর্জিত হয়েছে। অথচ পন্থাটি কামেল ও পূর্ণাঙ্গ। তবে এটি জরুরি কিছু নয়। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ। (গ্রন্থকার)

তাঁরা উভয়েই তাঁর সম্পর্কে বলেন,

الفقيه بما وراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، روى عنه صاحبه أبو المعالي محمد بن نصر بن منصور المديني الخطيب بسمرقند.

'তিনি ছিলেন মা-ওয়ারাউন নাহর' অঞ্চলের বিশিষ্ট ফকীহ, ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাবের উপর (ইলমুল জাদালের) বিশেষ পদ্ধতিতে দলিল উপস্থাপনকারী। তাঁর থেকে আপন শিষ্য সমরকন্দের খতীব শায়েখ আবুল মাআলী মুহাম্মাদ বিন নসর বিন মানসূর আলমাদীনী রহ. হাদীস বর্ণনা করেন।'

২। ইমাম যাহাবী রহ. তাঁর 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' কিতাবের ২৫-তম তবকায় তাঁর জীবনীতে লিখেছেন,

شيخ الحنفية، عالم ماوراء النهر، أبو الحسن، علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي، صاحب الطريقة في المذهب. قال السمعاني: ما حدثنا عنه سوى صاحبه أبي المعالي محمد بن نصر الخطيب. قال وكان إمام الأصحاب بماوراء النهر، وله التصانيف الجليلة. درس بسمرقند. ومات بكِسٍّ[৩৭৪]في رجب، سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة وكان أحدَ من يضرب به المثل في حفظ المذهب، وولد في حدود سنة أربع مئة.

'হানাফীদের শায়েখ, মা-ওয়ারাউন নাহর অঞ্চলের আলেম, আবুল হাসান, আলী বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন আব্দুল কারীম আলবাযদাবী রহ., যিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাবের

---

[৩৭৪]

بكسر الكاف وتشديد السين المهملة: مدينة تقارب سمرقند، وقال ابن ماكولا: كسره العراقيون، وغيرهم يقوله بفتح الكاف، وقد تصحفت في " الفوائد البهية " إلى " كش " وتلك بالفتح والشين المعجمة: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل. انظر " معجم البلدان " ٤ / ٤٦٠ و٤٦٢

উপর ইলমুল জাদালের বিশেষ পদ্ধতিতে দলিল উপস্থাপনকারী। সামআনী বলেন, তাঁর সঙ্গী খতীব আবুল মা'আলী মুহাম্মাদ বিন নসর ছাড়া অন্য কেউ তাঁর সনদে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেননি। সামআনী আরও বলেন, তিনি ছিলেন মা-ওয়ারাউন নাহর অঞ্চলের সমসাময়িকদের ইমাম। তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে। সমরকন্দে তিনি পাঠদান করেন। ৪৮২ হিজরীর রজব মাসে তিনি (সমরকন্দের) 'কিছ' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। হানাফী মাযহাবের নুসূস বা উসূল-ফুরু হিফজ করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্ব। চারশ হিজরীর দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।'[৩৭৫]

৩। ইমাম আব্দুল আযীয বুখারী রহ. তাঁর 'কাশফুল আসরার শরহু উসূলিল বাযদাবী' এর মুকাদ্দিমায় ইমাম বাযদাবী রহ.-কে গুনান্বিত করেছেন এভাবে :

بالشيخ الإمام المعظم والحبر الهمام المكرم العالم العامل الرباني مؤيد المذهب النعماني قدوة المحققين أسوة المدققين صاحب المقامات العلية والكرامات السنية مفخر الأنام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي.

শায়েখ, শীর্ষ ইমাম, শ্রদ্ধেয় বিদগ্ধ পণ্ডিত, আলেমে রব্বানী, হানাফী মাযহাবকে দালিলিকভাবে উপস্থাপনকারী, মুহাক্কিক ও তাত্ত্বিক আলেমদের অনুসৃত ব্যক্তি, অতি উচ্চ মর্যাদাবান ও কারামাতের অধিকারী ব্যক্তি, বিশ্বের গর্ব, ফখরুল ইসলাম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বাযদাবী।

৪। ইমাম সদরুশ শরীয়াহ রহ. 'তানকীহুল উসূল' এর মুকাদ্দিমায় তাঁকে উল্লেখ করেছেন এভাবে :

الشيخ الإمام مقتدى الأئمة العظام

শায়েখ, ইমাম, মর্যাদাবান শীর্ষ ইমামদের অনুসৃত ব্যক্তি।

৫। ইমাম আব্দুল কাদের কুরাশী রহ. 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ ফি

[৩৭৫] আলফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, বাযদাবী রহ.-এর জীবনী আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ' কিতাবে ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবী রহ.-এর জীবনী এনেছেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن المعروف بفخر الإسلام البزدوي الفقيه الإمام الكبير بماوراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة أبو العسر أخو القاضي محمد أبي اليسر. ...ذكره صاحب الهداية في الكفالة والوديعة باسمه...توفي يوم الخميس خامس رجب سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة، وحمل تابوته إلى سمرقند ودفن بها على باب المسجد.

'আলী বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন আব্দুল করীম বিন মূসা বিন ঈসা বিন মুজাহিদ আবুল হাসান, আবুল উসর, যিনি ফখরুল ইসলাম বাযদাবী নামে পরিচিত। ফকীহ, মা-ওয়ারাউন নাহর অঞ্চলের প্রখ্যাত ইমাম, ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী, কাজী মুহাম্মাদ আবুল য়ূসর এর ভাই।' হিদায়া গ্রন্থকার 'কিতাবুল কাফালা ও কিতাবুল ওয়াদীআ'-এর মাঝে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি ৪৮২ হিজরীর ৫-ই রজব বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করেন। কফিনে করে তাঁর লাশ সমরকন্দে আনা হয় এবং সেখানকার মসজিদ সংলগ্ন দরজার কাছে দাফন করা হয়।'

তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে এগারো খণ্ডের আলমাবসূত, যা ইমাম মুহাম্মাদ রহ. লিখিত 'আলজামিউল কাবীর' ও 'আলজামিউস সগীর' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। উসূলে ফিকহের উপর তাঁর রচিত বিরাট কিতাব রয়েছে, যা প্রসিদ্ধ ও উপাদেয়।'

৬। শিহাব মাকরিযী রহ. তাঁর 'তাযকেরাহ' কিতাবে ইমাম বাযদাবী রহ.-এর জীবনী আলোচনা করেছেন। ইমাম কাসিম ইবনু কুতলুবূগা রহ. 'তাজুত তারাজিম' কিতাবে ইমাম বাযদাবী রহ.-এর যে জীবনী উল্লেখ করেছেন, মাকরিযী রহ. সেই আলোচনার পুরোটাই তুলে ধরেছেন। আর 'তাজুত তারাজিম' থেকে আল্লামা তাশকুবরিযাদাহ তাঁর 'মিফতাহুস সাআদাহ' কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন,

وكتابه في أصول الفقه مشهور قال قاسم بن قطلوبغا في "طبقات

الحنفية" قد خرجت أحاديثه ولم أسبق إليه.

'উসূলে ফিকহের উপর তাঁর রচিত কিতাব প্রসিদ্ধ। কাসেম ইবনু কুতলুবূগা রহ. 'তাজুত তারাজিম ফী ত্বাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ' কিতাবে বলেন, আমি উক্ত (উসূলে বাযদাবী) কিতাবের হাদীসসমূহ তাখরীয (বর্ণনাসূত্র নির্দেশ) করেছি। আমার পূর্বে কেউ এ খেদমতের আঞ্জাম দেননি।'

৭। ইবনুল হিন্নায়ী খ্যাত মাওলা আলী বিন আমরুল্লাহ 'ত্বাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ'[৩৭৬] গ্রন্থে তাঁর জীবনী এনেছেন। হাফেজ আব্দুল কাদের কুরাশী রহ. 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ' গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন, তিনিও প্রায় একই রকম উল্লেখ করেছেন।

৮। মাওলা মাহমূদ বিন সুলাইমান কাফাবী রহ. (ওফাত : ৯৯০হি.) তাঁর كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار কিতাবে বলেন,

علي بن محمد عبد الكريم بن موسى البزدوي الإمام الكبير الجامع بين أشتات العلوم إمام الدنيا في الفروع والأصول، له تصانيف كثيرة معتبرة : منها : المبسوط إحدى عشر مجلدا، وشرح الجامع الكبير

---

[৩৭৬] **'ত্বাবাকাতুল ফুকাহা' কিতাবটি কার লেখা?** : 'ত্বাবাকাতুল ফুকাহা' নামক কিতাবটির লেখক হিসেবে তাশকুবরি যাদাহ রহ.-এর নামে 'মাওসিল' থেকে দুবার ছাপা হয়েছে। কিন্তু তাশকুবরি যাদাহ রহ.-এর নামে কিতাবটির মুদ্রণ সুস্পষ্ট ভুল। ফকীহদের তবকা বিষয়ে তাঁর কোনো রচনা নেই। বরং এই 'ত্বাবাকাতুল ফুকাহা' নামক কিতাবের রচয়িতা হলেন ইবনুল হিন্নায়ী রহ.। *কাশফুয যুনূন* প্রণেতা 'তবাকাতুল হানাফিয়্যাহ' শিরোনামে হানাফী আলেমদের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতাদের তালিকা উল্লেখ করতে যেয়ে বলেন, وجمع المولى علي بن أمر الله ابن الحنائي مختصرا على إحدى وعشرين طبقة كتب فيه المشاهير: بدأ بالإمام وختم: بابن كمال باشا، أوله الحمد لله رب العالمين. 'মাওলা আলী বিন আমরুল্লাহ ইবনুল হিন্নায়ী ২১ তবকায় (হানাফী) প্রসিদ্ধ আলেমদের জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে সংকলন করেছেন। কিতাবের সূচনা করেছেন ইমাম আযমের জীবনী নিয়ে। আর শেষ করেছেন (আহমদ বিন সুলাইমান) ইবনু কামাল পাশা রহ. (ওফাত : ৯৪০)-এর জীবনী দিয়ে। কিতাবটির শুরু এ রকম : الحمد لله رب العالمين। কিতাবটি মুতালাআ করলেই পাঠক *কাশফুয যুনূন* প্রণেতা যেমনটি বলেছেন তেমনটিই পাবেন ইনশাআল্লাহ। (গ্রন্থকার)

وشرح الجامع الصغير وكتاب كبير في أصول الفقه مشهور بأصول البزدوي، معتبر معتمد، وكتاب في تفسير القرآن يقال : إنه مائة وعشرون جزء كل جزء في ضخم مصحف وغناء الفقهاء في الفقه، ولد في حدود سنة أربعمائة، ومات في خامس رجب سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة، وحمل تابوته إلى سمرقند.

'আলী বিন মুহাম্মাদ আব্দুল করীম বিন মূসা আল-বাযদাবী হলেন শীর্ষ ইমাম, বিভিন্ন ইলম ও শাস্ত্রের ধারক-বাহক, উসূল-ফুরূ (মৌলিক-শাখাগত) বিষয়ের ক্ষেত্রে দুনিয়ার ইমাম।[৩৭৭] নির্ভরযোগ্য বহু গ্রন্থই তাঁর রচনা। তাঁর রচনাবলির মাঝে রয়েছে : ১. আল-মাবসূত (১১ খণ্ড) ২. শরহুল জামিউল কবীর, ৩. শরহুল জামিউস সগীর, ৪. উসূলে ফিকহের নির্ভরযোগ্য এক মূল্যবান কিতাব, যা 'উসূলে বাযদাবী' নামে প্রসিদ্ধ, ৫. তাফসীরুল কুরআন। কারও কারও মতে, তাঁর এই তাফসীর গ্রন্থ ১২০ খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতি খণ্ডই এক একটি মোটা ভলিউমে। ৬. ফিকহশাস্ত্রের উপর 'গনাউল ফুকাহা'। তিনি

[৩৭৭] আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোবী রহ. 'আলফাওয়ায়িদিল বাহিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ' কিতাবে (পৃ. ১৬২) হুবহু উপরের ইবারত উল্লেখ করার পর বলেন,

ثم كلام الكفوي ههنا وكلامه في ترجمة أحمد بن أبي اليسر محمد بن محمد وكلامه في ترجمة عبد الكريم بن موسى على ما مر، كل ذلك نص على أن عبد الكريم جد لفخر الإسلام، وأخيه أبي اليسر صدر الإسلام، وهو مخالف لما ساق غيره ممن يعتمد عليه، مما يدل على أنه جد لوالد فخر الاسلام.

'ইমাম কাফাবী-এর এখানকার বক্তব্য ও আহমদ বিন আবিল য়ূসর মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ-এর জীবনীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং আব্দুল করীম বিন মূসা-এর জীবনীতে প্রদত্ত বক্তব্য—যার আলোচনা গত হয়েছে—এসব এ কথার উপর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, আব্দুল করীম হলেন ফখরুল ইসলাম ও তাঁর ভাই আবুল য়ূসর সদরুল ইসলামের দাদা। এ তাহকীক অন্য নির্ভরযোগ্য আলেমদের পেশকৃত তাহকীকের পরিপন্থী। তাঁদের তাহকীক মতে, আব্দুল করীম হলেন ফখরুল ইসলামের পিতার দাদা। (গ্রন্থকার)

(ইমাম বাযদাবী) চতুর্থ শতাব্দীর দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫-ই রজব ৪৮২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৩৭৮] ইন্তেকালের পর তাঁর লাশ বহন করে সমরকন্দে নিয়ে আসা হয়।'

৯। 'বাহরুল উলূম আল্লামা আব্দুল আলী মুহাম্মাদ বিন নিজামুদ্দীন আনসারী 'ফাওয়াতিহু রাহমূত বিশরহে মুসাল্লামিছ ছবূত' কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন,

الإمام الأجل والشيخ الأكمل رئيس الأئمة والعالمين فخر الإسلام والمسلمين. لقبه أغر من الصبح الصادق. واسمه يخبر عن علوه على كل حاذق ذلك الإمام الألمعي فخر الإسلام والمسلمين علي البزدوي.

'শীর্ষ ইমাম, শায়খে কামেল, ইমামদের রঈস, জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, ইসলাম ও মুসলমানের গৌরব, যার এসব উপাধি সুবহে সাদিকের চেয়েও দেদীপ্যমান। তাঁর নামই এ শাস্ত্রের অন্যান্য বিদগ্ধ পণ্ডিতদের উপর তার শীর্ষতার অবগতি প্রদান করে। তিনি হলেন বিচক্ষণ ও প্রতিভাবান ইমাম, ইসলাম ও মুসলমানের গৌরব আলী বাযদাবী রহ.।

১০। মু'জামুল মুআল্লিফীন প্রণেতা রহ. তাঁর ব্যাপারে বলেছেন,

فقيه، أصولي، محدث، مفسر.

'ফকীহ, উসূলবিদ, মুহাদ্দিস, 'মুফাসসির'।

---

[৩৭৮] ***কাশফুয যুনূন* প্রণেতার একটি প্রমাদ :** ইমাম লাখনোবী রহ. বলেন, 'আমাদের সমকালীন জনৈক ব্যক্তি (নবাব সিদ্দিক হাসান খান) তাঁর 'আলহিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ আসসিত্তাহ' কিতাবে (পৃ. ৩৪৪) তাঁর ইন্তেকালসন উল্লেখ করেছেন ৮৮৪ হিজরী। এটা মারাত্মক ভুল, যা *কাশফুযু যুনূন* প্রণেতার অনুকরণের কারণে হয়েছে। কেননা *কাশফুয যুনূন* প্রণেতা বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারদের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর ইন্তেকাল সন এমনটাই লিখেছেন। আবার 'উসূলে বাযদাবীর' আলোচনাতে তিনি নিজেই তাঁর ইন্তেকাল সন উল্লেখ করেছেন ৪৮২ হিজরী। যেমনটি করেছেন অন্যরা। *কাশফুয যুনূন* অধ্যয়নে অনুরক্ত ও অভ্যস্ত ব্যক্তির কাছে এটা অস্পষ্ট নয় যে, কাশফুয যুনূনে আলেম ও মনীষীদের জন্ম-মৃত্যু বিষয়ে অনেক ভুল এবং বৈপরীত্যপূর্ণ তারিখের উল্লেখ রয়েছে। অতএব এসব বিষয়ে 'নকদ' ও যাচাই ছাড়া কেউ যদি তাঁকে কেবলই 'অনুকরণ' করে বসেন তবে তিনি পদস্খলিত হবেন। আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার ভুল-ত্রুটি থেকে হেফাযত করুন। ('আত-তা'লীকাতুস সানিয়্যাহ আলাল ফাওয়ায়িদিল বাহিয়্যাহ')—গ্রন্থকার।

ইমাম ইবনু কামাল পাশা তাঁকে মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল (যে সকল মাসআলায় মাযহাবের ইমাম থেকে কোন সমাধান বর্ণিত হয়নি, সে সকল মাসআলার সমাধাকারী) স্তরের ফকীহ হিসেবে গণ্য করেছেন। হানাফী মাযহাবের মনীষীদের তবাকার উপর যারা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের অধিকাংশই এক্ষেত্রে ইবনু কামাল পাশার অনুসরণ করেছেন।

ইমাম বাযদাবীর দীর্ঘ সোহবতপ্রাপ্ত শাগরিদ

তাঁর দীর্ঘ সোহবতপ্রাপ্ত শাগরিদ হলেন আবুল মাআলী মুহাম্মাদ বিন নসর বিন মানসূর আলমাদীনী, সমরকন্দের খতীব। ইমাম সামআনী রহ. তাঁর 'আল-আনসাব' গ্রন্থে 'আলমাদীনী' নিসবতের আলোচনায় বলেন,

المديني: بفتح الميم، والدال المهملة المكسورة، بعدها الياء آخر الحروف، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى عدة من المدن، منها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما ينسب إليها يقال المدني والمديني، وإلى مدينة بغداد، وإلى مدينة أصبهان، وإلى مدينة نيسابور، وإلى المدينة الداخلة بمرو، وإلى مدينة بخارى، وإلى مدينة سمرقند، وإلى مدينة نسف، وغيرها من المدن.

আল-মাদীনী : মাদীনী শব্দের 'মীম' বর্ণে যবর, 'দাল' বর্ণে যের, এরপর ইয়া, তারপরে 'নূন'। শব্দটি একাধিক শহরের দিকে নিসবত করা হয়। তন্মধ্যে রয়েছে মদীনা মুনাওয়ারা। অধিকাংশ, যারা মদীনার দিকে নিসবত বা সম্পৃক্ত হয়েছেন তাদেরকে 'মাদানী' ও মাদীনী বলা হয়। এছাড়াও বাগদাদ, নিশাপুর, মার্ভের মধ্যকার একটি শহর, বোখারা, সমরকন্দ, নাসাফ ইত্যাদি বহু শহরের দিকে নিসবত করে মাদীনী বলা হয়।

এরপর ইমাম সাম'আনী রহ. প্রত্যেক নিসবতের অধীনে এ নিসবতে প্রসিদ্ধ আলেমদের জীবনী উল্লেখ করার পর বলেন,

والسابع منسوب إلى مدينة سمرقند وهي الساعة باقية مسكونة معمورة. منها: شيخنا أبو المعالي محمد بن نصر بن منصور بن علي

بن محمد بن محمد بن يعلى بن الفضل بن طاهر بن سلمة بن علقمة بن عُلاَثَةَ بن عوف بن أحوص بن خالد بن كلب بن صعصعة بن عامر العوفي العامري الخطيب المديني السمرقندي.

تفقه على علي بن محمد البرجدي والسيد أبي شجاع العلوي، وكان شيخا مسنا كبيرا جليل القدر، سمع السيد أبا المعالي محمد بن محمد بن زيد الحسيني وأبا علي الحسن بن عبد الملك النسفي وأبا الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي وغيرهم.

سمعت منه الكثير في داره بسمرقند، وكان قد ناطح المئة سنة.

وذكر غيره أن مولده سنة أربع وخمسين وأربع مئة، وتوفي في شعبان سنة خمسين وخمس مئة، وصلي عليه بمصلى السيد البغدادي ودفن بجاكرديزه، وحضرت الصلاة عليه، وكان الجمع كثيرا جدا خار عن العد والإحصاء.

'মদীনা শব্দ দ্বারা যে সকল শহরের দিকে সম্বন্ধিত করা হয় তন্মধ্যে সপ্তম হলো সমরকন্দ। এখনও এই শহর জনবসতিপূর্ণ আবাদি শহর হিসেবেই রয়েছে। এই শহরের দিকে সম্বোধিত আলেমদের মধ্যে রয়েছেন : আমাদের আলোচিত সমরকন্দের খতীব, শায়েখ আবুল মা'আলী মুহাম্মাদ বিন নসর বিন মানসূর বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়া'লা বিন ফযল বিন তাহের বিন সালামা বিন আলকামা বিন উলাছা বিন আওফ বিন আহওয়াছ বিন খালেদ বিন কালব বিন সা'সাআ বিন আমের আওফী আমেরী মাদীনী। তিনি আলী বিন মুহাম্মাদ বারজাদী এবং সাইয়েদ আবু শুজা আলাবী রহ.-এর কাছে ফিকহশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন অনেক বয়স্ক ও প্রবীণ শায়েখ। সুমহান মর্যাদার অধিকারী। সাইয়েদ আবুল মা'আলী মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আলহুসাইনী, আবু

আলী হাসান বিন আব্দুল মালিক আননাসাফী ও আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আলবাযদাবী রহ. প্রমুখের কাছে হাদীস শুনেছেন। আমিও (সামআনী) এসবের অনেকাংশই সমরকন্দে তাঁর বাড়িতে তাঁর কাছ থেকে শুনেছি। তিনি ছিলেন শতবর্ষজীবী। কেউ কেউ তাঁর জন্ম-তারিখ উল্লেখ করেছেন ৪৫৪ হিজরী এবং ইন্তেকাল-সাল উল্লেখ করেছেন ৫৫০ হিজরীর শাবান মাস। সাইয়েদ বাগদাদী ঈদগাহে তাঁর সালাতুল জানাযা পড়া হয় এবং জাকরদীযা নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়।

হাফেজ আব্দুল কাদের কুরাশী রহ. 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ' কিতাবে এবং মাহমূদ বিন সুলাইমান কাফাবী كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار গ্রন্থে তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন।

বাযদাবী পুত্র হাসান বিন আলী বাযদাবী

তাঁর পুত্র হাসান বিন আলী বাযদাবী-এর ব্যাপারে ইয়াকুত হামাবী রহ. 'মু'জামুল বুলদান' গ্রন্থে 'বাযদাহ' শীর্ষক আলোচনার পরিশিষ্টে বলেন,

وإبنه القاضى أبو ثابت الحسن بن علي البزدوى، كان أبوه من هذه القرية وولى القضاء بسمرقند وكذلك ولى القضاء ببخارى ثم عزل فانصرف إلى بزدة فسكنها وسمع الحديث ورواه، ومات بسمرقند سنة ٧٥٥ومولده سنة نيف وسبعين وأربعمائة.

'তাঁর পুত্র কাজী আবু সাবেত হাসান বিন আলী বাযদাবী, তাঁর পিতা এই বাযদাহর বাসিন্দা ছিলেন এবং তিনি সমরকন্দের কাজী হিসেবে নিযুক্ত হন। একইভাবে তিনি বুখারাতেও কাজী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বুখারার কাজীর পদে নিযুক্ত হন এবং সেখান থেকে অপসারিত হয়ে বাযদাহয় প্রত্যাবর্তন করে সেখানেই স্থায়ী বাসিন্দা হন। তিনি হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেন। ৫৫৭ হিজরীতে তিনি সমরকন্দে ইন্তেকাল করেন। ৪৭০ হিজরী এরপরে তাঁর জন্ম হয়।'

সামআনী রহ. 'আলআনসাব' গ্রন্থে তাঁর পিতা ফখরুল ইসলাম রহ.-এর জীবনী আলোচনায় বলেন,

وكتبت عن ابنه أبي ثابت الحسن بن علي كتاب المسند لعلي بن عبد العزيز البغوي وكان يرويه عن أبي الحسن علي بن محمد بن خدام[৩৭৯] البخاري، وروى لنا عن أبي علي الحسن بن عبد الملك النسفي أيضا.

'আমি তাঁর (ফখরুল ইসলাম) পুত্র আবু সাবেত হাসান বিন আলী থেকে, আলী বিন আব্দুল আযীয বাগাবী রহ.-সংকলিত মুসনাদ লিখেছি। তিনি তা আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বিন খিদাম আল-বুখারী থেকে বর্ণনা করেন। একইভাবে তিনি মুসনাদটি আবু আলী হাসান বিন আব্দুল মালিক নাসাফী রহ.-এর সনদেও আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।'

হাফেজ কুরাশী রহ. 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ' কিতাবে বলেন,

أبو ثابت الإمام بن الإمام....ولد بسمرقند، ولما مات والده حمله عمه القاضي أبو اليسر، المعروف بالصدر، إلى بخارى، ورباه أحسن تربية ونشأ مع ولده. وتفقه على عمه ببخارى، ثم انتقل إلى مرو، وسكنها مدة من الزمان. ثم لما مات ابن عمه أبو المعالي القاضي أحمد بن أبي اليسر، منصرفا من الحجاز، ولي القضاء ببخارى، وبقي على ذلك مدة ثم صرف عنه، وانصرف إلى بزده وسكنها. وكان حسن الصمت، ساكتا، وقورا لازما بيته، حسن الصلاة. قال السمعاني:

---

[৩৭৯]

هكذا في ك وقد يقرأ " حذام "، ووقع في م وس " حرام " ويأتي في رسم (الخدامي) بالخاء المعجمة والدال المهملة ما لفظه " وأبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن خدام الخدامي ينسب إلى جده...حدث عن جده لأمه أبي علي الحسين بن الخضر النسفي وأبي الفضل الكاغذي وغيرهما توفي سنة ٣٩٤ " لكن في استدراك ابن نقطة " باب الجذامي والخذامي - أما الأول بضم الجيم وفتح الذال المعجمة فهو...وأما الخذامي بكسر الخاء المعجمة والباقي مثله فهو أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن حذام الجذامي (كذا) بخاري حدث عن أبي الفضل منصور نضر بن عبد الرحيم بن مت الكاغذي...".

سمعت منه "المسند الكبير" لعلي بن عبد العزيز، في ثلاثين جزءا.

'ইমাম পুত্র ইমাম আবু সাবেত...তিনি সমরকন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করলে চাচা কাজী আবুল য়ূসর—যিনি 'সদর' নামে প্রসিদ্ধ—তাঁকে বুখারায় নিয়ে আসেন এবং তাঁকে সুন্দরভাবে প্রতিপালন করেন ও শিক্ষাদীক্ষা দেন। তাঁর সন্তানের সাথে তাকে বড় করে তোলেন। আবু সাবেত তাঁর চাচা আবুল য়ূসর-এর কাছে বুখারায় ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি মার্ভে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে কিছুকাল বসবাস করেন। তাঁর চাচাতো ভাই কাজী আবুল মাআলী আহমদ বিন আবিল য়ূসর হিজায থেকে ফেরার পথে ইন্তেকাল করলে তিনি বুখারার কাজী নিযুক্ত হন এবং বুখারার কাজী হিসেবেই দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। সেখান থেকে বরখাস্তের পর আবার বাযদায় ফিরে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন চুপচাপ প্রকৃতির নীরববাদী মানুষ। ছিলেন গাম্ভীর্যমণ্ডিত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, ঘরের কোণে আবদ্ধ ও আদর্শ নামাজ আদায়কারী। সামআনী বলেন, আমি তাঁর কাছে আলী বিন আব্দুল আযীয রহ.-এর ৩০ খণ্ডের 'আলমুসনাদুল কাবীর' শুনেছি।'[৩৮০]

কাফাভী রহ.ও 'কাতায়িবু আলামিল আখয়ার' গ্রন্থে তাঁর জীবনী এনেছেন।

আবুল য়ূসর সদরুল ইসলাম বাযদাবী রহ.-এর পরিচয়

ইমাম বাযদাবী রহ.-এর ভাই সদরুল ইসলাম বাযদাবী রহ. সম্পর্কে ইমাম সামআনী রহ. 'আলআনসাব' কিতাবে লিখেছেন,

وأخو علي أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوي المعروف بالقاضي الصدر، أملى ببخارى الكثير، ودرس الفقه، وكان من فحول المناظرين. روى لنا عنه ابنه أبو المعالي أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين البزدوي، القاضي بمرو، قدمها حاجا.

আলীর ভাই হলেন, আবুল য়ূসর মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আলবাযদাবী, যিনি কাজী সদরুদ্দীন নামে পরিচিত। তিনি বুখারাতে অনেক কিছুই ইমলা করিয়েছেন এবং ফিকহ তালীম দিয়েছেন। তিনি

---

[৩৮০] 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ' ২/৭৬ জীবনী : ৪৬৮॥

ছিলেন শীর্ষ পর্যায়ের মুনাযিরদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সূত্রে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন তাঁর ছেলে আবুল মাআলী আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল-বাযদাবী, মার্ভের কাজী, তিনি হজ্জের সফরে বুখারায় এসেছেন।

হাফেজ আব্দুল কাদের কুরাশী রহ. তাঁর 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ' কিতাবে বলেন,

أبو اليسر، هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم ابن موسى بن مجاهد البزدوي، تقدم.

أخو الإمام علي البزدوي.

تفقه عليه ركن الأئمة عبد الكريم بن محمد، مصنف "طلبة الطلبة"، وأبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي صاحب "التحفة"، شيخ صاحب "البدائع" وولده القاضي أبو المعالي أحمد.

روى عنه تلميذه أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي... وقال عمر بن محمد النسفي، في كتاب "القَند" وكان شيخَ أصحابنا بما وراء النهر، وكان إمام الأئمة على الإطلاق، والموفود إليه من الآفاق، ملأ المشرق والمغرب بتصانيفه في الأصول والفروع، وكان قاضي القضاة بسمرقند.

توفي ببخاري في رجب، سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة.

আবুল য়ূসর—মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন আব্দুল কারীম ইবনে মূসা বিন মুজাহিদ আল-বাযদাবী—ইমাম আলী আল-বাযদাবী এর ভাই। 'তিলবাতুত তলাবাহ' সংকলক রোকনুল আয়িম্মা আব্দুল করীম বিন মুহাম্মাদ এবং 'তুহফাহ' প্রণেতা, আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আহমদ সমরকন্দী যিনি 'বাদায়েউস সানায়ে' প্রণেতার শায়েখ এবং তাঁরই সন্তান কাজী আবুল মাআলী আহমদ প্রমুখ তাঁর কাছেই ফিকহের তা'লীম গ্রহণ করেন।

তাঁর ছাত্র আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আহমদ আস-সমরকন্দী তাঁর থেকে বর্ণনা

করেছেন।... (আবু হাফস নাজমুদ্দীন) ওমর বিন মুহাম্মাদ নাসাফী রহ. (ওফাত : ৫৩৭ হি.)—যিনি মা-ওয়ারাউন নাহর' অঞ্চলে হানাফীদের শায়েখ ছিলেন—'আলকান্দ ফী তারীখি সমরকন্দ' নামক গ্রন্থে বলেন, মা-ওরা উন-নাহারে আমাদের সমসাময়িকদের তিনি শায়েখ ছিলেন। ছিলেন সর্ব অঞ্চলের ও সর্বকালের ইমামদের ইমাম। পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্ত থেকে বহু শিক্ষার্থী তাঁর কাছে ছুটে আসতেন। 'উসূল-ফুরু' (আকীদা ও ফিকহ) বিষয়ে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে তাঁর কিতাব ছড়িয়ে আছে। তিনি সমরকন্দের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ৪৯৩ হিজরীর রজব মাসে তিনি বুখারায় ইন্তেকাল করেন।

সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবের ২৫তম তবাকার রাবীদের জীবনীতে ইমাম যাহাবী রহ. লিখেছেন :

العلامة شيخ الحنفية بعد أخيه الكبير، أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن المحدث عبد الكريم المحدث بن موسى بن مجاهد النسفي. قال عمر بن محمد في "القند" : كان أبو اليسر إمام الأئمة على الإطلاق، والموفود إليه من الآفاق، ملأ الكون بتصانيفه في الأصول والفروع، وولي قضاء سمرقند، أملى الحديث مدة. توفي ببخارى في تاسع رجب سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة. ومولده سنة إحدى وعشرين وأربعمائة.

'আপন বড় ভাইয়ের পর হানাফী মাযহাবের অন্যতম শায়েখ আল্লামা আবুল য়ূসর মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন মুহাদ্দিস আব্দুল করীম বিন মূসা বিন মুজাহিদ নাসাফী রহ.। (আবু হাফস নাজমুদ্দীন) ওমর বিন মুহাম্মাদ নাসাফী রহ. (ওফাত : ৫৩৭ হি.) 'আলকান্দ ফী তারীখি সমরকন্দ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, সাধারণভাবে 'ইমামুল আয়িম্মা' বা 'ইমামদের ইমাম' বললে তাঁকে বুঝানো হতো। পৃথিবীর দিগ্‌-দিগন্ত থেকে যার কাছে মানুষ ইলমী পিপাসা নিবারণে ছুটে আসতেন। 'উসূল-ফুরু' মৌলিক ও শাখাগত বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত তাঁর গ্রন্থরাজি দ্বারা তিনি পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিছুকাল তিনি সমরকন্দের কাজীর দায়িত্ব পালন করেন। ৪৯৩ হিজরীর রজব মাসের নয় তারিখে তিনি বুখারায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্ম

হয়েছিল ৪২১ হিজরীতে।[৩৮১]

হাফেজ কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ. তাঁর 'তাজুত তারাজিম' গ্রন্থে, ইবনুল হিন্নায়ী রহ. তাঁর 'মুখতাসারু ত্বাকাতিল হানাফিয়্যাহ' গ্রন্থে এবং কাফাবী রহ. 'কাতাইবু আ'লামিল আখইয়ার' কিতাবে তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন।

ইমাম বাযদাবী রহ.-এর ভ্রাতুষ্পুত্র আবুল মাআলী-এর পরিচয়

ইমাম বাযদাবী রহ.-এর ভ্রাতুষ্পুত্র আবুল মাআলী আহমদ বিন মুহাম্মাদ বাযদাবী রহ. সম্পর্কে হাফেজ আব্দুল কাদের কুরাশী রহ. তাঁর 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ' (১/৩০৯ জীবনী : ২৩১) কিতাবে লিখেছেন,

أبو المعالي بن أبي اليسر: عرف بالقاضي الصدر.

من أهل بخارى، الإمام بن الإمام، ...مولده سنة اثنتين، أو إحدى وثمانين وأربعمائة، ببخارى.

وهو ابن أخي أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي، الفقيه بما وراء النهر، صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة،

تفقه على والده حتى برع في العلم.

قال السمعاني: وسمع من أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد المكحولي، ولقي الأكابر، وأفاده والده عن جماعة.

ولي القضاء ببخارى مدة، وحمدت سيرته.

وأملى مدة ببخارى.

وورد مرو في الحج فقرأت عليه بها، وحدث ببغداد، ورجع من الحج.

وتوفي بسرخس، في جمادي الأولى، سنة اثنتين وأربعين وخمس مائة، وعُقِد له العَزاء بها، ثم حُمل إلى بخارى.

---

[৩৮১] আলফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, আলী বাযদাবী রহ. জীবনচরিত দ্রষ্টব্য। (সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৯/৪৯)

> (আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন আব্দুল কারীম বিন মূসা বিন আব্দুল্লাহ ইবনে মুজাহিদ আন-নাসাফী আল-বাযদাবী) আবুল যূসর-এর পুত্র আবুল মাআলী, যিনি 'কাজী সদর' নামে প্রসিদ্ধ, বুখারার অধিবাসী। ইমাম পুত্র ইমাম।... ৪৮১ কিংবা ৪৮২ হিজরীতে তিনি বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হলেন মা-ওয়ারাউন নাহর অঞ্চলের প্রখ্যাত ইসলামী আইন-বিশারদ ফকীহ—আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত—আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন আব্দুল করীম বাযদাবী রহ.-এর ভাতিজা। আবুল মাআলী তাঁর বাবা (আবুল যূসর রহ.)-এর কাছেই ফিকহের তালীম গ্রহণ করেন এবং তাঁর কাছেই এই শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। সামআনী বলেন, তিনি আবুল মুঈন মাইমুন বিন মুহাম্মাদ আলমাকহুলী থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি তৎকালীন শীর্ষ আলেমদের সাথে মুলাকাতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তাঁর পিতা অনেকের সূত্রে তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিছুকাল বুখারাতে তিনি কাজীর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর জীবনাচার ছিল প্রশংসনীয়। কিছুকাল তিনি বুখারায় ইমলার খেদমতও আঞ্জাম দেন।

একবার হজ্বের সফরে তিনি মার্ভে অবতরণ করলে আমি তাঁর সামনে তাঁর বর্ণিত কিছু হাদীস পড়ে শোনাই। তিনি বাগদাদে হাদীস বর্ণনা করেন এবং হজ থেকে ফিরে আসেন। ৫৪২ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে তিনি 'সারাখস' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাঁর ইন্তেকালের শোক পালন করা হয়। পরে বুখারায় এনে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩৮২]

আবু সা'দ রহ. লিখেছেন,

> إمام فاضل، مفتي مناظر، حَسن السيرة مرضي الأخلاق، من بيت الحديث والعلم. رحمه الله تعالى.

'তিনি শ্রেষ্ঠ ইমাম, মুনাযির মুফতী, উত্তম জীবনাচার ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী, হাদীস ও ইলমী পরিবারে তাঁর জন্ম। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আপন করুণার বারিধারায় সিক্ত করুন।'

---

[৩৮২] আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ, ১/৩০৯ জীবনী : ২৩১।

কাফাবী রহ. 'আলকাতাইব' গ্রন্থে তাঁর জীবনী লিখেছেন।

ইমাম বাযদাবীর রচনাবলি

গবেষক ইসমাঈল পাশা বাগদাদী هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين কিতাবে তাঁর রচনাবলির তালিকা পেশ করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে :

১। كنز الوصول إلى معرفة الأصول. (কানযুল উছুল ইলা মারিফাতিল উসূল বা উসূলে বাযদাবী)

২। الأمالي (আল-আমালী)

৩। تفسير القرآن (তাফসীরুল কুরআন, ১২০ জিলদে)

৪। شرح الجامع الكبير في الفروع (শরহুল জামিউল কাবীর ফিল-ফুরূ)

৫। سيرة المذهب في صفة الأدب. (সীরাতুল মাযহাব ফী সিফাতিল আদাব)

৬। شرح تقويم الأدلة في الأصول (শরহু তাকবীমিল আদিল্লা ফীল উসুল)

৭। شرح الجامع الصحيح البخاري (শরহুল জামেউস সহীহ আল-বুখারী)

৮। شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع (শরহুল জামিউল সগীর লিশ শাইবানী ফিল-ফূরু)

৯। شرح زيادات الزيادات للشيباني (শরহু যিয়াদাতিত যিয়াদাত লিশ-শাইবানী)

১০। غناء الفقهاء في الفروع (গনাউল ফুকাহা ফিল ফুরূ)

১১। كشف الأستار في التفسير ١٢٠ جزءا (কাশফুল আসতার ফীত তাফসীর)। এটি এক শ বিশ জুযয়ে লিখিত। (এর একেকটি জুয ছিল মুসহাফ-এর মত বড়। আর তৎকালীন মুসহাফ যে আমাদের যামানার মুসহাফের চেয়ে আকারে অনেক বড় হত তা সুবিদিত।)

১২। المبسوط في الفروع ١١ مجلدا (আল-মাবসূত ফীল ফুরূ)। এটি এগারো খণ্ডে।

ইমাম বাযদাবী রহ.-এর রচনাবলি ও 'কাশফুয যুনূন' প্রণেতার পর্যালোচনা

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবী রহ.-এর রচনাবলির পরিচিতি সংক্রান্ত শায়েখ মোস্তফা বিন আব্দুল্লাহ—যনি হাজী খলিফা নামে পরিচিত—এবং কাতেব

চালপী রহ. (ওফাত : ১০৬৭ হি.)-এর উদ্ধৃতি আমরা 'কাশফুয যুনূন' কিতাব থেকে তুলে ধরছি :

এক.

تقويم الأدلة في الأصول للقاضي الإمام أبي زيد : عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي المتوفى : سنة ٤٣٠، ثلاثين وأربعمائة.مجلد أوله : (الحمد لله رب العالمين . . . إلخ) وشرحه : الإمام فخر الإسلام : علي بن محمد البزدوي الحنفي المتوفى : سنة ٤٨٢، اثنتين وثمانين وأربعمائة بالقول. وهو : شرح حسن اعتبره العلماء الحنفية واختصره: أبو جعفر: محمد بن الحسين الحنفي.

কাজী ইমাম আবু যায়দ উবায়দুল্লাহ বিন ওমর আদদাবূসী হানাফী রহ. (ওফাত : ৪৩০হি.) تقويم الأدلة في الأصول (তাকবীমুল আদিল্লাহ ফিল আদিল্লাহ ফিল উসূল) নামে এক খণ্ডের একটি কিতাব লিখেন। এই কিতাবের শরাহ লিখেছেন ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী বিন মুহাম্মাদ বাযদাবী হানাফী (ওফাত : ৪৮২ হি.)। হানাফী মাশায়েখে কেরামের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

দুই.

الجامع الصحيح المشهور: بصحيح البخاري ...وهو أول الكتب الستة في الحديث وأفضلها على المذهب المختار... فقد اعتنى الأئمة بشرح الجامع الصحيح قديما وحديثا فصنفوا له شروحا منها... شرح الإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي...وهو شرح مختصر.

আলজামিউস সহীহ (সহীহুল বুখারী)...। দূর ও নিকট অতীতে বহু ইমামই এই কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছেন এবং বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেনও বটে। ...তন্মধ্যে ফখরুল ইসলাম আলী বিন মুহাম্মাদ বাযদাবী রহ. লিখিত শরাহও রয়েছে। তবে এটি সহীহ বুখারীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

তিন.

الجامع الصغير في الفروع للإمام المجتهد: محمد بن الحسن الشيباني الحنفي وهو كتاب قديم مبارك... وله شروح كثيرة منها: وشرح الإمام فخر الإسلام: علي بن محمد البزدوي ...فرغ من تأليفه في جمادى الآخرة سنة سبع وسبعين وأربعمأة.

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী রহ. (ওফাত : ১৮৭ হি.) কর্তৃক ফিকহে হানাফীর উপর রচিত কিতাব 'আলজামিউস সগীর।' কিতাবটি অনেক প্রাচীন ও বরকতপূর্ণ। যুগে যুগে এই কিতাবের উপরও বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী বিন মুহাম্মাদ বাযদাবী রহ.ও এই কিতাবের উপর শরাহ লিখেছেন। ৪৭৭ হিজরীতে তিনি এই কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ সংকলনের কাজ শেষ করেন।

চার.

الجامع الكبير في الفروع للإمام المجتهد أبي عبد الله: محمد بن الحسن الشيباني الحنفي قال الشيخ أكمل الدين : هو كإسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبير قد اشتمل على عيون الروايات ومتون الدرايات بحيث كاد أن يكون معجزا ولتمام لطائف الفقه منجزا... وكتبوا له شروحا وجعلوه مبينا مشروحا . انتهى . منها : وشرح فخر الإسلام : علي بن محمد البزدوي.

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী রহ. (ওফাত : ১৮৭ হি.) রচিত আরেকটি কিতাব হলো, 'আলজামিউল কবীর'। শায়েখ আকমালুদ্দীন বাবরতী বলেন, কিতাবটি ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েলের জন্য তার নামের মতোই বিশাল ভাণ্ডার, যাতে স্থান পেয়েছে ফকীহদের অবলম্বিত সর্বোৎকৃষ্ট মতামতসমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসআলা-মাসায়েল। কেমন যেন কিতাবটি এ ফনের অন্যান্য কিতাবকে অপরাগকারী এবং ফিকহের

গভীর বিষয়ের পূর্ণতা সম্পাদনকারী। উসূল-বিশারদ আলেমগণ এই কিতাবের উপর বিশদ ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী বিন মুহাম্মাদ আলবাযদাবী রহ.ও কিতাবটির উপর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন।

পাঁচ.

سيرة المذهب في صفة الأدب لفخر الإسلام أبي الحسن : علي بن محمد بن الحسين البزدوي الحنفي المتوفى : سنة ٢٨٤ هـ

সীরাতুল মাযহাব ফী সিফাতিল আদব নামে ইমাম বাযদাবী রহ. একটি কিতাব রচনা করেছেন।

ছয়.

كشف الأستار في التفسير للإمام البزدوي هو علي بن محمد المتوفى ٢٨٤ هـ

কাশফুল আসতার (তাফসীরুল কুরআনিল কারীম)।

সাত.

مبسوط فخر الإسلام على بن محمد البزدوى...في أحد عشر مجلدا.

আলমাবসূত ১১ খণ্ডে।

আট.

أصول الإمام فخر الإسلام : علي بن محمد البزدوي الحنفي المتوفى : سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة أوله : (الحمد لله خالق النسم ورازق القسم . . .)

وهو : كتاب عظيم الشأن جليل البرهان محتو على : لطائف الاعتبارات بأوجز العبارات تأبى على الطلبة مرامه، واستعصى على العلماء زمامه، قد انغلقت ألفاظه، وخفيت رموزه وألحاظه، فقام

جمع من الفحول بأعباء توضيحه وكشف خباياته وتلميحه منهم:
الإمام حسام الدين : حسين بن علي الصغناقي الحنفي المتوفى : سنة عشر وسبعمائة وسماه : (الكافي) ذكر في آخره : أنه فرغ من تأليفه في أواخر جمادى الأولى سنة أربع وسبعمائة :

উসূলুল ইমাম ফখরুল ইসলাম: আলী বিন মোহাম্মাদ বাযদাবী হানাফী রহ. (ওফাত : ৪৮২ হি.)। কিতাবটির সূচনা এমন : الحمد لله خالق النسم ورازق النسم ..। ইমাম বাযদাবী রহ.-এর এই কিতাব অত্যন্ত শানদার ও মজবুত দলিলসমৃদ্ধ। কিতাবটির ছোট ছোট ইবারতে রয়েছে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শর্তাবলি ও বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। এই কিতাবের সংক্ষিপ্ত ইবারত থেকে তার উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করতে অনুসন্ধিৎসু তালিবুল ইলমদের রীতিমতো বেগ পেতে হয়। এবং মুহাক্কিক আলেমগণও তার মর্মোদঘাটনে জটিলতায় নিপতিত হয়েছেন। এর শব্দগুলো অন্তর্মুখী এবং এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও বিশেষ বিবেচ্য বিষয়ও অস্পষ্ট। ফলে, এই কিতাবের ইবারতকে সহজবোধ্য করে তোলার পাশাপাশি কিতাবের পাতায় পাতায় লুকিয়ে থাকা দুর্লভ তথ্য ও ইশারা-ইঙ্গিতগুলো উদ্ধারের লক্ষ্যে বহু উলামায়ে কেরাম উদ্যোগ নিয়েছেন।

উসূলে বাযদাবীর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ

শীর্ষ পর্যায়ের অনেক ইমামই এ কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন,

১। ইমাম হুসামুদ্দীন হুসাইন বিন আলী সুগনাকী হানাফী রহ. (ওফাত : ৭১০ হি.) লিখিত 'আলকাফী'। এ কিতাবের শেষে তিনি লিখেছেন, তিনি উক্ত কিতাবটি সংকলনের কাজ শেষ করেন ৭০৪ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে।

والشيخ الإمام علاء الدين : عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي المتوفى : سنة ثلاثين وسبعمائة وشرحه : أعظم الشروح وأكثرها إفادة

وبيانا وسماه : (كشف الأسرار) أوله : (الحمد لله مصور النسم في شبكات الأرحام . . . إلخ)

২। শায়েখ ইমাম আলাউদ্দীন আব্দুল আযীয বিন আহমদ বুখারী হানাফী রহ. (ওফাত : ৭৩০ হি.)। তাঁর রচিত উক্ত শরাহটিই এই কিতাবের উপর রচিত শরাহগুলোর মাঝে সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে বেশি ফায়দা ও ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'কাশফুল আসরার'। কিতাবটির শুরু এ রকম :

الحمد لله مصور النسم في شبكات الأرحام

কাশফুয যুনূন কিতাবে আরো উদ্ধৃত হয়েছে :

والشيخ أكمل الدين : محمد بن محمد البابرتي الحنفي المتوفى : سنة ست وثمانين وسبعمائة وسماه : (التقرير) أوله : (الحمد لله الذي أكمل الوجود بإفاضة الحكم من آيات كلامه المجيد . . . إلخ) ذكر فيه : أنه كتاب مشتمل من الأصول على أسرار ليس لها من دون الله كاشفة حدثني شيخي شمس الدين الأصفهاني : أنه حضر عند الإمام المحقق قطب الدين الشيرازي يوم موته، فأخرج كراريس من تحت وسادته، نحو خمسين، قال : هو فوائد جمعت على كتاب (فخر الإسلام) تتبعت عليه زمانا كثيرا ولم أقدر حله، فخذها لعل الله - تعالى - يفتح عليك بشرحه قال : فاشتغلت به سنين سرا وجهارا، ولم أزل في تأمله ليلا ونهارا، و عرضت أقيسته على قوانين أهل النظر وتعرضت بمقدماته بأنواع التفتيش والفكر، فلم أجد ما يخالفهم إلا الإنتاج من الشكل الثاني[৩৮৩]، مع اتفاق مقدمتيه في الكيف، وذلك

---

[৩৮৩]

والشكل الثاني من الضروب المنتجة أن تكون المقدمتان كليتين بشرط أن يختلفا بالكيف، فتكون الكبرى سالبة والصغرى موجبة نحو : كل وضوء عبادة ولا شيء في

وما أشبهه مما يجوزه أهل الجدل بلا ضعف ولا زيف، ثم لم يتهيأ لي شرحه وتعين لي طرحه. انتهى. فبدأ بشرح مختصر يبين ضمائره مهما أمكن.

৩। শায়েখ আকমালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মাহমূদ আলবাবরতী হানাফী রহ. (ওফাত : ৭৮৬ হি.), তিনি তাঁর এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটিকে 'আত-তাকরীর' নামে নামকরণ করেছেন। কিতাব শুরু করেছেন এভাবে : الحمد لله الذي كمل الوجود بإفاضته الحكم من آيات كلامه المجيد ...। ইমাম বাবরতী রহ. এই কিতাবে লিখেছেন, এটি (উসূলে বাযদাবী) এমন একটি কিতাব, যে কিতাবে এমন কিছু সূক্ষ্ম উসূল ও মূলনীতি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সেসব মূলনীতির নিগূঢ়তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনকারী আর কেউ নেই। আমাকে আমার শায়েখ শামসুদ্দীন ইসফাহানী রহ. বর্ণনা করেছেন, তিনি ইমাম, মুহাক্কিক কুতবুদ্দীন শীরাযী রহ.-এর মৃত্যুর দিন তাঁর শিয়রে উপস্থিত হন। তখন তিনি তাঁর বালিশের নিচ থেকে ৫০টির মত খাতা বের করে বললেন এগুলো হলো এমন কিছু ফাওয়ায়েদ, যেগুলো আমি ইমাম ফখরুল ইসলাম রহ.-এর কিতাব থেকে জমা করেছি। দীর্ঘদিন ধরে আমি এগুলোর সমাধানের জন্য অনুসন্ধান চালিয়েছি, কিন্তু সেগুলোর সমাধান বের করতে পারিনি। সুতরাং তুমি এগুলো গ্রহণ করো, হতে পারে এর ব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য এসব জটিল বিষয়গুলো উন্মোচন করে দেবেন। তিনি বলেন, এরপর আমি একান্ত নীরবে ও প্রকাশ্যে বহু বছর এগুলোর সমাধানকল্পে নিরত ছিলাম, এসবের তাহকীক ও গবেষণায় দিন-রাত লেগে থেকেছি।... পরবর্তীকালে আমার আর সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার মতো সময়-সুযোগ আসেনি, বরং এ কাজ হয়ে না উঠাই ছিল আমার নিয়তি। (তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত)

অতঃপর তিনি (শায়েখ আকমালুদ্দীন আল-বাবরতী) নিজেই উসূলে বাযদাবীর মাঝে লুকিয়ে থাকা নিগূঢ় তত্ত্বগুলোর উদ্‌ঘাটনে—যতদূর সম্ভব হয়—একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ সংকলনে মনোনিবেশ করেন।

العبادة بمستغن عن النية، فينتج عن ذلك سالبة كلية هي: لا شيء من الوضوء بمستغن عن النية. ولو فقد الشرط لزم من ذلك اضطراب النتيجة. انظر حاشية الباجوري ٦١، تسهيل المنطق ٥٢٠. (دراسة وتحقيق "التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي" للدكتور خالد محمد العروسي عبد القادر، ص: ٤)

কাশফুয যুনূন কিতাবে আরো লেখা হয়েছে :

ومن شروحه: شرح : الشيخ أبي المكارم : أحمد بن حسن الجاربردي الشافعي المتوفى : سنة ست وأربعين وسبعمائة وشرح : الشيخ : قوام الدين الأتراري الحنفي المتوفى : في حدود سنة سبعمائة وشرح : الشيخ أبو البقاء : محمد بن أحمد بن الضياء المكي الحنفي المتوفى : سنة أربع وخمسين وثمانمائة. وشرح : الشيخ : عمر بن عبد المحسن الأرزنجاني في مجلدين أوله : (الحمد لله الذي جعل أصول الشريعة ممهدة المباني . . . إلخ) قد ذكر فيه : أنه أخذ عن الكردري بواسطة شيخه ظهير الدين : محمد بن عمر البخاري .وهو شرح : بقال أقول وما عداه من الشروح بقوله : كذا

উসূলে বাযদাবীর আরো কিছু শরাহের মধ্যে রয়েছে :

৪। শায়েখ আবুল মাকারিম আহমদ বিন হাসান আল-জারাবারদী শাফেয়ী রহ. (ওফাত : ৭৪৬ হি.)।

৫। শায়েখ কিওয়ামুদ্দীন আল-উতরারী (উতরার তুর্কিস্তানের একটি বড় শহরের নাম।) হানাফী রহ.। ৭০০ হিজরীর দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৬। শায়েখ আবুল বাকা মুহাম্মাদ বিন আহমদ বিন যিয়া মাক্কী হানাফী রহ. (ওফাত : ৮৫৪ হি.)।

৭। শায়েখ ওমর বিন আব্দুল মুহসিন আরযানজানী (ওফাত : ৭০০ হি. আনুমানিক) [আত-তাকমীল শরহু উসূলিল বাযদাবী নামে] দুই খণ্ডের একটি শরাহ লিখেছেন। শরাহটির শুরু এমন : الحمد لله الذي جعل أصول الشريعة ممهدة المباني । ব্যাখ্যাকার তাঁর এই কিতাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি তাঁর শায়েখ যহীরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ওমর বুখারী রহ. (ওফাত : ৬৬৮ হি.)-এর মধ্যস্থতায় ইমাম কারদারী রহ. থেকে ইলম শিক্ষা করেছেন। শরাহটিতে তিনি মুসান্নিফের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন قال বলে। আর নিজের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন أقول বলে। এ ছাড়া অন্যান্য যে ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো রয়েছে সেগুলোতে قوله كذا বলে ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন অভিমত সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

উসূলে বাযদাবীর তালীক গ্রন্থসমূহ

ومن التعليقات المختصرة عليه: تعليقة: الإمام حميد الدين : علي بن محمد الضرير الحنفي المتوفى : سنة ست وستين وستمائة وتعليقة : جلال الدين : رسول ابن أحمد التباني الحنفي المتوفى : سنة ثلاث عشرة وسبعمائة

তাঁর এই কিতাবের উপর যেসকল সংক্ষিপ্ত তালীক রচিত হয়েছে তন্মধ্যে রয়েছে : ইমাম হামীদুদ্দীন আলী বিন মুহাম্মাদ দরীর হানাফী রহ. (ওফাত : ৬৬৬ হি.), জালালুদ্দীন রাসূল বিন আহমদ আত-তুবানী হানাফী রহ. (ওফাত: ৭১৩ হি.) এর টীকা।

ومن الشروح الناقصة: شرح : الشيخ شمس الدين: محمد بن حمزة الفناري المتوفى: سنة أربع وثلاثين وثمانمائة وهو: على ديباجته فقط وشرح : علاء الدين: علي بن محمد الشهير : بمصنفك المتوفى: سنة خمس وسبعين وسبعمائة وسماه: (التحرير) وشرح : المولى: محمد بن فرامرز الشهير: بملا خسرو المتوفى : سنة خمس وثمانين وثمانمائة ولو تم لفاز المسترشدون به بتمام المرام وللشيخ: قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى: سنة تسع وسبعين وثمانمائة تخريج أحاديثه ومن شروح البزدوي الموضح والشافي.

উক্ত কিতাবের উপর রচিত কিছু অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাগ্রন্থও রয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে :

১। শায়েখ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন হামযাহ আলফানারী রহ. (৮৩৪ হি.) কৃত শরাহ। তবে এই শরাহটি উক্ত কিতাবের ভূমিকামূলক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

২। শায়েখ আলাউদ্দীন আলী বিন মুহাম্মাদ রহ. (ওফাত : ৭৭৫ হি.)—যিনি মুসান্নিফাক লকবে অধিক প্রসিদ্ধ—এর শরাহ। তিনি তাঁর এই শরাহটিকে 'আততাহরীর' নামে নামকরণ করেছেন।

৩। মাওলা মুহাম্মাদ বিন ফারামুরয রহ. (ওফাত : ৮৮৫ হি.)—যিনি মোল্লা খসরু নামে প্রসিদ্ধ—এর শরাহ। তবে ব্যাখ্যাকার যদি তাঁর এই গ্রন্থটি পূর্ণ করতে পারতেন তবে ইলম পিপাসুগণ এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বারা উসূলে বাযদাবীর আলোচনা পূর্ণাঙ্গরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত।

৪। শায়েখ কাসেম বিন কুতলুবূগা হানাফী রহ. (ওফাত : ৮৭৯ হি.) উক্ত কিতাবে বর্ণিত হাদীসের তাখরীযের উপর একটি কিতাব রচনা করেছেন।

বাযদাবীর শরাহগুলোর মধ্যে অন্যতম আরও দুটি শরাহ হলো 'আলমূযিহ' ও ইমাম জালালুদ্দীন খুওয়ারযমী (ওফাত : ৭৬৭ হি.) লিখিত 'আশশাফী'।

অষ্টম অধ্যায়

ইমাম আবুল হাসান সিন্ধী রহ.
জীবন ও কর্ম

এ অধ্যায়ে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে হিন্দুস্তান ও সিন্ধুর আলেমদের অসামান্য অবদান, বিশেষ করে শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হাদী (ইমাম আবুল হাসান) সিন্ধী রহ. (ওফাত : ১১৩৯ হি.) -এর জীবনী নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. লিখিত ইমাম আবুল হাসান কাবীর সিন্ধী রহ. প্রবন্ধটি পাকিস্তানের বিখ্যাত ইলমী পত্রিকা বাইয়িনাতে প্রকাশিত হয়, যা মাকালাতে নুমানীর শুরু অংশে আনা হয়েছে। এটি ১৯৬১ সালে পাকিস্তান হিস্ট্রি কনফারেন্স-এর এগারোতম সালানা ইজলাসেও পাঠ করা হয়। ইলমী আলোচনায় পরিপূর্ণ এ প্রবন্ধে পাঠক অনেক অজানা তথ্যের দেখা পাবেন।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ভারত বলতে যে দেশটি পরিচিত; আজ থেকে বারো শ বছর পূর্বে কেবল একেই সিন্ধু বলা হতো না; বরং আরো বড় আয়তনবিশিষ্ট অখণ্ড বিশাল ভূমির নাম ছিল 'সিন্ধু'। তৎকালীন ঐতিহাসিকগণ সিন্ধু বলতে যে ভূমিটিকে বুঝাতেন তা পশ্চিমে মুকরান পর্যন্ত, দক্ষিণে আরব সাগর ও গুজরাট পর্যন্ত, পূর্বে মালয় ও রাজপুতনা পর্যন্ত এবং উত্তরে মুলতান ছাড়িয়ে দক্ষিণ পাঞ্জাবের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর মধ্যে পাঞ্জাবের দক্ষিণে বেলুচিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল, সীমান্ত এলাকার দক্ষিণাঞ্চল, রাজপুতানার অধিকাংশ এলাকাসহ গুজরাটের উত্তরাঞ্চল নিয়ে সিন্ধু এলাকা বিস্তৃত ছিল। (মুহসিনুদ্দীন খান)

হিন্দুস্তানে ইলমে হাদীস চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মুসলমানরা তাদের নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালীম ও শিক্ষাকে যেভাবে অবিকলভাবে সংরক্ষণ করেছে পৃথিবীর অন্য কোনো কওম এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে অক্ষম। ইলমে ওহীর ভাষ্যকার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখনিঃসৃত শব্দ উম্মতের জন্য সংরক্ষণকল্পে বিভিন্ন তবকা ও স্তরের আলেমগণ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। ক্বারী ও মুহাদ্দিসগণ তা তাদের বুকে সংরক্ষণ করেছেন। তাজবীদ বিশেষজ্ঞগণ হরফের মাখরাজসমূহকে, সরফ বিশেষজ্ঞগণ শব্দের গঠন ও কাঠামোকে এবং নাহুবিদগণ বাক্যের তারকীব ও গঠন-প্রক্রিয়াকে নিয়মের আওতায় এনে লিপিবদ্ধ করেছেন। বালাগাতের ইমামগণ কুরআনের আলঙ্কারিক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য বুঝার জন্য ফন্নে মাআনী ও বায়ান তথা বালাগাতশাস্ত্রের সংকলন করেছেন। অভিধানবেত্তাগণ শব্দ বিশ্লেষণ করেছেন। কালামশাস্ত্রবিদগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বাইরের হাকীকতকে সুস্পষ্ট করেছেন।[৩৮৪] উসূলবিদগণ কুরআন ও

---

[৩৮৪] উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব (দা. বা.) বলেন,

ইলমে কালামকে ঢালাওভাবে মন্দ বলা–এটা সালাফী বন্ধুদের ভুল প্রোপাগান্ডা। বিদআতীদের ইলমে কালাম নিঃসন্দেহে মন্দ; কেননা তারা এর মাধ্যমে তাদের বিদআতী চিন্তাধারা প্রমাণের অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু যারা হকপন্থী অর্থাৎ যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পথে আছেন তাদের ইলমে কালামকে মন্দ আখ্যা দেয়া ঠিক নয়। এ বিষয়ে তলাবায়ে কেরাম ইমাম আশআরী রহ.-এর রিসালা– استحسان الخوض في علم الكلام মুতালাআ করতে পারেন। এই কিতাবে তিনি দলীলের আলোকে ইলমে কালামের গুরুত্ব প্রমাণ করেছেন। (ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী ও ইমাম আবুল হাসান আশআরী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মহান দুই মুখপাত্র, মাসিক আল-কাউসার, নভেম্বর ২০২১) এ প্রবন্ধে উসতাযে মুহতারাম হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর একটি বক্তব্যের সারকথা টেনেছেন এভাবে :

ইলমে কালামের মূলনীতি ও পরিভাষাসমূহ, যেগুলো বিভ্রান্তিকর আপত্তিসমূহের খণ্ডনে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো ইসলামী আকীদার অংশ নয়। সেগুলো বেদআতপন্থীদের মোকাবেলায় অবশ্যই

সুন্নাহ থেকে সমস্যা সমাধানের মূলনীতি নির্মাণ করেছেন। ফকীহগণ জীবনের মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। সূফীতত্ত্বজ্ঞ আলেমগণ কলবের কাইফিয়াত ও অবস্থাসমূহকে সংরক্ষণ করেছেন এবং মানুষের অভ্যন্তরীণ দিককে আলোকিত ও নুরানী করার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

দ্বীনের ধারক-বাহকদের এ তবকা নববী যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এমনি ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। এক মুহূর্তের জন্যও এ ধারাবাহিকতার ব্যত্যয় ঘটেনি। এসব দ্বীনের ধারক-বাহক নেতৃপুরুষদের বৃত্তান্ত সম্পর্কে—যারা দ্বীন সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন—ইসলামের ইতিহাসে অজস্র কিতাব রচিত হয়েছে।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, দ্বীনের এসব দিশারি মনীষীদের মধ্যে পাকিস্তানের এমন এক মহান মনীষীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া, উল্লিখিত বিভিন্ন তবকার আলেমদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের কারণে যাঁর বিশেষ মাকাম ও অবস্থান রয়েছে। তিনি হলেন শাইখুল হারাম আল-মাদানী, ইমাম আবুল হাসান কাবীর সিন্ধী রহ., যাঁকে নাহু, বালাগাত, মানতিক, উসূলে তাফসীর, ফিকহ, হাদীস—এ সব শাস্ত্রে একজন উঁচু মাপের মুহাক্কিক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত গণ্য করা হয়।

সিন্ধুতে ৯২ হিজরীতে মুসলমানরা তাদের অবস্থান দৃঢ় করে। যেসময় এ অঞ্চলের সম্পর্ক মুসলমানদের কেন্দ্রীয় খেলাফত ও হুকুমতের সাথে সংযুক্ত ছিল তখন পর্যায়ক্রমে অনেক আলেম ও গুণীজন এখানে জন্ম লাভ করেন।[৩৮৫]

ব্যবহার করা যাবে, তবে সেগুলো কোনোভাবে ইসলামী আকীদার অংশ নয়। সেগুলো তো তর্কশাস্ত্রের ফর্মুলা মাত্র। ইসলামী আকীদাসমূহ তো ভিন্নভাবে আলাদা শিরোনামে লেখা হয়েছে, যেগুলো কিতাব ও সুন্নায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে এবং ইলমের ধারক-বাহকগণের মাঝে তাওয়ারুস তথা যুগপরম্পরায় বিদ্যমান আছে। (দ্র. মাজালিসে হাকীমুল উম্মত, মুফতী মুহাম্মাদ শফী, পৃ. ১৩২-১৩৩)

[৩৮৫] হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সিন্ধু রীতিমতো কেন্দ্রীয় শাসনেরই অধীন থাকে; অতঃপর কেন্দ্রীয় শাসনমুক্ত হয়ে তা কিছু ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। তৃতীয় শতাব্দীতে এ সকল ক্ষুদ্র রাজ্যও ধ্বংস হয়ে যায় এবং তদস্থলে শিয়া মতাবলম্বী 'বাতেনী' সম্প্রদায়ের অধিকার স্থাপিত হয়। ফলে কিছুদিনের জন্য মুসলিম জগতের সাথে এর যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে (৪১২ হি.) সুলতান মাহমুদ গযনবী খাইবার গিরিপথে ভারতে প্রবেশ করেন এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধু দখল করে গজনি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে ভারতের সাথে মুসলিম জগতের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। অতঃপর হিজরী সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এক এক করে উপমহাদেশের সকল অংশই মুসলমানদের করতলগত হয় এবং দিল্লীতে তার রাজধানী স্থাপিত হয়। (মাওলানা নূর

ইলমী জগতে যারা বিশেষ খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন :

১। মানসূরাহ-এর কাজী, আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মাদ তামীমী মানসূরী, দাউদ আল-আসফাহানীর মাযহাবের ইমাম ও ফকীহ, (হাকেম আবু আবদুল্লাহ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

২। হাফিজুল হাদীস খালাফ বিন সালেম সিন্ধী, (ওফাত : ৩৩১ হি.)

৩। ফকীহ আবু নসর ফাতহ বিন আব্দুল্লাহ,

৪। মুহাদ্দিস আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম দাইবুলী,[৩৮৬] (ওফাত : ৩২২ হি.)[৩৮৭]

৫। সীরাত ও মাগাযির ইমাম আবু মি'শার নাজীহ বিন আব্দুর রহমান সিন্ধী, (ওফাত : ১৭০ হি.)[৩৮৮]

এতৎসত্ত্বেও অন্যান্য মুসলিম দেশ ও শহরে হাদীসের তালিবগণ যেভাবে হাদীস শ্রবণের জন্য মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেখানে ছুটে চলতেন সিন্ধুর অবস্থা সে যুগে তেমনটি ছিল না। এমনকি হাফেজ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমদ যাহাবী রহ. যখন তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-আমছার যাওয়াতিল আছার'[৩৮৯] লেখেন তখন উপমহাদেশের হিন্দুস্তান ও সিন্ধু সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত না করে পারেননি :

মুহাম্মাদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ১৩৫॥) —অনুবাদক।

[৩৮৬]

الديبلي، بفتح الدال، وسكون الياء، وضم الباء: نسبة إلى "ديبل" مدينة على ساحل البحر الهندي قريبة من السند.

[৩৮৭]

وقال عنه الذهبي في "السير" ١٠/١٥ وَكَانَ مُسْنِدَ الحرم فِي وَقْتِهِ.

[৩৮৮] সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর জীবনী জানার জন্য দেখুন, নুযহাতুল খাওয়াতির ১/৫০॥

[৩৮৯] এটি হাফেজ যাহাবী রহ. লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। এটি একটা সময় পর্যন্ত যেসব শহর ইলমে হাদীস প্রচার ও প্রসারের অন্যতম মারকায ও কেন্দ্র ছিল সেসব শহরের ইতিহাস ও অবস্থা নিয়ে রচিত গ্রন্থ। মুহাদ্দিস ছাখাবী রহ. 'আল-ইলান বিত-তাওবীখ লিমান যাম্মাত তারীখ' (পৃ. ১৩৬, দিমাশকের মুদ্রণ) কিতাবে উক্ত পুস্তিকাকে সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করে দিয়েছেন এবং জায়গায় জায়গায় সেসব শহর সম্পর্কে নিজের জানা তথ্যের সংযোজন করেছেন। নিজের সংযোজিত অংশকে তিনি ইমাম যাহাবী রহ.-এর বক্তব্য শেষে قلت (আমার বক্তব্য) বলে শুরু করেছেন।

فالأقاليم التي لا حديث بها يروى ولا عرفت بذلك الصين أغْلِق البابُ والهند والسند.

যেসব দেশ ও অঞ্চলে হাদীস চর্চা হয়ে ওঠেনি, আর না হাদীসের ইলমে তাদের প্রসিদ্ধি আছে—চীন, (যেখানে হাদীস চর্চা হয়নি এবং হাদীস চর্চার দরজা বন্ধ করে রাখা হয়েছে) হিন্দ ও সিন্ধু।

হাফেজ যাহাবী রহ. ৭৪৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। এতে বুঝা যায়, অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে হিন্দুস্তানের কোনো খ্যাতি ছিল না। তবে এটি ভিন্ন কথা যে, এ যুগেও দু-একজন মুহাদ্দিস উপমহাদেশের ভারত ও পকিস্তানের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে কোথাও না কোথাও বিদ্যমান ছিলেন। ইমাম হাসান বিন মুহাম্মাদ সগানী লাহোরী (ওফাত : ৬৫০ হিজরী) এবং কিতাবুত তালীম ও তবাকাতুল হানাফিয়্যাহ গ্রন্থের লেখক শাইখুল ইসলাম ইমাদুদ্দীন মাসউদ বিন শায়বা সিন্ধী তো এ মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন যে, তাঁদের রচনাবলি থেকে আরব বিশ্বের মানুষরাও উপকৃত হয়েছেন। হাফেজ আবদুল কাদের কুরাশী রহ. (ওফাত : ৭৭৫ হি.) লিখেছেন,

سمع بمكة وعدن والهند

তিনি মক্কা শরীফ, আদান ও হিন্দুস্তানে হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৩৯০]

এ তথ্য থেকে বুঝা যায়, খোদ হিন্দুস্তানেও সপ্তম শতাব্দীতে দরসে হাদীসের ধারা চালু ছিল। তবে যেহেতু এখানে ইলমে হাদীসের ব্যাপক চর্চা ছিল না তাই হাফেজ যাহাবী রহ. হিন্দুস্তানকে হাদীস ও রেওয়ায়েতের মারকাযী শহর হিসেবে উল্লেখ করেননি। হাফেজ ছাখাবী রহ. তাঁর 'আল-ইলান বিত-তাওবীখ' কিতাবে হাফেজ যাহাবী রহ.-এর উপরি-উক্ত ইবারত উদ্ধৃত করে কোনো কথা সংযোজন করেননি। এ থেকে বুঝা যায়, তাঁর যুগ পর্যন্তও হিন্দুস্তানে ইলমে হাদীসের সেই অবস্থায়ই বহাল ছিল, ইমাম যাহাবী রহ. যেরূপ অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম ছাখাবী রহ. ইন্তেকাল করেছেন ৯০২ হিজরীতে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের এটাই বুঝা সমীচীন যে, হিজরী নবম শতকের শেষ অবধি এখানে ইলমে হাদীসের চর্চা ও প্রচলন ছিল না।

---

[৩৯০] আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ, ইমাম ছাগানীর আলোচনা।

সনদ ও রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে সিন্ধু-হিন্দের উন্নতি না ঘটার পিছনে কুদরতী কারণও রয়েছে। সিন্ধু একটা সময় পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় দারুল খিলাফাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। অতঃপর শিয়া বাতিনিয়্যা সম্প্রদায়ের কর্মতৎপরতা এখানে জোরদারভাবে চলছিল, যারা পরবর্তীকালে পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। একটা দীর্ঘ সময় বাতিনিয়্যা সম্প্রদায় এখানকার হুকুমত পরিচালনা করে।[৩৯১] এদিকে হিন্দুস্তানে যখন মুসলমানদের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ এল এবং নির্বিঘ্নে রাষ্ট্র পরিচালনার সময় এল (যেটা ছিল মূলত বিভিন্ন ইলম ও শাস্ত্রের উৎকর্ষের সর্বোত্তম সময়) তখন মুসলিম বিশ্ব একটা বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। হিংস্র তাতাররা খাওয়ারিযম থেকে নিয়ে বাগদাদ পর্যন্ত সব ইসলামী দেশ সমূলে ধ্বংস সাধন করে এবং মুসলমানদের উপর নজীরবিহীন নির্মম গণহত্যা চালায়। তাতারদের এই রক্তাক্ত পটপরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় হানাফীরা। তাঁদের সব ইলমী মারকাযসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গ্রন্থাগার বিনষ্ট হয়। আলেমদের তরবারী দিয়ে হত্যা করা হয়। এজন্য ইতঃপূর্বে ইরাক, ফারেস, খোরাসান ও মা-ওয়ারাউন নাহরে (ট্রান্স-অক্সিয়ানা) হানাফী আলেমদের যে ইলমী কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তা দিমাশক

[৩৯১] ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া বংশের পতনের পর আব্বাসীগণ ক্ষমতা লাভ করেন। দিমাশকের পরিবর্তে বাগদাদে খেলাফতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। আব্বাসী খলীফাগণ ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সিন্ধুদেশে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। খলীফা মনসুরের সময় (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) আরব আধিপত্য বেলুচিস্তান এবং বর্তমান ভাওয়ালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তখন শাসনকর্তা বাশার ইবনে দাউদ খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পরাজিত হন। ইয়াহইয়া ইবনে খালিদ বারমাকি তার স্থলে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইয়াহইয়া তার পুত্র আরমানকে সিন্ধুর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এরপর থেকে আরমানের বংশধররা সিন্ধু শাসন করেন। এরা ধর্মবিশ্বাসে শিয়া ছিলেন। আরমান দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি জাঠদের পরাভূত করে কচ্ছ পর্যন্ত শাসন বিস্তৃত করেন। আরমানের পর আরব আধিপত্যের সুস্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায় না। ৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুদেশে আরব মুসলিমগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লে মুলতান ও মনসুরা দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সিন্ধীরা এ অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে শাসনকার্যে অনুপ্রবেশ করে। গজনি ও হিন্দুশাহি বংশের দ্বন্দ্বের সময় সিন্ধুর আরবরা গজনিকে সাহায্য করেনি। কারণ, সিন্ধুর শাসনকর্তা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ১০১০ খ্রিষ্টাব্দে গজনির সুলতান মাহমুদ আরব শিয়া শাসকদের সিন্ধুদেশ থেকে বিতাড়িত করেন। (মাওলানা মানযূর আহমাদ, সিন্ধু থেকে বঙ্গ ১/১৯৪ প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৩) উল্লেখ্য যে, শুধু সিন্ধু নয়, মুলতানও একটা সময় শিয়াদের দখলে ছিল। তাই তো আমরা দেখি, ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদের চতুর্থ অভিযান ভ্রান্ত ইসমাঈলি মতবাদে বিশ্বাসী মুলতানের শাসনকর্তা আবুল ফাতাহ দাউদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এ যুদ্ধে আবুল ফাতাহ দাউদ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং প্রভূত অর্থ দিয়ে ও ইসমাইলি ভ্রান্তবিশ্বাস ত্যাগ করার শর্তে নিজের মুক্তি ক্রয় করেন। (সিন্ধু থেকে বঙ্গ ১/২০৭)—অনুবাদক।

ও মিশরের আলেমদের দিকে স্থানান্তরিত হয়। বাগদাদ নগরীর পতনের পরে ইলমী দিক দিয়ে হানাফীরা এত বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয় যে, তা পুষিয়ে উঠতে দরকার ছিল শতাব্দীকালব্যাপী এক সুদীর্ঘ সময়। বাস্তবে ঘটলও তা-ই। পরবর্তী তিন শতাব্দীব্যাপী ইসলামী উলূম ও ফুনুনে কেবল শাম ও মিশরে সংখ্যাধিক্য ও গুণগত মান উভয় দিক বিবেচনায় যে পরিমাণ জগৎ-বরেণ্য আলেম পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন, সমগ্র মুসলিম বিশ্ব থেকে তেমনটি হয়নি।

কিন্তু আল্লাহ পাকের রহমত ও অনুগ্রহ কোনো কওম ও সম্প্রদায়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। হিজরী দশম শতক থেকে আস্তে আস্তে এ ইলমী নেতৃত্ব হিন্দুস্তান ও সিন্ধুর দিকে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে। পরবর্তী যুগে যে মাপের বর্ষীয়ান আলেম এ ভূখণ্ডে জন্ম লাভ করেছেন সারা পৃথিবীতে তার কোনো নজীর নেই। ইলমে হাদীসের কথাই আলোচনা করা যাক। এ ইলমের ক্ষেত্রে হিন্দুস্তান ও সিন্ধুর ব্যাপারে হাফেজ যাহাবীর বক্তব্য আমরা জেনে এসেছি।

এ বিষয়ে অধুনা যুগের যাহাবী খ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা যাহেদ কাওসারী রহ.-এর শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকারোক্তি ও স্বীকৃতি এখানে উল্লেখ করছি। তিনি হিন্দুস্তানের এ ভূখণ্ডের হাদীস ও সুন্নাহর খেদমত সম্পর্কে বলেন,

وكان حظ إقليم الهند من هذا الميراث-منذ منتصف القرن العاشر- هو النشاطَ في علوم الحديث، فأقبل علماء الهند عليها إقبالاً كليًا، بعد أن كانوا منصرفين إلى الفقه المجرد والعلوم النظرية.

ولو استعرضنا ما لعلماء الهند من الهمة العالية العظيمة في علوم الحديث من ذلك الحين - مدةَ ركود سائر الأقاليم -: لوقع ذلك موقع الإعجاب الكلي والشكر العميق. وكم لعلمائهم من شروح ممتعة وتعليقات نافعة على الأصول الستة وغيرها، وكم لهم من مؤلفات واسعة في أحاديث الأحكام، وكم لهم من أيادٍ بيضاء في نقد الرجال، وعلل الحديث، وشرح الآثار، وتأليف مؤلفات في شتى الموضوعات. والله سبحانه هو المسؤول أن يديم نشاطهم في خدمة مذاهب أهل الحق ويوفقهم لأمثال ما وُفقوا له إلى الآن، وأن يبعث

هذا النشاط في سائر الأقاليم من جديد.

হিন্দুস্তানের এ অঞ্চলে নবীর এ মীরাছসমূহের মধ্যে—দশম হিজরী সনের মধ্যভাগ থেকে—উলূমুল হাদীসের প্রাণবন্ত চর্চা শুরু হয়েছে। (এ যুগ থেকে) হিন্দুস্তানের আলেমগণ ফিকহে মুজাররাদ ও উলুমে নযরিয়া ও আকলী—মানতিক, ফালসাফাতে লিপ্ত থাকার পর উলূমুল হাদীসের প্রতি পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করেন। যদি আমরা সে সময় থেকে উলূমুল হাদীস সম্পর্কে হিন্দুস্তানী আলেমদের এ মহাকর্মযজ্ঞকে বিচার ও পর্যালোচনা করি—যখন থেকে সমস্ত ইসলামী সাম্রাজ্যে এ ইলম চর্চার ক্রমোন্নতি ও বিকাশ থেমে গিয়েছিল—তাহলে তা এক মহা বিস্ময়কর ব্যাপার ও বিরাট প্রশংসাজনক কীর্তি বলে বিবেচিত হবে। অনুমান করে দেখুন, এখানকার আলেমগণ কুতুবে সিত্তা ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের উপর অজস্র উপকারী শরাহ ও গুরুত্বপূর্ণ টীকা লিখেছেন এবং আহকাম-সংশ্লিষ্ট হাদীসের উপর তাঁদের রয়েছে বিস্তীর্ণ রচনাবলি। রাবীদের বাছ-বিচার, ইলালুল হাদীস ও হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁদের রয়েছে অজস্র উজ্জ্বল কীর্তি। তা ছাড়া হাদীসের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও তাঁরা গড়ে তুলেছেন সুবিশাল গ্রন্থসম্ভার। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, আহলে হকের মাযহাব ও মতাদর্শের খেদমত করার জন্য তাঁদের কর্মোদ্দীপনা অব্যাহত রাখুন এবং এতদিন পর্যন্ত তাঁরা যে খেদমত করেছেন, এরচেয়ে বহুগুণ করার তাওফীক দান করুন। এই উদ্যমকে নতুন করে পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডেও সৃষ্টি করুন।

এরপর কাওসারী রহ. আহকাম-সংক্রান্ত হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের ফিরিস্তি তুলে ধরে হাদীস ও সুন্নাহর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দ যে ঈর্ষণীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তা ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

ثم يأتي دور إخواننا الهنود من أهل السنة فمآثرهم في السنة في القرون الأخيرة فوق كل تقدير وشروحهم في الأصول الستة تزخر بالتوسع في أحاديث الأحكام.

এরপর আমাদের হিন্দুস্তানী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের

ভাইদের (উলামায়ে দেওবন্দ) যুগ এল। বিগত শতকে হাদীস ও সুন্নাহর ক্ষেত্রে যাঁদের কল্পনাতীত উজ্জ্বল কীর্তি রয়েছে। কুতুবে সিত্তার উপর তাঁদের লিখিত ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ আহকাম-সংশ্লিষ্ট হাদীসের ব্যাপক তত্ত্বে ও তথ্যে পরিপূর্ণ।[৩৯২]

মিশরের প্রখ্যাত সাংবাদিক রশীদ রেজা মিসরী এটাও লিখেছেন যে,

ولولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضى عليها بالزوال من أمصار الشرق، فقد ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة حتى بلغت منتهى الضعف في أوائل هذا القرن الرابع عشر.

যদি হিন্দুস্তানী আলেমদের দৃষ্টি উলূমুল হাদীসের উপর নিবদ্ধ না হতো তাহলে মাশরিক অঞ্চলে এ শাস্ত্রের বিলোপ ঘটত। আর মিশর, শাম, ইরাক ও হিজাযে হিজরী দশম শতক থেকে এ শাস্ত্রের চর্চা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এমনকি চলমান চৌদ্দ শ শতকের সূচনালগ্নে তো এ শাস্ত্র চরমতম দুর্বলতম অবস্থায় পৌঁছেছিল।[৩৯৩]

---

[৩৯২] মাকালাতুল কাওসারী, পৃ. ৭৪। প্রবন্ধের শিরোনাম :

أحاديث الأحكام وأهم الكتب المؤلفة فيها وتناوب الأقطار في الاضطلاع بأعباء علوم السنة.

[৩৯৩] মিফতাহু কুনুযিয সুন্নাহ-এর মুকদ্দিমা, পৃ. ৬ মিশরের মুদ্রণ।

ইমাম আবুল হাসান সিন্ধী রহ. : জীবন ও কর্ম

ভূমিকামূলক এই আলোচনার পর এবার ইমাম আবুল হাসান সিন্ধী রহ.-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা যাক।

নাম ও নসব : নাম মুহাম্মাদ। কুনিয়াত আবুল হাসান। লকব নুরুদ্দীন। সিলসিলায়ে নসব এরূপ : মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হাদী আস-সিন্ধী, আত-তাতাবী, অতঃপর মাদানী আলহানাফী।

জন্ম, তালীম ও তরবিয়ত : তিনি 'ঠাট্টা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তালীম-তরবিয়তও লাভ করেন এখানে। এখানকার জ্ঞানী-গুণীদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে দরস ও তাদরীসের মহান খেদমতে নিয়োজিত হন। খুব দ্রুত ছাত্রদের মারজা ও প্রিয়ভাজনে পরিণত হন এবং মুহাক্কিক আলেমদের কাতারে শামিল হন। (এরপর হিজায সফর করেন এবং হেরেম শরীফের শাইখের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।) তাঁর প্রিয় শাগরিদ শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধীর বর্ণনামতে,

كان مولده في السند في بلدة يقال لها تته نشأبها عالما محققا مرجعا للطلبة.[৩৯৪]

উস্তায ও শায়েখ

আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী রহ. ইলমে হাদীস ছাড়া অন্যান্য সব ইলম ও শাস্ত্রের ইলম নিজ দেশেই সমাপ্ত করেছিলেন। হাদীস বর্ণনার সিলসিলা হিসেবে তাঁর সেসব শায়েখদের নাম তো সংরক্ষিত আছে, যাঁদের কাছ থেকে হারামাইন শরীফাইনে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছিলেন। কিন্তু নিজ দেশের আলেমগণ—যাঁদের মাধ্যমে প্রচলিত ইলমী বিষয়ে তাঁর যোগ্যতা পূর্ণতায় পৌঁছেছিল এবং তিনি আল্লামা হতে পেরেছিলেন—তাঁদের কারও নামই জানা যায় না। ঐতিহাসিক আবুল ফযল মুহাম্মাদ খলীল মুরাদী রহ.-এর উপরি-উক্ত ইবারত থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, তিনি সেখানকার একদল উসতায থেকে ইলম শিক্ষালাভ করেন। মোল্লা আবেদ সিন্ধী রহ.ও এ কথা লিখেছেন যে,

---

[৩৯৪] درج الدرر في نقص وجوه وضع الأيدي تحت السرر-از ابو تراب رشد الله-

أخذ عن جماعة من العلماء الأعلام في بلده والحرمين وغيرها.

'তিনি নিজ দেশে এবং হারামাইন ও বিভিন্ন স্থানে খুবই প্রসিদ্ধ একদল আলেম থেকে ইলম অর্জন করেছেন।'

আবুল হাসান সিন্ধী রহ.-এর হারামাইন শরীফাইনের বিখ্যাত কয়েকজন উস্তায

হারামাইন শরীফাইনে তাঁর বিখ্যাত কয়েকজন উস্তায নিয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

১। মোল্লা বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম বিন হাসান কুরদী আল-কূরানী (ওফাত : ১১০১ হি.)।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. লিখেছেন,

শায়েখ ইবরাহীম কুরদী আলেম ও আরেফ ছিলেন। ফিকহে শাফেয়ী, হাদীস ও আরাবিয়্যাত (আরবী ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব) ইত্যাদি ইলমে বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। আর এসবের প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর লিখিত কিতাব রয়েছে।... ফারসী, কুরদী, তুর্কী ও আরবী সবকটি ভাষা তিনি জানতেন। সারি মেধা, ইলমের বিস্তৃতি ও বিশদতা, যুহদ, বিনয়, ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। আব্দুল্লাহ আব্বাসী বলেন, তাঁর মজলিস ছিল জান্নাতের বাগিচা। যখন হিকমতের মাসআলা বর্ণনা করতেন, তখন সেই মাসআলার প্রাসঙ্গিকতায় সূফীদের বর্ণিত হাকীকতও উল্লেখ করে তাদের তাহকীক অনুযায়ী সেটার প্রাধান্যকে তুলে ধরে এ কথা বলতেন :

هؤلاء الفلاسفة قاربوا عثورا على الحق ولم يهتدوا إليه.

এসব দার্শনিকরা সত্য বুঝার কাছাকাছি পৌঁছেও হেদায়েত ও সত্য পায়নি।[৩৯৫]

সাইয়েদ মুহাম্মাদ খলীল মুরাদী 'সিলকুদ দুরার' কিতাবে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

إبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري الشهراني الشافعي نزيل

[৩৯৫] ইনসানুল আইন ফী মাশায়িখিল হারামাইন, শায়েখ ইবরাহীম কুরদীর আলোচনা।

المدينة المنورة الشيخ الإمام العالم العلامة خاتم المحققين عمدة المسندين العارف بالله تعالى صاحب المؤلفات العديدة الصوفي النقشبندي المحقق المدقق برهان الدين

ইবারহীম বিন হাসান আল-কূরানী, আশ-শাহরাযূরী, আশ-শাহরানী, আশ-শাফেয়ী, মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকারী, শায়েখ, ইমাম, আলেম, আল্লামা, সর্বশেষ মুহাক্কিক, (তাহকীকের বাস্তব চিত্র তিনিই একেছেন) মুহাদ্দিসদের শেষ ভরসা, আরেফ বিল্লাহ, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, নকশাবন্দী তরীকায় দীক্ষাপ্রাপ্ত সূফী, বিদগ্ধ ও সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত এবং দ্বীনের প্রমাণ।

পরিশেষে তিনি আরও লেখেন,

كان جبلاً من جبال العلم بحراً من بحور العرفان

'তিনি ইলমের পাহাড় ও তাসাওউফের সাগর ছিলেন।'

আল্লামা কূরানী যে রচনাগত কীর্তি রেখে গেছেন তার সংখ্যা শতাধিক। 'সিলকুদ দুরার' প্রণেতা তন্মধ্যে কিছু রচনার নাম উল্লেখ করেছেন।[৩৯৬]এ

[৩৯৬]

(م) وألف مؤلفات نافعة عديدة منها: تكميل التعريف لكتاب في التصريف وحاشية شرح الأندلسية للقصيري وشرح العوامل الجرجانية والنبراس لكشف الالتباس الواقع في الأساس وجواب العتيد لمسئلة أول واجب ومسئلة التقاليد وضياء المصباح في شرح بهجة الأرواح وجواب سؤالات عن قول تقبل الله والمصافحة تقبل الله تعالى والمتمة للمسئلة المهمة وذيلها والقول الجلي في تحقيق قول الإمام زين الدين بن علي وتحقيق التوفيق بين كلامي أهل الكلام وأهل الطريق وقصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل وشرح العقيدة المسماة بالعقيدة الصحيحة والجواب المشكور عن السؤال المنظور وإشراق الشمس بتعريف الكلمات الخمس وبلغة المسير إلى توحيد العلي الكبير وعجالة ذوي الانتباه بتحقيق إعراب لا إله إلا الله وجوابات الغرأوية عن المسائل الجأوية الجهرية والعجالة فيما كتب محمد بن محمد القلعي سؤاله والقول المبين في مسئلة التكوين وإنباه الأنباه على تحقيق إعراب لا إله إلا الله وإفاضة العلام بتحقيق مسئلة الكلام والإلماع المحيط بتحقيق الكسب الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وإتحاف الزكي بشرح التحفة المرسلة إلى النبي **ومسلك الأبرار إلى أحاديث النبي المختار** ومسلك السداد إلى مسئلة خلق أفعال العباد والمسلك الجلي في حكم سطح الولي وحسن الأوبة في حكم ضرب

তালিকায় مسلك الأبرار الى احاديث النبي المختار (মাসলাকুল আবরার ইলা আহাদীসিন নাবিয়্যিল মুখতার) নামেরও একটি কিতাব রয়েছে। এতে তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর তাবেয়ী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। কূরানীর 'ছাবাত' বা নিজস্ব বর্ণনার সনদের কিতাবের নাম 'আল-উমাম লি-ইকাযিল হিমাম'। এটি ১৩২৮ হিজরীতে হায়দারাবাদ থেকে মুদ্রিত হয়েছে।

২। মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রাসূল বারজাঞ্জী। তিনি আমাদের আলোচিত মোল্লা কূরানী-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তাঁর জীবনীতে লিখেছেন,

سید محمد برزنجی کہ یکے از اجلہ تلامذہ شیخ بود

সাইয়েদ মুহাম্মাদ বারজাঞ্জী, তিনি শায়েখ (মোল্লা কূরানী)-এর অন্যতম শীর্ষ পর্যায়ের শাগরিদ ছিলেন।

বারজাঞ্জীকে মসজিদে নববীর প্রসিদ্ধ মুদাররিসদের মধ্যে গণ্য করা হয়। সাইয়েদ মুহাম্মাদ খলীল মুরাদী 'সিলকুদ দুরার' কিতাবে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি এ মহান মনীষীর শানে المحقق المدقق النحرير الأوحد الهمام ইত্যাদি মর্যাদাপূর্ণ শানদার শব্দ ব্যবহার করেছেন। মুহাক্কিক বারজাঞ্জী ইবরাহীম কূরানী ছাড়া আরও অনেক শায়েখ ও উস্তায থেকে মক্কা শরীফ, হামাদান, বাগদাদ, দিমাশক, কুসতুনতুনিয়া, মিশর, মারদীন (তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব একটি নগরী) ও হালাব প্রভৃতি শহরে অবস্থান করে উপকৃত হয়েছেন। পরবর্তীকালে মদীনা শরীফের বাসিন্দা হয়ে যান এবং সেখানেই ১১০৩ হিজরীর মুহাররম মাসে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্ম ১০৪০ হিজরীর ১২-ই রবীউল আওয়ালের শুক্রবার রাত্রে। তাঁর জন্মভূমি হলো শাহরাযুর। জীবনের বাড়ন্ত সময় তিনি এখানেই পার করেন। অনেক উপাদেয় রচনা তিনি পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছেন। তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কিতাব হলো : الإشاعة لأشراط الساعة এটি ১৩২৫ হিজরীতে মিশরের মাতবাউস সাআদা থেকে মুদ্রিত হয়েছে।

৩। আব্দুল্লাহ বিন সালেম বসরী (জীবনকাল ১০৪৮ হি.-১১৩৪ হি.)। শাহ

النوبة وإتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف. وغير ذلك من المؤلفات التي تنوف عن المائة (سلك الدرر)

ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তাঁর 'ইনসানুল আইন ফী মাশায়িখিল হারামাইন' গ্রন্থে লিখেছেন,

'শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন সালেম বসরী পরবর্তীকালে মক্কী। তিনি হাদীসের অনেক কিতাবের তাসহীহ বা বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের কাজ করেছেন। আর এগুলোর মধ্যে একটি হলো মুসনাদে আহমদ।...এবং কুতুবে সিত্তার সংশোধিত ও বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন।... যিয়াউস সারী নামক বুখারীর শরাহ তাঁর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে পূর্ণ করতে পারেননি।[৩৯৭] সারাজীবন হাদীসের কিতাব পঠন ও বিশ্লেষণে কাটিয়েছেন। মোটকথা, তিনি মুতাআখখিরীন হাফিজুল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।... তাঁর এরূপ ইলমী মাকাম ও হাফিজুল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারার কারণ হলো, শৈশবকাল থেকেই তিনি ইলমের প্রতি এবং আলেম, নেককার ও পরহেজগারদের প্রতি ভালোবাসায় অতি আগ্রহী ছিলেন। ...তাঁর জীবনের সব সময় তিনি দরস-তাদরীস কিংবা তেলাওয়াত বা নামাজ অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় কাজে লিপ্ত থাকতেন। ... দীর্ঘ হায়াত পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে কাটিয়েছেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর পরিপূর্ণ আকল ও স্মৃতিশক্তি ঠিক ছিল। তবে কেবল শ্রবণশক্তি লোপ পেয়েছিল।... মক্কাবাসীরা অধিকাংশই তাঁর থেকে হাদীস শুনতেন। তিনি ৪-ই রজব ১১৩৪ হিজরীতে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।'

আল্লামা সিন্ধী রহ. এ তবকার আরও কিছু আলেমদের কাছ থেকেও ইলমে হাদীস শিক্ষালাভ করেছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ হলেন এই তিনজন। শায়েখ আবদুল হাই কাত্তানী রহ. (ওফাত : ১৩৮০ হিজরী) তাঁর 'ফিহরেসুল ফাহারেস' কিতাবে শায়েখ আবুল হাসান কাবীরের জীবনীতে লিখেছেন,

يروي عن الشمس محمد بن عبد الرسول البرزنجي والبرهان الكوراني

[৩৯৭]

وفي التاج المكلل برقم (١٢٥) الشيخُ، العلامةُ، المحدثُ، عبدُ الله بنُ سالم البصريُّ، المكيُّ. قارىء "صحيح البخاري" في جوف الكعبة المشرفة، له شرح عليه عزَّ أن يُلْفى في الشروح مثلُه، لكن ضاق الوقت عن إكماله، سماه: "ضياء الساري"، وهذا الاسم كاد أن يكون من قبيل المعمى؛ فإنه موافق لعام الشروع في تأليفه، ومن مناقبه: تصحيحُه للكتب الستة، حتى صارت نسخته يُرجَع إليها من جميع الأقطار، ومن أعظمها "صحيح البخاري"، أخذ في تصحيحه نحوًا من عشرين سنة، وجمع "مسند الإمام أحمد" بعد تفرق أيدي سبا، وصححه، وصارت نسخته أمًّا، إلخ...

وعبد الله البصري وتلك الطبقة.

> তিনি শামস মুহাম্মাদ বিন আবদুর রাসূল[৩৯৮] বারজাঞ্জী, বুরহান কূরানী, আব্দুল্লাহ আল-বসরী এবং এ তবকার লোকদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৯৯]

এসব শায়েখ ও উসতাযদের মধ্যে আল্লামা সিন্ধীর মননে ও চিন্তাধারায় যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন শায়েখ ইবরাহীম কূরানী। স্মর্তব্য যে, কূরানীর এই দরসগাহ ও পাঠশালা থেকে হিন্দ-সিন্ধুর দুইজন প্রসিদ্ধ ইমাম প্রভাবিত হয়েছেন। একজন হলেন ইমাম আবুল হাসান কাবীর সিন্ধী। দ্বিতীয়জন হলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.। ইমাম আবুল হাসান সিন্ধী রহ. পিতা থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করেছেন। আর শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. শায়েখ ইবরাহীম কূরানীর পুত্র আবু তাহের কুরদী থেকে।[৪০০] সম্ভবত এ কারণেই এই দুই ইমাম মাতুরীদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মাতুরীদিয়াতের মধ্যে কিছুটা আশআরিয়াতের প্রভাব পড়েছে। হানাফী হওয়া সত্ত্বেও শাফেয়িয়াতের কিছুটা প্রভাব পড়েছে। তাসাওউফের লাইনে থাকা সত্ত্বেও দর্শনশাস্ত্রের কিছুটা প্রভাব পড়েছে। আহলুত তানযীহ হওয়া সত্ত্বেও তাশবীহের কিছুটা প্রভাব পড়েছে এবং তাওহীদে শুহুদীর প্রবক্তা হলেও তাওহীদে উজুদির কিছুটা প্রভাব পড়েছে।

এ দুই ইমামের রচনাবলিতে আমাদের হানাফী ফকীহ ও মুতাকাল্লিমিনদের সাথে যে কিছু জায়গায় ইখতেলাফ পরিলক্ষিত হয় এটি তারই কারণ ও প্রভাব। এই প্রভাব গ্রহণের বড় কারণ হলো, এ উভয় মনীষী যদিও সিন্ধু বা হিন্দুস্তান থেকে ইলমে মাকুল ও মানকুল (চিন্তানির্ভর ও বর্ণনানির্ভর বিদ্যা) উভয়টিই পরিপূর্ণভাবে অর্জন করেই তবে গিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁদের মধ্যে দুটি বড়

[৩৯৮] এটি নবীর খাদেম অর্থে। বান্দা অর্থে নয়। (অনুবাদক)

[৩৯৯] ফিহরিসুল ফাহারেস ১/১৪৮।

[৪০০] শাহ ছাহেব রহ. কালামী মাসায়েলের ক্ষেত্রে আশআরী ছিলেন। অর্থাৎ যে গুটিকতেক মাসআলার মধ্যে আশআরী ও মাতুরীদীদের মধ্যে শাখাগত ইখতেলাফ রয়েছে সেক্ষেত্রে তিনি আশআরী ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে সিফাতে বারী তাআলার তাবীল করাকে তিনি হক্ব মনে করতেন। (রহমাতুল্লাহিল ওয়াসেআ ১/৫০) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর নগণ্য কিছু বিচ্ছিন্ন মতামত ও চিন্তাধারা সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী তালিবুল ইলমরা 'হুসনুস তাকাজী ফী সিরাতিল ইমাম আবু ইউসুফ আল-কাজী (পৃ. ৯৫) দেখতে পারেন।

শূন্যতা ছিল। একটা হলো, ইলমে হাদীসে মিশকাতের চেয়ে বেশি কিছু পড়ার সুযোগ না থাকা। আরেকটি হলো, মুতাকাদ্দিমীন হানাফী ফকীহদের রচনাবলির সংস্পর্শে আসতে না পারা। এজন্য সিন্ধী ও হিন্দী এ উভয় মনীষী তাঁদের যুগের অনেক বড় প্রসিদ্ধ আলেম হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন মাযহাবের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।

হারামাইন সফর ও মসজিদে নববীতে দরস প্রদান

আল্লামা সিন্ধী রহ. যখন হাদীস অর্জন ও শিক্ষালাভ করার জন্য হারামাইন শরীফে সফর করেন তখন তিনি সেখানকার বাসিন্দার মতোই হয়ে থাকেন। দেশে ফেরার চিন্তাই দিল থেকে বের করে দেন। প্রথম দিকে দশ বছর পর্যন্ত নির্জন নিমগ্নতা ও একাকিত্ব অবলম্বন করার কারণে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন মসজিদে নববীতে দরসের মসনদ অলংকৃত করেন, তখন ইলমী গগনের দীপ্তিমান সূর্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। মোল্লা হায়াত সিন্ধী রহ. লেখেন,

ثم سافر إلى الحرمين على نية القراءة فمكث فيها نحوا من عشر سنين لم يشتهر لكثرة عزلة ثم جلس للتدريس في الحرم النبوي (درج الدرر)

আল্লামা সিন্ধী রহ. মদীনা শরীফে যেসব কিতাবের দরস প্রদান করতেন জীবনীকারগণ তন্মধ্যে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

তাফসীর : তাফসীরে কাজী বাইযাবী।

হাদীস : কুতুবে সিত্তা, মুআত্তায়ে ইমাম মালেক, মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল।

ফিকহ : হিদায়া।

দরসের স্থান সম্পর্কে মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী বলেন, মদীনা মুনাওয়ারায় 'দারুশ-শিফা' নামে এক মাদরাসা ছিল, যা একটি পর্যায়ে এখনও বাকি আছে। আমি মাদরাসাটি পরিদর্শন করেছি। প্রতিষ্ঠানটির নাম 'দারুশ-শিফা' রাখার কারণ হলো, এ প্রতিষ্ঠানের ওয়াকফকারী শর্তারোপ করেছিলেন, এখানে কাজী ইয়ায রহ.-এর বিখ্যাত কিতাব 'আশ-শিফা ফী হুকুকিল

মুসতাফা'-এর দৈনন্দিন দরস প্রদান করা হবে। শায়েখ আবুল হাসান সিন্ধী রহ. বারো শতকের শুরুতে এ প্রতিষ্ঠানের মুদাররিস ছিলেন। তিনি ১১৩৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

উত্তম চরিত্র ও তাকওয়া

ইলমের পাশাপাশি আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে আমলের দৌলতও দান করেছিলেন। মেজাজ ও স্বভাবে বিনয় ও নম্রতা, আমলের একনিষ্ঠতা এবং কিতাব ও সুন্নাহের অনুসরণের জযবা—এগুলো ছিল তাঁর বিশেষ গুণ। জীবনীকাররা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, গুণাগুণ ও স্মৃতিশক্তির পাশাপাশি তাঁর তাকওয়া ও যুহদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা মুরাদী লেখেন,

> اشتهر بالفضل والذكاء والصلاح...وكان عالما عاملا ورعا زاهدا.

> 'তিনি গুণ ও কৃতিত্বে, বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতায় প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি আমলদার, খোদাভীরু ও দুনিয়াবিমুখ আলেম ছিলেন।'[৪০১]

মোল্লা হায়াত সিন্ধী রহ. লেখেন,

> وكان زاهدا متورعا كثير الاتباع لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومتواضعا. (درج الدرر)

> 'তিনি যাহেদ ও সূফী তত্ত্বজ্ঞ আলেম ছিলেন। কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক অনুসারী এবং বিনয়ী ছিলেন।'

কারামত

আল্লামা আবুল হাসান কাবীরকে আল্লাহ তাআলা কারামাত ও তাসাররুফ দ্বারাও সম্মানিত করেছিলেন। মোল্লা আবেদ সিন্ধী রহ. তাঁর 'হাসরুশ শারিদ' গ্রন্থে দুটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনা দুটির সনদ হলো, আবেদ সিন্ধী রহ. তাঁর উস্তায শায়েখ সালেহ ফুল্লানী (১১৬৬ হি.-১২১৮ হি.) থেকে, তিনি মুহাম্মাদ সাঈদ

---

[৪০১] সিলকুদ দুরার ৩/৬৬॥

সফর (তিনি আবুল হাসান কাবীরের শাগরিদ ও সালেহ ফুল্লানীর শায়েখ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

১। যখন আল্লামা সিন্ধী রহ.-এর পরকাল যাত্রার সময় ঘনিয়ে এল তখন শাগরিদরা তাঁর কাছে দরস-তাদরীসের ব্যাপারে নিজ শাগরিদদের মধ্যে কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার নিবেদন করলেন। এ নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী রহ. তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, 'শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধীর খেদমতে হাজির হয়ে যাও।' এ কথা শুনে সব শাগরিদ খামুশ ও বাক্রুদ্ধ হয়ে যায়। সে সময় তো কেউ কিছু বললো না; কিন্তু বাইরে এসে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল যে, ইনি আবার দরস প্রদান করবেন! কারণ শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী এরূপ থেমে থেমে কথা বলতেন যে, বহু কষ্টে তাঁর যবান থেকে শব্দ বের হতো। তা ছাড়া আপন শায়খের জীবদ্দশায় কথাও বুঝতেন অনেক বিলম্বে। যাইহোক, শায়খের অসিয়াত ও নির্দেশ পালনার্থে তাঁর শাগরিদবৃন্দ একত্র হয়ে শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধীর কাছে সবক পড়ানোরা জন্য দরখাস্ত করলেন। ভেতরে ভেতরে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে শাইখের অক্ষমতা প্রকাশ পেলে তিনি আর দরসের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবেন না। কিন্তু ঘটনা ঘটল ব্যতিক্রম। শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত দরসের মসনদে সমাসীন হলেন। শুরু হল তাফসীরে বাইযাবীর দরস। শাগরিদ যখন ইবারত পড়ে চুপ হয়ে গেল তখন শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত এমন প্রাঞ্জল ও বালাগাতপূর্ণ ভাষায় পঠিত সবকের তাহকীকপূর্ণ ওজস্বী তাকরীর পেশ করলেন যে, সব শাগরিদ তাজ্জব বনে গেল। দরস শেষে সবাই উঠে তাঁর হাত চুম্বন করে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান করল। সবাই ব্যাপারটি বুঝে গেল যে, মরহুম উস্তাযের বিশেষ নিসবত ও ফয়েজ তাঁর দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

২। শায়েখ আবুল হাসান কাবীর রহ. সহায় সম্পদ ও প্রাচুর্য জমা করার ব্যাপারে একেবারে অনাগ্রহী ছিলেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর কেবল একজন ছেলে বেঁচে ছিলেন। তিনি শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াতকে অসিয়ত করেন যে, আমার ইন্তেকালের পর আমার টুপির মধ্যে যা কিছু মিলবে তা আমার ছেলের কাছে পৌঁছে দেবে। শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত বর্ণনা করেন, শায়েখ আবুল হাসান যখন এ অসিয়ত করছিলেন তখন আমার নজর সেই টুপির প্রতি নিবদ্ধ ছিল। টুপিটি সে সময় একেবারেই খালি ছিল। তাতে কিছুই ছিল না। কিন্তু শাইখের ওফাতের পর যখন টুপিটি উঠানো হলো তখন তাতে দেখা গেলো

তা স্বর্ণমুদ্রায় ভর্তি। আমি এ স্বর্ণগুলো নিয়ে ছাহেবজাদার কাছে পেশ করলাম।

শাগরিদবৃন্দ

আল্লামা সিন্ধীর ছিল অসংখ্য শাগরিদ। মোল্লা আবেদ সিন্ধী রহ. লেখেন,

وأخذ عنه جماعة لا يحصون.

> তাঁর থেকে এত বিরাট সংখ্যক লোক ইলম অর্জন করেছেন, যা গণনা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এসব শাগরিদদের মধ্যে তাঁর জানেশীন হওয়ার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেছেন মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী মাদানী। হাসসানুল হিন্দ আল্লামা গোলাম আলী আযাদ বিলগিরামী (ওফাত : ১২০০ হি.) তাঁর 'সিবহাতুল মারজান ফী আছারি হিন্দুস্তান' ও 'মাআছিরুল কিরাম' গ্রন্থদ্বয়ে, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান তাঁর 'ইতহাফুন নুবালায়িল মুত্তাকীন' গ্রন্থে তাঁর বিশদ জীবনী লিখেছেন। মীর সাইয়েদ আলী শের আত-তাতাবী—যিনি কানে নামে পরিচিত—তাঁর সিন্ধুর ইতিহাস বিষয়ক ফারসী গ্রন্থ 'তুহফাতুল কিরাম'-এ লিখেছেন, মোল্লা হায়াত সিন্ধীর পরে তাঁর দরসের মসনদে যিনি সমাসীন হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন তাঁর প্রিয় শাগরিদ শায়েখ মুহাদ্দিস আবুল হাসান সিন্ধী (ছগীর), পরবর্তীকালে মাদানী। এভাবে আল্লামা আবুল হাসান কাবীর রহ. মসজিদে নববীতে দরসে হাদীসের যে সিলসিলা ও ধারক্রম চালু করেছিলেন তা তাঁর এ প্রশিষ্য পর্যন্ত বরাবর চালু থাকে।

শীর্ষ আলেমদের দৃষ্টিতে সিন্ধী রহ.

১। ঐতিহাসিক আবুল ফযল মুহাম্মাদ খলীল মুরাদী রহ. 'সিলকুদ দুরার ফী আ'ইয়ানিল কারনিস সানী আশার' কিতাবে শায়খের আলোচনা শুরু করেছেন এভাবে :

> محمد بن عبد الهادي السندي الأصل والمولد الحنفي نزيل المدينة المنورة الشيخ الإمام العالم العامل العلامة المحقق المدقق النحرير الفهامة أبو الحسن نور الدين .

> 'আবুল হাসান নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হাদী, মূলগত ও

জন্মস্থানের দিক থেকে তিনি সিন্ধী, হানাফী, মদীনা মুনাওয়ারার অস্থায়ী বাসিন্দা, শায়েখ, ইমাম, আলেম, আমলদার, আল্লামা, সুতীক্ষ্ণ, বিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণ ধী-সম্পন্ন মুহাক্কিক আলেম।'[৪০২]

তারপর লেখেন,

ودرس بالحرم الشريف النبوي ....وكان شيخاً جليلاً ماهراً محققاً بالحديث والتفسير والفقه والأصول والمعاني والمنطق والعربية وغيره

হারামে নববী তথা মদীনা মুনাওয়ারায় তিনি দরসী খেদমত আঞ্জাম দেন ...তিনি ছিলেন একজন মহান শায়েখ, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূল, বালাগাত, মানতিক, আরবী ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি বহু শাস্ত্রের বিদগ্ধ পণ্ডিত।

২। মিশরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক শায়েখ আব্দুর রহমান বিন হাসান জাবরাতী (জীবনকাল : ১১৬৭-১২৩৭ হি.) তারীখুল জাবরাতি[৪০৩] বা 'আজায়েবুল আছার ফিত তারাজিম ওয়াল আখবার' কিতাবে[৪০৪] লেখেন,

العلامة ذو الفنون أبو الحسن بن عبد الهادي الأثري شارح المسند والكتب الستة وشارح الهداية.

আল্লামা, বহু শাস্ত্রের বিদগ্ধ পণ্ডিত আবুল হাসান বিন আব্দুল হাদী আল-আছারী, মুসনাদে আহমদ, কুতুবে সিত্তা ও হিদায়া কিতাবের ব্যাখ্যাকার।[৪০৫]

৩। 'আলইয়ানিউল জানী' প্রণেতা মুহাম্মাদ মুহসিন বিন ইয়াহইয়া তিরহুত্তি

---

[৪০২] ১৩০১ হিজরীতে মিশর থেকে প্রকাশিত।

[৪০৩]

بفتح الجيم وسكون الموحدة وفتح الراء على ما ذكره السخاوي في أنساب الضوء، (تاريخ الجبرتي) للشيخ عبدالرحمن بن حسن الجبرتي (١٧٣٢هـ).

[৪০৪] আজায়েবুল আছার ফিত তারাজিমি ওয়াল আখবার। এটি চার খণ্ডের ইতিহাস গ্রন্থ, যা তারীখে জাবরাতী নামে প্রসিদ্ধ। এতে ১১০০ হিজরী থেকে নিয়ে ১২৩৬ হিজরী সন পর্যন্ত রিজাল ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[৪০৫] আজায়েবুল আছার ফিত তারাজিম ওয়াল আখবার', ১/৮৫ ॥

মুঙ্গেরী (ওফাত : ১২৯৩ হি.) লিখেছেন,

وأبو الحسن الكبير...كان عالما جليلا فقيها أصوليا محدثا من أصحاب الوجوه في المذهب.

আবুল হাসান কাবীর অনেক বড় আলেম, ফকীহ, উসূলবিদ, মুহাদ্দিস ও 'আসহাবুল উজুহ ফিল মাযহাব' স্তরের মুজতাহিদ ছিলেন।

৪। আল্লামা মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধী রহ. তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

كان عالما ضابطا متقنا حوى جميع العلوم وخاض في منطوقها والمفهوم واختص بعلم الحديث وبلغ فيه الغاية (درج الدرر)

'তিনি ছিলেন যাবেত ও মুতকিন আলেম। ইলমের সব অঙ্গনকেই তিনি করায়াত্ত করেছিলেন এবং ইলমের মানতূক ও মাফহুম (প্রকাশ্য ও ভাবার্থের) গভীরে বিচরণ করেন। বিশেষত ইলমে হাদীসে তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে আরোহণ করেন।'

৫। শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী রহ. তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

كان شيخا جليلا ماهرا محققا في النحو والمعاني والمنطق والأصول والتفسير والحديث وله تحقيق في الفقه.

তিনি বর্ষীয়ান শায়েখ ছিলেন। নাহব, বালাগাত-মানতিক, উসূল, তাফসীর ও হাদীসের ক্ষেত্রে দক্ষ ও মুহাক্কিক ছিলেন। ফিকহী মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে তাঁর কিছু ব্যতিক্রমী তাহকীক ও মতামত ছিল।[৪০৬]

৬। 'ফিহরিসুল ফাহারিস' প্রণেতা শায়েখ আব্দুল হাই কাত্তানী রহ. তাঁর আলোচনা করেছেন এভাবে :

هو محدث المدينة المنورة واحد من خدم السنة من المتأخرين خدمة لا يستهان بها.

---

[৪০৬] দারজুদ দুরার॥

তিনি মদীনা মুনাওয়ারার মুহাদ্দিস এবং পরবর্তী আলেমদের মধ্যে যারা সুন্নাহের অসামান্য খেদমত করেছেন, তন্মধ্যে তিনি অন্যতম।[৪০৭]

ইলমী মাকাম ও মরতবা

উপরি-উক্ত শীর্ষ আলেমদের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, 'তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, নাহু, আরবী সাহিত্য, মাআনী (বালাগাতশাস্ত্র), মানতিক ইত্যাদি সব শাস্ত্রেই আল্লামা সিন্ধী রহ. ছিলেন অথৈ সাগর। এসব শাস্ত্রেই তিনি মুহাক্কিক ও গবেষক ছিলেন। অর্থাৎ এই সবগুলো শাস্ত্র নিয়েই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। বিশেষত ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবস্থান ছিল অনেক ঊর্ধ্বে। আল্লামা সিন্ধী রহ.-এর বেশ কিছু 'রচনা' ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়ে জনসমক্ষে এসেছে। যেগুলোর মাধ্যমে আলেমরা আজও তাঁর ইলমী শান ও মাকাম উপলব্ধি করতে পারেন।

কুতুবে সিত্তার উপর হাফেজ সুয়ূতী রহ.ও তালীক-টীকা লিখেছেন এবং আল্লামা সিন্ধী রহ.ও লিখেছেন। সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনু মাজার উপর লিখিত উভয়ের হাশিয়া মুদ্রিত হয়েছে।[৪০৮] উভয়ের মাঝে 'মুওয়াযানা' বা তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইমাম সুয়ূতী রহ.-এর টীকাতে দুর্লভ ও অতি চমৎকার উদ্ধৃতি উঠে এসেছে। খোদ আল্লামা সিন্ধী রহ. সুয়ূতী রহ.-এর হাশিয়া ও ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ থেকে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন। তবে যেখানে নকল (শরীয়তের নস বা পূর্ববর্তীদের উদ্ধৃতি) নয়; বরং আকল প্রয়োগের কাজ, যেখানে কুরআন

---

[৪০৭] ফিহরিসুল ফাহারিস ১/১-৩॥

[৪০৮] সুনানে নাসায়ীর উপর তো এ উভয় ইমামের হাশিয়া হিন্দুস্তান ও মিশরে মূল মতনের সাথে মুদ্রিত হয়েছে। আর সুনানে ইবনু মাজার উপর আল্লামা সিন্ধী রহ. যে হাশিয়া লিখেছেন, তা মতনের সাথে মিশর থেকে মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু হাফেজ সুয়ূতী রহ. সুনানে ইবনু মাজার উপর (مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه) নামে যে হাশিয়া লিখেছেন, তা মূল কিতাবের সাথে ছাপানো হয়নি; বরং আলী বিন সুলাইমান দিমনাতী (১২৩৪ হি.-১৩০৬ হি.) نور مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه নামে সুয়ূতীর হাশিয়ার যে ইখতেছার বা সংক্ষেপণ লিখেছেন তা মিশর থেকে স্বতন্ত্রভাবে ছাপানো হয়েছে। সেখানে ইবনে মাজার হাদীসের মূলপাঠ উল্লেখ করা হয়নি। এটি নামেমাত্র ইখতেছার। অন্যথায় এটি মূলত مصباح الزجاجة এরই পরিপূর্ণ ও অবিকল নকল। শুধু হাদীসের কিতাবের হাওয়ালার ক্ষেত্রে কিতাবের পরিপূর্ণ নাম উল্লেখ না করে বরং নামের সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে।

বা হাদীসের কোনো নসের উদ্দেশ্য বুঝা বা উদ্দেশ্য ও মর্মার্থকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপার ও ক্ষেত্র আসে, সেখানে কার পাল্লা ভারী সেটাই লক্ষণীয় বিষয়। প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আমরা এর উদাহরণ পেশ করছি না।

এতটুকুন ব্যাপার বুঝে রাখুন যে, ইমাম সুয়ূতী রহ. যদিও 'ওয়াসআতে নযর' বা জানাশোনার পরিধির দিক থেকে অনেক বড়মাপের ব্যক্তিত্ব, তবে সিন্ধী রহ. সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টির দিক থেকে অনেক ঊর্ধ্বের। যেখানে অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ ব্যাখ্যা করতে অপরাগ হয়ে গেছেন সেখানে সিন্ধী রহ. খুব সুন্দর তাওযীহ পেশ করেছেন।

সুয়ূতী রহ. ইলমের সাতটি শাস্ত্রে ইজতেহাদের দাবিদার ছিলেন। তন্মধ্যে নাহব ও আরবিয়াত (ছরফ, বালাগাত ও আরবী ভাষার রীতি) রয়েছে। কিন্তু নাসায়ী শরীফের উপর লেখা সুয়ূতী রহ. ও সিন্ধী রহ. উভয়ের লিখিত হাশিয়া এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, অনেক জায়গায় আল্লামা সুয়ূতী রহ. ছরফী বিশ্লেষণ, নাহবী তারকীব অথবা অর্থের বিভিন্নতা হিসেবে কোনো এক বিশেষ ব্যাখ্যাকে কোথাও অস্বীকার করেছেন তো আল্লামা সিন্ধী রহ. সেই বিশেষ তাওযীহ ও ব্যাখ্যাকে ছরফ, নাহু অথবা ইলমুল মাআনী'র[৪০৭] আলোকে আরো দলিলসমৃদ্ধ করেছেন। সুনানে নাসায়ীর তারাজিম ও আবওয়াব বা অনুচ্ছেদ শিরোনামের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদানে আল্লামা সিন্ধী রহ. যেভাবে দক্ষতা দেখিয়েছেন এ ক্ষেত্রে তিনি অনন্য। একইভাবে সুনানে ইবনে মাজার যাওয়ায়েদের উপর হাফেজ বূসীরী রহ.-এর তাহকীক ও বিশ্লেষণসমূহ উল্লেখ করে ইমাম সুয়ূতী রহ.-এর তুলনায় তিনি তাঁর শরাহকে আসমানের উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন।

আল্লামা সিন্ধী রহ. ইলমে হাদীসে তাঁর নিবিড় মনোযোগ ব্যয় করেছেন। এই শাস্ত্রে তিনি অনেক শানদার খেদমতের আঞ্জাম দিয়েছেন।পাক-ভারত উপমহাদেশের একমাত্র তিনিই এরূপ বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, যিনি কুতুবে সিত্তার সব কিতাবের উপর শরাহ লেখার গৌরব ও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আরব-আজমের আলেমগণ তাঁর শানদার মাকাম ও মর্যাদার কথা স্বীকার করেছেন। শায়েখ ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ সাঈদ রহ. যখন তাঁর প্রসিদ্ধ শাগরিদ

---

[৪০৭] আরবী লফজের বিভিন্ন অবস্থা জেনে সেই অবস্থার আলোকে কালামকে মুকতাযায়ে হাল বা স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার করার নাম হলো ইলমুল মাআনী। (অনুবাদক)

দিমনাতীকে ইলমে হাদীসের সনদ প্রদান করেন, তখন তিনি ইজাযতনামায় আল্লামা সিন্ধী রহ. সম্পর্কে লেখেন,

كان أحد الحفاظ المحققين والجهابذة المدققين .

'তিনি মুহাক্কিক হাফিযুল হাদীস এবং সুদক্ষ ও তাত্ত্বিক আলেমদের অন্যতম ছিলেন।'[৪১০]

হযরত আল্লামা সিন্ধী রহ. মুহাক্কিক, সূক্ষ্মদর্শী ও বিচক্ষণ আলেম হওয়া নিয়ে তো আমাদের কোনো কথা নেই। তবে তাঁকে হাফেজুল হাদীস বলা অতিশয়তা থেকে খালি নয়। উসূলে হাদীসের কিতাবে হাফেজে হাদীসের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, তা তাঁর উপর প্রযোজ্য হয় না। কেননা তাঁর মাঝে ইলমু রেওয়ায়াতিল হাদীসের চেয়ে ইলমু দিরায়াতিল হাদীস ছিল প্রবল। অর্থাৎ উসূলুল হাদীস বা মুসতালাহুল হাদীস যেমন : আসমাউর রিজাল, জরাহ-তাদীল, ইলালুল হাদীস, তাসহীহ-তাযয়ীফ ইত্যাকার বিষয়ের চেয়ে হাদীসের মধ্যকার মর্মোদ্ঘাটনে তিনি অধিক পারঙ্গম ছিলেন। আমাদের গবেষণামতে ইলমে হাদীসে তিনি মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম তীবী রহ.-এর সমমানের। হাফেজ সুয়ূতী রহ. আল্লামা তীবী রহ. সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন :

وله إلمام بالحديث لكنه لم يبلغ فيه درجة الحفاظ ومنتهى نظره الكتب الستة ومسند أحمد والدارمي لايخرّج من غيرها.

'তাঁর হাদীস ঘনিষ্ঠতা ছিল নিবিড়। তবে হাদীসশাস্ত্রে তিনি হাফিজুল হাদীসের স্তরে পৌঁছতে পারেননি। সর্বোচ্চ কুতুবে সিত্তা, মুসনাদে আহমদ এবং সুনানে দারেমী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থাবলি পর্যন্ত। হাদীস তাখরীয করলে বা হাদীস অনলে তিনি এ কিতাবগুলো ছাড়া সাধারণত অন্য কিতাব থেকে আনেন না।' [৪১১]

আল্লামা তীবী রহ.-এর মতো আল্লামা সিন্ধী রহ.-এর নজরও ছিল কুতুবে সিত্তা ও মুসনাদে আহমদ পর্যন্ত। এজন্য তাঁকে হাফিজুল হাদীস বলার চেয়ে ফকীহ

[৪১০] ফিহরিসুল ফাহারিস ১/১৪৮, দারুল গরবিল ইসলামী, বৈরূত, লেবানন।
[৪১১] আল্লামা যারকানীকৃত আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ-এর শরাহ ৫/৭৭, মিশর।

মুহাদ্দিস বলাটাই শোভনীয়। উল্লিখিত হাদীস গ্রন্থাবলির মুতুনে হাদীসের উপর তাঁর দৃষ্টি ছিল অনেক গভীর। হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি ছিলেন ইমাম। হাদীসের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান এবং অতি চমৎকার 'নুকতাহ' বা সূক্ষ্ম মর্ম উদ্ঘাটনে ছিলেন পারঙ্গম।

ফিকহী পাণ্ডিত্য

ফিকহের ক্ষেত্রেও আবুল হাসান সিন্ধীর শাগরিদ মোল্লা হায়াত সিন্ধী তাঁর ব্যাপারে লিখেছেন, وله تحقيق في الفقه 'কিছু কিছু ফিকহী মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে তাঁর তাহকীক হানাফী মাযহাবের চেয়ে ব্যতিক্রম।' তবে 'আলইয়ানিউল জানী' প্রণেতা বাস্তবতার চেয়ে একটু আগে বেড়ে দাবি করে বসেছেন যে, তিনি أصحاب الوجوه في المذهب স্তরের ফকীহ বা মুজতাহিদ।

'আলইয়ানিউল জানী' প্রণেতা أصحاب الوجوه সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই। أصحاب الوجوه এর স্তর 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' এর চেয়ে উপরের, আর 'মুজতাহিদে মুতলাক মুনতাসিব'[৪১২]-এর পরবর্তী স্তরের। এ স্তরে উপনীত ইমামগণ হলেন : ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী, ইমাম আবুল হাসান কারখী, হারেসী ও জুরজানী প্রমুখ ইমামগণ।[৪১৩] এসব নক্ষত্রতুল্য ইমামদের মোকাবেলায় সিন্ধী রহ. হলেন সূর্যতুল্য আল্লামা। এসব ব্যতিক্রমী তাহকীকের (যাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে) সূচনা বা অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল মোল্লা কূরানীর দরসগাহ থেকে। এ পাঠশালাতে শাফেয়ী মাযহাবের মূল্যবান ও সুন্দর সুন্দর কিতাব মুতাআলার জন্য বিদ্যমান ছিল; কিন্তু হানাফী মাযহাবের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ফতহুল কাদীরের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। এটি সুস্পষ্ট

---

[৪১২] 'মুজতাহিদে মুতলাক মুনতাসিব' বলতে বুঝায়, যিনি পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ তবে আদবের কারণে নিজেকে কোনো ইমামের দিকে সম্পৃক্ত করেন। যেমন : ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ.। (অনুবাদক)

[৪১৩] আল্লামা আবদুল হাই লাখনোবী রহ. তাঁর 'উমদাতুর রিআয়া' (১/২৮-৩৯) কিতাবে

الدراسة الثانية في ذكر طبقات أصحابنا الحنفية ودرجاتهم শিরোনামে তবাকাতে ফুকাহা বা ফকীহদের শ্রেণি বিন্যাসের উপর চমৎকার আলোচনাটি দেখা যেতে পারে। সাথে হুসনুস তাকাজী ফী সিরাতিল ইমাম আবু ইউসুফ আল-কাজী কিতাবের تعقب الشهاب المرجاني لكلام ابن الكمال في طبقات الفقهاء আলোচনাটি দ্রষ্টব্য পৃ. ৮৩॥

ব্যাপার যে, ইমাম শাফেয়ীর কিতাবুল উম্ম, ইমাম বাগাবীর শরহুস সুন্নাহ এবং কুতুবে সিত্তার দালিলিক মোকাবেলা কেবল ফতহুল কাদীর দ্বারা করা যায় না। এজন্য দরসের মধ্যে যেসব তাহকীক তাঁর মনের রেখায় দৃঢ়ভাবে গেড়ে বসেছিল শেষতক তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল।

এতদসত্ত্বেও আল্লামা সিন্ধী রহ. নিজেকে হানাফী বলেই মনে করতেন। পরিচয়ও দিতেন হানাফী হিসেবেই। আল্লামা সিন্ধী ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এ উভয় মনীষী হানাফী মাযহাবের মাসআলা-মাসায়েলসমূহকে কুতুবে সিত্তা ও মুসনাদে আহমদের বর্ণনাসমূহের উপর পেশ করতেন। যদি মাসআলা-মাসায়েলের সাথে বর্ণনাসমূহের সামঞ্জস্য হতো তাহলে তা গ্রহণ করতেন। আর ইখতেলাফ দেখা দিলে কুতুবে সিত্তার বর্ণনাসমূহকে প্রাধান্য দিতেন। এ পদ্ধতির তাহকীকের ক্ষেত্রে একটা ঘাটতি ও ত্রুটির দিক হলো, কখনও এমন হয় যে, একটি দালিলিক বর্ণনা ও হাদীস এসব প্রসিদ্ধ কিতাবেই রয়েছে; কিন্তু হাদীসটি সাধারণ সম্ভাব্য স্থানে থাকে না; বরং থাকে দূরবর্তী সম্ভাব্য স্থানে। তাই সহজে তা নজরে ধরা পড়ে না। যেমনটি ঘটেছে চাঁদ দেখার মাসআলার ক্ষেত্রে। চাঁদ দেখার জন্য উদয়াচল (আকাশ) পরিষ্কার হলে ইতমিনান লাভ হয় এমন বিরাট একদল মানুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন। এ মাসাআলা যে হাদীস থেকে আহরিত হয়েছে সেই হাদীস না সওম অধ্যায়ে রয়েছে, না ঈদাইন অধ্যায়ে রয়েছে; বরং এ হাদীস রয়েছে সালাত অধ্যায়ের সিজদায়ে সাহু অনুচ্ছেদে। সেখানে রয়েছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামাজে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে উঠে যেতে লাগলেন। এতে যুলইয়াদাইন নামক এক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাজের রাকাত-সংখ্যা কি কমে গিয়েছে নাকি আপনি ভুলে গিয়েছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা তাঁর কথার উপর ইয়াকীন না করে অন্যান্য সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন। এটা সুস্পষ্ট ব্যাপার যে, যে ঘটনা সবার সামনে ঘটেছে, সেখানে একক ব্যক্তির বর্ণনা কীভাবে যথেষ্ট হতে পারে? যখন অন্যান্য সাহাবাগণও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করলেন, তখন তিনি অবশিষ্ট নামাজ আদায় করে সিজদায়ে সাহু আদায় করলেন।[৪১৪]

এ রেওয়ায়েতকে সামনে রেখে হানাফী ফকীহগণ এ মাসআলা বের করেছেন

---

[৪১৪] এখানে হাদীসের মর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। হুবহু শব্দে হাদীস উল্লেখ করা হয়নি। মূল হাদীসটি সহীহ বুখারী : ১২২৭, সহীহ মুসলিম : ৫৭৩, আবু দাউদ : ১০০৮, তিরমিযী : ৩৯৯, ও নাসায়ী : ১২১৪ শরীফে রয়েছে। (অনুবাদক)

যে, ইবতেলায়ে আম (ব্যাপকভাবে মানুষ যে সমস্যা বা পরিস্থিতির শিকার)-এর ক্ষেত্রগুলোতে 'খবরে ওয়াহেদ' গ্রহণযোগ্য নয়; বরং ইতমিনান লাভ হয় সে পরিমাণ অভিজাত সাক্ষ্য প্রয়োজন। এ ভিত্তিতে চাঁদ দেখার মাসআলায় ফকীহ আইয়ুব বালখী[৪১৫] সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের যুগে বলখের পাঁচ শ মানুষও কম। এটা সুস্পষ্ট যে, যেখানে লক্ষ-কোটি মানুষের নজর ও দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ, সেখানে গুটি কতেক মানুষের সাক্ষ্য কীভাবে গ্রহণ করা হবে। এতৎসত্ত্বেও কোনো কোনো ফকীহের দৃষ্টি আমাদের আলোচিত এ রেওয়ায়েতের দিকে যায়নি। (কারণ এ হাদীসটি রয়েছে মাযান্নে বাঈদায় বা দূরবর্তী সম্ভাব্য স্থানে।) তাঁরা এরূপ ক্ষেত্রেও দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যকে যথেষ্ট মনে করে নিয়েছেন।

আল্লামা সিন্ধীর আলোচিত তাহকীক-পদ্ধতির আরেকটি খারাবির দিক হলো, হাদীসের সুবিশাল ভান্ডার কেবল কুতুবে সিত্তাহ ও মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতের উপরই সীমাবদ্ধ নয়। কখনও এমন হয় যে, কোনো মাসআলার দালিলিক রেওয়ায়েত এসব কিতাবে একেবারেই নেই। কিংবা থাকলেও তা অগ্রগণ্য সনদে নেই। এরূপ ক্ষেত্রে যার নজরে যে রেওয়ায়েত আসবে তিনি সেটাকেই প্রাধান্য দেবেন। আল্লামা মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ হাশেম সিন্ধী ও আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী রহ.-এর তাহকীক ও গবেষণার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এটিই। মুহাদ্দিস হাশেম সিন্ধী রহ. কোনো মাসআলার তাহকীক করতে বসলে তাঁর তাহকীকের গণ্ডি ও পরিধি মুসনাদে আহমদ ও কুতুবে সিত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন না; বরং তিনি হাদীসের দেড় শতাধিক কিতাবের একসাথে তত্ত্ব-তলাশ এবং বিচার ও পর্যালোচনা করেন। পরিপূর্ণ আস্থা ও ইতমিনান অর্জিত না হলে তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন না।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে হাদীস ও ফিকহের অতীব মূল্যবান কিতাবসমূহের এ রকম সমৃদ্ধ ভাণ্ডার[৪১৬]দান করেছিলেন যে, খুবসম্ভব এ কারণেই এতদঞ্চলে হাশেম সিন্ধীর মোকাবেলায় অন্য কোনো ইলমী প্রদীপ জ্বলে ওঠেনি।

ইজতিহাদী মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের পারস্পরিক আলোচনা

---

[৪১৫] ফকীহ আইয়ুব বালখী নামে আমাদের ক্ষুদ্র অনুসন্ধানে আমরা কাউকে পাইনি। খুব সম্ভব তিনি ফকীহ খালাফ বিন আইয়ুব বালখী (ওফাত : ২০৫ হি.)-এর কথাই বলতে চেয়েছেন, যিনি ইমাম আবু ইউসুফের শাগরিদ এবং ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আহমদ বিন হাম্বলের উসতায। (অনুবাদক)

[৪১৬] সিন্ধু ও হিন্দের বিভিন্ন কুতুবখানায় তাঁর মূল্যবান কুতুবখানার স্মৃতিচিহ্ন আজও রয়ে গেছে।

ও আপত্তির অঙ্গন প্রশস্ত। তবে হাদীসের ব্যাখ্যা ও নিগূঢ় মর্মার্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে সিন্ধী আলেমদের মধ্যে আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধীর সমকক্ষ কেউ নেই। আর হিন্দুস্তানের আলেমদের মধ্যে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর সমকক্ষ কেউ নেই। হাদীসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় বুঝা ও উদ্ঘাটন করা এবং তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা এ দুই ইমামের উপর পরিসমাপ্ত হয়েছে। (তাঁরা পূর্ণতা এনে দিয়েছেন।)

রচনাবলি

আল্লামা সিন্ধী রহ.-এর নিম্নোক্ত রচনাবলি তাঁর কৃতিত্ব ও জীবন সাধনার স্বাক্ষরস্বরূপ ইতিহাসে জীবন্ত হয়ে থাকবে। তাঁর রচনাবলির মাঝে অধিক প্রসিদ্ধ কিছু কিতাব নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১-৬. কুতুবে সিত্তার উপর হাশিয়া (টীকা-টিপ্পনী)। এগুলো হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের উপর তাঁর স্বতন্ত্র ও পৃথক পৃথক ছয়টি হাশিয়া। তবে তিরমিযীর উপর লিখিত তাঁর হাশিয়া পূর্ণতায় পৌঁছায়নি। সুনানে ইবনে মাজার হাশিয়া সবচেয়ে বিশদ ও বিস্তৃত। বাদবাকি অন্যান্য কিতাবের হাশিয়াগুলো সংক্ষিপ্ত। এসব কিতাবের হাশিয়ার মধ্যে মুখ্যভাবে হাদীসের মর্ম উদ্ঘাটন ও দুর্বোধ্য জায়গার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শব্দের সঠিক উচ্চারণ, গরীব বা তুলনামূলক কম ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যা ও ইরাবগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বেশি খেয়াল রাখা হয়েছে। তিনি প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় কথাই লেখেন। সহীহ বুখারী ও সুনানে ইবনে মাজার হাশিয়া মিশরে অনেকবার মুদ্রিত হয়েছে। সুনানে নাসায়ীর হাশিয়া হিন্দুস্তান ও মিশর উভয় জায়গায় মুদ্রিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাশিয়া পাকিস্তানের মুলতান থেকে মুদ্রিত হয়েছে। তবে এটি অনেক সংক্ষিপ্ত। সুনানে আবী দাউদের হাশিয়া, যা ফতহুল ওয়াদূদ নামে প্রসিদ্ধ, যদিও এটি আলাদাভাবে মুদ্রিত হয়নি; কিন্তু সুনানে আবু দাউদের সব শরাহ ও হাশিয়াতে জায়গায় জায়গায় এ কিতাবের উদ্ধৃতি এসেছে। এই ফতহুল ওয়াদূদ কিতাবের পাণ্ডুলিপি পীরঝাণ্ডু (কুতুবখানায়ে পীর মোহেব্বুল্লাহ) গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

৭. মুসনাদে আহমদের হাশিয়া। এর প্রথম এক-চতুর্থাংশ আব্দুল হাই কাত্তানী রহ.-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তিনি এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

لا يستغني عنها مطالعه أو قارئه.

যে মুসনাদে আহমদ মুতালাআ করতে চায় সে এ কিতাব থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না।

ঐতিহাসিক খলীল মুরাদী রহ. 'সিলকুদ দুরার' কিতাবে লিখেছেন,

وله حاشية نفيسة على مسند الإمام أحمد.

মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী বলেন,

وكتب عليه حاشية جليلة لم يسبق إليها.

৮. তাফসীরে বাইযাবির হাশিয়া।

৯. হিদায়াহর শরাহ ফতহুল কাদীরের হাশিয়া। প্রথম থেকে কিতাবুন নিকাহ পর্যন্ত তো ফতহুল কাদীরের হাশিয়া। এরপর হিদায়ার শরাহ। মোল্লা হায়াত সিন্ধী রহ. এ হাশিয়াকে তাহকীকপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। এ হাশিয়ার নাম 'আল-বদরুল মুনীর'। এ কিতাবের পাণ্ডুলিপি মদীনা মুনাওয়ারার মাহমুদিয়া কুতুবখানায় এবং পেশওয়ারের ইসলামিয়া কলেজের কুতুবখানায় রয়েছে।

১০. ইমাম নববী রহ.-এর কিতাবুল আযকার এর শরাহ,

১১. মোল্লা আলী কারী রহ. লিখিত الزهراوين এর হাশিয়া,[৪১৭]

১২. তাফসীরে লতীফ, এটি সংক্ষিপ্ত একটি তাফসীর।

১৩. জালালাইনের হাশিয়া,

১৪. ইবনুল কাসিম-এর জামউল জাওয়ামে এর হাশিয়া, যা 'আলআয়াতুল বাইয়্যিনাত' নামে পরিচিত,

১৫. আলফুয়ূযাতুন নাবাবিয়্যাহ (الفيوضات النبوية في حل المغازي البركوية) আলফুয়ূযাতুন নাবাবিয়্যাহ (পশ্চিম) বাংলা তথা কলকাতার এশিয়াটিক

---

[৪১৭] হাদীসের ভাষায় আয-যাহরাওয়াইন বলতে সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান বুঝানো হয়। অতএব কিতাবটি এ দুই সূরার তাফসীর ও টীকা সংবলিত বলেই অনুমিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞাত। (অনুবাদক)

সোসাইটিতে এর একটি নুসখা (পাণ্ডুলিপি) রয়েছে,

১৬. শরহে নুখবার হাশিয়া, 'ফিহরিসুল ফাহারিস' প্রণেতা এর কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের জানামতে এটা ভুল তথ্য। শরহে নুখবার এ হাশিয়া আবুল হাসান কাবীরের নয়; বরং এটি আবুল হাসান ছগীরের রচনা, যা লাহোর থেকে মুদ্রিত হয়েছে।

১৭. الوجازة في الإجازة لكتب الحديث مع ذكر بعض الأحاديث الممتازة.

হাফেজ আব্দুল হাই কাত্তানী তাঁর 'ফিহরিসুল ফাহারিস'[৪১৮] গ্রন্থে এ কিতাবের উল্লেখ করেছেন। এটি আল্লামা সিন্ধীর 'ছাবাত' গ্রন্থ, যাতে তিনি নিজ শায়েখ থেকে নিয়ে হাদীস সংকলক ইমাম পর্যন্ত নিজস্ব সনদ উল্লেখ করেছেন। আর বিশেষ বিশেষ কিছু হাদীসের সনদসহ উল্লেখ করেছেন।

এ 'ছাবাত' গ্রন্থকে মুহাদ্দিস আব্দুল হাই কাত্তানী তাঁর 'ফিহরিসুল ফাহারিস' কিতাবে আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধীর বিশিষ্ট শাগরিদ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধীর মধ্যস্থতায় বিভিন্ন সূত্রে রেওয়ায়েত করেন। এসব সনদের মধ্যে দুটি সনদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এক.

عن الشيخ محمد سعيد زمان السندي، عن أبيه الشيخ محمد زمان السندي عن الشيخ عابد السندي عن عمه محمد حسين بن مراد السندي عن أبي الحسن محمد بن صادق السندي عن محمد حيات السندي عن الإمام المحدث الكبير الشيخ أبي الحسن محمد بن عبد الهادي السندي المدني.

এ সনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি 'মুসালসাল বিস-সিন্দিয়ীন'। এ সনদের সব রাবীই সিন্ধের অধিবাসী। 'মুসালসাল বিস-সিন্দিয়ীন' সনদে হাদীস বর্ণনা করতে পারা এটি পশ্চিমের শেষ প্রান্তের মুহাদ্দিস আমাদের দাদা উস্তায শায়েখ আব্দুল হাই কাত্তানী (ওফাত : ১৩৮০)-এর এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা খুবসম্ভব পাক-ভারত উপমহাদেশের কমসংখ্যক মুহাদ্দিসই অর্জন করতে পেরেছেন।

---

[৪১৮] ১/৪৪৫ তালেহাকাস-এর মুদ্রণ।

দুই.

أخبرني الشيخ أحمد المكي عن المولوي فريد الدين بن فسيح الدين كاكوري الحنفي عن الشيخ تقي الدين علي بن الشيخ تراب علي عن أمين الدين بن حميد الدين الكاكوري عن أبي الحسن السندي الصغير عن شيخه محمد حياة عن أبي الحسن الكبير.

এ সনদের ব্যাপারে মুহাদ্দিস কাত্তানী রহ. লিখেছেন : وهذا سياق غريب(এটি একটি দুর্লভ সিলসিলায়ে সনদ)[৪১৯]

মুহাদ্দিস সালেহ আল-ফুল্লানী (১১৬৬ হি.-১২১৮ হি.) তাঁর قطف الثمر في أسانيد المصنفات في الفنون والأثر গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

'শায়েখ আবুল হাসান সিন্ধী কাবীর 'কুতুবে সিত্তা' ও মুসনাদে আহমদের উপর যে হাশিয়া লিখেছেন আমি তার আওয়ায়েল বা শুরু অংশকে শায়েখ মুহাম্মাদ সাঈদ সফর থেকে পড়েছি। তিনি (শায়েখ মুহাম্মাদ সাঈদ সফর) আমাকে উক্ত সাতটি কিতাবের রেওয়ায়েতের ইজাযত প্রদান করেছেন। আর শায়েখ মুহাম্মাদ সাঈদ নিজেই লেখক থেকে এসব কিতাবের রাবী।'[৪২০]

মুহাদ্দিস আব্দুল হাই কাত্তানী তাঁর 'ফিহরিসুল ফাহারিস' কিতাবে শায়েখ সালেহ আল-ফুল্লানী (১১৬৬ হি.-১২১৮ হি.)-এর 'ছাবাত' গ্রন্থ قطف الثمر في أسانيد المصنفات في الفنون والأثر-কে অনেক সনদেই বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ সনদ হলো :

عن الشيخ الوالد عبد الكبير، عن الشيخ عبد الغني المجددي، عن الشيخ عابد السندي وإسماعيل بن إدريس الرومي- كلاهما – عن الفلاني-

অধম প্রবন্ধকার (মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী)-এর মুহাদ্দিস কাত্তানী রহ. থেকে এক মধ্যস্থতায় ইজাযত লাভে ধন্য হয়েছি। শায়েখ হাসান মাশশাত এবং সাইয়েদ আলাভী মালেকী রহ. থেকে আমার হাদীসের ইজাযত রয়েছে।

[৪১৯] ফেহরেসুল ফাহারেস ১/১০৪॥

[৪২০] পৃ. ৪০, দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দারাবাদ, দাকান, ১৩২৮ হি.।

আর এ উভয় শায়েখ মুহাদ্দিস কাত্তানী থেকে। আলহামদুলিল্লাহ! এভাবে ইমাম আবুল হাসান কাবীর সিন্ধী পর্যন্ত আমার নিজের সনদও মিলিত হয়েছে।

فی الجملہ نسبتے بہ تو کافی بود مرا   بلبل ہمیں کہ قافیہ گل بود بس است

ইন্তেকাল

তাঁর মৃত্যুসন নিয়ে জীবনীকারদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। মোল্লা আবেদ সিন্ধী রহ. ১১৪১ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। মোল্লা হায়াত সিন্ধী রহ. ১১৩৯ হিজরীর কথা বলেছেন। মুরাদী রহ. ১১৩৮ হি., আল্লামা শায়েখ আব্দুর রহমান জাবরাতী রহ. ১১৩৬ সালে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন। اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني (আলইয়ানি আলজানি ফি আসানিদিশ শায়েখ আব্দুল গনী) প্রণেতা এবং আল্লামা আব্দুল হাই কাত্তানী রহ.-এর মতে তিনি ১১৩৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।

জরুরী জ্ঞাতব্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ., শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ., মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ., শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ., হাফেজ সাইয়েদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. প্রমুখ বর্ষীয়ান আলেমগণকে ফকীহ মুহাদ্দিসরূপে গণ্য করা হয়। তাঁরা সেরেফ মুহাদ্দিস ছিলেন না। কুতুবে সিত্তা বা হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের মুতুনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এঁরা সেই মাকামের অধিকারী, যে মাকাম রয়েছে ইমাম খাত্তাবী, ইমাম বাগাবী ও ইমাম নববী রহ.-এর। এ ক্ষেত্রে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর সমপাল্লার কেউ নন। কুতুবে সিত্তার উপর তাঁর শরহুল হাদীসের আমালী এবং ফিকহী মাসআলা-মাসায়েলের ইস্তেম্বাতের ক্ষেত্রে তাঁর নযির কেবল তিনি নিজেই।

নবম অধ্যায়

বুলুগুল মারামের মুকাদ্দিমা

পাঠকের মনে একটি নির্বাক প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে যে, কিতাবের নামের সাথে এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর মিল কোথায়? প্রথম কথা হলো, আমরা এখানে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর জীবনী এনেছি মুকাদ্দিমাতে নুমানীর অংশ হিসেবে। দ্বিতীয় বিষয় হলো, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর এ সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করলে পাঠক নিজেই ধরতে পারবেন যে, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মতো মহাপুরুষ তৈরি হওয়ার পিছনে হানাফী মনীষীদের যে অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে তা এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে সুন্দর তথ্যবহুল উপস্থাপনায়।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. অসংখ্য উস্তাযদের কাছ থেকে ইলমে হাদীসের সংশ্রব লাভ করেছিলেন। কিন্তু এ ফনে বিশেষভাবে যে মহাপুরুষ তাঁকে তরবিয়ত করেছিলেন তিনি হলেন হানাফী মাযহাবের বরেণ্য ইমাম হাফেজ যয়নুদ্দীন ইরাকী রহ.। তিনি সুদীর্ঘ দশ বছর হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী রহ.-এর সান্নিধ্যলাভে ধন্য হন। এটি শুরু হয় ৭৯৬ হিজরী থেকে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. হানাফী মাযহাবের আরেক বিখ্যাত ইমাম হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী রহ.-এর কাছ থেকেও অনেক কিছুই গ্রহণ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তাঁর আল-মাজমাউল মুআসসাস লিল মুজামিল মুফাহরাস কিতাবের তৃতীয়তম তবকায় নিজের উস্তাযবৃন্দের আলোচনায় হাফেজ আইনী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এনেছেন। (আবু আমাতুর রহমান নাফীসা।)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.
জীবন ও কর্ম

নাম ও বংশ-পরিচয়

নাম আহমদ। কুনিয়াত আবুল ফজল। লকব শিহাবুদ্দীন। ওরফে ইবনে হাজার। বংশ-পরিক্রমা নিম্নরূপ : আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আহমদ আলকিনানী আল-আসকালানী আল-মিসরী, আলকাহেরী, আশ-শাফেয়ী। 'আয-যওউল লামে' ও 'শাযারাতুয যাহাব' কিতাবে বংশ-পরিচিতি এভাবেই উল্লেখ আছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে ফাহাদ তাঁর লাহযুল আলহায কিতাবে এবং ইমাম সুয়ূতী রহ. তাঁর যাইলু তবাকাতিল হুফ্ফাজ কিতাবে এভাবে বর্ণনা করেছেন : আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী মাহমুদ বিন আহমদ বিন আহমদ।

ইমাম ছাখাবীর বক্তব্য অনুযায়ী 'হাজার' তাঁর পূর্ব-পুরুষদের কারো লকব। বংশগতভাবে তিনি আরবের প্রসিদ্ধ কবীলা বনু কিনানা গোত্রের। তাঁর পিতা মূলত ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী সমুদ্রতীরে শামের প্রসিদ্ধ শহর আসকালানের বাসিন্দা ছিলেন। এ নিসবতে তিনি আসকালানী হিসেবে প্রসিদ্ধ। অন্যথায় তাঁর জন্ম হয়েছে মিশরে। এখানেই বেড়ে উঠেছেন। জীবনের বসন্ত দেখেছেন এবং এখানকার মাটিতেই সমাহিত হয়েছেন।

জন্ম : তিনি ৭৭৩ হিজরীর বাইশ কিংবা তেইশে শাবানে জন্মগ্রহণ করেন।

বেড়ে ওঠা, তালীম-তরবিয়ত, শায়েখ ও উস্তাযবৃন্দ

তাঁর বয়স তখন চার বছর। ৭৭৭ হিজরীর রজব মাসে পিতৃছায়া তাঁর মাথার উপর থেকে উঠে যায়। তিনি ইয়াতীম হয়ে যান। যাকীউদ্দীন আল-খাররুবী

নামে তাঁর পিতার খুবই ঘনিষ্ঠ এক 'ওসী'[৪২১] পিতার মনোগত অভিপ্রায় অনুযায়ী ইবনে হাজারকে এই ইয়াতীম অবস্থায় নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসেন। এবং বয়োপ্রাপ্তির আগ পর্যন্ত তিনি তাঁরই স্নেহ-ছায়ায় ও তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর পূর্ণ হলো তখন তাকে মক্তবে ভর্তি করা হলো। নয় বছর বয়সে মুখতাসারে তাবরিযী'র ব্যাখ্যাকার সদরুদ্দীন আস-সাফতীর কাছে কুরআন মাজীদ হিফজ করেন। কুরআন মাজীদ ছাড়াও নিম্নোক্ত দরসী গ্রন্থাবলি তিনি মুখস্থ ও বিশেষরূপে আয়ত্ব করেছিলেন।

যেসব কিতাব তিনি কণ্ঠস্থ করেছিলেন

১। হাফেজ আব্দুল গনী মাকদেসী (ওফাত : ৬৬৫ হি.) সংকলিত হাদীসগ্রন্থ 'উমদাতুল আহকাম';

২। শায়েখ নাজমুদ্দীন আব্দুল গাফ্ফার বিন আব্দুল কারীম কাযবিনী (ওফাত : ৬৬৫ হি.)-এর কাছে শাফেয়ী মাযহাবের ফিকহ গ্রন্থ আল-হাবিস সগীর;

৩। উসূলে ফিকহের বিষয়ে ইবনু হাজেব রহ. (ওফাত : ৬৪৬ হি.)-এর মুখতাসারু ইবনুল হাজেব;

৪। উসূলে হাদীসের বিষয়ে হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী রহ. (ওফাত : ৮০৬)-এর আলফিয়াতুল ইরাকী;

৫। আবু মুহাম্মাদ কাসেম বিন আলী আল-হারীরী (৪৪৬-৫১৬ হি.) সংকলিত নাহুর কিতাব ملحة الإعراب (মুলহাতুল ইরাব)।

হাফেজ ছাখাবী রহ. উক্ত পাঁচটি কিতাবের নাম উল্লেখপূর্বক وغيرها শব্দ লিখেছেন। উদ্দেশ্য হলো, উল্লিখিত কিতাবসমূহ ছাড়াও আরো বিভিন্ন কিতাব তিনি কণ্ঠস্থ করেছিলেন।

৭৮৪ হিজরীর শেষে এগারো বছর বয়সে তাঁর 'ওসী'-এর সাথে হজ্বে গমন করেন। এবং এক বছর পর্যন্ত হেরেমের পার্শ্বে অবস্থান করেন। মক্কা মুআজ্জামায় অবস্থানকালে শায়েখ আফিফুদ্দীন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আন-নাশাবিরী এর কাছ থেকে সহীহ বুখারী শ্রবণ করেন। হাদীসশাস্ত্রে তিনিই তাঁর প্রথম উস্তায,

[৪২১] ভারপ্রাপ্ত অভিভাবক। শরীয়তের পরিভাষায়, মরণাপন্ন ব্যক্তি যার নিকট স্বীয় ধন-সম্পদ সোপর্দ করে তা কাউকে দেওয়ার কথা বলে যায়, তাকে 'ওসী' বলে। (মাআরেফুল কুরআন)

যাঁর কাছে তিনি হাদীসের পাঠ শুরু করেছিলেন। সে যুগেরই হাফেজ আবু হামেদ মুহাম্মাদ বিন যহীরা (ওফাত : ৮১৭ হি.)-এর কাছ থেকে উমদাতুল আহকাম অত্যন্ত তাহকীকের সাথে পড়েন। এবং এ বছরেই (৭৮৫ হিজরীতে) মসজিদে হারামে তারাবীহের নামাজে পূর্ণ কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে শুনান। ৭৮৬ হিজরীতে তিনি মিশরে ফিরে আসেন। আব্দুর রহীম বিন রযীন-এর কাছ থেকে সহীহ বুখারী শ্রবণ করেন। এরপর ৭৯০ হিজরীর পরে মিশরের স্থানীয় শায়েখ এবং বহিরাগত মুহাদ্দিসদের এক বিরাট জামাআত থেকে—যাঁদের সনদ ছিল আলী বা সুউচ্চ—হাদীসের অনেক কিছুই শ্রবণ করেন। এসকল উস্তাযবৃন্দের মধ্যে ইবনে আবীল মাজদ, বুরহান আশ-শামী, আব্দুর রহমান বিন শাইখা, (আবুল মাআলী) আল-হালাবী, (আবুল আব্বাস) আস-সুওয়াইদায়ী, মারইয়াম বিনতে আযরায়ী[৪২২] প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪২৩] এরপর ৮০২ হিজরীতে তিনি দিমাশকে সফর করেন। সেখানে তিনি এমন কিছু উস্তায পেয়ে যান, যাঁরা ছিলেন কাসেম বিন আসাকির ও হাজ্জারের শাগরিদ এবং তকীউদ্দীন সুলাইমান বিন হামযা এবং এ তবকার অন্যান্য মুহাদ্দিসদের থেকে যাঁরা ইজাযত লাভে ধন্য ছিলেন। এভাবে তাঁর জ্ঞাননেত্রের উন্মীলন ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে ইলম ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ড সমৃদ্ধতর হয়।

তিনি হজ্ব করেছেন কয়েকবার। হাদীস অন্বেষণ করতে গিয়ে অনেক শহরই তিনি সফর করেন। হাফেজ ইবনে ফাহাদ রহ. এ ধারাবাহিকতায় হারামাইন, ইস্কান্দারিয়া, বাইতুল মাকদিস, আল-খলীল, নাবলুস, রমলা, গাযা, ইয়ামান

---

[৪২২]

مريم بنت أحمد (٧١٩-٨٠٥ هـ) مريم بنت أحمد بن أحمد ابن قاضي القضاة محمد بن إبراهيم الأذرعي: عالمة بالحديث. أصلها من أذرعات (بسورية) ومولدها ووفاتها بالقاهرة. أخذت عن كثير من الأئمة بمصر والحجاز ودمشق. قال ابن حجر: خرجت لها (معجما) في مجلد، وقرأت عليها الكثير من مسموعاتها وأشياء كثيرة بالإجازة. وهي آخر من حدث عن أكثر مشايخها. الأعلام للزركلي- ٧: ٢١٠

[৪২৩]

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : في كتابه "تغليق التعليق" ٣: ٤٨ (باب في الطيب عند الإحرام) عن قول ابن عباس : وقرأته عاليا على مريم بنت الأذرعي عن يونس بن أبي إسحاق عن علي ابن الحسين عن الشريف أبي جعفر العباسي أن الحسن بن عبد الرحمن المكي أخبرهم أنا أبو الحسن بن فراس أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن يزيد المقرئ أنا جدي ثنا سفيان، عن أيوب، به.

ইত্যাকার শহর ও এলাকার নাম লিখেছেন। তিনি যেসব শহর ও এলাকার উস্তাযবৃন্দের সান্নিধ্য সৌরভে হাদীসশাস্ত্র অর্জন করেছেন সে সব শহরের প্রসিদ্ধ উস্তাযবৃন্দের নামও ঐতিহাসিক ইবনুল ইমাদ রহ. উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

কাহেরা : সিরাজুদ্দীন বুলকিনী, হাফেজ ইবনুল মুলাক্কিন, হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী,[৪২৪] (হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এঁদের কাছ থেকে ফিকহের তালীমও পেয়েছেন।) বুরহানুদ্দীন আবনাসী ও নুরুদ্দীন হায়সামী প্রমুখ।

সারয়াকুস : কায়রোর পাশের একটি ছোট্ট শহর। সদরুদ্দীন আল-ইবশিতী।

গাজা : আহমদ বিন মুহাম্মাদ খলীলী।

রমলা : আহমদ বিন মুহাম্মাদ আল-আইকী।

আলখলীল : সালেহ বিন খলীল বিন সালেম।

বাইতুল মাকদিস : শামসুদ্দীন আল-কলকশান্দী, বদরুদ্দীন বিন মক্কী, মুহাম্মাদ আল-মিনযাবী, মুহাম্মাদ বিন উমর বিন মূসা।

দামেশক : বদরুদ্দীন বিন কওয়াম আল-বালিছী, ফাতিমা বিনতে মিনজা আত-তান্নুখিয়্যাহ, ফাতিমা বিনতে আব্দুল হাদী ও আয়েশা বিনতে আব্দুল হাদী প্রমুখ।

মীনা (মিশরের দিময়াত জেলার একটি এলাকা) : যায়নুদ্দীন আবু বকর বিন আল-হুসাইন।

'শাযারাতুয যাহাব' কিতাবে তাঁর সফরের তালিকায় ইয়ামানের কথাও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সেখানকার কোনো শাইখের নাম উল্লেখ নেই।

তাঁর জীবনের লক্ষ্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করতে আরো যাঁদের সোহবতে ধন্য হয়েছেন

হাফেজ ছাখাবী রহ. লিখেছেন, যুবক বয়সে তিনি নিম্নোক্ত জ্ঞানবৃদ্ধ শায়েখদের কাছ থেকে উল্লিখিত ইলম ও শাস্ত্রসমূহ অর্জন করেছেন।

---

[৪২৪] তিনি সুদীর্ঘ দশ বছর হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী রহ.-এর সান্নিধ্যলাভে ধন্য হন। এটি শুরু হয় ৭৯৬ হিজরী থেকে। (অনুবাদক)

শামছুদ্দীন ইবনুল কাত্তান [৭৩৭-৮১৩ হি.] : শামছুদ্দীন বিন আল-কাত্তানকেও ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর পিতা 'ওসী' নিযুক্ত করে যান। ফিকহ, আরাবিয়্যাত, গণিত ইত্যাকার বিষয় শিক্ষা লাভের জন্য একটা সময় পর্যন্ত তিনি তাঁর সোহবতে থাকেন। আল-হাবী কিতাবের অধিকাংশই তাঁর কাছেই পড়েন।

নুরুদ্দীন আলী বিন আহমদ আদমী : তাঁর কাছ থেকেও একটা সময় পর্যন্ত ফিকহ ও আরাবিয়্যাত (আরবী ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব) শিক্ষা লাভ করেন।

সিরাজুদ্দীন বুলকিনী [৭২৪ হি.-৮০৫ হি.] : একটা সময় পর্যন্ত তাঁর খেদমতে কাটান। তাঁর ফিকহের দরস ও মজলিসে উপস্থিত হন। তাঁর কাছে নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন : ১. ইমাম নববী রহ. (ওফাত : ৬৭৬ হি.) লিখিত আর-রওজা ফী ফুরুইশ শাফেইয়্যাহ। ২. খোদ বুলকিনী রহ. লিখিত আর-রওজা ফী ফুরুইশ শাফেইয়্যাহ কিতাবের হাশিয়া। ৩. মুখতাছারুল মুযানী। আল্লামা শামসুদ্দীন আল-বিরমাবীর কিরাআত ও পঠনে তিনি তা শ্রবণ করেন। সিরাজুদ্দীন বুলকিনীই সর্বপ্রথম হাফেজ ইবনে হাজারকে দরস ও ফাতওয়া প্রদানের অনুমতি প্রদান করেন। (পরে অন্যরাও প্রদান করেন।)

বুরহানুদ্দীন আল-আবনাসী [৭২৫ হি.-৮০২ হি.] : ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর কাছে ফিকহ পড়েছেন। মিনহাজ ও অন্যান্য কিতাব খুব তাহকীকের সাথে পড়েছেন। যেহেতু হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর পিতার সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল সেই সুবাদে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর খেদমতে থাকার সুযোগ লাভ করেন।

সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন [৭২৩ হি.-৮০৪ হি.] : সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন রহ. মিনহাজ কিতাবের উপর যে শরাহ লিখেছেন, এর অধিকাংশ জায়গা ইবনে হাজার রহ. তাঁর কাছে পড়েন।

ইযযুদ্দীন ইবনে জামাআহ : ইযযুদ্দীন ইবনে জামাআহ রহ. যেসকল উলূম ও শাস্ত্রের দরস দিতেন তা অর্জন করতে একটা উল্লেখযোগ্য সময় নিবিড় শ্রম ব্যয় করে তাঁর খেদমতে কাটান। তাঁর কাছে নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। (১) শরহুল মিনহাজ আল-আসলী, (২) জামউল জাওয়ামে, (৩) উক্ত ইযযুদ্দীনের লিখিত শরহু জামউল জাওয়ামে, (৪) মুখতাছারু ইবনুল

হাজেব, (৫) আবুল ফযল আদুদুদ্দীন আল-ঈযী (ওফাত : ৭৫৬ হি.) লিখিত উসূলে ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থ শরহু মুখতারু ইবনুল হাজেব-এর প্রথম অর্ধেক। (৬) মুতাওয়াল।

উল্লিখিত বর্ষীয়ান আলেমগণ ছাড়াও আল্লামা হুমামুদ্দীন বিন আহমদ আলখুওয়ারাযামী ও কামবার[৪২৫] আল-আজমীর দরসেও তিনি হাজির হয়েছেন।

বদরুদ্দীন আত-তমবাদী, ইবনুস সাহেব, শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন আব্দুল্লাহ বুসীরী ও জামালুদ্দীন আলমারিদানী[৪২৬]-এর কাছ থেকে বিভিন্ন রকম উলূম ও ফুনুন হাসিল করেন। বিখ্যাত কামূস প্রণেতা মাজদুদ্দীন ফাইরুযাবাদী রহ.-এর কাছ থেকে ইলমুল লুগা (ভাষাতত্ত্ব) অর্জন করেছেন।[৪২৭] শামসুদ্দীন বিন আব্দুর রাজ্জাক গুমারী ও মুহিব্বুদ্দীন বিন হিশাম-এর কাছ থেকে আরাবিয়্যাত (আরবী ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব) শিখেছেন। বদরুদ্দীন আলআনছারী আল-বাশতাকী (ওফাত : ৮৩০ হি.)-এর কাছ থেকে আদব ও আরূদ বা ছন্দশাস্ত্রের তালীম পেয়েছেন। আবু আলী আযযিফতাবী এবং নুরুদ্দীন আলবাদামাসী-এর কাছ

---

[৪২৫] (م) العلَّامة العجمي قنبر

[৪২৬]

المارداني (٠٠٠ - ٨٠٩ هـ=) عبد الله بن خليل بن يوسف، جمال الدين المارداني: عالم بالميقات انتهت إليه الرياسة في زمانه. مصري. نسبة إلى جامع المارداني بالقاهرة. كان أبوه من الطبالين ونشأ هو وله صوت مطرب. ثم مهر في الحساب والميقات وحل الزيج. وصنف كتبا، منها " الدر المنثور في العمل بربع الدستور - خ " في الظاهرية، و " رسالة في العمل بالربع المجيب - خ " بها، ورسالة في " العمل بربع المقنطرات " اختصرها سبط المارديني محمد بن محمد (٧٠٩) والاختصار في الظاهرية أيضا.-الأعلام للزركلي: ٤ : ٥٨

[৪২৭] ইমাম মাজদুদ্দীন ফাইরুযাবাদী রহ. (৭২৯-৮১৭ হি.) বহু দেশ সফর করেছেন। যখন ৭৯৯ হিজরীতে ইয়ামান ছেড়ে মক্কায় চলে আসতে চেয়েছিলেন তখন সেখানকার সুলতান তাকে বলেছিলেন,

"আমাদের ইয়ামান তো এতদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, আপনাকে পেয়ে তা আলোকিত হয়েছে। যেই আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের জ্ঞানের মৃত ভূমিকে সজীব করলেন, সেই আপনাকে ছাড়া কীভাবে আমরা সামনে এগোবো? আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি বাকি জীবনটা এখানেই কাটান। হে মাজদুদ্দীন, আমি আল্লাহর নামে সত্য কসম করে বলছি, আমি আমার রাজত্ব ছেড়ে দেয়া, দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া মেনে নিতে রাজি; কিন্তু আপনার ইয়ামান ছেড়ে যাওয়া মেনে নিতে পারব না।" সুলতানের এ আবেগী বক্তব্য ও আবদারে শেষপর্যন্ত ফাইরুযাবাদী রহ. আমৃত্যু ইয়ামানে থেকে গিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইয়ামানে গিয়ে তাঁর কাছে পড়েছেন। (সূত্র : শায়েখ আব্দুস সাত্তার লিখিত 'ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রহ.' গ্রন্থ হতে অনূদিত, পৃ. ১২৬-১২৮, দারুল কলম, সিরিয়া।)

থেকে কিতাবাত শিখেছেন। ইবরাহীম বিন আহমদ আত-তানুখী (ওফাত : ৮০০ হি.)-এর কাছ থেকে কিরাতশাস্ত্র গ্রহণ করেছেন এবং আলমুফলিহুন পর্যন্ত তাঁর কাছে সাত ইমামের কিরাত লাভ করেন। তাজবীদ এর পূর্বেই অন্যান্য হযরতদের কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন। (আয-যওউল লামে)

হাফেজ ছাখাবী রহ. ইবনে হাজার আসকালানীর নক্ষত্রতুল্য এসব উস্তাযবৃন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে,

كل واحد منهم كان متبحرا في علمه ورأسا في فنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه، فالتنوخي في معرفة القراءات وعلو سنده فيها، والعراقي في معرفة علوم الحديث ومتعلقاته، والهيثمي في حفظ المتون واستحضارها، والبلقيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع، وابن الملقن في كثرة التصانيف والمجد الفيروزابادي في حفظ اللغة واطلاعه عليها، والغماري في معرفة العربية ومتعلقاتها، وكذا المحب بن هشام كان حسن التصرف فيها لوفور ذكائه وكان الغماري فائقا في حفظها، والعز بن جماعة في تفننه في علوم كثيرة بحيث أنه كان يقول أنا أقرئ في خمسة عشر علما لا يعرف علماء عصري أسمائها.

'উল্লিখিত দিকপাল হযরতদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ শাস্ত্রে ছিলেন অগাধ পণ্ডিত এবং যে ফন ও শাস্ত্রে তাঁদের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি ছিল সে ফনে অন্য কেউ তাঁদের নাগাল পাননি। ইবরাহীম বিন আহমদ আত-তানুখী (ওফাত : ৮০০ হি.) কিরাতের জ্ঞানে এবং এ শাস্ত্রের আলী বা সুউচ্চ সনদে, ইরাকী রহ. উলূমুল হাদীস ও তার সংশ্লিষ্ট জ্ঞানে, হায়সামী রহ. মুতুন বা হাদীসের মূল পাঠের হিফজ ও তা আত্মস্থ করে রাখার ক্ষেত্রে, বুলকিনী রহ. হিফজের ব্যাপকতায় ও অধিক জানাশোনায়, ইবনুল মুলাক্কিন রহ. রচনাবলির আধিক্যে, মাজদুদ্দীন ফাইরুযাবাদী রহ. শব্দভাণ্ডারের হিফজ ও তার অবগতির বিষয়ে, আরাবিয়্যাত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানের ক্ষেত্রে (শামসুদ্দীন বিন আব্দুর রাজ্জাক) গুমারী, অনুরূপভাবে মুহিববুদ্দীন বিন হিশামও প্রখর স্মৃতিশক্তির কারণে এ শাস্ত্রে (আরাবিয়্যাত) অগাধ পাণ্ডিত্য

ধারণ করতেন। তবে গুমারী স্মৃতিশক্তির দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। আর ইযযুদ্দীন বিন জামাআহ এক সাথে অনেক ইলম ও শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জনে অগ্রগামী ছিলেন। এমনকি তিনি বলতেন, আমি এমন পনেরোটি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি যে, সমসাময়িক আলেমগণ তার নাম সম্পর্কেও জানেন না।'

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ধনুকের ছিলা থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মতো লক্ষ্য অভিমুখে ছুটে গেছেন। তাই তো আমরা দেখি তিনি বিভিন্ন ফন প্রাণান্ত সাধনা করে পড়েছিলেন এবং তাতে যথার্থ ও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পূর্ণতা ও পরিপক্বতা অর্জন করে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। হাফেজ ছাখাবী রহ. লিখেছেন,

وجد في الفنون حتى بلغ الغاية.

'তিনি বিভিন্ন ফনে চেষ্টা ব্যয় করেছেন এবং পূর্ণতায় পৌঁছেছেন।'

হাফেজ ছাখাবী রহ. লিখেছেন,

وأكثر جدا من المسموع والشيوخ فسمع العالي والنازل وأخذ عن الشيوخ والأقران فمن دونهم.

'তিনি শ্রবণকৃত হাদীস ও শায়েখ প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়েছেন। আলী বা উচ্চ সনদের হাদীসও শুনেছেন। আবার নাযেল বা অপেক্ষাকৃত বেশি মধ্যস্থতাসম্পন্ন সনদের হাদীসও শুনেছেন। উস্তাযবৃন্দ ও সমসাময়িকদের কাছ থেকে বরং তার চেয়ে নিচের তবকার ব্যক্তিদের কাছ থেকেও শুনেছেন।'

হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মহাপুরুষ হলেন বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার শাইখুল ইসলাম হাফেজ বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী রহ. (ওফাত : ৮৫৫ হি.)। যিনি বয়সের দিক দিয়ে হাফেজ ইবনে হাজারের চেয়ে বারো বছরের বড় ছিলেন। আবার ইবনে হাজার রহ.-এর ইন্তেকালের পর তিন বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী রহ. ও তাঁর মাঝে কিছুটা অপ্রসন্নতা ও মুখালাফাত ছিল। এতৎসত্ত্বেও হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছেন। সহীহ মুসলিমের দুটি হাদীস এবং মুসনাদে আহমদের একটি হাদীস

তিনি তাঁর কাছ থেকে শ্রবণ করেন। এবং তাঁর তাসনীফ আল-বুলদানিয়াতের মাঝে হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী রহ. থেকে এ হাদীসগুলোকে রেওয়ায়েতও করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তাঁর আল-মাজমাউল মুআসসাস লিল মুজামিল মুফাহরাস কিতাবের তৃতীয়তম তবকায় নিজের উস্তাযবৃন্দের আলোচনায় হাফেজ আইনী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এনেছেন।

নিঃসন্দেহে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. অসংখ্য উস্তাযদের কাছ থেকে ইলমে হাদীসের সংশ্রব লাভ করেছিলেন। কিন্তু এ ফনে বিশেষভাবে যে মহাপুরুষ তাঁকে তরবিয়ত করেছিলেন তিনি হলেন হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী রহ.। হাফেজ ইরাকী রহ. এ ফনের যোগ্যতা লাভ করেছিলেন আল-জাওহারুন নকী কিতাবের মুসান্নিফ হাফেজ ইবনুত তুরকুমানী হানাফী রহ.-এর তরবিয়ত ও তত্ত্বাবধানে।

হাফেজ ছাখাবী রহ. লিখেছেন,

فعكف على الزين العراقي وتخرج به وانتفع بملازمته. وقرأ عليه ألفيته وشرحها ونكته على ابن الصلاح دراية وتحقيقا، والكثير من الكتب الكبار، والأجزاء القصار.

'(তিনি ৭৯৬ হিজরীতে পরিপূর্ণভাবে হাদীসের প্রতি মনোনিবেশ করেন)। অতঃপর তিনি হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী রহ.-এর প্রতি নিবেদিত হন। ইরাকী রহ.-এর কাছ থেকেই তিনি এ ফনের তারবিয়ত লাভ করেন এবং তাঁরই সার্বক্ষণিক সাহচর্যের বরকতে তিনি উপকৃত হন। ইরাকী রহ. রচিত আলফিয়া, শরহে আলফিয়া, আন-নুকাত আলা ইবনিস সালাহ প্রমুখ কিতাব তাঁর কাছে খুব তাহকীকের সাথে বুঝে-শুনে পড়েন এবং ছোট-বড় অনেক কিতাবই পড়েন।'

এ ছাড়া আমালীর এক বিরাট অংশও তিনি ইরাকী রহ.-এর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। কোনো কোনো আমালীর ক্ষেত্রে তিনি তাঁর মুস্তামলিও হতেন। সর্বপ্রথম হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী রহ.-ই তাঁকে হাদীস পড়ানোর ইজাযত প্রদান করেন।

স্মৃতিশক্তি

তাঁর আশ্চর্যরূপ প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল খোদাপ্রদত্ত। হাফেজ আবুল ফজল তকী উদ্দীন ইবনে ফাহাদ আল-মক্কী (৭৮৭ হি.-৮৭১ হি.) লিখেছেন,

أنه حفظ سورة مريم في يوم واحد وكان يحفظ الصحيفة من الحاوي الصغير من مرتين الأولى تصحيحا والثانية قراءة في نفسه ثم يعرضها حفظا في الثالثة.

‘তিনি পরিপূর্ণ সূরা মারইয়াম এক দিনে মুখস্থ করেন। আলহাবীস-সগীর[৪২৮] এর পুরো পাতা দুইবার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যেত। প্রথমবার উস্তায থেকে সহীহ করে পড়ে নিতেন। দ্বিতীয়বার নিজেই পড়তেন। আর তৃতীয়বার মুখস্থ শুনিয়ে দিতেন।[৪২৯]

ছাত্র যামানাই স্মৃতিশক্তি চোখে পড়বার মতো ছিল। হাফেজ ইবনে ফাহাদ আরো লিখেছেন,

وكان أحسن الله تعالى إليه في حال طلبه مفيدا في زِيّ مستفيد.

‘আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছেন। তিনি ছাত্রজীবনেই মুস্তাফিদের সুরতে মুফীদ (উস্তাযতুল্য শাগরিদ) ছিলেন।’[৪৩০]

ইলম ও কাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বিভিন্ন উলূম ও ফুনুনে পূর্ণতা ও পরিপক্বতা অর্জন করেছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি আরবী আদব ও তারীখের প্রতি সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দেন। এ সম্পর্কে ইবনে ফাহাদ সাক্ষ্য দিয়েছেন, ففاق في فنونهما

---

[৪২৮] এটি শাফেয়ী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ আব্দুল গাফ্ফার আল-কাযবিনী (ওফাত : ৬৬৫ হি.) লিখিত ফিকহগ্রন্থ।

[৪২৯] লাহযুল আলহায বিযাইলি তবাকাতিল হুফ্ফাজ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, লেবানন ১/৩২৬॥

[৪৩০] হাফেজ ছাখাবী রহ. তাঁর ‘আলজাওয়াহির ওয়াদ দুরার ফী তরজমাতি শাইখিল ইসলাম ইবনে হাজার’ কিতাবে (১/১৬৬) উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর হিফজ ইমাম যাহাবী রহ.-কেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি যমযমের পানি পান করে তিনটি দুআ করেছিলেন। তন্মধ্যে একটি দুআ ছিল আল্লাহ তাআলা যেন তাঁকে হাফেজ যাহাবীর মতো মাকাম ও মরতবা দান করেন। (অনুবাদক)

'আদব ও তারীখ উভয় শাস্ত্রেই তিনি অতি উচ্চস্তরে পৌঁছেছেন।' ফিকহ ও আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে ইবনুল ইমাদ হাম্বলী রহ. মন্তব্য করেছেন, وبرع في الفقه والعربية 'তিনি ফিকহ ও আরবী ব্যাকরণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।' কবিতা ও ছন্দের প্রতি স্বভাবগত আকর্ষণ তাঁর ছিল। শৈশবকাল থেকেই কবি স্বভাবের ছিলেন। অতি মনোহর কবিতা বলতেন। ইবনুল ইমাদ রহ. বলেন,

وتولع بالنظم وقال الشعر الكثير المليح إلى الغاية.

'তিনি কবিতার প্রতি আসক্ত ছিলেন। মজাদার ও হাস্যরস যুক্ত অনেক কবিতাই তিনি রচনা করেছেন।'

হাফেজ ইবনুল ইমাদ রহ. তাঁর কামালিয়াত ও পাণ্ডিত্যের তালিকায় বিশেষ যে শব্দ চয়ন করেছেন তা হলো : راوية الشعر 'তিনি প্রচুর কবিতা বর্ণনা করতেন।' ইবনে ফাহাদ রহ. তাঁর কাব্য-প্রতিভার প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছেন,

وقال الشعر الحسن الذي هو أرق من النسيم وطارح الأدباء.

'তিনি এত সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন, যা প্রভাতের মৃদু সমীরণের চেয়েও বেশি মনোমুগ্ধকর এবং আদীব ও সাহিত্যিকদেরও কাব্য প্রতিযোগিতায় হার মানিয়েছে।'

নমুনা হিসেবে হাফেজ ইবনে ফাহাদ রহ. তাঁর কাছীদার একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

ما زلت في سفن الهوى تجري بي لا نافعي عقلي ولا تجريبي.

(আমি মহব্বতের সাফীনায় বরাবর চলতেই থাকি। না আমার বুদ্ধি আমাকে কাজ দিয়েছে, না আমার অভিজ্ঞতা।)

হাফেজ ইবনুল ইমাদ রহ. তাঁর দিওয়ান থেকে কবিতার দুটি পঙক্তি উল্লেখ করেছেন।

أحببت وقادا كنجم طالع   أنزلته برضا الغرام فؤادي

وأنا الشهاب فلا تعاند عاذلي   إن ملت نحو الكوكب الوقاد

'আমি তাঁকে মুহাব্বত করি, যে উদীয়মান তারকার মতো জ্যোতির বিকিরণ ঘটায়। আগ্রহের আতিশয্যে প্রেম ও অনুরাগে তাঁকে নিজের হৃদয়ের মণিকোঠায় আসন দিয়েছি। আমি হলাম শিহাব[৪৩১] (উল্কাপিণ্ড)। অতএব যদি দীপ্তিমান ও প্রদীপ্ত তারকারাজির প্রতি আকর্ষিত হই, তাহলে আমার নিন্দাকারীর বিরোধিতা করো না।'

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর মাকাম

হাদীসশাস্ত্রে হাফেজ ইবনে হাজারের যে মাকাম ও মর্যাদা, যে প্রবল অধিকার রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হাফেজ সুয়ূতী রহ. লিখেছেন যে, وبرع في الحديث وتقدم في جميع فنونه. 'তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। এবং এর সব ফন ও শাখায় অগ্রজ ছিলেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাদীসশাস্ত্র ছিল হাফেজ ইবনে হাজারের খাস ফন—বিশেষ মনোযোগ ও আকর্ষণের শাস্ত্র। তিনি তাঁর জীবনের বিরাট অংশ এ বরকতময় কাজেই উৎসর্গ করেছিলেন। যে কারণে তিনি হাফেজে হাদীস হিসেবে সংবর্ধিত ও আখ্যাত হন। আজও হাফেজে হাদীস হিসেবে তাঁকে স্মরণ করা হয়। তারপরও একটি বাস্তবতা হলো, তাঁর প্রথম পরিচয় হলো তিনি একজন কবি। এর পরবর্তী পরিচয় মুহাদ্দিস। আর তৃতীয় স্তর ও পর্যায়ের পরিচয় হলো 'ফকীহ।' আল্লামা ইবনুল ইমাদ তাঁর সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন,

كان شاعرا طبعا محدثا صناعة فقيها تكلفا.

'তিনি স্বভাবগত কবি ছিলেন। হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর শাস্ত্রীয় গুণ ও দক্ষতা প্রকাশ পেলেও ফিকহের ক্ষেত্রে তাঁর কৃত্রিমতা বা লৌকিকতা প্রকাশ পায়।'

এর কারণ সুস্পষ্ট। তাঁর কবিতার যোগ্যতা ছিল স্বভাবগত। হাদীসকে অর্জন

---

[৪৩১] পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর লকব শিহাবুদ্দীন। (গ্রন্থকার)

করেছিলেন ফন ও শাস্ত্র হিসেবে। আর ফিকহের ক্ষেত্রে তাঁর মেহনত ও শ্রম বিনিয়োগ করার দরকার হতো।

শীর্ষ আলেমদের দৃষ্টিতে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.

হাফেজ ছাখাবী রহ. 'আয-যওউল লামে' কিতাবে লিখেছেন,

وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة التامة والذهن الوقاد والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى وشهد له شيخه العراقي بأنه أعلم أصحابه بالحديث. وقال كل من التقي الفاسي والبرهان الحلبي : ما رأينا مثله، وسأله الفاضل تغري برمش الفقيه أرأيت مثل نفسك فقال الله تعالى : فلا تزكوا أنفسكم.

পূর্ববর্তী আলেমগণ তাঁর হিফজ, বিশ্বস্ততা, আমানত, পরিপূর্ণ অবগতি, (সূর্য-সংকাশ) উজ্জ্বল প্রতিভা, তুখোড় স্মৃতিশক্তি, বিভিন্ন ফন ও শাস্ত্রে তাঁর জানাশোনা ও অধ্যয়নের ব্যাপকতার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তাঁর উস্তায হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী রহ. সমস্ত শাগরিদের মধ্যে তাঁকে হাদীসশাস্ত্রে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ ও পারঙ্গম বলে মন্তব্য করেছেন। তকী উদ্দীন আল-ফাছী ও বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী উভয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, 'আমরা তাঁর অনুরূপ কাউকে দেখিনি।' (ইবনে হাজার আসকালানীর শিষ্য) ফকীহ তাগরী বারমাশ (সাইফুদ্দীন আলজালালী, ওফাত : ৮৫২ হি.) একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি নিজের অনুরূপ কাউকে দেখেন? তখন তিনি নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করেন : فلا تزكوا أنفسكم. 'নিজেই নিজের বড়ত্ব প্রকাশ কোরো না।'[৪৩২]

হাফেজ ইবনুল ইমাদ রহ. লাহযুল আলহায কিতাবে তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন নিম্নোক্ত গৌরবজনক শব্দে :

العسقلاني المصري الشافعي الإمام العلامة الحافظ فريد الوقت مفخر

[৪৩২] আয়াতটির তরজমা এভাবেও করা যেতে পারে : 'সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি কোরো না।' সূরা নাজম-৩২॥

الزمان بقية الحفاظ علم الأئمة الأعلام عمدة المحققين خاتمة الحفاظ المبرزين والقضاة المشهورين أبو الفضل شهاب الدين.

মিশরের আসকালান নগরের অধিবাসী, শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম, আল্লামা, হাফেজ, যুগের অনুপম ব্যক্তি ও যামানার গৌরব, হাফিজুল হাদীসদের শেষ অধ্যায়, মহান মনীষীদের শিরোমণি, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক, যুগশ্রেষ্ঠ হাফিজুল হাদীসদের শীর্ষ ব্যক্তি ও বিখ্যাত কাজী আবুল ফজল শিহাবুদ্দীন।

হাফেজ সুয়ূতী রহ. 'যাইলু তাযকিরাতিল হুফ্ফাজ' কিতাবে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর আলোচনা ও গুণবত্তা শুরু করেছেন এভাবে :

ابن حجر شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه وحافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقا قاضي القضاة.

আর ঐতিহাসিক ইবনুল ইমাদ তাঁকে দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করে আলোচনা শুরু করেছেন এভাবে :

شيخ الإسلام علم الأعلام أمير المؤمنين في الحديث حافظ العصر.

শাইখুল ইসলাম, আলেমকুল শিরোমণি, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ও যুগশ্রেষ্ঠ হাফিজুল হাদীস।

দ্রুত পঠন ও লিখন

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর আশ্চর্য রকমের দ্রুত পঠনের অনুশীলন ছিল। নিবিষ্ট দক্ষতায় একবার দশ বৈঠকে (যা কেবল জোহর থেকে আসর পর্যন্ত হতো) বুখারী শরীফ খতম করে ফেলেন। অনুরূপভাবে সহীহ মুসলিমকে আড়াই দিনে পাঁচ বৈঠকে পড়া শেষ করেন। ইমাম নাসায়ীর আস-সুনানুল কুবরা গ্রন্থও দশ মজলিসে সমাপ্ত করেন। প্রতি মজলিস হতো চার ঘণ্টাব্যাপী। আরো আশ্চর্যজনক হলো, একবার তাঁর শাম (বর্তমানের সিরিয়া, লেবানন ও জর্দান) সফরে ইমাম তবারানীর আলমুজামুস সগীর কিতাবটি—যাতে সনদসহ দেড় হাজার হাদীস রয়েছে—কেবল জোহর থেকে আসর পর্যন্ত

এক মজলিসে শুনিয়ে দেন। দিমাশকে তিনি দুই মাস দশ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি নিজের জরুরি কাজে মশগুল হন এবং ইলমী ফাওয়ায়েদ নকল করেন। এ ছাড়াও শামবাসীদের জন্য এক শ জিলদের হাদীসের কিতাবসমূহ 'কিরাত' করেন।

পর্যালোচনা

কোনো সন্দেহ নেই, এরূপ অতি দ্রুতপঠন যেমন প্রশংসাযোগ্য তেমন এর একটা হিতে বিপরীত দিক হলো, এত দ্রুত পঠনে পরিপূর্ণরূপে 'যবতে আলফাজ' (শব্দের সঠিক উচ্চারণ) কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা গড়বড় হয়ে যায়। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ভীষণ প্রতিভাবান মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রচনাবলিতে যেসব ওয়াহাম (বিচ্যুতি) রয়েছে সম্ভবত তার কারণ এই দ্রুত পঠন। হাফেজ ছাখাবী রহ. তাঁর রচনাবলিতে ইবনে হাজার রহ.-এর অনেক বিচ্যুতির উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে সিবতে ইবনে হাজার (জামালুদ্দীন ইউসুফ বিন শাহীন আবুল মাহাসেন, জীবনকাল : ৮২৮-৮৯৯ হি.) আন-নুজুমুয-ঝাহেরা ফী কুযাতিল কাহেরা[৪৩৩] কিতাবে তাঁর দাদার লিখিত প্রসিদ্ধ তাসনীফ রফউল ইস্‌র আন কুযাতি মিসর কিতাবের উপর জোরালো 'নকদ' করেছেন এবং জায়গায় জায়গায় তাঁর ভুলসমূহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, হাফেজ ইবনে হাজারের বিখ্যাত শাগরিদ মুহাদ্দিস বুরহানুদ্দীন বিকায়ী (ওফাত : ৮৮৫ হি.) তাঁর عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران কিতাবে তাঁর সম্পর্কে এ কথা পর্যন্ত লিখেছেন যে,

إنه يغلط ويلح في غلطه

'তিনি ভুল করেন আবার সে ভুলের উপর বাড়াবাড়ি করেন।'

ইবনে হাজার রহ. যেরূপ দ্রুত পড়তে পারতেন তদ্রূপ দ্রুত লিখতেও পারতেন। কিন্তু হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল না। আরেকটি আপদ হলো তাঁর লেখার ঢং বা লেখন শৈলী এক রকম ছিল না। যে কারণে তাঁর হস্তাক্ষর পাঠোদ্ধার ছিল খুবই দুরূহ। মুবাইয়াজা বা ফ্রেশ কপিতেও এ পরিমাণ কাটা-ছেঁড়া, সংযোজন-বিয়োজন চলতে থাকত যে, পরিণামে তা মুসওয়াদা বা খসড়া কপিতে পরিণত হতো।

---

[৪৩৩] কিতাবটির নাম যিরিকলী তাঁর 'আল-আলাম' গ্রন্থে এভাবে লিখেছেন :

" النجوم الزاهرة بأخبار قضاة مصر والقاهرة"

আল্লামা রাগেব তব্বাখ হালাবী তাঁর মাতবায়ে ইলমিয়্যা থেকে হাফেজ ইরাকী রহ. লিখিত আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ সহযোগে মুকাদ্দিমায়ে ইবনুস সালাহ-এর যে নুসখা ছাপিয়েছেন তার শুরুতে হাফেজ ইবনে হাজারের হস্তলিপির প্রতিচিত্র দিয়ে দিয়েছেন।

বিচারকের পদ গ্রহণ

প্রথমত আলমালিকুল মুআইয়্যাদ তাঁকে অনেকবারই শাম মুলুকের বিচারকের পদ অর্পণ করেন। কিন্তু তিনি কঠিন পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। ৮২৭ হিজরীতে সুলতান আবুন নছর আলমালিকুল আশরাফ বারস্‌বাই (ইধৎংনধু) [৭৬৬ হি.-৮৪১ হি.] যখন তাঁকে কায়রো ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বিচারকের পদ অর্পণ করেন তখন তিনি পূর্ণ যিম্মাদারি ও নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। হাফেজ ছাখাবী রহ.-এর ভাষ্যমতে : কায়রোতে তিনি একুশ বছর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তবে এ দীর্ঘ সময়ের মাঝে তিনি অনেকবারই এ পদ ছেড়েছেন আবার গ্রহণ করেছেন। হাফেজ ছাখাবী রহ.-এর ভাষ্যমতে পরবর্তীকালে খোদ হাফেজ ছাহেবও এ পদ গ্রহণ করার কারণে খুবই অনুতপ্ত ছিলেন।

দরস ও ইফতা

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর জীবনের অধিকাংশ সময় ইলমে দ্বীন বিশেষত হাদীস শরীফের খেদমতের প্রচার-প্রসার, দরস-তাদরীস এবং তাসনীফ ও ইফতায় অতিবাহিত হয়। কায়রোর বড় বড় দ্বীনী বিদ্যাপীঠে একটা সময় পর্যন্ত তিনি তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের তালীম প্রদান করেন। হুসাইনিয়া ও মানসূরিয়া মাদরাসায় তাফসীরের পাঠ দান করেন। বাইবারসীয়্যাহ, জামালিয়্যাহ, হুসাইনিয়্যাহ, যায়নিয়্যাহ, শাইখুনিয়্যাহ, জামেয়ে তুলুন এবং কুব্বায়ে মানসূরিয়াতে হাদীসের দরস প্রদান করেন। খারুবিয়্যাহ, বাদরিয়্যাহ, শরীফায়ে ফখরিয়্যাহ, সালিহিয়্যাহে নাজমিয়্যাহ, সালাহিয়্যাহ ও মুইয়্যাদাহ প্রমুখ দ্বীনী বিদ্যাপীঠে ফিকহের তালীম প্রদান করেন। বাইবারসীয়্যাহ মাদরাসার মুদীর ও শায়েখও ছিলেন। দারুল আদল বা বিচার বিভাগে তাঁর যিম্মায় ইফতার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল।[৪৩৪] ভীষণ ব্যস্ততা সত্ত্বেও সহস্রাধিক মজলিসে

---

[৪৩৪] পূর্ববর্তী যামানায় যিনি কাজী বা বিচারক হতেন তিনি শরীয়তের বিশেষজ্ঞ আলেমও হতেন। কিন্তু পরবর্তীতে কাজীদের বেলায় ইলমী যোগ্যতার ঘাটতি দেখা দেয়।

নিজের হিফজ থেকে ইমলা করিয়েছেন।

শারীরিক গঠন

এই মনীষীর শারীরিক গড়ন ছিল অনেকটা খর্বকায়-বেঁটে ও হালকা। চেহারার গড়ন ছিল সুন্দর। যাকে বলে অসাধারণ ব্যক্তিত্বমণ্ডিত চেহারা। মেধায় পূর্ণ মস্তকটা ছিল তুলনামূলক বড়। দাড়ি মোবারক ছিল সাদা। কথোপকথন অত্যন্ত ফসীহ ও মর্মস্পর্শী ছিল।

আখলাক ও অভ্যাস

পূত-পবিত্র আখলাক, মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও সহনশীল ছিলেন। অহংপুষ্ট মনোভাবের ছিলেন না। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুমধুর বাক্যালাপে পটু এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহৃদয়তায় তিনি ছিলেন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

যুহদ ও ইবাদত

আহার-বিহার ও পরিধানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মাত্রায় সতর্কতা বজায় রাখতেন। অধিক মাত্রায় রোজা রাখতেন। ইবাদত-বন্দেগীতেও মশগুল থাকতেন অতি মাত্রায়। তাহাজ্জুদের প্রতিও তিনি সবিশেষ যত্নবান ছিলেন।

ইন্তেকাল

৮৫২ হিজরীতে প্রদাহ ও দাস্ত দেখা দেয়। রক্তও প্রবাহিত হচ্ছিল। মাসাধিককাল তাঁর অসুখ বাড়াবাড়ি রকমের বেড়ে যাওয়াই তিনি ধারাবাহিকভাবে স্বাস্থ্যগত অবনতির মধ্যে থাকেন। পরিশেষে যিল-হজ মাসের আটাশ তারিখের শনিবার রাত্রে ঈশার নামাযের পর পরকালের সওদার এ পাকা সওদাগর পরকালের পানে যাত্রা করেন। মানকু-তামুরিয়্যাহ মাদরাসার নিকট বাবুল কানতারা[৪৩৫]-এর ভেতর অবস্থিত নিজ বাড়ীতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। কায়রোর বাইরে রমীলার মুসাল্লাল মুমিনীনে—জানাজা নামাজ আদায়ের বিশেষ স্থান—শনিবারের দিন জোহরের নামাজের কিছু পূর্বে তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় প্রচণ্ড ভিড় ছিল। তৎকালীন খলীফা আল-মুস্তাকফী বিল্লাহ আব্বাসী, আল-মালিকুয যাহের সুলতান জাকমাক সভাসদবর্গসহ উপস্থিত

ফলে পরবর্তীতে কাযার কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য মুফতীদের সহযোগিতা নেওয়া হত। —অনুবাদক।

[৪৩৫] 'বাবুল কানতারা' কায়রোর প্রসিদ্ধ দরজা ও ফটক।

ছিলেন। আমীর-উমারা ও উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকালের পরও ঐশ্বর্যের দ্বারা আবরিত জ্ঞানবৃদ্ধ এই মহান ইমামের জানাজার খাটিয়া বহন করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। পরিশেষে অবস্থা এমন হয়েছিল যে, সুলতান খলীফাকে আগে বাড়িয়ে দেন এবং আমীরুল মুমিনীন জানাজার নামাজ আদায় করেন। ইবনে তুলুনের বর্ণনামতে, শায়েখ আলামুদ্দীন বুলকিনী খলীফার অনুমতিক্রমে তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান। এরপর তাঁর জানাজা উঠিয়ে করাফায়ে সুগরাতে আনা হয়। জামেয়ে দাইলামীর বিপরীতে বনুল খাররুবী কবরস্থানে ইলমের এ উজ্জ্বল নক্ষত্রকে সমাহিত করা হয়। (আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি ব্যাপক রহমত বর্ষণ করুন এবং পূর্ণাঙ্গ মাগফিরাত দান করুন।)

ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে মৃত্যুতে সমাচ্ছন্ন প্রহরে কাজীউল কোজাত সাদুদ্দীন বিন দাইরী হানাফী ইয়াদাত ও হাল-পুরসি ও কুশল বিনিময়ের করার জন্য তাঁর কাছে গেলেন। তাঁর কাছে সিহ্হাত ও সুস্থতার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি উত্তরে ইমাম আবুল কাসেম যামাখশারীর কাসীদার চারটি পঙ্ক্তি তাঁকে আবৃত্তি করে শুনান।

قرب الرحيل إلى ديار الآخره　　فاجعل إلهي خير عمري آخره

وارحم مبيتي في القبور ووحدتي　　وارحم عظامي حين تبقى ناخره

فأنا المسكين الذي أيام　　ولت بأوزار غدتِ متواتره

فلئن رحمت فأنت أكرم راحم　　فبحار جودك يا إلهي زاخره

(পরকালীন সফর সন্নিকটে। অতএব হে আমার ইলাহ! আমার জীবনের শেষ পর্বকে তুমি সবচেয়ে ভালো করো। কবরস্থানে আমার নৈশ (অন্ধকার) অবস্থানস্থলের উপর রহমত বর্ষণ করো। আমার একাকিত্বের প্রতি রহম করো। আমার হাড্ডির প্রতি রহম করো, যখন পুরান হতে হতে তার অণু-পরমাণু বাকি থাকবে। সুতরাং আমি বেচারা হতদরিদ্র। যার জীবনের দিনগুলো ধারাবাহিকভাবে গুনাহের ভেতরেই কেটেছে। এখন যদি তুমি রহম করো, (তবেই আমি নাজাত পাবো।) আর সব রহমকারীর চেয়ে তুমি বেশি কারীম। ইয়া ইলাহ! তোমার বদান্যতা ও ক্ষমার সমুদ্র তো পরিপূর্ণ।)

তাঁর ইন্তেকালে বর্ষীয়ান অনেক আদীব ও জ্ঞানী ব্যক্তি শোকগাথা রচনা করেছেন। প্রসিদ্ধ আদীব শিহাবুদ্দীন আবুত-তাইয়েব আহমদ বিন মুহাম্মাদ— হিজাযী আনসারী হিসেবে পরিচিত। তিনিও প্রকাণ্ড এক দীর্ঘ শোকগাথা রচনা করে মনের সব যন্ত্রণা ঢেলে দিতে চেষ্টা করেছেন।

كل البرية للمنية صائرة وقفولها شيئًا فشيئًا سائره[৪৩৬]

রচনাবলি

তাঁর রচনাবলির সংখ্যা দেড় শতাধিক।[৪৩৭] যদিও এসব রচনার সিংহভাগ হলো হাদীস, রিজাল ও তারীখ সম্পর্কে। কিন্তু এর মধ্যে অনেক তাসনীফ এমন রয়েছে যাতে আদব, ফিকহ, উসূল ও কালামশাস্ত্রের আলোচনাও এসেছে। (সত্যি করে বলতে গেলে একজন মানুষের মধ্যে এরকম নানামুখী প্রতিভার সমাবেশ কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। তিনি ইলমের এমন এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, যা আমাদেরকে যুগপৎ বিস্মিত ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাসিক্ত করে তোলে।) লক্ষণীয় বিষয় হলো, তিনি তাঁর লিখিত হাদীস ও রিজালের বিপুল রচনাপুঞ্জে হানাফী হাফেজে হাদীসদের; বিশেষ করে হাফেজ মুগলতাঈ হানাফী ও হাফেজ জামালুদ্দীন যায়লায়ী হানাফী রহ.-এর গ্রন্থাবলি থেকে অনেক উপকৃত হয়েছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. নিজেই এটা স্বীকার করেছেন।[৪৩৮] বরং الدراية في تخريج أحاديث الهداية ও "الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف". এ দুটি কিতাবের পুরোটাই তো ইমাম জামালুদ্দীন যায়লায়ী রহ.-(ওফাত : ৭৬২ হি.) এর নসবুর

---

[৪৩৬] এর পরের অংশ হল :

والنفس إن رضيت بذا ربحت وإن لم ترض كانت عند ذلك خاسره

وأنا الذي راضٍ بأحكام مضت عن ربنا البر المهيمن صادره

[৪৩৭] ড. শাকের মাহমুদ আব্দুল মুনইম হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর রচনাবলির একটি দিরাসা লিখেছেন। যা ৪৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী। আকীদা, উলূমুল কুরআন, উলূমুল হাদীস, আসমাউর রিজাল ও জরাহ-তাদীল, তারীখ, তারাজিম ও সিয়ার, ফিকহ, যুহদ ও আদাব এবং উলূমুল লুগাহসহ সব মিলিয়ে তিনি ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর ২৮২ টি কিতাবের তালিকা পেশ করেছেন। (অনুবাদক)

[৪৩৮] এ তথ্যের প্রামাণ্যতার জন্য হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলির মুকাদ্দিমা দ্রষ্টব্য। তাহযীবুত তাহযীব, আত-তালখীসুল হাবীর, আদদিরায়া, আলকাফিশ শাফ। (গ্রন্থকার)

রায়াহ ও তাখরীযে কাশশাফ[৪৩৯]-এর তালখীস ও সারনির্যাস। হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর রচনাবলির ব্যাপারে অন্য কারো মন্তব্য উদ্ধৃত করার পরিবর্তে তাঁর নিজের মন্তব্য উল্লেখ করাই সমীচীন বলে মনে হচ্ছে। মুসান্নিফই তাঁর রচনার পিছনে যে শ্রম, অভিনিবেশ এবং যত্ন বিনিয়োগ করেছেন সে সম্পর্কে প্রকৃত ব্যাপারটি বলতে পারেন। হাফেজ ছাখাবী রহ. বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি,

لستُ راضيًا عَنْ شيءٍ مِنْ تصانيفي، لأني عملتها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيَّأ لي مِنْ تحريرها، سوى "شرح البخاري"، و"مقدمته"، و"المشتبه"، و"التهذيب"، و"لسان الميزان" ...بل رأيته في موضع أثنى على "شرح البخاري" و"التغليق" و"النُّخبة"، ثم قال: وأمَّا سائر المجموعات، فهي كثيرةُ العدد، واهية العُدَد، ضعيفةُ القُوى، ظامئة الرُّوى،

'আমি আমার রচনাবলির মধ্য থেকে কোনোটির ব্যাপারেই সুপ্রসন্ন নই। কেননা এগুলো আমি সূচনালগ্নে রচনা করেছি। অতঃপর ফতহুল বারী ও এর মুকাদ্দিমা হুদাস সারী, আলমুশতাবিহ, তাহযীবুত তাহযীব ও লীসানুল মীযান ব্যতীত অন্য কোনোটি পরিমার্জন করার সুযোগ হয়নি। বরং আমি হাফেজ ছাহেবকে দেখেছি যে, তিনি বিভিন্ন জায়গায় ফতহুল বারী, তাগলীকুত তালীক ও নুখবাতুল ফিকারের প্রশংসা করেছেন। হাফেজ ছাহেব রহ. আরো বলেন, অন্যান্য সব রচনা গণনার দিক দিয়ে তো অনেক; কিন্তু মাওয়াদ ও তথ্য-উপাত্তের বিবেচনায় বেকার।[৪৪০] শক্তিমত্তার বিবেচনায় দুর্বল ও তৃষ্ণা-বর্ধক।

---

[৪৩৯] কিতাবটির পূর্ণ নাম :

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري

[৪৪০] হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, উল্লিখিত রচনাবলির প্রতি তাঁর অপরিসীম গর্ববোধ ছিল। তাই এসব রচনাবলির প্রতি তিনি বেশি আস্থার কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁর এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তাঁর অন্যান্য রচনাবলি নির্ভরযোগ্য নয়। মারকাযুদ দাওয়ার স্বনামধন্য উস্তায, আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাযে মুহ্তারাম হযরত মাওলানা সাঈদ বিন গিয়াসুদ্দীন (দা. বা.)-এর কাছে উক্ত ইবারতের মতলব জিজ্ঞাসা করলে তিনি এভাবেই তা ব্যক্ত করেছেন। (অনুবাদক)

(অর্থাৎ তা পাঠককে পরিতৃপ্ত করে না।)[৪৪১]

বুলুগুল মারামের[৪৪২] ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ

---

[৪৪১] শামছুদ্দীন আস-ছাখাবী রহ. (ওফাত : ৯০২ হি.) লিখিত *'আল-জাওয়াহির ওয়াদ-দুরার ফী তরজমাতি শাইখিল ইসলাম ইবনে হাজার'*।

[৪৪২] **বুলুগুল মারাম ও তথাকথিত সালাফী শায়েখদের চাতুর্যপূর্ণ অবস্থান**

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. সংকলিত প্রসিদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত ধরণের এক হাদীসের কিতাবের নাম 'বুলুগুল মারাম।' এ কিতাবে হাদীসের আলোকে শাফেয়ী মাযহাবকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের দেশের তথাকথিত সালাফী ও লা-মাযহাবী কোন কোন শায়েখ! বুলুগুল মারাম কিতাবকে (যেখানে ভিন্ন একটি সুন্নাহ প্রচলিত আছে) খুব হাইলাইট করে থাকেন। এ কিতাবের শাখাগত কিছু প্রসিদ্ধ মাসআলায় তাদের সাথে আমলী মিল থাকায় ইতোমধ্যে তারা তাদের বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে এটির একাধিক বাংলা অনুবাদ করে প্রচারও করছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তারা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর ভক্ত অনুরক্ত ও খুবই ঘনিষ্ঠ মানুষ। অথচ বাস্তবাতা হলো এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান বিভ্রান্তিমূলক ও খুবই চাতুর্যপূর্ণ।

১। এই কিতাবের লেখক খোদ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের এবং আকীদাগত দিক থেকে ছিলেন আশআরী মতাদর্শের। এ হিসাবে তিনি সিফাতের ক্ষেত্রে তাবীল করাকে সমর্থন করতেন। তিনি মুজাসসিমা বা 'দেহবাদী' আকীদার লোক ছিলেন না। আব্দুল্লাহ মুআল্লিম আবদ লিখিত 'আল-বুদুরুয ঝাহেরা ফী তবাকাতিল আশায়িরা' (পৃ. ২৪৯-২৫১) কিতাবে এবং হামাদ আস-সিনান ও ফাওযী আলআনযারী লিখিত 'আহলুস সুন্নাহ আল-আশায়েরা শাহাদাতু উলামায়িল উম্মাতি ও আদিল্লাতুহুম' কিতাবে (পৃ. ২৫৭) আশআরী মতাদর্শের বরেণ্য ইমাম হিসেবে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। শেষোক্ত কিতাবে তাঁর জীবনী আনা হয়েছে নিম্নের শিরোনামের অধীনে : أكابر محدثي الأمة وحفاظها من الأشاعرة والماتريدية

২। তথাকথিত কোন কোন সালাফী শায়েখ! আশআরী ও মাতুরীদী আকীদাকে কুফরী আকীদা বলে অপপ্রচার করেন। আবার কেউবা গোমরাহ বলে ক্ষান্ত হন। এসব নামধারী শায়েখরাই যখন আশআরী আকীদা লালনকারী হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. সংকলিত 'বুলুগুল মারাম' অধ্যয়নের পরামর্শ প্রদান করেন তখন এটাকে তাদের অজ্ঞতা বলবেন নাকি 'ডাল মে কুচ কালা হায়' বলবেন তা পাঠকের ইখতিয়ার। তাদের দৃষ্টিতে যে লেখকের আকীদায় কুফরী বা গোমরাহী রয়েছে তারা আবার সেই লেখকের সংকলিত হাদীসের কিতাব পড়ার পরামর্শ দেন! বিষয়টি খুবই রহস্যময়।

৩। সঠিক পদ্ধতি ও ধারায় কেউ 'বুলুগুল মারাম' অধ্যয়ন করলে এই কিতাবের মুসান্নিফ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর মত শাফেয়ী মাযহাবের আহলে হাদীস (মুহাদ্দিস) বা সমার্থক হতে পারেন। মাযহাব বিরোধী বা লা-মাযহাবী আহলে হাদীস হবেন না এটাই স্বাভাবিক। কারণ শাফেয়ী বলেন বা হানাফী বলেন সবাই মূলত হাদীসের অনুসরণ করেন মুজতাহিদ ইমামের মধ্যস্থতায় সুন্নাহসম্মত পদ্ধতিতে। বিদআত ও নব আবিষ্কৃত পন্থায় তারা হাদীসের অনুসরণ করেন না।

কেউ কেউ এমন আছেন, যারা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর আশআরী হওয়ার

১। আলবদরুত তামাম শরহু বুলুগিল মারাম : এটি লিখেছেন কাজী শরফুদ্দীন

স্বপ্রমাণে কেবল এতটুকুন আলোচনাতে পরিতৃপ্ত হতে পারবেন না। তাদের চায় বাড়তি কিছু খোরাক। এ শ্রেণীর পাঠকদের প্রতি লক্ষ করে 'ফতহুল বারী' কিতাব থেকে সিফাত সংক্রান্ত আলোচনার নির্বাচিত কিছু অংশ তুল ধরা হলো।

* والمراد باليد هنا القدرة. (شرح الحديث-برقم٢٤٠-فوالذي نفسي بيده)

*ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث مضافا إلى الله تعالى واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجارحة التي هي من صفات المحدثات وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به. فمنهم من وقف ولم يتأول. ومنهم من حمل كل لفظ منها على المعنى الذي ظهر له. وهكذا عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك. (هدى الساري-حرف الياء)

* وقد اختلف في معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة. تعالى الله عن قولهم. (قوله باب الدعاء والصلاة من آخر الليل)

* قال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو ملكه. كذا قال، وكان حقه أن يقول إضافة تشريف، ليحصل امتياز هذا على غيره، كما قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال: فلان في ظل الملك. قاله الحافظ في قوله: (سبعة يظلهم الله في ظله)

*والمراد بالوجه الذات والعرب تعبر بالأشرف عن الجملة. (سورة القصص-كل شيء هالك إلا وجهه)

*لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين. تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء.(باب يوم يكشف عن ساق)

*وقال الكرماني: النزول محال على الله لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل، وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه على ذلك. فليتأول ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة ونحوه. أو يفوض مع اعتقاد التنزيه. (باب الدعاء نصف الليل)

* وقال ابن المنير: وجه الاستدلال على إثبات العين لله من حديث الدجال من قوله: "إن الله ليس بأعور" من جهة أن العور عرفا عدم العين وضد العور ثبوت العين، فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين، وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الجارحة، قال ولأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال: أحدها أنها صفات ذات أثبتها السمع ولا يهتدي إليها العقل، والثاني أن العين كناية عن صفة البصر، واليد كناية عن صفة القدرة، والوجه كناية عن صفة الوجود، والثالث إمرارها على ما جاءت مفوضا معناها إلى الله تعالى. (قوله:-ولتصنع على عيني)

আমাদের তথাকথিত সালাফী শায়েখরা সিফাত সম্পর্কে যেসব ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করেন ও অপপ্রচার করেন সেসব চিন্তাধারার মূলে উপরি-উক্ত ইবারতসমূহে কীভাবে কুঠারাঘাত করা হয়েছে তা আহলে ইলমদের কাছে একেবারে সুস্পষ্ট।

হুসাইন বিন মুহাম্মাদ মাগরেবী সানআনী। এটি খুবই বিশদ শরাহ। আমীর ইয়ামানী এ শরাহের-ই তালখীস করেছেন।

২। সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম : এটি আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আমীর ইয়ামানী (ওফাত : ১১৮২ হি.) লিখিত। শরাহটি মিশরে অনেকবার মুদ্রিত হয়েছে।

৩। শরহু বুলুগিল মারামঃ খাতেমাতুল হুফ্‌ফাজ আল্লামা মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধী হানাফী (ওফাত : ১২৫৭ হি.) এটি প্রণয়ন করেছেন। শরাহটি পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি।

৪। মিসকুল খিতাম শরহু বুলুগিল মারাম : লামাযহাবীদের নেতৃপুরুষ নবাব সিদ্দীক হাসান খান (ওফাত : ১৩০৭ হি.) এটি রচনা করেছেন। এটি ফারসী ভাষায় লিখিত। এ কিতাবে হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর আত-তালখীসুল হাবীর এবং সুবুল সালাম কিতাবের বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে জমা করা হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, পাক-ভারত উপহাদেশে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের সংখ্যাই বেশি। এসব অঞ্চলের মানুষজন আগে থেকেই একটি সুন্নাহ এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতিষ্ঠিত সেসব সুন্নাহকে সেখান থেকে সরানোর জন্য বুলুগুল মারামের বাংলা অনুবাদকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করাটাই হলো আমাদের আপত্তির মূল জায়গা। কারণ যে অঞ্চলে যে সুন্নাহ প্রচলিত সেখানে তা-ই চলতে দেওয়া কাম্য। এর উপর আপত্তি করা ভুল ও অন্যায়। যা বিদআত বা সুন্নাহর পরিপন্থী সে বিষয়ে আপত্তি করা যায়। এক সুন্নাহর উপর এজন্য আপত্তি করা যায় না যে, এটা আরেক সুন্নাহর মোতাবেক নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বরিত এ মাযহাবের ব্যাপারে মানুষকে বদগুমানী করা কখনোই ভাল লক্ষণ নয়। তাও যদি হয় আবার দ্বীনি খেদমতের! শিরোনামে। এরূপ কাজ কখনোই সালাফদের কর্মপন্থা হতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক মাযহাবের ইমামগণই হাদীসের আলোকে তাঁদের মাযহাবকে উপাস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে কিতাব লিখেছেন। হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাব জানার জন্যও অনেক মূল্যবান কিতাব সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে পরবর্তী যামানায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিতাব হলো :

১। আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রহ. (ওফাতঃ ১৩৯৪ হি.) সংকলিত 'ইলাউস সুনান' (১৬ ভলিয়মে)। শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.) এ কিতাবকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২। সাইয়েদ মুফতী আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দেদী আল-বারাকাতী রহ. (ওফাতঃ ১৩৯৪ হি.) লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার'। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে 'ইলাউস সুনান'-এর প্রথম দিকের কিছু ভলিয়মের এবং 'ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার' কিতাবের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠকগণ তা থেকে উপকৃত হতে পারেন। -মুহসিনুদ্দীন খান।

এটি অনেকবার মুদ্রিত হয়েছে।

৫। ফতহুল আল্লাম বিশরহি বুলুগিল মারাম : মৌলভী নুরুল হাসান বিন নবাব সিদ্দীক হাসান খান। এ কিতাবের পুরোটাই আমীর ইয়ামানীর সুবুলুস সালাম কিতাব থেকে নকল ও কপি করা। মিশরে সুবুলুস সালামের প্রকাশকগণ এ অভিযোগ করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর জীবন ও কর্মের উপর তাঁর খাস শাগরিদ হাফেজ শামছুদ্দীন ছাখাবী রহ. পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত কিতাব লিখেছেন। কিতাবটির নাম الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر । হাফেজ ছাখাবী রহ.-এর ভাষ্যমতে কিতাবটি বিরাটায়তন এক কিংবা দুই জিলদের কাছাকাছি।

তথ্যসূত্র :

১. হাফেজ আবুল ফজল তকী উদ্দীন বিন ফাহাদ মক্কী শাফেয়ী আলাবী (ওফাত : ৮৭১ হি.), লাহযুল আল-হায বি-যাইলি তাযকিরাতিল হুফ্ফাজ, মাতবায়ে তাওফীক, দিমাশক, ১৩৪৭ হি.। এ কিতাবে হাফেজ ইবনে হাজারের তাযকিরা করা হয়েছে সবচেয়ে বিশদভাবে। ইবনে ফাহাদ ইবনে হাজার রহ.-এর শাগরিদও ছিলেন।

২. হাফেজ আবুল খায়ের শামছুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান ছাখাবী, ওফাত : ৯০২ হি., আয-যওউল লামে লি-আহলিল করনিত তাসে, মিশরের ছাপা ১৩৫৪ হিজরী।

৩. আততিবরুল মাসবুক (التبر المسبوك في ذيل السلوك لشمس الدين السخاوي (ت ٩٠٢ هـ)، اعتناء أحمد زكي، المطبعة الأميرية ببولاق (مصر، ١٨٩٦ م- (١٣١٣هـ).

৪. হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. ওফাত : ৯১১ হিজরী, যাইলু তবাকাতিল হুফফাজ, মাতবায়ায়ে তাওফীক, দিমাশক ১৩৭৪ হিজরী।

৫. মোল্লা কাতেব চালপী, ওফাত : ১০৬৭ হি.., কাশফুয যুনুন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন, ইস্তামবুলের মুদ্রণ, ১৩৬০ হি.॥

৬. আব্দুল হাই বিন ঈমাদ হাম্বলী, ওফাত : ১০৮৯ হিজরী, শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব, মুদ্রণ ১৩৫১ হিজরী।

৭. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান কিন্নাওজী, ইতহাফুন নুবালায়িল মুত্তাকীন বি-ইহইয়াহি মাআ-ছিরিল ফুকাহায়ি ওয়াল মুহাদ্দিসীন, মাতবায়ে নিযামী ১৩৮৮ হিজরী।

৮. (تذهيب التاج اللجيني في ترجمة البدر العيني)

৯. আত-তালীক আলায যুয়ূল। এটি আল্লামা কাওসারী রহ.-এর সেসব হাশিয়া, যা তিনি হাফেজ ইবনে ফাহাদ ও হাফেজ সুয়ূতী রহ.-এর তাযকিরাতুল হুফফাজের হাশিয়াতে লিখেছেন।
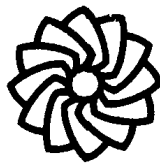
দশম অধ্যায়

তাফসীরে ইবনে কাসীরের মুকাদ্দিমা

পাঠকের মনে এখানেও একটি নির্বাক প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে যে, কিতাবের নামের সাথে এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর মিল কোথায়? প্রথম কথা হলো, আমরা এখানে হাফেজ ইবনে কাসীর রহ.-এর জীবনী এনেছি মুকাদ্দিমাতে নুমানীর অংশ হিসেবে। দ্বিতীয় বিষয় হলো, হাফেজ ইবনে কাসীর রহ.-এর এ সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করলে পাঠক নিজেই ধরতে পারবেন যে, ইবনে কাসীর রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মতো মহাপুরুষ তৈরি হওয়ার পিছনে হানাফী মনীষীদের যে অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে তা এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে সুন্দর তথ্যবহুল উপস্থাপনায়। (মুহসিনুদ্দীন খান)

হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর রহ.
জীবন ও অবদান

নাম ও নসব

তাঁর নাম ইসমাঈল। আবুল ফিদা কুনিয়াত। ইমাদুদ্দীন লকব। ওরফে ইবনে কাসীর। তাঁর নসবের সিলসিলা নিম্নরূপ :

إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء[৪৪৩]بن كثير بن ذرع الفيسي القرشي البُصْروي ثم الدمشقي.

'ইসমাঈল বিন ওমর বিন কাসীর বিন যাও বিন যারা আল-ফাইছি[৪৪৪] আলকুরাশী। তিনি প্রথমে বসরার অধিবাসী তারপর দিমাশকের অধিবাসী হন।'

তিনি একজন সম্মানিত ও ইলমী খান্দানের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর পিতা শায়েখ আবু হাফস শিহাবুদ্দীন উমর এলাকার খতীব ছিলেন। আর তাঁর বড় ভাই শায়েখ আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ছিলেন সেরা আলেম ও ফকীহ।

---

[৪৪৩] হাফেজ আবুল মাহাসেন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হাসান আল-হুসাইনী আদ-দিমাশকী লিখিত যাইলু তাযকিরাতিল হুফফাজে শব্দটি যাল অক্ষরযোগে মুদ্রিত হয়েছে। আর শাযারাতুয যাহাব কিতাবে ঝা (ز) যোগে মুদ্রিত হয়েছে। বরাতে মাজমুয়ায়ে রাসায়েল, আমীন সফদার উকাড়বী রহ. (গ্রন্থকার)

[৪৪৪] হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'আদ-দুরারুল কামেনা' কিতাবে এবং হাফেজ সুয়ূতী রহ.-এর যাইলু তাযকিরাতিল হুফফাজে الفيسي উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে ফাহাদের যাইল তথা লাহযুল আলহায বিযাইলি তাযকিরাতিল হুফফাজে যেখানে হাফেজ ইবনে কাসীরের দু-পুত্র যায়নুদ্দীন আবদুর রহমান ও বদরুদ্দীন মুহাম্মাদের ইন্তেকালের আলোচনা এসেছে উভয় জায়গায় *'আলকুরাশী'* উল্লিখিত হয়েছে। নবাব সিদ্দীক হাসান খানের আবজাদুল উলূমে এবং মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রাযযাক হামজার মুকাদ্দিমায়ও এমনটিই লিখিত আছে। (গ্রন্থকার)

জন্ম, তালীম ও তরবিয়ত

তিনি ৭০০ মতান্তরে ৭০১ হিজরীতে শামের প্রসিদ্ধ শহর বুসরার একটি জনপদ 'মিজদাল' নামক স্থানে (মাতুলালয়ে) জন্ম গ্রহণ করেন।[৪৪৫] সে সময় তাঁর পিতা এখানকার ইমাম ও খতীব ছিলেন। তিনি কিংবা চার বছর বয়সে তাঁর মুহতারাম ওয়ালেদ মাজেদ লোকান্তরিত হন। অতি অল্প বয়সেই তিনি ইয়াতীম হয়ে যান। পিতৃত্বের ছায়া তাঁর মাথা থেকে উঠে যাওয়ার পর বড় ভাই তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসেন। পিতার ইন্তেকালের তিন বছর পর তথা ৭০৬ হিজরীতে তিনি তাঁর মুহতারাম বড় ভাইয়ের সাথে শামের দিমাশকে চলে আসেন। এখানেই তিনি বেড়ে উঠেন। প্রথম দিকে তাঁর বড় ভাইয়ের কাছ থেকে ফিকহের তালীম লাভ করেন। পরবর্তীকালে শায়েখ বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান ফাযারী (যিনি ابن الفركاح নামে পরিচিত। শাফেয়ী মাযহাবের ফিকহ গ্রন্থ 'আত-তাম্বীহ'-এর ব্যাখ্যাকার। ওফাত : ৭২৯ হি.)[৪৪৬] এবং শায়েখ কামালুদ্দীন ইবনে কাজী শাহবাহর কাছ থেকে এ শাস্ত্রে পূর্ণতা অর্জন করেন। (অবশ্য শায়েখ ফাযারীর কাছ থেকে তিনি সহীহ মুসলিমও শ্রবণ করেছেন।) তৎকালীন নিয়ম ছিল যে, তালিবুল ইলম যে ফন ও শাস্ত্র অর্জন করত সেই ফনের কোনো মুখতাছার কিতাব মুখস্ত করে নিত। সুতরাং তিনিও ফিকহের ক্ষেত্রে শায়েখ আবু ইসহাক সিরাজী (ওফাত : ৪৭৪ হি.) লিখিত আত-তামবীহ ফী ফুরুয়িশ শাফিইয়্যাহ কিতাবটি হিফজ করে ৭১৮ হিজরীতে তা শুনিয়ে

---

[৪৪৫] হাফেজ সুয়ূতী রহ. *যাইলু তাযকিরাতিল হুফফাজ* কিতাবে এবং আল্লামা ইবনুল ইমাদ *শাযারাতুয যাহাব* কিতাবে তাঁর জন্মসন লিখেছেন ৭০০ হিজরী। আর হাফেজ আবুল মাহাসেন হুসাইনী *যাইলু তাযকিরাতিল হুফফাজ* কিতাবে এবং কাজী শাওকানী *আল-বাদরুত তালে* কিতাবে ৭০১ হিজরী লিখেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. *আদ-দুরারুল কামেনা* কিতাবে ৭০০ হিজরী কিংবা তার কিছু পরের কথা উল্লেখ করেছেন। হাফেজ যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফফাজ কিতাবের পরিশিষ্টে লিখেছেন, তিনি ৭০০ হিজরীর পরে কিংবা সে বছরেই জন্মগ্রহণ করেছেন। (গ্রন্থকার)

[৪৪৬]

الفزاري (٦٦٠ - ٧٢٩ هـ) إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري، أبو إسحاق، برهان الدين ابن الفركاح: من كبار الشافعية. مصري الأصل، من أهل دمشق، من بيت علم، عرض عليه قضاء قضاة الشام، فأبى، منقطعا للتدريس والعبادة. وتوفي في دمشق. من كتبه (تعليق على التنبيه) في فقه الشافعية، و (تعليق على مختصر ابن الحاجب) في أصول الفقه، و (باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس - خ) و (الأعلام بفضائل الشام - خ) و (المنائح لطالب الصيد والذبائح - خ) وكتاب (شيوخه) منه قطعة مخطوطة في الظاهرية تشتمل على أسماء ٨٨ شيخا.-الأعلام للزركلي ١: ٤٥

দেন। আর উসূলে ফিকহ বিষয়ে আল্লামা ইবনে হাজেব মালেকী রহ. (ওফাত : ৬৪৬ হি.)-এর মুখতাসারকে কণ্ঠস্থ করেন। উসূলের কিতাব তিনি মুখতাসারে ইবনে হাজেবের ব্যাখ্যাকার আল্লামা শামসুদ্দীন মাহমুদ বিন আব্দুর রহমান ইসফাহানী (ওফাত : ৭৪৯ হি.)-এর কাছে পড়েন। সে যুগের প্রসিদ্ধ ফন্নী আলেম ও শাস্ত্রজ্ঞ উসতাযদের থেকে তিনি হাদীসশাস্ত্র সমাপন করেন। ইমাম সুয়ূতী রহ. যাইলু তাযকিরাতিল হুফফাজ কিতাবে লিখেছেন, سمع الحجار والطبقة 'তিনি হাজ্জার ও তাঁর সমশ্রেণির আলেমদের থেকে হাদীস শুনেছেন।'[৪৪৭] (ইবনে কাসীর রহ. তাঁর কাছ থেকে সহীহ বুখারী শ্রবণ করেন। হাদীসের অনেক 'জুয'ও তাঁর কাছে পাঠ করেন এবং ইজাযত লাভ করেন।)

মুহাদ্দিস হাজ্জার হানাফী রহ. (৬২৪ হি.-৭৩০ হি.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সে যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাজ্জারকে 'মুসনিদুদ দুনয়া' এবং 'রুহলাতুল আফাক' বলা হতো।[৪৪৮] তিনি এরূপ খ্যতি ও প্রশস্তি পান যে, তাঁর দরস সমস্ত মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধ ছিল। দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে লোকজন তাঁর খেদমতে হাজির হতেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীসের সনদ লাভে ধন্য হয়ে ফিরতেন। তাঁর কুনিয়াত আবুল আব্বাস। লকব শিহাবুদ্দীন। নাম আহমদ। ওরফে হাজ্জার ও ইবনুশ শাহানা। সিলসিলায়ে নসব নিম্নরূপ : আহমদ বিন আবী তালেব বিন আবীন নাআম নামা বিন হাসান বিন আলী বিন বায়ান আদ-দীর, মুকরীনী আবার আস-সালেহী। হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আদ-দুরারুল কামেনা কিতাবে এবং হাফেজ শামসুদ্দীন ইবনে তুলুন রহ. তাঁর الغرف العلية في ذيل الجواهر المضية কিতাবে তাঁর বিশদ জীবনী লিখেছেন। তাঁর শায়েখ ও বর্ণিত হাদীস সুবিপুল। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিখেছেন,

وعمر حتى ألحق الأحفاد بالأجداد... فحدث بالصحيح أكثر من سبعين مرة بدمشق والصالحية وبالقاهرة ومصر وحماة وبعلبك

---

[৪৪৭] যাইলু তাযকিরাতিল হুফফাজ ১/৩৬১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, লেবানন।

[৪৪৮] 'মুসনিদুদ দুনয়া' অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বে হাদীসের সনদের অন্যতম কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। আর 'রুহলাতুল আফাক' অর্থ যাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করার জন্য মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসে। (অনুবাদক)

وحمص وكفربطنا وغيرها ورأى من العز والإكرام ما لا مزيد عليه وانتحت (انتخب) عليه الحفاظ ورحل إليه من البلاد وتزاحموا عليه من سنة ٧١٧ إلى أن مات... شرع محب الدين ابن المحب في قراءة الصحيح قبل موته بيوم ثم قرأ عليه الميعاد الثاني يوم وفاته إلى الظهر فمات قرب العصر في الخامس والعشرين من صفر سنة٧٣٠ (–الدرر الكامنة –ترجمة أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن حسن بن علي بن بيان الصالحي الحجار أبو العباس. ج ١ص١٤٢برقم ٤٠٤–)

তিনি এত দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন যে, তিনি এক যামানায় যাদেরকে দরস দিয়েছেন পরবর্তীকালে তাদের পুত্র ও প্রপৌত্রদের পর্যন্ত দরস দিয়েছেন। দিমাশক ও অন্যান্য অঞ্চলে সত্তরবারের বেশি কেবল বুখারী শরীফের দরস দিয়েছেন। অর্থাৎ বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন স্তরের তাঁর শাগরিদ ছিল। নিজেকে তিনি দুর্লভ সম্মান ও বিরল মর্যাদার উচ্চাসনে বরিত হতে দেখেছেন। হাদীসের হাফেজগণ বেছে বেছে, নির্বাচিত করে তাঁর থেকে (আলী সনদওয়ালা) হাদীস শুনতেন এবং দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে এসে ভিড় জমাতেন। ইন্তেকালের এক দিন পূর্বে মুহিব্বুদ্দীন ইবনুল মুহিব তাঁর কাছ থেকে সহীহ বুখারীর পাঠ গ্রহণ শুরু করেন। দ্বিতীয় দিন জোহর পর্যন্ত দরসের সিলসিলা চলে। ঠিক আসরের কাছাকাছি সময়ে ৭৩০ হিজরীর ২৫ সফর তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইবনে কাসীর রহ. হাজ্জারের সম-তবকার আলেমদের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। হাজ্জারের সম-তবকার যেসব আলেমদের কাছ থেকে তিনি ইলমে হাদীস অর্জন করেছেন এবং জীবনীকারগণ তাঁর (ইবনে কাসীরের) আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষ করে যাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন : (১) ঈসা বিন মুতয়িম (২) বাহাউদ্দীন কাসেম বিন আসাকির (ওফাত : ৭২৩ হি.) (৩) আফীফুদ্দীন ইসহাক বিন ইয়াহইয়া আল-আমদী (ওফাত : ৭২৫ হি.) (৪) মুহাম্মাদ বিন যাররাদ (৫) বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, যিনি ইবনে সুওয়াইদী নামে পরিচিত (ওফাত : ৭১১ হি.) (৬) ইবনুর রাযী (৭) হাফেজ মিযযী (৮) হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (৯) হাফেজ যাহাবী (১০) ইমাদুদ্দীন

মুহাম্মাদ বিন আশ-শিরাযী (ওফাত : ৭৪৯ হি.)।

কিন্তু এসব মনীষী ও ব্যক্তিদের মধ্যে যার কাছ থেকে তাঁর সবচেয়ে বেশি উপকৃত হওয়ার সুযোগ এসেছে তিনি হলেন তাহযীবুল কামাল কিতাবের মুসান্নিফ শামের বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেজ জামালুদ্দীন ইউসুফ বিন আব্দুর রহমান মিযযী শাফেয়ী রহ. (ওফাত : ৭৪২ হি.)। হাফেজ মিযযী রহ. তাঁকে গভীর নৈকট্য দিয়েছিলেন। যাকে বলে প্রচণ্ড কূলছাপানো ভালোবাসা। বিশেষ এ আত্মিক বন্ধন ও সম্পর্কের ভিত্তিতে নিজ কন্যা (হাফেজা আমাতুর রহীম যইনাব)-কে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। আত্মীয়তার এ অচ্ছেদ্য বন্ধন কিংবা বলতে পারেন মিযযী রহ.-এর পারিবারিক বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করার এ ঘটনা পূর্বের সম্পর্ককে আরো মজবুত ও অটুট করে তোলে। সৌভাগ্যবান শাগরিদ তাঁর মুহতারাম উস্তাযের শাফকাত ও নিবিড় সখ্যকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগান। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর খেদমতে হাজির থাকেন এবং তাঁর অধিকাংশ রচনাবলি—যার মধ্যে তাহযীবুল কামালও রয়েছে—তাঁর থেকেই শ্রবণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। আসমাউর রিজালের এ ফনের পূর্ণতা তাঁর খেদমতে থেকে লাভ করেন। ইমাম সুয়ূতী রহ. লিখেছেন,

وتخرج بالمزى ولازمه وبرع.

> 'তিনি মিযযীর কাছ থেকে শিক্ষা সমাপন করেন। তাঁর দীর্ঘ সান্নিধ্য লাভ করেন এবং দক্ষতা লাভ করেন।'

অনুরূপভাবে হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (ওফাত : ৭২৮ হি.)-এর কাছ থেকেও তিনি অনেক ইলম অর্জন করেন এবং একটা সময় পর্যন্ত তাঁর খেদমতে কাটান। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিখেছেন, মিশর থেকে দাবূসী দানী[৪৪৯] ও খুতানী[৪৫০] প্রমুখ তাঁকে হাদীসের ইজাযত প্রদান করেন।

---

[৪৪৯] আদ-দাবূসী, দানী। খুব সম্ভব তিনি হানাফী মাযহাবের হাফেজ আমিনুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম দানী, (ওফাত: ৭৩৫ হিজরী) হবেন। হাফেজ সুয়ূতী রহ. 'যাইলু তাযকিরাতিল হুফফাজ' কিতাবে তাঁর জীবনী লিখেছেন এবং তাঁকে হাফেজে হাদীসের কাতারে শামিল করেছেন। হাফেজ আবদুল কাদের কুরাশী রহ.ও হাদীসে তাঁর শাগরিদ। তিনি 'আলজাওয়াহিরুল মুযীআ' কিতাবে তাঁর জীবনী এনেছেন। (গ্রন্থকার)

[৪৫০] খুতানী হলেন মিশরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস বদরুদ্দীন ইউসুফ বিন ওমর খুতানী, হানাফী। তাঁকে مسند البلاد المصرية বলা হতো। ইলমুল ইসনাদে অনুপম ছিলেন। ৭৩১ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী,

ইলমী মাকাম ও মরতবা

ইমাম ইবনে কাসীর রহ.-এর ইলমে হাদীস ছাড়াও ফিকহ, তাফসীর, তারীখ ও আরবী ভাষাতত্ত্বেও অগাধ দখল ছিল। আল্লামা ইবনুল ইমাদ হাম্বলী রহ. ইবনে হাবীব থেকে বর্ণনা করেন,

انتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير.

'তারীখ, হাদীস ও তাফসীরে তাঁর উপরই ইলমী নেতৃত্ব পরিসমাপ্ত হয়েছে।'

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল মাহাসেন জামালুদ্দীন ইউসুফ বিন তাগরী বারদী হানাফী (৮১৩ হি.-৮৭৪ হি.) তাঁর المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي কিতাবে বলেন,

وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذَٰلِكَ،

'হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও আরাবিয়্যাত ইত্যাকার বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।'

হাফেজ আবুল মাহাসেন হুসাইনী বলেন,

وبرع في الفقه والتفسير والنحو وأمعن النظر في الرجال والعلل.

'ফিকহ, তাফসীর এবং নাহবের প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত ছিলেন। রিজাল ও ইলালুল হাদীসেও তাঁর গভীর ও দূরদৃষ্টি ছিল।'

বিশেষ করে ইলমে হাদীসে তাঁর তো এরূপ মাকাম ও মর্যাদা যে, তাঁকে হাফিজুল হাদীসের কাতারে গণ্য করা হয়। হাফেজ আবুল মাহাসেন হুসাইনী এবং আল্লামা সুয়ূতী রহ. 'তাযকিরাতুল হুফফাজ' কিতাবের যে যাইল বা পরিশিষ্ট লিখেছেন তাতে তাঁর আলোচনা স্থান পেয়েছে। খোদ ইমাম যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফফাজ কিতাবের পরিশেষে (যেখানে তিনি তাঁর সেরা সেরা

আহমদ দিময়াতী এবং হাফেজ আবদুল কাদের কুরাশী রহ. প্রমুখ মনীষীদের হাদীস-শাস্ত্রের উস্তায। হাফেজ কুরাশী রহ. 'আল-জাওয়াহিরুল মুযীআ' কিতাবে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। (গ্রন্থকার)

হাদীসের শায়েখ ও দরসের সহপাঠীদের তাআরুফ ও পরিচয় করিয়েছেন।) তাঁর সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

কবিতা ও ছন্দের প্রতিও তাঁর যওক-শওক ছিল। কিন্তু তাঁর কবিতা উচ্চস্তরের ছিল না। ছিল মধ্যম পর্যায়ের। নমুনা হিসেবে তার কবিতার কিয়দংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر

فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر

দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে ذاك الشباب এর বদলে صفو الشباب হলে তা খুবই বালাগাতপূর্ণ হতো।

ইবনে কাসীর রহ.-এর কৃতিত্ব সম্পর্কে আলেমদের সাক্ষ্য

হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী রহ. (ওফাত : ৮০৬ হি.)-কে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যে, হাফেজ মুগলতাঈ,[৪৫১] ইবনে কাসীর, ইবনে রাফে ও হুসাইনী এই চার সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে? হাফেজ ইরাকী রহ. জবাব দিলেন,

'এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জান্তা মনীষী ও নসব বিশেষজ্ঞ হলেন হাফেজ মুগালতাঈ। মুতুন বা হাদীসের মূল পাঠ ও তারীখের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলেন ইবনে কাসীর। সর্বাধিক হাদীস অন্বেষণে সুদক্ষ ও মু'তালিফ-মুখতালিফ বিষয়ে প্রাজ্ঞ হলেন ইবনে রাফে। সমসাময়িক শায়েখ এবং তাখরীয (হাদীসের সূত্র-নির্দেশ বিষয়ক শাস্ত্র) বিষয়ে অত্যন্ত প্রখর জ্ঞানের অধিকারী হলেন হুসাইনী।'

হাফেজ যাহাবী রহ. আল-মুজামুল মুখতাস কিতাবে ইবনে কাসীরের আলোচনা শুরু করেছেন নিম্নোক্ত বাক্যে : الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن، ومفسر আর তাযকিরাতুল হুফফাজ কিতাবের পরিশেষে নিম্নোক্ত লকবে তাঁকে স্মরণ করেছেন :

الفقيه المفتي المحدث ذي الفضائل.

---

[৪৫১] হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ হাফিজুল হাদীস, হাফেজ মোগালতাঈ। হাফেজ ইবনে ফাহাদ ও হাফেজ সুয়ূতী রহ. নিজ নিজ যাইলু তাযকিরাতিল হুফফাজে তাঁর আলোচনা এনেছেন। ৭৬২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। (গ্রন্থকার)

এরপর তিনি লিখেছেন :

وله عناية بالرجال والمتون والفقه خرج وناظر وصنف وفسر وتقدم.

'রিজালশাস্ত্র, মুতুনে হাদীস (হাদীসের মূল পাঠ) এবং ফিকহের সাথে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি হাদীসের তাখরীয (বর্ণনা সূত্রের নির্দেশ) করেছেন, মুনাযারা ও গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাফসীর লিখেছেন এবং অগ্রবর্তী হয়েছেন।'

হাফেজ ইবনে কাসীর রহ.-এর বিখ্যাত শাগরিদ হাফেজ ইবনে হাজ্জি (ওফাত : ৮১৬ হি.) উল্লেখ করেছেন,

أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث ورجالها، وأعرفهم بجرحها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، ... وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا وأخذت منه.

'আমরা যাঁদেরকে পেয়েছি তন্মধ্যে তিনি ছিলেন মুতুনে হাদীস—হাদীসের মূল পাঠের সবচেয়ে বড় হাফেজ। জরাহ-তাদীল, রিজাল এবং সহীহ ও যয়ীফ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত। এ সম্পর্কে তাঁর সমসাময়িক উলামায়ে কেরাম ও উস্তাযবৃন্দের স্বীকারোক্তি রয়েছে।... তাঁর খেদমতে আমার যতবারই হাজির হওয়ার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছে, ততবারই নতুনভাবে ইস্তেফাদা করেছি। এর ব্যতিক্রম আমার স্মরণে আসছে না।'

হাফেজ ইবনে নাসিরুদ্দীন দিমাশকী আর-রদ্দুল ওয়াফের নামক কিতাবে তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন এভাবে :

الشيخ الإمام العلامة الحافظ عماد الدين ثقة المحدثين عمدة المؤرخين علم المفسرين.

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তিনিও ইবনে কাসীর রহ. সম্পর্কে এতটুকুন মেনে নিয়েছেন যে,

اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله،

হাদীসের মুতুন ও রিজাল অধ্যয়নে মশগুল হন।

তবে নিজের আদাত ও অভ্যাস অনুযায়ী তিনি এ কথাও লিখেছেন যে,

ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدثي الفقهاء.

'তিনি 'আলী' সনদ অর্জন, আলী ও নাযেল সনদের পার্থক্যকরণ এবং এ- জাতীয় অন্যান্য ফনে—যা মুহাদ্দিসদের খাস ফন— মুহাদ্দিসদের মতো ছিলেন না। বরং তিনি তো ফকীহদের মুহাদ্দিস (ফকীহ মুহাদ্দিস) ছিলেন।'

কিন্তু হাফেজ সুয়ূতী রহ. ইবনে হাজার আসকালানীর উক্ত মন্তব্যের একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ও মোক্ষম জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন,

العمدة في علم الحديث معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا، وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات، لا من الأصول المهمة.

'আমার মন্তব্য হলো, ইলমে হাদীসে আসল ও মূল বিষয় হলো সহীহ ও যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে জানা, ইলালুল হাদীস, সনদগত ইখতেলাফের ইলম, রিজালের জরাহ-তাদীল সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। আর সনদের আলী[৪৫২] ও নাযেল হওয়া—এগুলো অতিরিক্ত বিষয়। গুরুত্বপূর্ণ কোনো মৌলিক বিষয় নয়।'

আল্লামা যাহেদ আল-কাওসারী রহ. লিখেছেন,

---

[৪৫২] যে সনদের মাঝে মধ্যস্থ রাবীর সংখ্যা কম তা আলী বা উচ্চ সনদ। আর যে সনদে মধ্যস্থ রাবীর সংখ্যা বেশি তাকে বলা হয় নাযেল সনদ। ফকীহদের মূল কাজ হলো মাসআলা-মাসায়েলের ইস্তেম্বাত করা। এজন্য তাঁদের মূল দৃষ্টি থাকে হাদীসের মতন ও মূল পাঠের উপর। হাদীস থেকে কী মাসআলা উদ্‌ঘাটিত হয় তৎপ্রতি তাঁরা লক্ষ করেন। সনদের ক্ষেত্রে তাঁরা কেবল এতটুকুন খেয়াল করেন যে, সনদে উল্লিখিত রাবীগণ নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য কি না। বাকী সনদের মাঝে ওয়াসেতা বা মধ্যস্থ রাবীর সংখ্যা কম-বেশি হওয়ার ব্যাপারটি তাদের দৃষ্টিতে তেমন গুরুত্বের দাবি রাখে না। কিন্তু আরবাবে রেওয়ায়েত বা রেওয়ায়েত নিয়ে মশগুল মুহাদ্দিসদের নিকট এর গুরুত্ব এত বেশি যে, তাদের নিকট কেবল একেকটি ওয়াসেতা বা সনদের মধ্যস্থতা কমানোর জন্যও সফর করা অতি উত্তম কাজ। (গ্রন্থকার)

وإن كان الغالب عليه السعة في حفظ المتون لكن لم يكن بحيث لا يميز العالي من النازل باعتبار معرفته بطبقات الرواة وأحوالهم بل ذلك مما لا يخفي على من هو دونه بمراحل في معرفة الرجال، كيف وقد لازم المزي في ذلك مدة طويلة وعني بجمع التكميل. وفي تراجم من شُهروا بالبراعة تبدو كوامن ابن حجر سامحه الله.

যদিও হাফেজ ইবনে কাসীরের ভেতরে হাদীসের মতন ও মূল পাঠ হিফজ করার প্রবণতা ছিল বেশি। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, তাঁর মাকাম ও মরতবা কোনোক্রমেই এরূপ ছিল না যে, রাবীদের তবকা ও রাবীদের বৃত্তান্ত সম্পর্কে জানাশোনার ক্ষেত্রে 'আলী' ও 'নাযেল' সনদের পার্থক্যও তাঁর অনায়ত্ত থেকে গেছে। রিজালশাস্ত্রের ইলমে ইবনে কাসীর রহ.-এর চেয়েও বহু স্তর নিচে যার মাকাম এরূপ ব্যক্তির কাছেও ব্যাপারটি অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। আর এটা কী করে হতে পারে! অথচ তিনি হাফেজ মিযযী রহ.-এর দীর্ঘ সান্নিধ্য গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর বিখ্যাত কিতাব আত-তাকমীল ফী মারিফাতিস সিকাত ওয়াদ দুআফা ওয়াল মাজাহীল সংকলনের কাজে (১৪ বছরের অধিক সময়) নিয়োজিত থেকেছেন।...[৪৫৩]

ঐতিহাসিকরা হাফেজ ইবনে কাসীর রহ.-এর হিফজ ও বিজ্ঞতার বিশেষ প্রশংসা করেছেন। ইবনুল ইমাদ রহ. তাঁর ব্যাপারে লিখেছেন :

كان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم.

'তিনি ছিলেন প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী। ভুলতেন খুব কম। তাঁর বুঝ-বোধ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।' অর্থাৎ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম ভাব-মর্ম উদ্ধার ও অনুধাবনে পারদর্শী ছিলেন।

দরস ও ইফতা, যিকির-আযকার ও প্রসন্ন মেজাজ

হাফেজ ইবনে কাসীর রহ.-এর সারাটা জীবন দরস ও ইফতা, তাসনীফ ও গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে ব্যয়িত হয়। হাফেজ যাহাবী রহ.-এর ইন্তেকালের পর

[৪৫৩] যাইলু তাযকিরাতিল হুফফাজ-এর টীকা ১/৫৮॥

মাদরাসায়ে উম্মে সালেহ এবং মাদরাসায়ে তানকিযিয়্যাহ (সে যুগের ইলমে হাদীসের প্রসিদ্ধ মাদরাসা) তিনি শাইখুল হাদীস পদে বরিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অনেক বড় যাকের, নিগূঢ় আধ্যাত্মে অটল ও সাধক চরিত্রের আধ্যাত্মিক পুরুষ। ইবনে হাবীব তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, إمام ذي التسبيح والتهليل. (তিনি অধিক যিকিরকারী ইমাম ছিলেন।) আবার তবীয়তে রসবোধ ও খোশ প্রকৃতির উপাদানও বিদ্যমান ছিল। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর সম্পর্কে حسن الفاكهة শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ 'বড় রসিক তবীয়তের স্ফূর্তিমান লোক ছিলেন।'

কখনও এমন হতো যে, তিনি হাস্যোজ্জ্বল প্রভায় আশেপাশের সকলকে উদ্ভাসিত করতেন। এ-জাতীয় একটি ঘটনা হলো, একবার হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী[৪৫৪] রহ. (ওফাত : ৮০৬ হি.)—যিনি হাদীসশাস্ত্রে ইমাম হাফেজ আলাউদ্দীন ইবনুত তুরকুমানী হানাফী রহ. (ওফাত : ৭৫০ হি.)-এর হাতেগড়া বিশেষ শাগরিদ—শাইখুল ইসলাম তকীউদ্দীন সুবকীর (ওফাত : ৭৫৬ হি.) দরসে হাজির হন। তখন শাইখুল ইসলাম দরসে উপস্থিতদের মাঝে খুব শ্রদ্ধার সাথে তাঁর আলোচনা করেন। খুব গুরুত্বের সাথে তাঁর পরিচয় তুলে ধরে তাঁর জ্ঞান ও গবেষণাকর্মের নিপুণতার প্রশংসা করেন। এ কথার উপর হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. তাঁর স্বভাবসুলভ হাস্যচঞ্চল ভঙ্গিতে কৌতুকমিশ্রিত স্বরে বলে ওঠেন, 'আমার তো তাঁর (যায়নুদ্দীন ইরাকী রহ.) ব্যাপারে মনে হয় সূর্যের তাপে গরম হওয়া পানি দিয়ে অজু করা সম্পর্কিত হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীসকেও তিনি বের করতে পারবেন না'![৪৫৫]

---

[৪৫৪] হাফেজ ইবনে ফাহাদ যাইলু তাযকিরাতিল হুফফাজে হাফেজ ইরাকীর তরজমায় লেখেন,

أخذ علم الحديث عن الشيخ علاء الدين ابن التركماني وبه تخرج وانتفع.

তিনি শায়েখ আলাউদ্দীন ইবনুত তুরকুমানীর কাছ থেকে ইলমুল হাদীস গ্রহণ করেন। তাঁর কাছেই পাঠ পর্ব সমাপন করেন এবং উপকৃত হন।

[৪৫৫] উক্ত হাদীস দ্বারা لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص বর্ণনাটি বুঝানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও হাদীসটির তাখরীয জানার জন্য দেখুন, হাফেজ তকী-উদ্দীন ইবনে ফাহাদ মক্কী লিখিত 'লাহযুল আলহায বিযাইলি তাযকিরাতিল হুফ্ফাজ', পৃ. ২৩৩ (হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী রহ.-এর তরজমা) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, লেবানন। — অনুবাদক।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার সাথে বিশেষ সম্পর্ক

পরিশেষে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেওয়া জরুরি যে, হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. তাঁর উস্তায আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল, যা তাঁর ইলমী জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। ফলে তিনি কিছু কিছু মাসআলায় ইবনে তাইমিয়া দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। সেসব মাসআলাগুলো হলো এমন, যেগুলোতে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া জমহুর সালাফ থেকে সরে এসে একক ও বিচ্ছিন্ন মতামত পোষণ করেছেন।[৪৫৬]

ইবনে কাজী শাহবা তাঁর তবাকাত গ্রন্থে লেখেন,

> وكان له خصوصية بابن تيمية، ومناضلة عنه، واتباع له في كثير من آرائه، وكان يفتي برأيه في مسألة الطلاق، وامتحن بسبب ذلك وأوذي.

> ইবনে তাইমিয়ার সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ইবনে তাইমিয়ার সমর্থনে তিনি কলম-যুদ্ধ করতেন এবং অনেক মাসআলায় তাঁর অনুসরণ করতেন। এমনকি তালাকের মাসআলার ক্ষেত্রেও (ইবনে তাইমিয়ার মতে, যদি তিন তালাক একসাথে প্রদান করা হয়, তাহলে তা এক তালাকরূপেই বিবেচিত হবে।) তিনি তাঁর মতানুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করতেন। যে কারণে তিনি পরীক্ষায় নিপতিত হন এবং পীড়নও ভোগ করেন।

---

[৪৫৬] ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর পক্ষে বিপক্ষের সব আলোচনা তুলে ধরা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর বিষয়ে ভালোভাবে জানার জন্য যাহেদ আল-কাওসারী রহ.-এর আকীদা বিষয়ক বিভিন্ন রচনাবলি, শায়েখ আব্দুল্লাহ আল-হারারী লিখিত *মাকালাতুস সুন্নিয়া ফী কাশফি দলালাতি ইবনে তাইমিয়া*, ড. সাঈফ আল-আসরী লিখিত *আলকওলুত-তামাম* ও মানসূর মুহাম্মাদ আবীছ লিখিত *ইবনে তাইমিয়া লায়সা সালাফিয়্যান* *প্রভৃতি* কিতাব অধ্যয়ন করা যেতে পারে। ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ব্যাপারে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. লিখিত *তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত*-এর আকীদার আলোচনা আপত্তিমুক্ত নয় বলে মনে করেন উলামায়ে দেওবন্দের মুহাক্কিক আলেমগণ। তবে তাঁর নামের শেষে রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখলে কেউ কেউ নেক নিয়তে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এটাও এক রকমের বাড়াবাড়ি। আমরা সংক্ষেপে মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী রহ.-এর উস্তায ইবরাহীম বিলয়াবী রহ.-এর একটি উক্তি নকল করছি। তিনি বলেন, *وہ حدیث میں تو کھلاڑی ہے اور علم کلام میں ہے اناڑی* তিনি (ইবনে তাইমিয়া) তো হাদীসশাস্ত্রে বিদগ্ধপণ্ডিত ছিলেন। তবে ইলমুল কালামে ছিলেন অপটু ও অনভিজ্ঞ। (তুহফাতুল আলমায়ী ২/৫৮৬) — অনুবাদক।

ওফাত

শেষ জীবনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। ৭৭৪ হিজরীর শাবানের ২৬ তারিখ বৃহস্পতিবারে ইন্তেকাল করেন। মাকবারায়ে সূফিয়াতে প্রিয় উস্তায ইবনে তাইমিয়ার পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর ইন্তেকালে জনৈক শাগরিদ বেদনায় মুহ্যমান হয়ে বড় দরদমাখা মর্সিয়া লিখেন। যার দুটি পঙ্‌ক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

لفقدك طلاَّب العلوم تأَسفوا ...وجادوا بدمْع لا يبيد غزير

ولو مزجُوا ماء المدامع بالدِّما ... لكان قليلاً فيك يا ابن كثير

(ইলম পিপাসুরা আপনার ইন্তেকালে শোক ভোগ করছে এবং তারা অবিরত অধিক অশ্রু বিসর্জন করছে। যদি তারা অশ্রুর সাথে রক্তও মিশ্রিত করে তবুও তা আপনার জন্য অনেক কম হে ইবনে কাসীর।)

উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি দুই পুত্রসন্তান রেখে যান। যাঁরা ইলমের দিক দিয়ে অনেক খ্যাত হন। একজন হলেন যয়নুদ্দীন আব্দুর রহমান (ওফাত : ৭৯২ হি.)। আরেকজন হলেন বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মাদ। তিনি বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ৮০৩ হিজরীতে রমলা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। হাফেজ ইবনে ফাহাদ রহ. তাঁর যাইলু তাযকিরাতিল হুফফাজ কিতাবে উভয়জনেরই আলোচনা এনেছেন।

রচনাবলি

তিনি তাফসীর, হাদীস, সীরাত এবং তারীখ বিষয়ে অনেক উঁচু মাপের রচনা মুসলিম উম্মাহকে উপহার দিয়েছেন। এটি ছিল তাঁর ইখলাসের ফল এবং নেক নিয়তের বরকত। আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে তা ব্যাপক মাকবুলিয়াত ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। ঐতিহাসিকগণ তাঁর রচনাবলির উপকারিতা এবং তা মাকবুল ও ব্যাপক সমাদৃত হওয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী রহ. লিখেছেন, وله تصانيف مفيدة । 'তাঁর অনেক উপাদেয় রচনাবলি রয়েছে।' হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

في البلاد في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته

তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর রচনাবলি দেশে দেশে পৌঁছে যায়। তাঁর ইন্তেকালের পর থেকে অদ্যাবধি ইলম পিপাসুরা তাঁর বিপুল রচনাসম্ভার থেকে উপকৃত হয়ে আসছেন।

আল্লামা শাওকানী লিখেছেন,

وقد انتفع الناس بتصانيفه لا سيما التفسير.

'লোকজন তাঁর রচনাবলি থেকে, বিশেষত তাঁর তাফসীর থেকে উপকৃত হয়েছেন।'

তাঁর যেসব রচনাবলির ব্যাপারে আমরা অবগতি লাভ করেছি তা নিম্নরূপ :

১। তাফসীরুল কুরআনিল কারীম (তাফসীরে ইবনে কাসীর) : এ তাফসীরগ্রন্থ সম্পর্কে হাফেজ সুয়ূতী রহ. মন্তব্য করেছেন,

لم يؤلف على نمطه مثله.

'এই তরয ও পদ্ধতিতে দ্বিতীয় কোনো তাফসীরের কিতাব লেখা হয়নি।'

ইমাম যাহেদ আল-কাওসারী রহ. বলেন, وهو من أفيد كتب التفسير بالرواية

'এটি রেওয়ায়েত ভিত্তিক তাফসীরের সবচেয়ে উপকারী কিতাব।'

এ তাফসীরের বৈশিষ্ট্য ও প্রধান আকর্ষণ সম্পর্কে কাজী শাওকানী রহ. লেখেন,

وقد جمع فيه فأوعى ونقل المذاهب والأخبار والآثار وتكلم بأحسن كلام وأنفسه.

'তিনি এ কিতাবে (তাফসীর) সংকলন ও সংরক্ষণ করেছেন, বিভিন্ন মাযহাব ও মতামত উল্লেখ করেছেন, হাদীস ও আছার উদ্ধৃত করেছেন। অতি উত্তম ও মূল্যবান মতামত পেশ করেছেন।'

ইবনে কাসীর রহ. এ কিতাবে কুরআন দ্বারা কুরআন তাফসীর করার বিশেষ

মূলনীতির আলোকে প্রথমত এক আয়াতের তাফসীর সেই বিষয়বস্তুরই অন্য আয়াতের আলোকে করে থাকেন। অতঃপর মুহাদ্দিসদের প্রসিদ্ধ হাদীস-গ্রন্থসমূহ থেকে সে সম্পর্কিত হাদীস উদ্ধৃত করে সেসব হাদীসের সনদ ও রিজালের উপর পরিতৃপ্তিকর আলোচনা করেন। এরপর সাহাবা ও তাবেয়ীদের আছার নিয়ে আসেন। হাফেজ ইবনে কাসীর রহ.-এর সবচেয়ে বড় ইলমী কীর্তি হলো তিনি তাফসীর ও তারীখ থেকে ইসরাইলী বর্ণনাকে[৪৫৭] ছাঁটাই করে পৃথক করে দিয়েছেন। সত্য ও প্রকৃত ব্যাপার হলো, এরূপ ভারী ও ওজনদার কাজ করা রীতিমতো সেয়ানা মস্তকের কাজ। এর জন্য প্রয়োজন ছিল তাঁর মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মুহাদ্দিসের। এটি এত বড় গবেষণাকর্ম যে, যদি তাঁর ইলমী খেদমতসমূহের মধ্যে কেবল এই একটি মাত্র খেদমত হতো, তবুও তা তাঁর গর্ব ও গৌরবের জন্য যথেষ্ট হতো। কিতাবটি বহুল সমাদৃত এবং বারবার তা মুদ্রিত হয়েছে।[৪৫৮]

২। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

এটি তারীখ ও ইতিহাস-বিষয়ক অতীব মূল্যবান রচনা। মিশর থেকে তা মুদ্রিত হয়েছে। এ কিতাবে সৃষ্টির সূচনা থেকে নিয়ে পরকাল জীবনের অবস্থা ও বৃত্তান্ত পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে। প্রথমে নবীদের এবং পূর্ববর্তী উম্মত ও জাতিসমূহের আলোচনা। এরপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত বিষয়ক আলোচনা। এরপর খেলাফতে রাশেদা থেকে নিয়ে লেখকের যুগ (৭৬৭ হি.)

---

[৪৫৭] ইসরায়িলাত বা ইসরাইলী বর্ণনা বলতে বুঝায়, যা ইহুদী বা খ্রিষ্টানদের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। যার কিছু অংশ সরাসরি 'বাইবেল' বা 'তালমুদ' থেকে নেওয়া হয়েছে। কিছু নেওয়া হয়েছে 'মিশনা' ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ থেকে। আর এর কিছু হলো, ওই সকল মৌখিক বর্ণনা, যা আহলে কিতাবের বক্ষ হতে বক্ষে নকল হয়ে আসছে এবং আরবের ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল। তাফসীরের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের রেওয়ায়েতের বিরাট একটি অংশ বিদ্যমান আছে। বর্ণনাভেদে এসকল রেওয়ায়েতের বিভিন্ন হুকুম রয়েছে। —অনুবাদক।

[৪৫৮] **লা-মাযহাবী ঘরানার ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান অনূদিত তাফসীরে ইবনে কাসীরের জালিয়াতি :** আমরা ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান অনূদিত তাফসীরে ইবনে কাসীরের সূরা আরাফের ২০৪ নম্বর আয়াতের বিভিন্ন সংস্করণের সাথে মিলিয়ে পড়তে গিয়ে থমকে গিয়েছি। তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০ সালে মুদ্রিত ইবনে কাসীরে ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ না করা সংক্রান্ত হাদীস ও আলোচনা থাকলেও ২০১৪ সনের মুদ্রণে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য কোনো নোটও দেওয়ার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। তবে এটি তাদের ঐতিহ্যগত (!) ব্যাপার বলে বিস্মিত হইনি। —অনুবাদক।

পর্যন্ত বিশদ ও বিস্তৃত অতীত ইতিহাসকে উন্মোচন করা হয়েছে। এরপর কিয়ামতের আলামতসমূহ এবং পরকালীন জীবনের বর্ণনা। ইতিহাস-বিষয়ক এসব আলোচনাতেও লেখক 'গরীব', 'মুনকার' ও ইসরাঈলী বর্ণনাকে ছাঁটাই করেছেন। কাশফুয যুনূন প্রণেতা লিখেছেন,

اعتمد في نقله على النص من الكتاب والسنة في وقائع الألوف السالفة وميز بين الصحيح والسقيم والخبر الإسرائيلي وغيره.

'বিগত শত বছরের ইতিহাস ও ঘটনাবলির ক্ষেত্রে তিনি কিতাব ও সুন্নাহের সুস্পষ্ট বক্তব্যের উপর নির্ভর করেছেন এবং সহীহ, যয়ীফ ও ইসরাঈলী বর্ণনা ইত্যাকার বিষয়সমূহকে পার্থক্য করে দিয়েছেন।'

ঐতিহাসিক ইবনে তাগরী বারদী এ ইতিহাসগ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন, هو في غاى الجود 'এটি অত্যন্ত সুন্দর কিতাব।' বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম বদরুদ্দীন আইনী হানাফী রহ. তাঁর তারীখের কিতাবে[৪৫৯] বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ কিতাবের উপরই নির্ভর করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ কিতাবের সংক্ষেপণও করেছেন। কাশফুয যুনূন কিতাবে রয়েছে যে, মাহমুদ বিন মুহাম্মাদ বিন দিলশাদ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবকে তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন। এ কিতাবে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও সন-তারিখ উভয়ই লিপিবদ্ধ আছে। বিশেষ করে নবীজীর সীরাত অংশ সবচেয়ে ভালো। তবে অজস্র মশহুর আলেমদের জীবনী এ কিতাবে আসেনি। ইবনে কাসীর রহ.-এর ইন্তেকালের দু-বছরের আগ পর্যন্ত (তথা ৭৬৭ হি.) ঘটনা ও ইতিহাস-গ্রন্থটির ভুক্তিতে এসেছে। কিতাবটি পাকিস্তান থেকে উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে।

৩। আত-তাকমীল ফী মারিফাতিস সিকাত ওয়াদ-দুআফা ওয়াল মাজাহীল [৪৬০] :

---

[৪৫৯] ইতিহাস-বিষয়ক তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো : ইকদুল জুমান ফী তারীখি আহলিযযামান। এ কিতাবে তিনি ৮৫০ হিজরী পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস এনেছেন। আরেকটি কিতাব হলো, (تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر)

[৪৬০]

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث (النوع الحادي والستون في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم) وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها إذ به

(التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل)

'কাশফুয যুনূন' প্রণেতা এ কিতাবের নাম লিখেছেন এভাবে, التكملة في (أسماء الثقات والضعفاء ; কিন্তু খোদ ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ও ইখতেছারু উলূমিল হাদীস কিতাবদ্বয়ে এ নামই (আত-তাকমীল ফী মারিফাতিস সিকাত ওয়াদ-দুআফা ওয়াল মাজাহীল) লিখেছেন। [এটি ১৪৩২ হিজরী সনে মাকতাবাতু ইবনে আব্বাস, মিশর থেকে মুদ্রিত হয়েছে।] কিতাবটি রিজাল- বিষয়ক। যা এর নাম থেকেই সুস্পষ্ট। হাফেজ হুসাইনী রহ.-এর ভাষ্যমতে এটি পাঁচ জিলদের কিতাব। ইবনে কাসীর রহ. এ কিতাবে হাফেজ মিযযী রহ.কৃত তাহযীবুল কামাল ও হাফেজ যাহাবী রহ. লিখিত মিযানুল ইতেদাল কিতাবকে একত্র করেছেন। আবার জায়গায় জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে উপকারী সংযোজনও করেছেন। ইবনে কাসীর রহ. নিজেই এ কিতাবের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে,

هو أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث.

এটি দক্ষ ফকীহ ও একজন মুহাদ্দিসের জন্য খুবই উপকারী।

৪। আলহুদা ওয়াস সুনান ফী আহাদিসীল মাসানীদ ওয়াস সুনান : (الهدى والسنن في أحاديث المسانيد والسنن) কিতাবটি 'জামেউল মাসানীদ' নামে প্রসিদ্ধ। ইবনে কাসীর রহ. এ কিতাবে মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে বায্যার, মুসনাদে আবু ইয়ালা, মুসনাদে ইবনে আবী শাইবা ও কুতুবে সিত্তার হাদীসসমূহ একত্র করে অনুচ্ছেদ-ভিত্তিক বিন্যস্ত করেছেন। কাওসারী রহ. এ কিতাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

هو من أنفع كتبه.

'কিতাবটি তাঁর রচনাবলির মধ্যে সবচেয়ে উপকারী কিতাবগুলোর অন্যতম।'

تعرف صحة سند الحديث من ضعيفه، وقد صنف الناس في ذلك قديماً وحديثاً كتباً كثيرة من أنفعها... وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته **بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل** وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث-

এ কিতাবের পাণ্ডুলিপি দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাতে সংরক্ষিত আছে। এটিও মুদ্রিত হয়ে জনসমক্ষে এসেছে।

৫। তবাকাতুশ শাফেইয়্যাহ : (طبقات الشافعية)

এ কিতাবে শাফেয়ী ফকীহদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিতাবটির হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি শায়েখ মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক হামযা শায়েখ হুসাইন বা-ছালামা-এর কাছে দেখেছেন। যিনি মক্কা মুআয্যামায় মজলিসে শুরার রোকন ছিলেন। এটি আরবীতে মুদ্রিত হয়েছে।

৬। মানাকিবুশ শাফেয়ী : এ রিসালা ইমাম শাফেয়ীর জীবনবৃত্তান্তের উপর। ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ীর আলোচনায় এ কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এ কিতাবের কলমী নুসখাও তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ-এর সাথে সংযুক্ত আছে। কাশফুয যুনূন প্রণেতা এ রিসালার নাম الواضح النفيس في مناقب الإمام بن إدريس বলে উল্লেখ করেছেন।

৭। তাখরীযু আহাদীসি আদিল্লাতিত-তামবীহ : (تخريج أحاديث أدلة التنبيه)

৮। তাখরীযু আহাদীসি মুখতাসারু ইবনুল হাজেব : মুখতাসারু ইবনুল হাজেব আত-তাম্বীহ ও মুখতাসার উভয় কিতাবই মুসান্নিফ রহ. তালিবুল ইলমের যুগে হিফজ করেছিলেন। উভয় কিতাবের তাখরীযও তিনি লেখেন।

৯। শরহু সহীহিল বুখারী : বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার কাজও তিনি শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কাশফুয যুনূন কিতাবে রয়েছে, তিনি কেবল প্রথম অংশের শরাহ করেছিলেন। ইখতেছারু উলূমিল হাদীস নামক কিতাবে ইবনে কাসীর রহ. এ কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

১০। আল-আহকামুল কাবীর : এ কিতাবে তিনি খুব বড় পরিসরে আহকাম-সংক্রান্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন। কিন্তু তিনি কিতাবুল হজ পর্যন্ত লেখার অবসর পেয়েছেন। পূর্ণ করতে পারেননি। ইখতেছারু উলূমিল হাদীস নামক কিতাবে ইবনে কাসীর রহ. এ কিতাবের কথাও উল্লেখ করেছেন।

১১। ইখতেছারু উলূমিল হাদীস : নবাব সিদ্দীক হাসান খান তাঁর মানহাজুল উসূল ফি ইসতিলাহি আহাদিসীর রাসূল নামক গ্রন্থে এ কিতাবের নাম লিখেছেন : আলবায়িছুল হাছীছ আলা মারিফাতি উলূমিল হাদীস। (الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث)। এটি ইবনুস সালাহ রহ. (ওফাত

: ৬৪৩ হি.)-এর উসূলে হাদীস-বিষয়ক প্রসিদ্ধ কিতাব উলূমুল হাদীস—যা মুকাদ্দিমায়ে ইবনুস সালাহ নামে পরিচিত—এর সংক্ষেপণ। ইবনে কাসীর রহ. এতে জায়গায় জায়গায় মুফীদ ও উপকারী কথাও যুক্ত করেছেন। এ কিতাব সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লেখেন, وله فيه فوائد 'এ কিতাবে হাফেজ ইবনে কাসীরের অনেক ফায়দামূলক কথা সংযুক্ত রয়েছে।'

১২। মুসনাদুস শাইখাইন : এতে শাইখাইন তথা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ও হযরত উমর রা. থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা সংকলন করা হয়েছে। ইবনে কাসীর রহ. ইখতেছারু উলূমিল হাদীস নামক কিতাবে তাঁর সংকলিত মুসনাদে উমর রা.-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এই মুসনাদে উমর কি স্বতন্ত্র পুস্তক নাকি মুসনাদে উমর-এরই দ্বিতীয় অংশ তা জানা যায়নি।

১৩। আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ : এটি সীরাতে নববীর উপর লেখা বিশদ ও বিস্তৃত গ্রন্থ।

১৪। আল-ফুসূল ফী ইখতেছারী সীরাতির রাসূল : (الفصول في اختصار سيرة الرسول) এটি সীরাতের উপর একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব। ইবনে কাসীর রহ. তাঁর তাফসীরুল কুরআনিল কারীমের মধ্যে সূরা আহযাবে খন্দক যুদ্ধের আলোচনায় এ কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এ কিতাবের পাণ্ডুলিপি মদীনা মুনাওয়ারার শাইখুল ইসলাম কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে। এ কিতাব الفصول في سيرة الرسول নামে আরবী ও উর্দুতে মুদ্রিত হয়েছে।

১৫। কিতাবুল মুকাদ্দিমাত : ইখতেছারু উলূমিল হাদীস নামক কিতাবে ইবনে কাসীর রহ. এ কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

১৬। মুখতাছারু কিতাবিল মাদখাল লিল-বাইহাকী: ইখতেছারু উলূমিল হাদীস কিতাবের মুকাদ্দিমায় এ কিতাবেরও উল্লেখ রয়েছে।

১৭। আল-ইজতিহাদ ফী তলাবিল জিহাদ : (الاجتهاد في طلب الجهاد)

যখন ফিরিঙ্গিরা (ইউরোপীয়গণ) আয়াছ দুর্গ অবরোধ করে তখন আমীর মানযাক বিন আব্দুল্লাহ সাইফুদ্দীন আল-ইউসুফী (ইন্তেকাল : ৭৭৬ হি.) হাদীস ও আছারের আলোকে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার ফযীলত সম্পর্কে জানতে চাইলে ইবনে কাসীর রহ. এ রিসালা লেখেন। এ রিসালা মিশরের প্রাচীন মাকতাবা 'মাতবাআয়ে আবীল হাউল' থেকে (১৩৪৭ হিজরীতে সর্বপ্রথম) মুদ্রিত হয়েছে।

১৮। রিসালা ফী ফাজায়িলিল কুরআন : এ রিসালাও তাফসীরে ইবনে কাসীরের সাথে মাতবাউল মানার মিশর থেকে মুদ্রিত হয়েছে।

১৯। মুসনাদে ইমাম আহমদের আরবী অক্ষরের ক্রম অনুযায়ী বিন্যাস : তিনি মুসনাদে ইমাম আহমদকে আরবী অক্ষরের ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত করেন। এর সাথে ইমাম তাবারানীর আলমু'জাম এবং মুসনাদে আবু ইয়ালার যাওয়ায়েদও[৪৬১] লিখেছেন।

ইমাম ইবনে কাসীর রহ.-এর সমস্ত রচনাপুঞ্জের মধ্যে এই সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয় যে, যা কিছু তিনি লেখেন অত্যন্ত তাহকীকের সাথে বিশদভাবেই লেখেন। ইবারত সহজ এবং বর্ণনা-ভঙ্গি খুবই আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র :

১। হাফেজ ইবনে কাসীর, ইখতেছারু উলূমিল হাদীস, মাতবাআয়ে মাজেদীয়্যা মক্কা মুকাররামা ১৩৫৩ হি.। এ কিতাবের উপর শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রায্যাক হামযার বিভিন্ন হাশিয়া ও তালীক রয়েছে। শুরুতে তাঁরই লিখিত একটি মুকাদ্দিমা রয়েছে। যাতে হায়াতুল ইমাম ইবনে কাসীর নামে পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী ইবনে কাসীর রহ.-এর জীবনী রয়েছে।

২। হাফেজ শামছুদ্দীন যাহাবী রহ. (ওফাত : ৭৪৮ হি.), তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দারাবাদ, দাকান।

৩। হাফেজ আবুল মাহাসেন হুসাইনী দিমাশকী, (ওফাত : ৭৬৫ হি.), যাইলু তাযকিরাতিল হুফফাজ, দিমাশক।

৪। হাফেজ আব্দুল কাদের কুরাশী রহ. (ওফাত : ৭৭৫ হি.), আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ, দায়েরাতুল মাআরেফ, হায়দারাবাদ, দাকান।

৫। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (ওফাত : ৮৫২ হি.), আদ-

[৪৬১] যাওয়ায়েদ কিতাবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মুহাম্মাদ বিন জাফর আল-কাত্তানী (ওফাত : ১৩৪৫ হি.) বলেন, الأحاديث التي يزيد بها بعض كتب الحديث على بعض آخر معين، অর্থাৎ নির্ধারিত হাদীসগ্রন্থের বিবেচনায় যে কিতাবে কেবল সেই নির্ধারিত হাদীসগ্রন্থের চেয়ে অতিরিক্ত হাদীস স্থান পেয়েছে। যেমন ইমাম শিহাবুদ্দীন বূসীরি রহ. (ওফাত : ৮৪০ হিজরী) *মিসবাহুয যুজাযাহ ফী যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ* নামে কুতুবে খমসা তথা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী এই পাঁচ কিতাবের উপর যাওয়ায়েদ লিখেছেন। অর্থাৎ এই পাঁচ কিতাবের বিবেচনায় সুনানে ইবনে মাজায় যে সমস্ত অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে তা তিনি এ কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (অনুবাদক)

দুরারুল কামেনা ফী আয়ানিল মিআতিস সামেনা।

৬। হাফেজ তকীউদ্দীন ইবনে ফাহাদ (ওফাত : ৮৭১ হি.), লাহযুল আলহায বিযাইলি তবাকাতিল হুফফাজ।

৭। হাফেজ সুয়ূতী রহ. (ওফাত : ৯১১ হি.), যাইলু তবাকাতিল হুফফাজ, দিমাশক।

৮। আল্লামা হাজী খলীফা (ওফাত : ১০৬৭ হি.), কাশফুয যুনূন আন-আসামিল কুতুবি ওয়াল-ফুনুন, ইস্তাম্বুল ১৩৬০ হি.।

৯। আল্লামা ইবনুল ইমাদ হাম্বলী (ওফাত : ১০৮৯ হি.), শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব, মিশর ১৩৫১ হি.।

১০। মুহাম্মাদ বিন আলী আশ-শাওকানী (ওফাত : ১২৫০ হি.), আল-বদরুত তালে বিমাহাসিনি মান বা'দাল করনিস সাবে।

১১। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান কিন্নাওজি (ওফাত : ১৩০৭ হি.), মাতবায়ে সিদ্দীকী ভূ-পাল, ১২৯৫ হি.।

১২। আল্লামা মুহাদ্দিস যাহেদ আল-কাওসারী রহ. (ওফাত : ১৩৭১ হি.), তালীকাত বর যুয়ুলে তাযকিরাতিল হুফফাজ।

একাদশতম অধ্যায়

মাযহাব-বিরোধিতার শেষ পরিণাম ধর্মচ্যুতি

অধ্যায় পরিচিতি

কিতাবের শুরুতে হযরত মাওলানা তাহমীদুল মাওলা ছাহেবের আলোচনায় তাকলীদ বিষয়ক মৌলিক সব কথায় আলোচিত হয়েছে। তারপরেও বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে আরেকটু ভিন্ন আঙ্গিকে এ সংশ্লিষ্ট কিছু কথা পাঠকের খেদমতে পেশ করছি।

ইসলামী শরীয়তের বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় হলো দুটি। ১. আকীদা। ২. মাসআলা-মাসায়েল। সব আকীদার মাঝে বুনিয়াদী ও মৌলিক আকীদা হলো, তাওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ। আর মাসআলা-মাসায়েলের মাঝে বুনিয়াদী ও মৌলিক মাসআলা হলো তাকলীদ। যদি কেউ তাওহীদ না মানে, তাহলে তার রিসালাত মানার কোনো ফায়দা নেই। তেমনি যদি কেউ রিসালাত না মানে, তাহলে আখেরাত মানার কোনো ফায়দাই নেই।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, সূরা ফাতিহা হলো পুরো কুরআন মাজীদের সারবত্তা ও সারনির্যাস। সূরা ফাতিহার প্রথমাংশে তাওহীদ (الْحَمْدُ থেকে নিয়ে وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ পর্যন্ত) আর দ্বিতীয়াংশে (اهْدِنَا الصِّراط الْمُسْتَقِيمَ থেকে নিয়ে وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ পর্যন্ত) তাকলীদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমাংশের সব ক'টিতেই আল্লাহ তাআলার সিফাত ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, যা তাওহীদ প্রকাশক। তাওহীদ ছাড়া আকীদার কোনো ধর্তব্য নেই। আর তাকলীদ ছাড়া মাসআলা-মাসায়েলের উপর আমল করা অসম্ভব।

তাকলীদ শব্দের অর্থ অনুসরণ ও অনুকরণ। তাকলীদ মানুষের একটি সহজাত নিয়ম। মানুষের স্বভাবে আল্লাহ তাআলা এটি প্রোথিত করে দিয়েছেন। মানুষ চিকিৎসকের কাছে যায় এবং তার চিকিৎসা অনুসরণ করে। প্রকৌশলীর কাছে যায় এবং তার দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে। আইনজ্ঞের কাছে যায় এবং তার কথা মান্য করে। ব্যবসা-বাণিজ্য বা এ-জাতীয় বিষয়ে পরামর্শের জন্য মানুষ অভিজ্ঞদের শরণাপন্ন হয় এবং তাদের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী চলে। ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়াবী এসব বিষয়ের চেয়ে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো দ্বীনী বিষয়। দ্বীনী বিষয়ে মুজতাহিদ ও অভিজ্ঞ মুফতীর শরণাপন্ন হয়ে সে মতে

আমল করার নামই হলো তাকলীদ। এটি শরীয়তের উপর আমল করার এক সহজ উপায় ও রাস্তা। তাকলীদ না করলে শরীয়তের বিধানাবলির উপর আমল করা হয়ে যাবে অসম্ভবপর বিষয়।

যুক্তির আলোকেও আমরা বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝতে পারি। কেউ হয়তো ইমাম হবে, নতুবা মুক্তাদী হবে। যে ইমামও নয়, আবার মুক্তাদীও নয় এরূপ ব্যক্তিকে আমরা ফাসাদকারী বলে মনে করি। হয়তো ব্যক্তি রাজা হবে, নয়তো প্রজা। উভয়ের কোনোটি না হলে তাকে আমরা দেশের নিয়ম অনুযায়ী দেশদ্রোহী ও বিদ্রোহী বলেই মনে করি। গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের ব্যাপারটিও তেমনি। তাকলীদের বিপরীত শব্দ ইজতিহাদ। মানুষ হয়তো মুকাল্লিদ হবে কিংবা মুজতাহিদ হবে। মাঝখানে গায়রে মুকাল্লিদ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অতএব যদি আমরা মন্তব্য করি, 'ইমাম আবু হানীফা রহ. হলেন রাজাতুল্য। আর গায়রে মুকাল্লিদরা রাজাও নয় আবার প্রজাও নয়। তারা হলো ফাসাদকারী ও বিদ্রোহী।' তাহলে তা বাস্তবতার সাথে বেমিল হবে না।

নুমানী রহ.-এর বিশিষ্ট শাগরিদ আল্লামা রুহুল আমীন ফরিদপুরী (দা. বা.) তাকলীদের হাকীকত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন,

ایک شخص نہ خود حساب میں مہارت رکھتا ہے نہ ہی کسی حساب دان سے حساب کرواتا ہے بلکہ اپنے ناقص ذہن سے جو آیا اسی پر عمل شروع کردیا، تقسیم کی جگہ ضرب شروع کرلیتا ہے۔ اور اپنی کج فہمی اور بد فہمی پر نازاں ہے۔ایسے ہی جو شخص اجتہادی مسائل میں خود اجتہاد کی اہلیت رکھے نہ مجتہد کی مانے فقہاء اسے لا مذہب کہتے ہیں اور عرفِ عام میں اسے غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ یہ خود رائی گمراہی اور ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔

এমন এক ব্যক্তি যে নিজেও হিসাব-সংক্রান্ত কোনো জ্ঞান রাখে না আবার কোনো অভিজ্ঞ হিসাববিদ দ্বারাও হিসাব করায় না; বরং নিজের অসম্পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা নিজেই হিসাব-নিকাশের কাজ সমাধান করে। ভাগের জায়গায় গুণ করে বসে। ওলট-পালট করে এবং এর উপর নিজে নিজে কাজ করার একটা আত্মতৃপ্তিও লাভ করে। একইভাবে শরীয়তের ক্ষেত্রেও যে নিজেও ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখে না অন্য কোনো যোগ্য মুজতাহিদের অনুসরণও করে না এমন ব্যক্তিকে লা-মাযহাবী বলা হয়। সাধারণ পরিভাষায় তাকে গায়রে মুকাল্লিদও বলা

হয়। এই প্রবৃত্তিপূজা পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংস ডেকে আনে।[৪৬২]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, একশ্রেণির তথাকথিত লা-মাযহাবী শাইখদের বিভিন্ন বক্তব্যে তাকলীদ ও মাযহাব সম্পর্কে ঘৃণ্য মানসিকতা ফুটে উঠেছে। তাদের কেউ-বা বলেন, যারা মাযহাব মানে তারা কবরপূজা করে! তারা শিরক করে! কারো বক্তব্য, তাকলীদে শখসী হোক গয়রে শখসী হোক সবটাই হারাম!! কারো মন্তব্য, মাযহাব মানা ফরজও না নফলও না; বরং বিদআত!!! কারো ভাষায়, মাযহাব জিনিসটাই ভিত্তিহীন!!! (ইন্নালিল্লাহ!) নুমানী রহ.-এ প্রবন্ধটি পাঠ করলে আশা করি, এসব মন্তব্যের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে পাঠক একটি সুন্দর ধারণা নির্মাণ করতে সক্ষম হবেন।

সারকথা হলো, লা-মাযহাবী ভাইয়েরা তাকলীদে মামদুহ বা প্রশংসাযোগ্য তাকলীদের নিন্দাবাদ করে থাকে। ফলে ঐশী চপেটাঘাতস্বরূপ তারা তাকলীদে মাযমুম বা শরীয়ত-নিষিদ্ধ নিন্দনীয় তাকলীদের করুণ শিকার হয়েছে। তাই তো আমরা দেখি, তারা তথাকথিত শায়েখ নামধারী এমন সব লোকদের মহাপণ্ডিত মনে করে তাকলীদ করে চলছে, যাদের কুরআন তেলাওয়াত পর্যন্ত সহীহ-শুদ্ধ নয়। তাকলীদে মামদুহ পরিত্যাগ করার ফলে মানুষ কীভাবে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহির শিকার হয়ে দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয় নুমানী রহ. বাস্তবতার আলোকে তাঁর কিছু নযীর ও দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন সুন্দর উপস্থাপনায়।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা যাহেদ আল-কাওসারী রহ. (ওফাত : ১৩৭১ হি.) মাযহাব পরিত্যাগের অশুভ পরিণামের বিষয়ে اللامذهبية قنطرة اللادينية শিরোনামে বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখেছেন। কাওসারী রহ.-এর অনুকরণে নুমানী রহ.ও শিরোনাম দিয়েছেন, لامذہبیت کا فتنہ لا دینیت پر جا کر ختم ہوتا ہے উভয়ের শিরোনাম এক হলেও প্রবন্ধের ভিতরের আলোচনা এক নয়। বিষয়টি দুই হযরত দুই আঙ্গিকে আলোচনা ও উপস্থাপন করেছেন। (মুহসিনুদ্দীন খান)

---

[৪৬২] ইজতিহাদ ও তাকলীদ দাওরে রিসালত সে আসরে হাজের তক, মাখতুত, পৃ. ১০॥

لامذہبیت کا فتنہ لادینیت پر جا کر ختم ہوتا ہے

মাযহাব–বিরোধিতার শেষ পরিণাম ধর্মচ্যুতি

দ্বীনের কিছু কথা তো এমন পরিষ্কার ও সোজাসাপটা, যা জানার ব্যাপারে আম-খাস সবাই বরাবর। যেমন : ঈমান আনা জরুরি এমন সব বিষয়, কিংবা এমন সব বিধি-বিধান, যার ফরজ হওয়ার বিষয়টি সবার জানা আছে। মুসলমান-মাত্রই জানেন যে, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ আরকানে ইসলামের মধ্যে শামিল। কিন্তু অনেক মাসআলা এমন রয়েছে, যা জনসাধারণের বুঝে আসে না। এজন্য তা আলেমদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া জরুরি। এসব মাসআলা-মাসায়েল হলো এমন, যেগুলোকে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের উচ্চস্তরের আলেমগণ কুরআন ও হাদীসে গভীর চিন্তাভাবনা করার পরে বুঝতে পারেন। আলেমদেরও শরয়ীভাবে এসব মাসআলা-মাসায়েল বুঝার জন্য একটি বিশেষ ইলমী যোগ্যতার প্রয়োজন। উসূলে ফিকহের কিতাবসমূহে যার বিবরণ বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। এ শাস্ত্রীয় যোগ্যতা অর্জন করা ব্যতীত কোনো মুশকিল আয়াতের[৪৬৩] তাফসীর করা কিংবা কোনো মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে উদ্‌ঘাটন করার অধিকার কোনো আলেমের নেই। যে আলেমের মধ্যে এ যোগ্যতা তৈরি হয়ে যায় এবং যিনি পরিপূর্ণ চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম বিনিয়োগ করে নিখুঁত অনুসন্ধানের মাধ্যমে কুরআন-হাদীস থেকে মাসআলা উদ্‌ঘাটন করেন তাঁকে মুজতাহিদ বলা হয়। (সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অনেক বিশিষ্ট আলেমের পক্ষেও এ স্তরে পৌঁছা কঠিন) আর যে ব্যক্তির মধ্যে এরূপ যোগ্যতা তৈরি না হয় সে হলো 'আমী' (মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তি)।[৪৬৪]

---

[৪৬৩] মুশকিল আয়াত বলতে বুঝায়, বাহ্যত পরস্পর-বিরোধী আয়াত বা আয়াতের সাথে হাদীসের বাহ্যিক বৈপরীত্য কিংবা মর্ম উদ্‌ঘাটনের জটিলতা রয়েছে এরূপ আয়াত। (অনুবাদক)

[৪৬৪] স্মর্তব্য যে, তাকলীদেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। একেবারে অক্ষর-জ্ঞানহীন ব্যক্তির তাকলীদ আর একজন আলেমের তাকলীদ এক নয়। অতএব তাকলীদ মাত্রই এটি কোনো 'জাহালাত স্তরের' নাম নয়। এর দ্বারা তাহকীকের দরজা বন্ধ হয়ে যায় না। কেউ কেউ বলে থাকে, মুকাল্লিদের দলিল-প্রমাণ জানার অধিকার নেই। জানতে চাইলে সে

এরূপ ব্যক্তির হুকুম হলো, প্রত্যেক মাসআলায় মুজতাহিদের শরণাপন্ন হওয়া। আর মুজতাহিদের জন্য আবশ্যক হলো, তিনি যে মাসআলা বর্ণনা করবেন কিতাব ও সুন্নাহর মাঝে সে সম্পর্কে যেসমস্ত নির্দেশনা, বিধিবিধান ও জ্ঞান-ভাণ্ডার রয়েছে সেগুলো গভীর চিন্তাভাবনা এবং পূর্ণ শ্রম ও চেষ্টা বিনিয়োগ করে প্রথমে তা ভালোভাবে বুঝবেন, এরপর তার উপর ফাতওয়া প্রদান করবেন।

ইজতিহাদ ও ফাতওয়ার এ ধারাক্রম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে উম্মতের মধ্যে যুগ-পরম্পরায় চলে আসছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেও অনেক সাহাবায়ে কেরাম এমন ছিলেন, যাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে খোদ মদীনা শরীফে এবং সমগ্র আরব রাষ্ট্রে (যেখানে যেখানে ইসলামের প্রসার ঘটেছিল) ফাতওয়া প্রদান করতেন। বাদবাকি অন্যরা তাঁদের প্রদত্ত ফাতওয়া মোতাবেক আমল করতেন।[৪৬৫] সাহাবায়ে কেরামের পরে তাবেয়ীদের যুগেও এ ধারা এভাবেই

মুকাল্লিদদের স্তর থেকে বেরিয়ে যাবে। এটা ভ্রান্ত ধারণা। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক মাযহাবে এমন হাজার হাজার আলেম রয়েছেন, যারা মাযহাবের তাকলীদ করতেন এবং দলিল-প্রমাণও জানতেন। মুকাল্লিদের জন্য দলিল জানা জরুরি নয়। তবে মাসআলা-মাসায়েলের সাথে সাথে দলিল জানা থাকলে, হাদীস ও আছার পরিপূর্ণরূপে ও পরিপক্বভাবে অধ্যয়ন করা থাকলে ফাকাহাত ও সমঝ তৈরি হয়। সিদ্ধান্তে স্থিতিশীলতা আসে, অন্তরের প্রশান্তি এবং তাকলীদে দৃঢ়তা লাভ হয়। দ্বীনের সত্যতা প্রকাশ পায়। নিত্যনতুন সমস্যার সমাধান বের করা যায়। এ ছাড়া দলিল জানার দ্বারা নিজের ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া, অন্য ধর্মের লোকদের দাওয়াত দেওয়ার সুবিধা ও তাদের পক্ষ থেকে যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যোগ্যতা তৈরি হওয়া—ইত্যাদি উপকার তো আছেই। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, মাওলানা ইমদাদুল হক লিখিত *মাযহাব ও তাকলীদ একটি সহজ-সরল উপস্থাপন* নামক গ্রন্থ। (অনুবাদক)

[৪৬৫] **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের তিন শ্রেণির মানুষ**

১। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থাকতেন তাঁদের কোনো মাসআলা দরকার হলে তাঁরা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জিজ্ঞাসা করে নিতেন।

২। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতেন তাঁদের মধ্যে যদি ইজতিহাদের যোগ্যতা না থাকত, তাহলে তাঁরা প্রয়োজনীয় মাসআলায় নিজ এলাকার মুজতাহিদ সাহাবীর তাকলীদ করতেন।

৩। যিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখতেন তিনি প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলায় ইজতিহাদের মাধ্যমে শরয়ী হুকুম তালাশ করতেন। যেমন : হযরত মুআয রা. ইয়ামানের গভর্নর ছিলেন। নতুন কোনো মাসআলা এলে তিনি ইজতিহাদ করতেন আর ইয়ামানবাসী তাঁর তাকলীদে শখছী করতেন। তখনকার ইয়ামানে কোনো মুসলমান এই তাকলীদের অস্বীকারকারী ছিলেন না। এমন কাউকে খুঁজে পাবেন না, যে হযরত মুআয রা.-কে এ কথা

অব্যাহত থাকে; বরং প্রত্যেক শহরের মুফতী ও মুজতাহিদ মাসআলা বর্ণনা করতেন, আর সেই শহরের বাসিন্দারা তাঁদের প্রদত্ত ফাতওয়া মোতাবেক শরীয়তের সমস্ত আহকামের উপর আমল করতেন। এরপর তাবে তাবেয়ীদের যুগে মুজতাহিদ ইমামগণ কিতাব ও সুন্নাহ এবং বিগত মুজতাহিদ সাহাবা ও তাবেয়ীদের ফাতওয়াকে সামনে রেখে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশদভাবে শরীয়তের আহকাম বিন্যস্ত করে দিয়েছেন। এসব ইমামদের মধ্যে যিনি প্রথমত্বের মহাসম্মাননা লাভ করেছেন তিনি হলেন আমাদের ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.। অতঃপর ইমাম মালেক, তাঁর পরে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহিমাহুমুল্লাহ।[৪৬৬]

যেহেতু বিশ্বনন্দিত এ চার ইমাম, মানুষের জীবনের উদ্ভূত অধিকাংশ মাসআলা-মাসায়েলকে সংকলন করে দিয়েছিলেন এবং পাশাপাশি সেসব উসূলও তাঁরা বর্ণনা করে দিয়েছিলেন, যেসব উসূলের আলোকে তাঁরা এসব বিধি-বিধানকে সংকলন ও বিন্যস্ত করেছিলেন, এজন্য সমগ্র মুসলিম বিশ্বে কাজী ও মুফতীগণ সেসব মাসআলার আলোকে ফয়সালা ও ফাতওয়া প্রদান শুরু করে দেন। এভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এ চার ইমামের মাযহাব সমাদৃত ও নির্ভরযোগ্য হয়ে যায়। হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে নিয়ে অধুনা যুগ পর্যন্ত এ সিলসিলা ও ধারাবাহিকতা এভাবেই চলে আসছে।

হিন্দুস্তানে যখন ইংরেজদের শাসন শুরু হয় সে সময় কিছু মানুষের মাথায় এই বীচ বপন করা হয় যে, আমাদের পূর্ববর্তীদের ফাতওয়ার উপর চলার এবং তাঁদের তাকলীদ করার কী দরকার? আমাদের নিজেদেরই তো কুরআন ও

বলেছেন যে, আপনি কুরআন বা হাদীস দেখান তাহলে আমরা আপনার কথা মানব। সরাসরি কুরআন-হাদীস ছাড়া ইজতিহাদী কোনো মাসআলা আমরা মানি না; বরং আমরা আরবী বুঝি আমাদের আরবী ভাষাজ্ঞান দিয়ে কুরআন হাদীস থেকে আমাদের যা বুঝে আসে আমরা তা-ই মানব। ইত্যাদি ইত্যাদি। গোটা ইয়ামানে তাকলীদে শখছীর অস্বীকারকারী এমন কেউ ছিল না, যে এ কথা বলেছে, হে মুআয! আমরা ইজতিহাদী মাসআলায় শুধু আপনার তাকলীদ কেন করব? কোনো ক্ষেত্রে আমরা আপনার মত নেব, আবার অন্য কোনো ক্ষেত্রে আমরা আবু বকর রা.-এর মত গ্রহণ করব। আবার কোনো মাসআলায় হযরত ওমর রা.-এর মত গ্রহণ করব। (ইজতিহাদ ও তাকলীদ দাওরে রিসালত সে আসরে হাজের তক, মাখতুত, পৃ. ১১)

[৪৬৬] উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, তাকলীদ হলো, ইজতিহাদী মাসআলা-মাসায়েলে, মুজতাহিদ নন এরূপ ব্যক্তি এমন মুজতাহিদের মুফতাবিহী বা ফাতওয়াগ্রাহ্য মাসায়েলকে মেনে নেয়া, যে ব্যক্তির মুজতাহিদ হওয়া শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং তার মাযহাব উসুলান ও ফুরূআন তথা মূলনীতি ও শাখাগতভাবে সংকলিত হয়ে মুকাল্লিদের কাছে আমল হিসেবে মুতাওয়াতির সূত্রে পৌঁছেছে। (অনুবাদক)

হাদীস থেকে মাসআলা বের করা উচিত। এ চিন্তাধারার লোকজন নিজেদের আহলে হাদীস বা গায়রে মুকাল্লিদ বলে পরিচয় দেয়।[৪৬৭] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরাও মুকাল্লিদ। তাদের জনসাধারণ তো মসজিদের মোল্লা মৌলভীদের থেকেই মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করে তদনুযায়ী আমল করে থাকে। আর এসব মৌলভীরা গুটি কতেক হাদীসের কিতাব সামনে রেখে শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ যে মতলব বয়ান করেছেন তার উপর চলে থাকে। হাদীসের তাসহীহ-

---

[৪৬৭] এই উপ-মহাদেশে সংগঠিতরূপে লা-মাযহাবী ফেতনার সূচনা হয় ১২৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের পরে। হিন্দুস্তানে আব্দুল হক বেনারশী (ওফাত : ১২৮৫ হি.)-ই সর্বপ্রথম তাকলীদ বর্জন বা মাযহাব পরিত্যাগ ফেতনার গোড়াপত্তন করেন। তারপর মিয়া নাযীর হুসাইন সাহেব (১২২০-১৩২০ হি.) এবং তার ছাত্রদের মাধ্যমে এই ফেতনা ছড়িয়ে পড়ে। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব (১২৫০-১৩০৭ হি.) ভূপাল থেকে সর্ব প্রকারের আর্থিক ও ইলমী সাহায্য করতে থাকেন। এ দলটির প্রতিষ্ঠালগ্নেই উলামায়ে হারামাইনসহ হিন্দুস্তানের আলেমগণ গোমরাহ হওয়ার ফাতওয়া প্রদান করেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন, মাওলানা মানসূর আলী খান মুরাদাবাদী রহ. লিখিত *ফতহুল মুবীন ফী কাশফি গায়রিল মুকাল্লিদীন* নামক গ্রন্থ। এটা স্বীকৃত ও একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, এই ফিরকার সকল কেন্দ্রীয় পর্যায়ের ব্যক্তির সাথেই ইংরেজ সরকারের দহরম-মহরম সম্পর্ক ছিল। নমুনাস্বরূপ কেবল লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের ভাষ্যকার মৌলভী মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবীর কথা উল্লেখ করা হলো। তিনি লেখেন,

اس گروہ اہل حدیث کے خیر خواہ وفادار، رعایا برٹش گورنمنٹ ہونے پرایک بڑی روشن اور قوی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ برٹش گورنمنٹ کے زیر حمایت رہنے کو اسلامی سلطنتوں کے ماتحت رہنے سے بہتر سمجھتے ہیں'

এই আহলে হাদীস দল ব্রিটিশ গভর্নমন্টের কল্যাণপ্রত্যাশী, চুক্তি রক্ষাকারী ও অনুগত হওয়ার অত্যন্ত উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ প্রমাণ হলো, তারা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অধীনে থাকা কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে থাকার চেয়েও উত্তম মনে করে।' (আল-হায়াত বা'দাল মামাত, ৯৩, বারাতে মাজমুয়ায়ে রাসায়েল ৩/২৭১)

শুধু তাই নয়, এই মৌলভী সাহেব হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলাম সাব্যস্ত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বিপক্ষে 'আল-ইকতেছাদ ফী মাসায়িলিল জিহাদ' নামে পুস্তিকাও লেখেন। প্রখ্যাত আলিম ও মুনাযির মাও. আমীন সফদার উকাড়বী (রহ.) এর একটি সুন্দর মন্তব্য উল্লেখ করে এ টীকার ইতি টানছি। তিনি বলেন,

الغرض تقلید شخص کو چھوڑنے کی اصل غرض انگریز کے خلاف جہاد کو حرام قرار دینا تھا اور مسلمان مجاھدین میں فروعی اختلاف پیدا کرکے لڑانا ہر مسجد میں دنگا فساد کرانا اصل مقصد تھا۔

'মোটকথা, ব্যক্তিতাকলীদ অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ বর্জনের মূল কারণ ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদকে হারাম সাব্যস্ত করা এবং মুসলমান মুজাহিদদের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি করে তাদেরকে আত্মকলহে লিপ্ত করা। মসজিদে মসজিদে ঝগড়া-ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে দেওয়া।' (মাজমুয়ায়ে রাসায়েল ৩/২৫৬)

তাযয়ীফ বা শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই এবং হাদীসের রাবীদের জরাহ-তাদীলের ক্ষেত্রেও এরা মুহাদ্দিসদের তাকলীদ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম বুখারী রহ. বা ইমাম তিরমিযী রহ. কোনো হাদীসের ব্যাপারে সহীহ বা যয়ীফ বলে হুকুম ও সিদ্ধান্ত প্রদান করলে তারা এ হুকুমকে যথেষ্ট মনে করে সে অনুযায়ী উক্ত হাদীসের উপর আমল করে থাকে কিংবা আমল করা ছেড়ে দেয়। অথচ সে হাদীস কী কারণে, কোন মূলনীতির ভিত্তিতে সহীহ হলো বা কী কারণে যয়ীফ হলো তা তাদের জানা নেই। মোটকথা, এ ব্যাপারে তারা ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযীর তাকলীদ করাকে যথেষ্ট মনে করে থাকে। এ ব্যাপারে তারা নিজেরা ইজতিহাদ করে না।

তাকলীদমুক্ত জীবনের ভয়াবহ পরিণতি

তাকলীদ না করার খারাপ পরিণতি হলো, হিন্দুস্তানে দ্বীন ও মাযহাবের মধ্যে ফেতনার দরজা খুলে যায়। যে-সে মুজতাহিদ বনে বসে। সর্বপ্রথম স্যার সৈয়দ আহমদ এ বিপৎসংকুল পথে পা ওঠান। প্রথমে তিনি হানাফী মাযহাবকে সাদরে গ্রহণ করেন। এরপর তাকলীদের পথ পরিহার করে গায়রে মুকাল্লিদ হয়ে যান। আরো আগে বাড়তে বাড়তে ভ্রান্ত ন্যাচারিয়া ফেরকার জনক হয়ে যান।[৪৬৮] আর এটা স্পষ্ট ব্যাপার যে, যখন তারা ফকীহদের তাকলীদ করাকে

[৪৬৮] **ফিরকায়ে ন্যাচারিয়া এর ধ্যান-ধারণা :** ইসলামের উপর আরোপিত পশ্চিমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে যিন্দীক ও মুলহিদ স্যার সৈয়দ আহমদ কুরআন ও সুন্নাহের বিকৃতি সাধন করেছেন। ইসলাম ও কুফরকে এক করে ফেলার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। ফেরেশতা ও শয়তানের অস্তিত্ব, স্বশরীরে হাশর-নাশরসহ শরীয়তের অসংখ্য মুতাওয়াতির বিষয়কে অস্বীকার করেছেন। উর্দু ভাষায় *তাফসীরুল কুরআন* লিখে কুরআন তাহরীফের মহড়া প্রদর্শন করেছেন। তার বিকৃত চিন্তাধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দান করে সরকারি সুবিধাবলয়ে প্রবেশ করার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আলীগড় ইউনিভার্সিটি। তার প্রতিষ্ঠিত দলটি *ফিরকায়ে ন্যাচারিয়া* নামে পরিচিত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এ দলটি পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতা গ্রহণ করে শরীয়তের প্রতিটি হুকুম-আহকামকে গ্রহণ করা বা বর্জন করার ব্যাপারে নিজেদের সীমিত মেধা ও খোঁড়া যুক্তিকে মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করেছে এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সত্য-অসত্য ও ভালো-মন্দ বিচারের কষ্টিপাথর বানিয়েছে। অর্থাৎ শরীয়তের যেসমস্ত বিধান তাদের সীমিত বুদ্ধি-বিবেক ও খোঁড়া যুক্তিসম্মত হয়, সেগুলোকে তারা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়। অন্যথায় সেগুলোকে তারা মিথ্যা, অকার্যকর ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। এককথায়, তাদের মাঝে খোঁড়া যুক্তি প্রয়োগ করে শরয়ী আহকামের বর্জনশীলতা ছিল অতিমাত্রায়। এমনিভাবে ইসলামী শরীয়তের যেসমস্ত বিষয়াদি ইউরোপীয় সভ্যতার পরিপন্থী ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর নিকট অপছন্দনীয় বা মনঃপূত নয় সেগুলোও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নয়। যদিও তা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। স্যার সৈয়দ আহমদের ভ্রষ্টতা ও কুফরীর বিষয়ে তৎকালীন হিন্দুস্তানের আলেমগণ মুসলমানদের সতর্ক

হারাম সাব্যস্ত করল তখন তাসহীহ-তায়য়ীফ বা হাদীসের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোনো মুহাদ্দিসকে কেন মান্য করবে? দলিল না বুঝে তা কেন সহীহ হিসেবে মেনে নেওয়া হবে? একই পরিণতি হয়েছিল গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর। সে হানাফী মাযহাব থেকে বের হয়। এরপর তাকলীদ পরিত্যাগের মাত্রা বাড়তে বাড়তে বিষয়টা এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, সে মাহদী দাবি থেকেও একধাপ আগে বেড়ে নিজেকে প্রতিশ্রুত মাসীহ দাবি করে বসে।[৪৬৯]

অপরদিকে এই তাকলীদ পরিত্যাগ ও অস্বীকার হাদীস অস্বীকারের রাস্তা খুলে দিয়েছে। আসলাম জায়রাজপুরীর দাদা হানাফী ছিলেন। তার পিতা মৌলভী সালামাতুল্লাহ গায়রে মুকাল্লিদ হয়ে যায়। আসলাম জায়রাজপুরী বাপ-দাদা থেকেও আগে বেড়ে হাদীস অস্বীকার ফেতনার দায়ী বনে যায়। আসলাম জায়রাজপুরীর অনুসারী মাস্টার গোলাম আহমদ পারভেজের জিন্দেগীর মাশগালা ও কর্মব্যস্ততা হয়ে যায় হাদীস ও সুন্নাহকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা।[৪৭০] অনুরূপভাবে আমাদের দেশে অন্যান্য যত দ্বীনী ফেতনা রয়েছে তার পিছনে রয়েছে তাকলীদ অস্বীকারের দাম্ভিকতা। প্রথমে কেউ তাকলীদ অস্বীকার করে গায়রে মুকাল্লিদ

করেন। চারও মাযহাবের হিজাযের আলেমগণও তার বিষয়ে সতর্ক করেন। (দেখুন, মুশকিলাতুল কুরআন এর ভূমিকা, ইয়াতীমাতুল বায়ান)—অনুবাদক।

[৪৬৯] সে কেবল নিজেকে মাসীহে মাওউদ দাবি করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং একপর্যায়ে সে নিজেকে নবীও দাবি করে বসে। এই মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর জন্ম ১৮৪০ আর মৃত্যু ১৯০৮ সাল। পাঞ্জাবের এ ব্রিটিশ কর্মচারী ১৯০১ সাল থেকে নিজেকে নবী বলে দাবি করতে শুরু করে। ২৩ মে ১৯০৮ সালে মির্যা কাদিয়ানী তার জীবনের শেষ চিঠিতেও দৃঢ়তার সাথে নবী হওয়ার দাবির উপর অটল থাকে। চিঠিটা মির্যা কাদিয়ানীর মৃত্যুর দিন (২৬ মে ১৯০৮ সালে) 'আখবারে আম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। (দেখুন : নবুওয়াত ও খিলাফত-৭৬, প্রকাশক-মাহবুব হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারি, ইশায়াত। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১) উল্লেখ্য যে, লা-মাযহাবীদের শাইখুল কুল ফিল কুল মিয়া নাযীর হুসাইন সাহেব (১২২০-১৩২০হি.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ মৌলভী মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে 'শামসুল উলামা' উপাধিপ্রাপ্ত মৌলভী মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী তার প্রতিষ্ঠিত 'ইশাআতুস সুন্নাহ' পত্রিকার মাধ্যমে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে অতীব গুরুত্ব দিয়ে আসমানে তুলতে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি। এটা সে সময়কার ঘটনা যখন হিন্দুস্তানে লা-মাযহাবীদের কর্মতৎপরতা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সাথে হুসাইন বাটালবী ও লা-মাযহাবী ঘরানার লোকদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। এবং তাঁরাও কাদিয়ানী ধর্মের অসারতা প্রমাণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন : রঈসে কাদিয়ান ৩০৪, ৩০৫ পৃ.॥ —অনুবাদক।

[৪৭০] তার কাফের হওয়ার বিষয়ে উলামায়ে উম্মত সর্বসম্মত ফাতওয়া প্রদান করেছেন। (ফাতওয়ায়ে উসমানী ১/৯২)

বনে। এরপর তার বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা ও অহংবোধ তাকে গোমরাহীর অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

ইতিহাস সাক্ষী, যখন থেকে চার মাযহাবের প্রচলন শুরু হয় তখন থেকে মুসলমানদের মধ্যে নতুন নতুন ফেরকা সৃষ্টির ধারা ও গতি মন্থর হয়ে আসে।[৪৭১] আর যখন থেকে তাকলীদের বন্ধন ছিন্ন হয় এবং লা-মাযহাবী যুগের টার্ম ফিরে আসে তখন সব দিক থেকে নতুন নতুন ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আজকাল খোদ করাচীতে দুটি নতুন ফেতনা খুব জোরেশোরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাওহীদ শিরোনামে একটা ফেতনা করাচীর উপকূলীয় দিক থেকে জন্মলাভ করেছে। সেখান থেকে 'তাওহীদে খালেস' শিরোনামে পুস্তিকা প্রচার করা হচ্ছে। সে পুস্তিকায় বলা হয়েছে, হাসান বসরী থেকে নিয়ে আজপর্যন্ত কেউ তাওহীদবাদী নয়। বিশেষ করে হিন্দুস্তানকে তো তাসাওউফ এরূপ সর্বনাশ করে দিয়েছে যে, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী থেকে নিয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী পর্যন্ত কেউ মুসলমান বলার উপযুক্ত নয়! যে দুর্ভাগা এই ফেতনার পৃষ্ঠপোষকতা করছিল সে আজ পৃথিবীতে নেই।[৪৭২]

দ্বিতীয় আরেকটি ফেতনা, যা করাচী শহরের অপর দিক থেকে হযরত উসমান রা.-এর নামে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নাসেবী ফেতনাকে জীবিত

---

[৪৭১] আমলে মুতাওয়ারাস ও ফিকরে মুতাওয়ারাস থেকে দূরে সরার কারণেই মূলত ভ্রান্ত ফিরকা তৈরি হয়। আর মানুষ মুতাওয়ারাস আমল বা মুতাওয়ারাস ফিকির থেকে তখনই দূরে সরে যায়, যখন সে তাকলীদে মামদুহ পরিত্যাগ করে। তাই মাযহাবের উসূল ও যওয়াবেত মেনে চললে তখন আর বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। (অনুবাদক)

[৪৭২] এই ফেতনার পুরোধা নায়কের নাম প্রফেসর মাসউদ। হযরত এখানে তার নাম উল্লেখ করেননি। তার প্রতিষ্ঠিত দলের নাম ছিল 'জামাআতুল মুসলিমীন'। সে বলত, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, هو سمكم المسلمين (সূরা হাজ্জ : ৭৮) অতএব মুসলমান ব্যতীত অন্য কোনো পরিচয়ে নিজেদের পরিচিত করলে তা শিরক হয়ে যাবে! এরা মূলত গায়রে মুকাল্লিদদেরই একটা চরমপন্থী গোষ্ঠী। বাকি অন্যান্য গায়রে মুকাল্লিদদের তারা মুশরিক মনে করে থাকে। এ তথ্যগুলো আমাকে জানিয়ে ধন্য করেছেন নুমানী রহ.-এর বিশিষ্ট শাগরিদ আল্লামা রুহুল আমীন ফরিদপুরী দা. বা.। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। এদের সম্পর্কে মুনাজিরে ইসলাম, আল্লামা আমীন সফদার উকাড়বী রহ.ও কলম ধরেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন তাজাল্লিয়াতে সফদারের পয়লা খণ্ডের

فرقہ جماعت المسلمین---تحقیق کے آئینہ میں ۔ غیر مقلدیت کا نیا روپ --- مسعودی فرقہ

শিরোনামের দুটি লেখা। (অনুবাদক)

করাই এদের উদ্দেশ্য।[৪৭৩] এ ফেতনার জোগানদার ও সরবরাহকারীরা হলো ইয়াযিদ ও মারওয়ান-এর জন্য জীবনদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এদের পরিপূর্ণ চেষ্টা ছিল, যে কোনো উপায়েই হযরত আলী, হযরত হুসাইন ও আহলে বাইতের ইমামদের অভিশাপ দেওয়া এবং তাঁদের আযমত ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা। এ ফেতনার ইন্ধনদাতা ও জোগানদার ছিল মাহমুদ আব্বাসী। তার মৃত্যুর পর তার চেলাচামুণ্ডা এই ফেতনার গায়ে বাতাস দিয়ে যাচ্ছে। এদের প্রকাশিত ও প্রচারিত পুস্তিকা পাঠ করলে এ উভয় ফেতনার—প্রফেসর মাসউদ প্রতিষ্ঠিত 'জামাআতুল মুসলিমীন' ও মাহমুদ আহমদ আব্বাসী-এর নতুন করে চাঙ্গা করা নাসেবী ফেতনা—খারাবি ও গোমরাহীর দিক সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

গ্রন্থ সমাপ্ত

[৪৭৩] নাসেবী বলতে বুঝায় যারা আলী রা. ও আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাকে দ্বীনদারি মনে করে থাকে। তারা আলী রা.-এর ফাসিক হওয়ার আকীদা রাখে (নাউযুবিল্লাহ)। হযরত আলী রা.-এর খেলাফতের শেষের দিকে এ ফেতনার সূত্রপাত ঘটে। লম্বা একটা সময় ধরে এ ফেতনা থাকলেও পরববর্তী সময় তা মিটে যায়। পাকিস্তানের মাহমুদ আহমদ আব্বাসী 'খিলাফতে মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদ' গ্রন্থ লিখে এ ফেতনাকে আবার নতুন করে চাঙ্গা করে। (অনুবাদক)